দানকেলিকৌমুদী

নাটিকা।

শ্রীল শ্রীপূজ্যপাদ রূপগোস্বামি প্রণীতা

শ্রীল শ্রীপূজ্যপাদ জীবগোস্বামি

কৃত

টীকা সমেতা।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নেন বঙ্গ ভাষয়া

অনুবাদিতা প্রকাশিতাচ।

মুর্শিদাবাদ।

বহরমপুরস্থ,—রাধারমণ যন্ত্রে

তেনৈব মুদ্রিতা।

১২৮৭, ২২শে ফাল্গুন।

বিজ্ঞাপন।

সম্প্রতি কাল সহকারে ক্রমশই বৈষ্ণবধর্ম্ম বিলুপ্ত হইতেছে আচার্য্যগণ স্বয়ং ধর্ম্ম যাজন করিতেছেন না, শিষ্যগণকেও শিক্ষা প্রদান করিতেছেন না, সকলেই বিষয় পরতন্ত্র হইয়াছেন, শিষ্যগণ ধনাঢ্য, আচার্য্য নির্দ্ধন, যদি শিষ্যগণকে উপদেশ দিতে চাহেন তাহা হইলে শিষ্য আচার্য্যোপদিষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করে না। অধিকন্তু গুরুকেও পরিত্যাগ করে, আচার্য্যকে সংসার নির্ব্বাহার্থ ধনের প্রত্যাশা রাখিতে হয়, শিষ্য রুষ্ট হইলে আর আমাকে জীবনোপায় প্রদান করিবে না। ধর্ম্ম স্থলে এইরূপ শঙ্কট হইয়াছে, কেহই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের উপদেশ দেন না, এক্ষণে আচার্য্যের ধর্ম্ম শিষ্যানুগত। লোক সকল অধিকাংশই বিদ্যাশূন্য, যদি কেহ কেহ বিদ্বান্ আছেন তাঁহারা অর্থপ্রত্যাশায় বিশুদ্ধ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করেন না, যে কোন রূপে অর্থ সংগ্রহ করাই লোকের উদ্দেশ্য, যাঁহারা পণ্ডিত পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকেও ধনাঢ্যলোকের অধীন হইয়া চলিতে দেখিতেছি, সম্প্রতি মদ্যপান বেশ্যা গমন এবং পরবঞ্চনা প্রভৃতি দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেই লোক সমাজে মান্য গণ্য হইতেছেন, ধর্ম্মের দিকে কাহারও দৃষ্টি পাত নাই। কোন কোন মহাত্মা হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা স্থাপন করিয়া সাধারণ লোককে ধর্ম্মোপদেশ করিতেছেন কিন্তু তাহাও যথেষ্ট রূপে ফলসাধক হইতেছে না, যে সময় সভায় অধ্যাসীন থাকেন তৎকালীন ধর্ম্মে মতি, গৃহে গমন করিলে আর সে রূপ থাকে না, তথায় স্ত্রীপুত্রাদির মমতায় আচ্ছন্ন হয়েন, কি রাজা কি ধনাঢ্য কেহই ধর্ম্মস্থাপনের

প্রতি মনোযোগ করেন না, আপনাদের সুখ স্বচ্ছন্দ কিসে বৃদ্ধি হইবে ইহারই চেষ্টা পান। লোকে ধর্ম্মনাশের মূল একে ত বিদ্বানের অভাব দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত শাস্ত্র সকল অতি কঠিন, সহসা বোধগম্য হয় না, এ কারণ ধর্ম্মের চর্চ্চা একেবারে লোপ হইয়াছে, আমি সাধারণের হিতাভিলাষে গোস্বামিপাদগণ যে যে ধর্ম্ম পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন তাহারই ভাষান্তর করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, ধার্ম্মিকগণ গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক পাঠ করিলে অবশ্যই কিছু কিছু ধর্ম্ম জানিতে পারিবেন, এক্ষণে "বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রকাশিকা" নামে এই পত্রিকা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, ইহাতে প্রথমতঃ দানকেলিকৌমুদী তদনন্তর বিদগ্ধমাধব তৎপরে ললিতমাধব গোবিন্দলীলামৃত এবং ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি অনুবাদসহ প্রকাশ হইবেক, ধার্ম্মিকগণ পাঠ করিয়া সুখানুভব করিলেই আমার শ্রম সফল হইবেক। আমি কাহারও অনুরোধে বা অর্থ লালসায় এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম এমত নহে সকলের উপকারমাত্র প্রত্যাশা, অতএব ধার্ম্মিকগণ ইহার আস্বাদনে বিরত হইবেন না, হরিলীলা আস্বাদন করিলে ভব দাবানলের সন্তাপ সকল নিবৃত্তি হইবে এবং অন্তে ভগবচ্চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হইবেন। ইতি।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণং।

দানকেলিকৌমুদী।

শ্রীরাধাকৃষ্ণৌ জয়তঃ॥

অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণ ব্যাকীর্ণ পক্ষ্মাঙ্কুরা

কিঞ্চিৎ পাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পুরঃ কুঞ্চতী।

শ্রীহরির্জয়তি। দানকেলিকলৌ লুপ্তধর্ম্মমর্য্যাদয়োর্ভজে। রাধামাধবয়োঃ কাম লোভ দম্ভ মদানৃতং। অথ সোঽয়ং রসিক মুকুটমণি রভিনীত বিদগ্ধ মাধবাদি নাটকার্থ রত্নো যত্নোরীকৃত রাধামাধব লীলা বিলাসাবিরাম রাম ণীয়ক পীযূষ পরিবেষণ ব্রতঃ পরম ভাগবতানম্বুরাগিণঃ প্রিয় সুহৃদোঽনু-রঞ্জয়ন্নখিল কবিমণ্ডলাখণ্ডলঃ শ্রীরূপনামা অমৃত তরঙ্গিণীমিব দানকেলি-কৌমুদীং নাম ভানিকাং নির্ম্মিমাণঃ প্রারব্ধনান্দীমুপশ্লোকয়ন্মঙ্গলমাচরতি অন্তঃস্মেরতয়েতি। মাধবেন পথি পুরোঽগ্রত এব রুদ্ধায়া রাধায়া দৃষ্টির্বোযুষ্মাকং শ্রিয়ং প্রেমসম্পত্তিং ক্রিয়াৎ করোতু। কথম্ভূতা কিলকিঞ্চিতং ভাব বিশেষং স্তবকয়িতুং স্তবকী কর্ত্তুং বহিরীষৎ প্রকটয়িতুং শীলং যস্যাঃ সা। স্যাদগুচ্ছকস্ত

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পথ মধ্যে অবরুদ্ধা শ্রীরাধার হর্ষ নিবন্ধন কিলকিঞ্চিত স্তবকিনী অর্থাৎ গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, ঈষদ্ধাস্য, অসূয়া, ভয়, ক্রোধ এই সকলের একত্রী করণ রূপ দৃষ্টি, যাহা অন্তরে ঈষৎ হাস্য নিবন্ধন উৎফুল্ল,

রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুর ব্যাভুগ্নতারোত্তরা
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিত স্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ ॥১

স্তবক ইত্যমরঃ॥ গর্ব্বাভিলাষ রুদিত স্মিতাসূয়া ভয় ক্রুধাং। সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতং॥ অত্র অন্তঃস্মের তয়েতি হর্ষোত্থং স্মিতং। স্তবক পক্ষে অন্তঃ স্মেরতা অন্তরীষৎ ফুল্লতা জলকণেতি রুদিতং অবহিত্থোত্থং। পক্ষে মকরন্দোদ্গমঃ। ইতি শিতিম্না স্মিতং আরুণ্যেন ক্রোধঃ। পক্ষে শ্বেতারুণ বর্ণদ্বয়োদ্গমঃ। কুঞ্চেতি সঙ্কুচিত রূপেতি ভয়ং। পক্ষে কুঞ্চনং কোরকতা। মধুরা ব্যাভুগ্না কুটিলাচ যা তারা কনীনিকা তয়া উত্তরা শ্রেষ্ঠা মধুর ব্যাভুগ্নেতি গর্ব্বাসূয়ে। পক্ষে মাধুর্য্যং কুটিলা কৃতিত্বঞ্চ তদা মধুর ব্যাভুগ্নতাং রাতি গৃহ্লাতীতি ছেদঃ উত্তরা শ্রেষ্ঠা॥১॥

যাহার পক্ষ্ম সকল জলকণা ব্যাপ্ত, অন্তভাগ কিঞ্চিৎ পাটল বর্ণ, রসিকতা দ্বারা উৎসিক্ত (উদ্রিক্ত), অগ্রভাগ সঙ্কুচিত, এবং মধুরতা দ্বারা তারা (কনীনিকা) কিঞ্চিৎ বক্র, সেই দৃষ্টি তোমাদের কল্যাণ বিধান করুন॥

তাৎপর্য্য। শ্রীরাধা সখীগণ সমভিব্যাহারে গোবর্দ্ধন তটস্থ মার্গ দিয়া যজ্ঞার্থ ঘৃত লইয়া যাইতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক নিমিত্ত দানঘট্টে অবস্থিত হইয়া পথ রোধ করায় তৎকালীন শ্রীরাধার কিলকিঞ্চিতভাব প্রকাশ হয় যথা—গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, ঈষৎ হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ হর্ষ হেতু এই সাতটী ভাব এক কালীন উদয় হইলে তাহাকে কিলকিঞ্চিত বলে। এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শনে শ্রীরাধার হর্ষোদয় হেতু অন্তরে ঈষৎ হাস্য, আমি কুলবধূ

বিভুরপি কলয়ন্ সদাতি বৃদ্ধিং
গুরুরপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ।
মুহুরুপচিত বক্রিমাপি শুদ্ধো

বিভুর্ব্যাকোপি চিচ্ছক্তি বৃত্তি রূপত্বাৎ। সদৈবাভিতো বৃদ্ধিং কলয়ন্ ধাবন্ লোকবল্লীলা কৈবল্যাৎ। অনুরাগো নাম সদানুভূয়মানেপি বস্তুন্যপূর্ব্বতয়া অনস্থ ভূতত্ব ভান সমর্পকঃ। প্রেম্নঃ পাকরূপ ভাববিশেষঃ সচ প্রতিক্ষণং বর্দ্ধত এবেতি। গৌরব চর্য্যয়া দাক্ষিণা চর্য্যয়া হীনো মদীয়তাময় মধুরস্নেহোত্থত্বাৎ। উপচিতো বিক্রমা কৌটিল্য পর্য্যায় বাম্য লক্ষণো যস্মিন্ সোঽপি শুদ্ধঃ শুদ্ধসত্ব

কি জানি পাছে কেহ দেখে এই বিবেচনায় চক্ষুর পক্ষ্ম অশ্রু জলে আকীর্ণ এতদ্দ্বারা ভাব গোপনার্থ রোদন, ইনি মার্গরোধ করিতেছেন এই মনে করিয়া চক্ষুর অন্ত-ভাগ অরুণ বর্ণ, এতদ্দ্বারা ক্রোধ, রসিকতা দ্বারা নেত্র বর্দ্ধিত এতদ্দ্বারা অভিলাষ, কি জানি কি হবে এই ভাব-নায় চক্ষুঃ সঙ্কুচিত এতদ্দ্বারা ভয়, মধুরতা দ্বারা চক্ষুর তারা ব্যাভুগ্ন অর্থাৎ ঈষৎ বক্র, এতদ্দ্বারা গর্ব্ব এবং অসূয়া এই সপ্তভাব এককালীন প্রকটিত হইল ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার এতাদৃশ অনুরাগ যে যাহা বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাক হইয়াও ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধিশীল হইতেছে, যাহা গুরু অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইয়াও গৌরবচর্য্যা অর্থাৎ সম্মানাদি বিহীন হইয়াছে, এবং যাহা মুহুর্মুহুঃ বক্রিমা ভাবকে ধারণ করিয়াও বিশুদ্ধ হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের

জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ ॥ ২ ॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ ॥

অলমতি বিস্তরেণ ॥ ৩ ॥

সমন্তাদবলোক্য। হন্ত কথং মদীয় নান্দীচন্দ্রিকা সন্দীপিত ভাববন্ধুরা নন্দীশ্বরগিরেরুপত্যকায়াং ঘূর্ণতে সতাং মণ্ডলী ॥ ৪ ॥

পুনরবেক্ষ্য।

ভক্তঃ কোপি তনোস্তনোতি পুলকৈর্নৃত্যন্নিহোৎফুল্লতাং

বিশেষাত্মকত্বাৎ নিরুপাধিত্বাচ্চ জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততাং ॥ ২ ॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধার আহ ইত্যন্বয়ঃ। যদুক্তং। প্রস্তাবনায়াস্তু মুখে নান্দীকার্য্যা শুভাবহা। আশীর্নমস্ক্রিয়া বস্তু নির্দ্দেশান্যতমান্বিতেতি ॥ ৩ ॥

চন্দ্রিকাদীপিতত্বেন ভাবস্য সমুদ্রত্বং ব্যঞ্জিতং। উপত্যকাদ্রেরাসন্না ভূমিরিত্যমরঃ। বন্ধুরা মনোজ্ঞা ॥ ৪ ॥

পুলকৈস্তনোরুৎফুল্লতাং তনোতীতি তল্লীলা শ্রবণোত্থেন সহৈব হর্ষেণ

প্রতি সেই রাধিকানুরাগ জয়যুক্ত হউক ॥ ২ ॥

মঙ্গলাচরণের পর সূত্রধার ॥

মঙ্গলাচরণ এই পর্য্যন্তই থাকুক, বিস্তারের প্রয়োজন নাই ॥ ৩ ॥

সূত্রধার (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করত) আহা! আমার এই মঙ্গলাচরণচন্দ্রিকা সন্দীপিত মনোজ্ঞ ভাবশালী সাধু মণ্ডলী নন্দীশ্বর পর্ব্বতের উপত্যকা অর্থাৎ নিম্নস্থ ভূমিতে কেন ভ্রমণ করিতেছেন ॥ ৪ ॥

(পুনর্ব্বার অবলোকন পূর্ব্বক) কোন ভক্ত নৃত্য

শুষ্যন্ কোপি চিরাদ্বিবর্ণবদনো ধত্তে বিদীর্ণং মনঃ।
গর্জন্ ধাবতি কোপি বিন্দতি পতন্ কোপ্যেষ নিস্পন্দতা
মুদ্যত্যচ্যুত বিভ্রমে গতিরভূৎ কা স্থেয়সামপ্যসৌ ॥ ৫ ॥

শুষ্যন্ কোপিতি তত্র স্ববিশ্লেষানুসন্ধানেনোৎকণ্ঠ্যাতিশয়েন দৈন্য নির্ব্বেদ গ্লানিভিঃ। গর্জন্ ধাবতীতি সদ্যএব তদাকারায়ামন্তঃকরণবৃত্তৌ তৎ সাক্ষাৎ কারেণ স্বস্য তৎ পরিজনত্ব ভাবনয়া গর্ব্ব মদ হর্ষৈঃ। কোপি পতন্ নিস্পন্দতাং বিন্দতীতি তদ্দর্শনানন্দ জাড্য মোহাভ্যাং তত্র যথোত্তরমেব প্রেমবত্তাং শ্রৈষ্ঠ্যং। যদ্বা বৈষ্ণবতোষণ্যুক্ত যুক্ত্যা প্রেম্নোবিশ্রম্ভ প্রধানত্বোৎকণ্ঠ প্রধান-ত্বাভ্যাং ভেদাভ্যাং তদধিষ্ঠানানাং ভক্তানামপি দ্বৈবিধ্যেন সমানেনাপ্যুদ্দীপনেন বিভাবেন যুগপদনুভব গোচরীকৃতেন পরস্পর বিজাতীয় ভাবোদ্গমো নানুপ-পন্নঃ। তত্র বিশ্রম্ভ প্রধানানাং সংযোগস্ফূর্ত্তি তারতম্যাৎ পুলক নৃত্য গর্জন ধাবনানি। উৎকণ্ঠ প্রধানানাং বিশ্লেষ স্ফূর্ত্তি তারতম্যেন দৈন্যানুতাপ নির্ব্বেদাদি তারতম্যাৎ মুখশোষ বৈবর্ণ্য ভূপাত মূর্চ্ছা জ্ঞেয়াঃ। অচ্যুতস্য বিভ্রমে বিলাসে উদ্যতি সতি স্থেয়সামতি স্থিরাণামপ্যেষাং কাপ্যনির্ব্বচনীয়া গতিরবস্থা অভূৎ ॥ ৫ ॥

করিতে করিতে পুলক দ্বারা শরীরের প্রফুল্লতা বিস্তার করিতেছেন, কোন ভক্ত বহুকাল যাবৎ কৃষ্ণবিচ্ছেদ অনুসন্ধান করত শুষ্ক বদন ও বিবর্ণ হইয়া বিদীর্ণ মনকে ধারণ করিতেছেন, কোন ভক্ত গর্জ্জন করিতে করিতে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছেন এবং কোন ভক্ত ভূতলে নিপতিত হইয়া নিস্পন্দভাবে অবস্থিতি করিতেছেন অত-এব শ্রীকৃষ্ণ বিভ্রম অর্থাৎ বিলাস উদয়শীল হইলে [illegible] ধ করি তদীয় ভক্ত সকলের এই প্রকার গতি হইয়া থা[illegible] ॥ ৫

ক্ষণং অভিমৃষ্য আমভিজ্ঞাতং নিদানং।
সাধিষ্ঠ প্রেমকদম্বকাদম্বরাণামাড়ম্বরোঽয়ং ॥ ৬ ॥
যতঃ ॥
গম্ভীরোপ্যশ্রান্তং দুরধিগম পারোপি নিতরা
মহার্য্যাং মর্য্যাদাং দধদপি হরেরাস্পদমপি।
সতাং স্তোমঃ প্রেমণ্যুদয়তি স্বমগ্রে স্থগয়িতুং

আমিতি মাস্তমব্যয়ং স্মরণে। সাধিষ্ঠোঽতিশ্রেষ্ঠো যঃ প্রেম সমূহঃ সএব কাদম্বরা মদভেদা স্তেষামাড়ম্বরঃ সংরম্ভঃ। কাদম্বরস্তু দধ্যগ্রে মদ্যভেদে নপুংসকং। আড়ম্বরস্তূর্য্য পক্ষ সংরম্ভগজগর্জ্জিত ইতি মেদিনী ॥ ৬ ॥

অহার্য্যাং কেনাপি হর্ত্তুমশক্যাং অত্যাজ্যাং সমগ্রে সম্পূর্ণে স্থগয়িতুং সম্বরীতুং ॥ ৭ ॥

(ক্ষণকাল মনোমাধ্যে এইরূপ পরামর্ষ করিয়া) আঃ ইহার কারণ জানিতে পারিলাম। ইহা উপস্থিত প্রেম সমূহের যে উৎসব তাহার আড়ম্বর বটে ॥ ৬ ॥

যেহেতু প্রেম সমূহের উদয় হইলে সাধু সকল আপনাদিগের বৃদ্ধি ও বিকারকে স্থগিত করিতে পারেন না, যেমন চন্দ্র উদিত হইলে সমুদ্র আপনার বৃদ্ধি ও বিকার সম্বরণ করিতে পারে না তদ্রূপ। সমুদ্রের সাধর্ম্ম্য যথা সমুদ্র অশ্রান্ত ও গম্ভীর অর্থাৎ অবিগাহ্য, দুরধিগম পার অর্থাৎ পারের অধিগম করা অসাধ্য এবং নিরন্তর যাহার সীমা অবধারণ করাযায় না, ঐ সমুদ্র চন্দ্রোদয়ে আপনার [illegible]রও সম্বরণ করিতে পারে না, তদ্রূপ সাধুমণ্ডলী

বিকারং ন স্ফারং জলনিধিরিবেন্দৌ প্রভবতি ॥

পুন নির্ভাল্য ॥

তত্রাপি বিশ্ববিলক্ষণা সা নির্ভরমতিবিমোহিনী
কেলিচর্য্যা। ইতি মূর্দ্ধানমাধুন্বন্ সধৈর্য্যং ॥ ৭ ॥

প্রেমোর্জ্জিতা নর্ম্ম বিবাদ গোষ্ঠী
গোপেন্দ্রসূনোঃ সহ রাধয়াসৌ।
হংসানপি শ্রোত্রতটীমবাপ্তা
শুদ্ধামৃতাদপ্যভিতোরুণদ্ধি ॥ ৮ ॥

প্রবিশ্য নটঃ সানন্দং ॥

প্রেম্না উর্জ্জিতা প্রবলিতা হংসানপি আত্মারামানপি শুদ্ধামৃতাৎ ব্রহ্মানন্দাদপি। পক্ষে স্পষ্টং ॥ ৮ ॥

ইয়ং নাট্যকলা নৃত্যবৈদগ্ধী শ্রেষ্ঠা রাজা শ্রীরিব স্ফুরতি। অবগণিতঃ

কৃষ্ণচন্দ্রের আস্পদ ধারণ করিয়া আপনাদের বুদ্ধি ও বিকার সম্বরণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না ॥

(পুনর্ব্বার দৃষ্টিপাত করিয়া) হাঁ হইতে পারে, কৃষ্ণ-কেলিচর্য্যা অতি বিমোহিনী ও বিশ্ববিলক্ষণা, এই চিন্তা করিয়া মস্তক ঘূর্ণন পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন ॥ ৭ ॥

শ্রীরাধার সহিত গোপেন্দ্রনন্দনের নর্ম্ম বিবাদ গোষ্ঠী অর্থাৎ পরিহাস জন্য বিবাদক্রীড়া কর্ণকুহর প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মানন্দ হইতে হংসদিগকেও অর্থাৎ আত্মারামগণকেও রোধ করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

(নট প্রবেশ করিয়া আনন্দের সহিত)

অবগণিত সন্ধিভূমা নাট্যকলেয়ং বলিষ্ঠ সপ্তাঙ্গা।
পরমসুবৃত্তিযুগাঢ্যা বররাজ্য শ্রীরিবস্ফুরতি ॥ ৯ ॥

সূত্র। ভোস্তাণ্ডবাচার্য্য পাণ্ডিত্যপারংগত সম্যগভিজ্ঞাতং।

তিরস্কৃত সন্ধিভূমা সন্ধিবাহুল্যং যস্যাং সা। মুখ প্রতিমুখ গর্ব্ব বিমর্ষ নির্ব্বহণানাং নাটকোক্ত পঞ্চ সন্ধীনাং মধ্যে ভানিকায়া প্রথম পঞ্চম সন্ধিভ্যাং যুক্তত্বাৎ। পক্ষে পঙ্কতিঃ সহ প্রীত্যা স্বকার্য্য সাধনার্থং সন্ধানং সন্ধিঃ সচ বলবতা রাজ্ঞা নাদ্রিয়ত এব বলিষ্ঠানি সপ্তাঙ্গানি যস্যাং সা। উপন্যাসোথ বিন্যাসো বিরোধঃ সাধ্বসং তথা। সমর্পণং নিবৃত্তিশ্চ সংহারশ্চাপি সপ্তম ইতি নাট্যে সপ্তাঙ্গানি। পক্ষে স্বাম্যমাত্য সুহৃৎ কোষ রাষ্ট্র দুর্গ বলানি চেতি রাজ্য সপ্তাঙ্গানি। পরম সুবৃত্ত্যো র্ভারতী কৈশিক্যোর্যুগেন আঢ্যাঃ পক্ষে পরম সুবৃত্তি যুক্ আঢ্যাশ্চ ॥ ৯ ॥

উপরূপকভিদাং নাটিকা বিশেষাং ॥ ১০ ॥

এই নাট্যকলা অর্থাৎ নৃত্য বৈদগ্ধী সন্ধি বাহুল্য অর্থাৎ মুখ, প্রতিমুখ, গর্ব্ব, বিমর্ষ, ও নির্ব্বহণ এই পঞ্চসন্ধিকে তিরস্কার করিয়া সপ্তাঙ্গে অর্থাৎ উপন্যাস, বিন্যাস, বিরোধ, সাধ্বস, সমর্পণ, নিবৃত্তি ও সংহার ইত্যাদি সকলে বলিষ্ঠা হইয়া স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল এই সপ্তাঙ্গ রাজ্যশ্রীর ন্যায়, তথা পরম সুবৃত্তি যুগলে অর্থাৎ সংস্কৃত ও প্রাকৃত বাণী দ্বয়ে ভূষিতা হইয়া শোভা পাইতেছে ॥ ৯ ॥

সূত্রধার। হে পাণ্ডিত্যপারদর্শিন্ নটাচার্য্য! আপনি সমুদায় জ্ঞাত আছেন, সুহৃদগণের অনুজ্ঞা হেতু আমি দানকেলি-

যদেষ নিয়োগেন সুহৃদামুপরূপকভিদাং দানকেলি কৌমুদীং নাম ভাণিকামভিনেতুমুদ্যতোঽস্মি। তদত্র নিজাভীষ্ট দৈবতানুস্মরণ মঙ্গলমাচরেয়ং।
ইত্যঞ্জলিং কৃত্বা ॥ ১০ ॥

নামাকৃষ্ট রসজ্ঞঃ শীলেনোদ্দীপয়ন্ সদানন্দং।

নাম্নৈব আকৃষ্টা রসজ্ঞাঃ রসিকাঃ রসজ্ঞা জিহ্বাচয়েন যস্য সঃ শীলেন স্ব চরিত্রেন নন্দং শ্রীব্রজেশ্বরঃ সদা সতামানন্দং চ উদ্দীপয়ন্ প্রকাশয়ন্ নিজরূপেণ স্বসৌন্দর্য্যেণ উৎসবং দাতুং শীলং যস্য সঃ পক্ষে নিজঃ স্বীয়োরূপঃ সলক্ষণোজনঃ তস্য উৎসবদায়ী সনাতনো নিত্য আত্মা শ্রীবিগ্রহো যস্য পক্ষে

কৌমুদী নাম্নী নাটিকার পারিপাট্য অভিনয় করিতে উদ্যত হইয়াছি, সেই কারণ এস্থলে নিজাভীষ্ট দেবতার স্মরণ পূর্ব্বক মঙ্গলাচরণ করি। (এই বলিয়া অঞ্জলি পুটে) ॥ ১০ ॥

যাঁহার নাম দ্বারা রসজ্ঞদিগের রসনাচয় আকৃষ্ট হই-তেছে, যিনি স্বীয় চরিত্রের দ্বারা ব্রজেশ্বর নন্দ এবং সাধু মণ্ডলীকে সর্ব্বদা আনন্দ প্রদান করিতেছেন, যাঁহার নিজ রূপ, সকলকে উৎসব প্রদান করিতেছে, সেই সনাতনাত্মা অর্থাৎ নিত্য বিগ্রহ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন ॥

অথবা। যাঁহার জিহ্বা হরিনাম দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছে, যিনি স্বীয় শীলতা আচরণ দ্বারা সাধুদিগের আনন্দ উদ্দীপন করিতেছেন, নিজ অর্থাৎ স্বীয় রূপধাম ব্যক্তি যে আমি, আমাকে যিনি উৎসব প্রদান করিতেছেন সেই

নিজরূপোৎসবদায়ী সনাতনাত্মা প্রভুর্জয়তি ॥ ১১ ॥

নট। ভাব পশ্য পশ্য ॥

গান্ধারগ্রামগুরো স্তব গান্ধর্ব্ববিদ্যা প্রবন্ধেন কুরঙ্গ
ধর্ম্মমুপলম্ভিতা রসজ্ঞরত্নমণ্ডলী নাত্মানমপ্যনুসন্ধাতু
মসৌ ক্ষমতে ॥ ১২ ॥

সূত্র। প্রকটিত ললিতালঙ্কৃত গান্ধর্ব্বেয়ং মহাবিদ্যা।
নান্দীমুখী নহি কথং রসিকেন্দ্রানন্দিনী ভবিতা ॥

সনাতনো নাম আত্মা দেহো যস্য সঃ ॥ ১১ ॥

গান্ধারঃ সংগীতনিষ্ঠ স্তৃতীয়োগ্রামঃ তত্র গুরোরধ্যাপকস্য গান্ধর্ব্বং গানং রসজ্ঞরত্নমণ্ডলী শ্রেষ্ঠরসিকশ্রেণী ॥ ১২ ॥

ইয়ং ভানিকা মহাবিদ্যা মহামন্ত্ররূপা। প্রকটিতং ললিতালঙ্কৃতং সঙ্গীত নিষ্ঠ ললিতালঙ্কারযুক্তং গান্ধর্ব্বং গানং যস্যাঃ সা নান্দীমুখে যস্যা সা। পক্ষে

সনাতন নাম্না গোস্বামী প্রভু জয়যুক্ত হউন ॥ ১১ ॥

নট। ভাব অর্থাৎ সূত্রধার দেখুন দেখুন ॥

গান্ধার অর্থাৎ সঙ্গীত নিষ্ঠ তৃতীয় গ্রামের গুরু (অধ্যাপক) যে আপনি আপনার গান্ধর্ব্ব বিদ্যা প্রবন্ধ দ্বারা রসিক চূড়ামণি সকল মৃগধর্ম্ম অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, আত্ম বিষয়ক কোন অনুসন্ধান করিতে সক্ষম হইতেছেন না ॥ ১২ ॥

সূত্রধার। প্রকটিত মনোজ্ঞালঙ্কার শালিনী এই গান্ধর্ব্ব মহাবিদ্যা রসিকেন্দ্রদিগের মঙ্গলাভিমুখী না হইবে কেন? অবশ্যই হইবে।

নেপথ্যে।

সাধু ভোঃ কুশীলবাচার্য্য তথ্যং কথয়সি। যদদ্য নান্দী-মুখী গান্ধর্ব্বিকাগাবেদ্য রসিকবৃন্দমৌলে ব্রজেন্দ্রনন্দনস্য চিরমানন্দায় ভবিত্রী॥

সূত্র। কথং বনদেবীয়ং বৃন্দা সুবলেন সার্দ্ধমিত এবাভিবর্ত্ততে। তদত্র নাট্যে নটান্নিযুক্তমিতঃ প্রযাব ইতি নিষ্ক্রান্তৌ॥ ১৩॥

প্রস্তাবনা॥

নান্দীমুখীতি বিশেষ্য পদং। প্রকটিতা ললিতয়ালঙ্কৃতা গান্ধর্ব্বা শ্রীরাধা যয়া সা। মহতী বিদ্যা যস্যা সা। পাত্র প্রবেশার্থং কথোদঘাত সংজ্ঞং নাম মুখ্যাঙ্গমিদং। যদুক্তং। সূত্রিবাক্যং তদর্থং বা স্বেতি বৃত্তমিমং যদা। স্বীকৃত্য প্রবিশেৎ পাত্রং কথোদঘাতঃ স কীর্ত্তিত ইতি॥ ১৩॥

নেপথ্যে (রঙ্গস্থলে)।

অহে নটাচার্য্য! যথার্থ বলিয়াছ।

যে হেতু আজি, নান্দীমুখী এই গান্ধর্ব্ব বিদ্যা রসিকবৃন্দ চূড়ামণি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিলে তাঁহার আনন্দ প্রদায়িনী হইবেক।

সূত্রধার। কিপ্রকারে এই বনদেবী বৃন্দা সুবলের সহিত এই স্থানেই আগমন করিতেছেন। অতএব নাট্য বিষয়ে নট সকলকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত এস্থান হইতে আমরা গমন করি। এই বলিয়া সূত্রধার ও নটাচার্য্য উভয়ে প্রস্থান করিলেন॥ ১৩॥

উপস্থিত বিষয়ের প্রস্তাব॥

ততঃ প্রবিশতি সুবলেন সমং সঙ্কথয়ন্তী বৃন্দা।

বৃন্দা। সাধু ভোঃ কুশীলবাচার্য্যেতি পঠিত্বা সুবল কথমে
তয়াপি মঙ্গলবার্ত্তয়া ত্বমুৎফুল্ল মুখো নাভিলক্ষ্যসে ॥ ১৪ ॥

সুবল। বুন্দে ইমস্‌স পসঙ্গস্‌স বিসেস বিণ্ণাণ সুণ্ণদাএ
মুদ্ধো বিঅ জাদোম্হি তা ফুড়ং কহিজ্জউ ॥ ১৫ ॥

বৃন্দা। অদ্য রাধা সখীভির্ম্মণ্ডিতসনীড়া গোবিন্দকুণ্ডরোধসি
মখমণ্ডপে গুরূণামভ্যনুজ্ঞয়া হৈয়ঙ্গবীনং বিক্রেতুং অভি-

অস্য প্রতিপাদ্যস্য তীর্থং প্রস্তাবনোচ্যতে ইতি প্রস্তাব লক্ষণং ॥ ১৪ ॥

বৃন্দে অস্য প্রসঙ্গস্য বিশেষ বিজ্ঞান শূন্যতয়া মুগ্ধ ইব জাতোস্মি তস্মাৎ
স্ফুটং কথ্যতাং ॥ ১৫ ॥

মণ্ডিতং সনীড়ং নিকটং যস্যাঃ সা। সমীপে নিকটাসন্ন সন্নিকৃষ্টং সনীড়

অনন্তর সুবলের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে
বৃন্দার প্রবেশ ॥

বৃন্দা। অহে কুশীলবাচার্য্য! সাধু, সাধু এই বলিয়া সুব-
লকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুবল! এই মঙ্গল বার্ত্তায়
কেন তোমাকে প্রফুল্ল মুখ দেখিতেছি না? ॥ ১৪ ॥

সুবল। বৃন্দে! এই প্রসঙ্গের বিশেষ জ্ঞানশূন্য প্রযুক্ত আমি
মুগ্ধের ন্যায় হইয়াছি, অতএব স্পষ্ট করিয়া বল ॥ ১৫ ॥

বৃন্দা। অদ্য শ্রীরাধা সখীগণ কর্তৃক পার্শ্বদেশ পরিমণ্ডিত
হইয়া গুরুগণের অনুজ্ঞা ক্রমে গোবিন্দ কুণ্ডের তটবর্ত্তি
যজ্ঞমণ্ডপে হৈয়ঙ্গাধীন অর্থাৎ সদ্যঃঘৃত বিক্রয়ার্থ গমন

ক্রমিষ্যতি। তদাবেদয়িতুং নান্দীমুখী সান্দীপনের্মাতুরুপ
দেশেন মুকুন্দমুপলব্ধা ॥ ১৬ ॥

সুবল। সানন্দং। বুন্দে এষা নিহিল মাহুরী বরীয়সী রাহিআ
কহং এত্থ লহু অম্মি অত্থে গুরুঅণেহিং অণুণ্ণাদা ॥ ১৭ ॥

বৃন্দা। যদহনি হবনীয়ং হারি হৈয়ঙ্গবীনং।
স্বয়মিদমুপহার্য্যং গোদুহাগঙ্গনাভিঃ।
উপহরণকরীণামপ্যভিষ্টার্থ সিদ্ধি

বদিত্যমরঃ সখীভিরলংকৃতপার্শ্বা ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

বৃন্দে এষা নিখিল মাধুরী বরীয়সী রাধিকা কথং অত্র লঘৌ অর্থে গুরুজনৈরনুজ্ঞাতা ॥ ১৭ ॥

হবনীয়ং হবনযোগ্যং। তত্তু হৈয়ঙ্গবীনং যৎ হ্যোদোদোহোদ্ভবং ঘৃত

করিবেন। ইহাই জানাইবার জন্য সান্দীপনি মাতার উপদেশে নন্দীমুখী গোবিন্দের নিকট গমন করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

সুবল। (আনন্দের সহিত)।

বৃন্দে! নিখিল মাধুরী শ্রেষ্ঠা রাধিকা এই লঘু প্রয়োজনের নিমিত্ত গুরুজন কর্ত্তৃক কেন অনুজ্ঞাতা হইয়াছেন? ॥ ১৭ ॥

বৃন্দা। মুনিগণ বলিয়াছেন, যে দিবস যাহাদের কর্ত্তৃক যজ্ঞার্থ হবনযোগ্য মনোহারি হৈয়ঙ্গবীন অর্থাৎ সদ্যঃ ঘৃত স্বয়ং উপহারী কৃত হয়, সেই দিবসেই তাহাদের অভীষ্টার্থের

মুনিভিরভিহিতাস্য প্রক্রিয়েয়ং মখস্য ॥ ১৮ ॥

সুবল। এরিসো সো কস্‌স মহন্তস্‌স মহো।

বৃন্দা। সুগৃহীত নামধেয়স্যানকদুন্দুভেঃ ॥ ১৯ ॥

সুবল। মহুপুরং মুঞ্চিঅ কহং বনমজ্‌ঝে তিনা আরম্ভিদো জণ্ণো ॥

বৃন্দা। জীবতি কংসহতকে কথং মথুরায়াং তস্য যজ্ঞসিদ্ধিঃ অত স্তেনাত্র ভাগুরির্নাম গর্গস্য জামাতা স্বপ্রতিনিধি র্ন্যধায়ি ॥ ২০ ॥

সুবল। ফুড়ং আহিআরিও এসো জণ্ণো ॥ ২১ ॥

মিত্যমরঃ ॥ ১৮ ॥

ঈদৃশোঽসৌ কস্য মহতো মখঃ ॥ ১৯ ॥

মধুপুরং ত্যক্ত্বা কথং বনমধ্যে তেনারব্ধো যজ্ঞঃ ॥ ২০ ॥

স্ফুটং আভিচারিক এব যজ্ঞঃ ॥ ২১ ॥

সিদ্ধি হইয়া থাকে, যজ্ঞের এই প্রক্রিয়া ॥ ১৮ ॥

সুবল। কোন্ মহৎ ব্যক্তির এই যজ্ঞ।

বৃন্দা। সুবিখ্যাত বসুদেবের ॥ ১৯ ॥

সুবল। মধুপুরী পরিত্যাগ করিয়া কেন তিনি বনমধ্যে যজ্ঞারম্ভ করিলেন ?।

বৃন্দা। মৃতকল্পা কংস জীবিত থাকিতে কিপ্রকারে মথুরায় যজ্ঞ সিদ্ধি হইবে। এ কারণ গর্গের জামাতা ভাগুরি বসুদেবের প্রতিনিধি রূপে যজ্ঞে নিযুক্ত হইয়াছেন ॥ ২০

সুবল। স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে, অভিচারের নিমিত্ত এই যজ্ঞ উপস্থিত হইয়া থাকিবে ॥ ২১ ॥

বৃন্দা। নহি নহি কিন্তু শান্তিকোঽয়ং। যত্র সুতাদপ্যধি
কস্য মিত্রসূনোঃ কৃষ্ণস্য স্বপুত্রস্যচ রামস্য নিখিলানিষ্ট
শান্তিঃ ফলং।

সুবল। ক্ষণং বিভাব্য সকৌতুকং ॥ ২২ ॥

পিঅ বঅস্‌সস্‌স সুইরং হিঅ অট্‌ঠিদা সা গরিট্‌ঠা কেলিঘ-
ট্টাহিআরিদানুরূবস্‌স রাহিআ পহুদীহিন্তো দানগ্‌গহ
বিলাসস্‌স লালসা অজ্জচ্চেঅ সিদ্ধা ॥ ২৩ ॥

বৃন্দা। সুবল মদ্বিধানামপি নিধানায়তে সা দানলীলা।

শান্তিকঃ শান্তি প্রয়োজনকঃ তদস্য প্রয়োজন মিত্যর্থে অধ্যাত্মাদিভ্য
২২ ॥

প্রিয়বয়স্যস্য সুচিরং হৃদয়স্থিতা সা গরিষ্ঠা কেলিঘট্টাধিকারিতানুরূপস্য
রাধিকা প্রভৃতিভ্যো দানগ্রহ বিলাসস্য লালসা অদ্যৈব সিদ্ধা ॥ ২৩ ॥

নিধানং নিধিঃ তদ্বদাচরতি নিধানায়তে ॥ ২৪ ॥

বৃন্দা। না না, এ যজ্ঞ শান্তিকর। ইহাতে স্বীয় পুত্র অপেক্ষা
মিত্র পুত্র শ্রীকৃষ্ণ এবং নিজ পুত্র বলরামের শান্তিফল ॥

সুবল। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কৌতুকের সহিত ॥ ২২ ॥

চিরকাল হৃদয়স্থিত সেই গরিষ্ঠ কেলি ঘট্টাধিকারিত্বের
অনুরূপ প্রিয়বয়স্য শ্রীকৃষ্ণের অদ্য শ্রীরাধিকা প্রভৃতি
হইতে দান গ্রহণ বিলাস লীলা সিদ্ধ হইল ॥ ২৩ ॥

বৃন্দা। সুবল! আমাদিগের সম্বন্ধে এই দানলীলা নিধির
ন্যায় আচরণ করিতেছে, অতএব আইস আমরা মানস-
গঙ্গাতীরে অবতরণ করি, এই বলিয়া দুইজনে তাহাই

তদেহি মানসগঙ্গাতীরমবতরাবেত্যুভৌ তথা কুরুতঃ ॥ ২৪

সুবল। বুন্দে বণন্তরালে অকরালাণং মরালাণং ধ্বণীধোরণী-ধুণীডাহিণে সুণিজ্জউ ॥ ২৫ ॥

বৃন্দা। নায়ং মরালাণাং ধ্বনিঃ কিন্তু পশুপালবালা তুলাকোটীনাং। পুনর্নিরূপ্য সানন্দং ॥ ২৬ ॥

শোণে মণ্ডিতমূর্দ্ধি কুণ্ডলতয়া কৢপ্তে দুকূলোত্তমে
ন্যস্তাং স্বর্ণঘটীং বহন্ত্যচটুলাং হৈয়ঙ্গবীনোজ্জ্বলাং।
দূরে পশ্য তথা বিধাভিরভিতঃ স্মেরা সখীভির্বৃতা

বনান্তরালে অকরালাণাং মরালাণাং ধ্বনিধোরণী ধ্বনিশ্রেণী ধুনী নদী তস্যা দক্ষিণে মানস গঙ্গায়া দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রূয়তে ॥ ২৫ ॥

তুলাকোটি নূপুরঃ ॥ ২৬ ॥

শোণে দুকূলোত্তমে কথং ভূতে কুণ্ডলতয়া কুণ্ডলী কৃতত্বেন কৢপ্তে মণ্ডিতঃ মূর্দ্ধা যেন তস্মিন্। তদপি একং ভূষণমিব তৎ নতু দূষণমিতিভাবঃ অচটুলাং সুস্থিরঃ বৃহত্তিমির মণ্ডলোপরি স্তোকমার্ত্তণ্ডমণ্ডলং তদুপরি স্থিরবিদ্যুন্মণ্ডলমিব

করিলেন ॥ ২৪ ॥

সুবল। বৃন্দে! মানসগঙ্গার দক্ষিণ পার্শ্বে বনান্তর্গত নির্ভয় হংসদিগের ধ্বনি সমূহ শ্রবণ কর ॥ ২৫ ॥

বৃন্দা। এ হংস সমূহের ধ্বনি নয়, কিন্তু পশুপাল-বালা-দিগের নূপুর ধ্বনি।

(পুনরায় আনন্দের সহিত নিরূপণ করিয়া) ॥ ২৬ ॥

সুবল! রক্তবর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত মস্তকোপরি কুণ্ডলাকার বেড়া, তদুপরি অচঞ্চল হৈয়ঙ্গবীন পূর্ণ স্বর্ণঘট ধারণ পূর্ব্বক

রাধা মানসজাহ্নবীতটভুবং স্বৈরং পরিক্রামতি ॥ ২৭ ॥

সুবল। অম্মহে চঞ্চলাহিং সহঅরীহিং পুণোপুণো উদ্দীবিদাএ আহণ্ডলকোঅণ্ডলদাএ বিঅ জলদা-মণ্ডলী মণ্ডিজ্জই ণিঅ মাহুরিএণ বুন্দাড়ই।

বৃন্দা। সুবল রাধামাধুর্য্যস্য গিরামপ্যগ্রগামিত্বাদ্দুদ্দেশেপি সাহসিক্যমেবাবধারয়ামীতি মুখমানময্য সাপত্রপং ॥ ২৮ ॥

শিরসি শোভৈবেতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

অহো চঞ্চলাভিঃ সহচরীভিঃ পুনঃ পুনরুদ্দীপিতয়া রাধিকয়া আখণ্ডলকোদণ্ডলতয়া ইব জলদমণ্ডলী মণ্ড্যতে নিজ মাধুর্য্যেণ বৃন্দাটবী। পক্ষে চঞ্চলাভির্বিদ্যুদ্ভিঃ সহচরীভিঃ সহ গামিনীভিঃ। আখণ্ডল কোদণ্ড ইন্দ্রধনুঃ তচ্চ স্বরূপতঃ পীতবর্ণমপি নীলবর্ণারুণ শ্বেতাদি কির্ম্মিরিতং দার্ষ্টান্তিকে বিবিধ মণিভূষণাদিবত্বেন তথাত্বং ॥ ২৮ ॥

শ্রীরাধা সখীগণে পরিবৃত হইয়া মানসগঙ্গাতটে উপস্থিত হইতেছেন অবলোকন কর ॥ ২৭ ॥

সুবল। আহা! চঞ্চলস্বভাবা সহচরীগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ উদ্দীপিতা শ্রীরাধা ইন্দ্রধনু লতা দ্বারা যেমন জলদমণ্ডলী মণ্ডিতা হয়, তাহার ন্যায় স্বীয় মাধুর্য্য দ্বারা বৃন্দাটবীকে উজ্জ্বল করিতেছেন ॥

বৃন্দা। সুবল! শ্রীরাধার রূপ মাধুর্য্য সম্বন্ধীয় বাক্যাবলীর উদ্দেশে আকস্মিক ভাব অবধারণ করিতেছি। এই বলিয়া বদন অবনত করত সলজ্জে কহিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

অনালোচ্য ব্রীড়াং যমিহ বহু মেনে বহুতৃণং
ত্যজন্নীর্ষাপন্নাং মধুরিপুরভীষ্টামপি রমাং।
জনঃ সোঽয়ং যস্যাঃ শ্রয়তি নহি দাস্যেপ্যবসরং
সমর্থস্তাং রাধাং ভবতি ভুবি কঃ শ্লাঘিতুমপি ॥ ২৯ ॥
ভবতু তথাপি স্বগিরং বাসয়িতুং তৎ সৌরভং কিঞ্চিদুদঞ্চয়ামীতি সুবলমালোক্য ॥ ৩০ ॥
রাধায়া মুখমণ্ডলেন বলিনা চন্দ্রস্য পদ্মস্য বা

যন্মল্লক্ষণং জনং নিকৃষ্টমপি বহু যথাস্যাত্তথা মেনে। অভীষ্টাং প্রেষ্ঠামপি রমাং লক্ষ্মীং তৃণমিব ত্যজন্ অতএব ঈর্ষাপন্নাং ঈর্ষাবতীং সোঽয়ং মল্লক্ষণো জনঃ বৃন্দারূপঃ যস্যা দাস্যমপি প্রাপ্তুং নার্হতীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

বাসয়িতুং সুগন্ধিকর্তুং ইতি তদ্বর্ণয়িত্র্যা মৎ সরস্বত্যা এব মাহাত্ম্যং ভবিষ্যতি নতু বর্ণনীয়ায়া স্তস্যা ইতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

সুষমা শোভা ভূয়সি বর্দ্ধিতরে দূরেপি কিং পুন র্নিকটে ইতি ভাবঃ। সুধা

শ্রীকৃষ্ণ লজ্জা বোধ না করিয়া অতীব ঈর্ষাবতী লক্ষ্মীকে তৃণ জ্ঞান পূর্ব্বক পরিত্যাগ করত যে মল্লক্ষণ বৃন্দা নামক জনকে বহুমান প্রদান করিয়াছেন, সেই এই জন যাঁহার দাসত্বে অবসর প্রাপ্ত হয় না, সেই শ্রীরাধাকে স্বীকার করিতে এই পৃথিবীর মধ্যে কে সমর্থ হইবে? ॥ ২৯

হউক, সেই প্রকার বাক্যকে সৌরভশালি করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ শ্রীরাধার মাহাত্ম্য বর্ণন করি, (এই বলিয়া সুবলের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) ॥ ৩০ ॥

শ্রীরাধার মুখ মণ্ডল এ রূপ বলবান্ যে যদ্দ্বারা চন্দ্র

ব্যাক্ষিপ্তা সুষমেতি কেয়নবুধৈঃ শ্লাঘা বিনির্ম্মীয়তে।
যদ্দূরেঽপ্যনুভূয় ভূয়সি সুধা শুদ্ধাপি চন্দ্রাবলী
পদ্মালীচ বিসৃজ্য শীর্য্যতি নিজাং সৌন্দর্য্যদর্পশ্রিয়ং॥ ৩১

সুবল। এসোবি কিত্তিতিএ উক্কবিসো॥

বৃন্দা। সুবল গোবর্দ্ধনমূর্দ্ধনি শ্যামলমণ্ডপিকায়াঃ পৃষ্ঠতঃ শিখণ্ডমৌলি স্ত্বয়োপনীয়তাং। ময়াতু মনোহরমাসাং বিহারকৌশলমবলোকয়ন্ত্যা শনৈরবগন্তব্যমিতি সুবলেন সহ নিষ্ক্রান্তা॥

অমৃতং মধুচ চন্দ্রাণামাবলিঃ পদ্মানাং শ্রেণী পক্ষে চন্দ্রাবলি যূথেশ্বরী পদ্মালী লক্ষ্মী সমূহশ্চ তৎপক্ষে সুধাতোপি শুদ্ধা॥ ৩১॥

এষোপি কিয়ান্ তস্যা উৎকর্ষঃ॥ ৩২॥

অথবা পদ্ম এতদুভয়ের শোভা তিরস্কৃত হইতেছে, কোন্ অবুধগণ কর্ত্তৃক এ রূপ শ্লাঘা নির্ম্মিত হইয়াছে, কারণ যে মুখ মণ্ডলকে দূর হইতে অনুভব করত বিশুদ্ধ সুধা-শালি চন্দ্রশ্রেণী অথবা পদ্মশ্রেণী স্বীয় সৌন্দর্য্য দর্পশ্রী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে॥ ৩১॥

সুবল। এ আবার কি তাঁহার উৎকর্ষ॥

বৃন্দা। সুবল! তুমি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতোপরি শ্যামল মণ্ডপের পৃষ্ঠভাগে শিখণ্ডমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যাও, আমি এই সকল গোপাঙ্গনাদিগের বিলাস কৌশল অবলো-কনার্থ ধীরে ধীরে গমন করিব, এই বলিয়া সুবলের সহিত গমন করিলেন॥

বিষ্কম্ভকঃ ॥

ততঃ প্রবিশতি সখীচতুষ্টয়েনাসাদ্যমানা রাধা ॥ ৩২ ॥

রাধা। অম্মহে বণলেহাএ লোঅণলোহণিজ্জদা।

ইতি সংস্কৃতমাশ্রিত্য ললিতে পশ্য পশ্য ॥ ৩৩ ॥

পদততিভিরলং কৃতোজ্জ্বলেয়ং

ধ্বজকুলিশাঙ্কুশ পঙ্কজাঙ্কিতাভিঃ।

নখরলুঠিত কুট্মলাবনালী

অহো বনলেখায়া লোচন লোভনীয়তা ॥ ৩৩ ॥

ইয়ং বনালি র্বনশ্রেণী বনরূপা সখীচ। ধ্বজাদ্যৈরঙ্কিতাভিঃ পদততিভিঃ অলঙ্কৃতা উজ্জ্বলা স্বাধীন ভর্তৃকেবেতি ভাবঃ। নখরেষু কৃষ্ণস্য নখেষু লুঠিতং কুট্মলং তচ্চয়ন কালে যস্যাঃ সা। পক্ষে নখরাঙ্কিত স্তনা ইত্যর্থঃ। ধিনোতি প্রীণয়তি কৃষ্ণসংভুক্ত স্ব সখীমিব দৃষ্ট্বা সুখমেব প্রাপ্নোমীত্যর্থঃ। ধুনোতি

বিষ্কম্ভ অর্থাৎ অঙ্কের আদিতে নৃত্য গীত বাদ্য রূপ কথাংশের সংক্ষেপ নিদর্শক।

অনন্তর সখী চতুষ্টয়ের সহিত শ্রীরাধা আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩২ ॥

শ্রীরাধা। অহো! বনশ্রেণীর কি লোচন লোভনীয়তা। (এই বলিয়া সংস্কৃত অবলম্বন পূর্ব্বক) ললিতে! দেখ দেখ ॥ ৩৩ ॥

এই বনশ্রেণী ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পঙ্কজাঙ্কিত পদ পঙ্‌ক্তি দ্বারা অলঙ্কৃতা ও উজ্জ্বলা দেখাইতেছে এবং নখর দ্বারা ইহার বিকাশোন্মুখ কলিকা সকল ছিন্ন হইয়া ভূতলে

কিমপি খিনোতি ধুনোতি চান্তরং মে ॥ ৩৪ ॥

ললিতা। স্মিত্বা বিসাহে পেক্খ পেক্খ ইতি সংস্কৃতেন।

সদা সুধাবন্ধুর বেণুমাধুরী
বিস্মারিতাশেষ শরীর কর্ম্মণাং।
চিরং তিরশ্চামপি যত্র কাননে
মনঃ সমাধের্নকদাপ্যুদাস্যতে ॥ ৩৫ ॥

কম্পয়তি ইতি তদ্দর্শনেন মমাপ্যৌৎসুক্যোদয়াদিতি ভাবঃ। কম্পঃ সাত্ত্বিক বিকারঃ ॥ ৩৪ ॥

স্মিত্বেতি বনাঙ্ক দর্শনেনৈব তবাদ্য গাম্ভীর্য্যং বিগলিতমভূৎ আস্তাং তদ্বেণু মাধুরী বার্ত্তাপি ইত্যাহ সদেতি। তিরশ্চামিত্যতিচপলানাং জ্ঞান শূন্যানামপি সমাধি শ্চিত্তৈকাগ্র্যঃ অতি দৃঢ়ং অতিস্থিরাণাং জ্ঞানবতীনা মপি ভবতীনাং চাপল্যং বিচারশূন্যত্বং চ ভাবীত্যহো বিপরীত বৈচিত্রি কারীত্বং বেণোরধুনাপি ভবত্যা নানুভূতমেবেতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

পড়িয়া রহিয়াছে, এতদবলোকনে আমার চিত্ত প্রীত ও কম্পিত হইতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

ললিতা। (হাস্য করিয়া) বিশাখে! দেখ দেখ, (এই বলিয়া সংস্কৃত ভাষায়) বেণু মাধুরী সর্ব্বদা অমৃত সিক্ত, কারণ যে ধ্বনি দ্বারা কাননে পশু পক্ষিদিগের অশেষ শারীরিক কর্ম্ম সকলের স্মরণ থাকে না এবং তাহাদের মনও কখন সমাধি হইতে বিরত হইতে দেখা যায় না, সর্ব্বদা একাগ্র ভাবেই অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ৩৫ ॥

রাধা। স্বগতং, অবি ণাম অতক্কিদং, আঅচ্চুঅ, হেঅঙ্গবীণো-
বহারিণীণং অম্ভাণং মগ্গং অজ্জ রুন্ধিস্সদি বইন্দণ-
ন্দণো॥ ৩৬॥

প্রকাশং, হলা ললিদে এহিং পত্থাণওসরে, ঈসি বিহসিঅ,
কিং ভণিদং, ভঅবদীএ॥ ৩৭॥

ললিতা। এব্বং ভণিদং অজ্জ তুম্হাণং, কোবি অউরুব্বো
উবখিদো দীসই লাহো॥ ৩৮॥

রাধিকা। ললিদে কধাপ্পসঙ্গে পুচ্ছীঅদু, সা মহাতাপসী

অপি নাম অতর্কিতং আগত্য হৈয়ঙ্গবীনোপহরিণীনামস্মাকং মার্গ মদ্য রোৎস্যতি ব্রজেন্দ্রনন্দনঃ॥ ৩৬॥
সখি ললিতে ইদানীং প্রস্থানাবসরে ঈষদ্বিহস্য কিং ভণিতং ভগবত্যা॥৩৭
এবং ভণিতং অদ্য যুষ্মাকং কোপ্যপূর্ব্ব উপস্থিতো দৃশ্যতে লাভঃ॥ ৩৮॥
রাধাহ ললিতে কথাপ্রসঙ্গে পৃচ্ছতাং মহাতাপসী সর্ব্বজ্ঞা তত্র ভবতী

শ্রীরাধা (মনে মনে) স্পষ্ট বোধ হইতেছে অদ্য ব্রজেন্দ্র
নন্দন অলক্ষিত ভাবে আগমন পূর্ব্বক হৈয়ঙ্গবীন উপ-
হরণ কারিণী আমাদিগের পথ রোধ করিবেন॥ ৩৬॥

(প্রকাশ করিয়া) হে সখি ললিতে! সম্প্রতি
আমাদের প্রস্থানাবসরে তুমি ঈষৎ হাস্য করিয়া কি
কহিলে?॥ ৩৭॥

ললিতা। আমি এই বলিলাম, অদ্য তোমাদের কোন
অপূর্ব্ব লাভ উপস্থিত দেখিতেছি॥ ৩৮॥

শ্রীরাধা। ললিতে। তুমি কথায় কথায় সেই স্থানে মহা-

সব্বণ্ণা তত্ত হোদী পোণ্ণমাসী ॥ ৩৯ ॥

ললিতা। কিং তং পুচ্ছিদব্বং।

রাধা। পুব্বভবে ণন্দীমুহী পহুদিহিং কীদিসং মহাব্বদং কিদং ত্তি ॥ ৪০ ॥

ললিতা। এদাণং মহাব্বদ কারিদা কধং তুএ তক্কিদা ॥ ৪১ ॥

রাধা। হদ্ধী হদ্ধী, অই মুদ্ধে তুমংবি এব্বং পুচ্ছসি।

জং তস্স মন্দন্দোলিদ মঅর কুণ্ডল কিরণ

পৌর্ণমাসী ॥ ৩৯ ॥

ললিতা কিং তৎ প্রষ্টব্যং রাধা পূর্ব্বভবে নান্দীমুখীপ্রভৃতিভিঃ কীদৃশং মহাব্রতং কৃতমিতি ॥ ৪০ ॥

এতাসাং মহাব্রতকারিতা কথং ত্বয়া তর্কিতা ॥ ৪১ ॥

হন্ধী খেদে মুগ্ধে ত্বমপি এবং পৃচ্ছসি। যস্তস্য মন্দান্দোলিত মকর কুণ্ডল কিরণ পরাগ কন্দলী সুন্দরস্য মুখারবিন্দস্য আঙ্ঘ্রাণং স্বপ্নেপি সুদূরতো যুষ্মা-

তাপসী সর্ব্বজ্ঞা পৌর্ণমাসীকে জিজ্ঞাসা কর ॥ ৩৯ ॥

ললিতা। সেই জিজ্ঞাস্য কি ?।

শ্রীরাধা। নান্দীমুখী প্রভৃতি পূর্ব্ব জন্মে কীদৃশ মহাব্রত করিয়াছেন ॥ ৪০ ॥

ললিতা। তুমি কি প্রকারে ইহাঁদিগের মহাব্রত কারিতা অবগত হইলা ॥ ৪১ ॥

শ্রীরাধা। কি দুঃখের বিষয়, হে মুগ্ধে! তুমিও এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিতেছ? যাহার দুর্ল্লভ গন্ধলেশ তোমাদের মত ব্যক্তিগণের স্বপ্নেতেও সুদূর বর্ত্তী, নান্দীমুখী প্রভৃতি সেই

পরাঅ কন্দলী সুন্দরস্স মুহারবিন্দস্স অচ্চরিঅং সিবি-ণেবি সুদূরাদো তুম্ভাদিসীণং দুল্লহ গন্ধলঅং। মহা মাহুরী মঅরন্ধং নেত্তেন্দিন্দিরেহিং সব্বদা তাও অণিস্কারিদং পিঅন্তি ॥ ৪২ ॥

তা ভণামি পরমাহিট্টাণুবলম্ভ মুম্মরজালিদাণং তুম্ভাণং বি তত্থ মহাব্বদে দিক্খা সব্বদা চ্চেবঅ জুত্তা। জধা তাণং ণান্দীমুহী পহুদীণং পহবী ভাবিণি ভবেবি ণ দুল্লহা-ভবে ॥ ৪৩ ॥

দৃশানাং দুর্ল্লভ গন্ধলবং মহামাধুরী মকরন্দং নেত্রেন্দীন্দিরৈর্নেত্ররূপ ভ্রমরৈস্তা নান্দিমুখী প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বদা অনিবারিতং পিবন্তি ॥ ৪২ ॥

তত্ত্বণামি পরমাভীষ্টানুপলম্ভ মুর্ম্মুর জ্বালিতানাং যুষ্মাকমপি তত্র মহাব্রতে দীক্ষা সর্ব্বদৈব যুক্তা। যথা তাসাং নান্দীমুখী প্রভৃতীনাং পদবী ভাবিনি ভবেপি ন দুর্ল্লভা ভবেৎ। মুর্ম্মুর স্তুষাগ্নিঃ যুষ্মাকমিতি সখ্যোনৈক্যাৎ ঔৎ-সুক্যস্ব স্বস্মৈবাতিশয়িতং তাস্বারোপিতং ॥ ৪৩ ॥

মন্দ মন্দ আন্দোলিত মকর কুণ্ডল কিরণ পরাগ কন্দলী সুন্দর মুখারবিন্দের আশ্চর্য্য মহামাধুরী মকরন্দ সতত নেত্ররূপ ভ্রমর সমূহ দ্বারা অনিবারিত রূপে পান করি-তেছেন ॥ ৪২ ॥

তাহাই বলিতেছি, পরমাভীষ্টের অলাভ জন্য দুঃখ-রূপ তুষানলে জ্বলিত আমাদিগের সেই মহাব্রতে দীক্ষা সর্ব্বদাই উপযুক্ত। কারণ নান্দীমুখী প্রভৃতির পদবী যেন ভবিষ্যৎ জন্মে দুর্ল্লভ না হয় ॥ ৪৩ ॥

বিশাখা। রাহে ণন্দীমুহী পহুদিদো গোবকণ্ণাগণাদো কিম্বা অবিসেসেণ সব্ব গোউলবাসি জণাদো বি কাবি একা মহাভাইণী কিদমহাব্বদ লক্খা লক্খী অদি ॥ ৪৪ ॥

রাধা। সোৎকণ্ঠং বিসাহে কা ক্খু এষা পুণ্ণবদীণং সিহামণী ॥

ললিতা। স্বগতং তু অত্তো কা ঈদিসী অণ্ণা দুদীআ। ॥

রাধা। সহি বিণ্ণাদং বিণ্ণাদং সচ্চং কধেসি ইতি সংস্কৃতেন ॥ ৪৫ ॥

শ্লাঘ্যতে কলিলকেলিকাকলী

রাধে নান্দীমুখী প্রভৃতিতো গোপকন্যাগণতশ্চ কিম্বা অবিশেষেণ সর্ব্ব গোকুলবাসি জনতশ্চ কাপি একা মহাভাগিনী কৃত মহাব্রত লক্ষ্যা লক্ষ্যতে ॥৪৪

কা খুল এষা পুণ্যবতীনাং শিখামণিঃ। ললিতা ত্বত্ত কা ঈদৃশী অন্যা দ্বিতীয়া। রাধা সখি বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং সত্যং কথয়সি ॥ ৪৫ ॥

কলিলা গহনা যা কেলিময্যঃ কাকল্যস্তাভিঃ। শ্লেষেণ কলিং কলহং

বিশাখা। রাধে! নান্দীমুখী প্রভৃতি হইতে তথা গোপকন্যা গণ হইতে অথবা অবিশেষে সমুদায় গোকুলবাসি জন হইতে কোন এক মহাব্রত কারিণী মহাভাগিনী লক্ষিত হইতেছে ॥ ৪৪ ॥

শ্রীরাধা। (উৎকণ্ঠার সহিত) হে বিশাখে! নিশ্চয় করিয়া বল, কে এই গুণবতীর শিখামণি।

ললিতা। (মনে মনে) তোমা হইতে অন্য কে এই প্রকার দ্বিতীয় ব্যক্তি।

শ্রীরাধা। সখি! জানিলাম, জানিলাম, সত্য বলিতেছ ॥ ৪৫ (এই বলিয়া সংস্কৃত ভাষায়) সখি! অন্য কেহ

ব্যাকুলীকৃত সমস্ত গোকুলা।
শ্রীহরেরধর সিধুমাধুরী
মাদিতা মুরলিয়েব নেতরা ॥ ৪৬ ॥

ললিতা। সস্মিতং সচ্চং।
মুরলী কূইদ তরলীকিদ ধীরমণসা গোরী

লাস্তি সর্ব্বতো দদাতীতি তাঃ সীধুর্ম্মধু ততশ্চ মত্তা মুখরা জগদুদ্বেজিকাপি তপোবলেন তথা ভূতা ভবদিতি ভাবঃ। যদ্বা তয়া অতি সৌভাগ্যেনৈব অধর মধুপানং লব্ধং তেনচ সা উন্মাদ্যভূতীকৃতা নতু তস্যাঃ শ্রেষ্ঠায়া ঔৎপত্তিকঃ সম্ভাব ইতি ভাবঃ ॥ ৪৬ ॥

সত্যং। মুরলীকূজিততরলীকৃতধীরমানসা গৌরী। উত্তম বংশোৎপন্না সারাহীনা মহাসরস মধুরা। মুরলী কীদৃশী কূজিতেন তরলীকৃতং ধীরাণামপি মানসং যয়া সা। রাধাপক্ষে মুরল্যাঃ কূজিতেন তরলীকৃতং ধীরমপি মানসং যস্যাঃ সা গৌরী অরুণা পক্ষে গ্লীতা গৌরোঽরুণে সিতেপীতে ইত্যমরঃ। উত্তম বংশাদ্‌ক্ষবিশেষাদন্বয় বিশেষাচ্চ উৎপন্না সারেণ অহীনা যুক্তেত্যর্থঃ ত্বচি

নয়, একা মুরলীকেই প্রশংসা করিতে হয়, যে হেতু সে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত মাধুরী পান দ্বারা মত্ত হইয়া নিবিড় কেলিতে মধুর ধ্বনি করত সমস্ত গোকুল ব্যাকুল করিয়াছে ॥ ৪৬ ॥

ললিতা হাস্য করিয়া কহিলেন সত্য, মুরলী গৌর বর্ণা এবং সে স্বীয় ধ্বনি দ্বারা ধীরগণের মনকে তরলিত করে, তথা উত্তম বংশোৎপন্না অথচ ত্বকসার প্রযুক্ত সার বিশিষ্টা এবং মহা রসশালিনী ও মাধুর্য্য বর্ষিণী ॥

উত্তম বংসুপ্পন্না সারাহিণা মহাসরসমহুরা ॥ ৪৭ ॥

রাধা। হলা কীস হসসি। মন্দ ভাইণাবি ইমিণা জণেণ অপ্পণো পণই জণাণং পসাদাদো তং মুহমণ্ডলং দো তিণ্ণ বারং পি দিট্ঠমথি। তধাবি পইদমাদএণ তিণা অউরুব্বেণ তস্স মাহুরী মহুণা হিঅং উম্মহিঅ তধা সব্বং বিস্সুমারী অদি। জধা পণিহাণেণ পেক্খণং বি

সারত্বাৎ মহাসরসীচ রসিকাচ সংগীত রসিকত্বাৎ। পক্ষে সা রাহী নাম সা রাধা নামেতি ভাষাশ্লেষঃ হাসরসে পরিহাসরসে তৎ কর্ত্তৃতয়া তৎ কর্ম্মতয়া মধুরা মাধুর্য্যবর্ষিণীত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

শ্লিষ্টমর্থমবগম্যাহ হলেতি কস্মাদ্ধসসি ইতি হ্বয়েদ' শ্লেষেণ হাস্তমাত্রং ক্রিয়তে ময়ি তদযাথার্থ্যমালক্ষ্যেতি ভাবঃ। মন্দভাগিনাপ্যনেন আত্মানং প্রণয়িজনানাং প্রসাদাৎ তন্মুখমণ্ডলং দ্বিত্রি বারমপি দৃষ্টমস্তি তথাপি প্রকৃতি মাদকেন তেনাপূর্ব্বেণ তস্য মাধুরীমধুনা হৃদয়ং উন্মথ্য তথা সর্ব্বং বিস্মার্য্যতে।

শ্রীরাধা পক্ষে ॥

মুরলী কূজন দ্বারা যাহার ধীরমনঃ চঞ্চল হইতেছে সেই গৌরী সদ্বংশোৎপন্না, রসিকা এবং মাধুর্য্যবর্ষিণী ॥৪৭

শ্রীরাধা। অহে কি কারণে হাসিতেছ ? মন্দভাগ্য এই জন কর্ত্তৃক আত্ম প্রণয়ি জন বৃন্দের প্রসন্নতা বশতঃ তদীয় মুখ মণ্ডল দুই তিনবার মাত্র দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার স্বভাব সিদ্ধ মাদকতা প্রযুক্ত মধুর মাধুরী দ্বারা আমার হৃদয় উন্মথিত করিয়া সমুদায় বিস্মরণ করাইয়াছে। ধ্যান-

দুল্লর্ভং ॥ ৪৮ ॥

ইত্যোৎসুক্যমভিনীয় সংস্কৃতেন ॥

তপস্যামঃ ক্ষামোদরি বরয়িতুং বেণুষু জনু
র্বরেণ্যং মন্যেথাঃ সখি তদখিলানাং সুজনুষাং।
তপস্তোমেনোচ্চৈ র্যদিয়মুররীকৃত্য মুরলী
মুরারাতে র্বিম্বাধর মধুরিমাণং রসয়তি ॥

প্রবিশ্য বৃন্দা। ললিতে কথং কথাভিনিবেশেন সংরব্ধ হৃদয়াঃ

যথা প্রণিধানেন প্রেক্ষণমপি দুর্ল্লভং ॥ ৪৮ ॥

শ্লাঘ্যন্তে কল্মিলকেলী কাকলীতি পদ্যেন ব্যঞ্জিতমেবার্থং সংপ্রত্যক্তি তারতম্যেনাভিধয়েবাহ তপস্যাম ইতি বিম্বাধরং উররীকৃত্য অত্র প্রকরণে সর্ব্বত্র কান্তবিশ্লেষেণ জনিতমৌৎসুক্যমেব সঞ্চারী তদপ্রাপ্তি কারণস্য স্বাযোগ্যত্বস্য কল্পনয়া দৈন্যং চ স্থায়িভাবোঽনুরাগএষ অপ্রাণিন্যপি জন্মলালসা

যোগেতেও তাহার দর্শন দুর্ল্লভ। ৪৮ ॥

(এই বলিয়া ঔৎসুক্য প্রকাশ পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায়) হে কৃশোদরি! হে সখি! আমরা বেণুকুলে জন্মগ্রহণ করিবার নিমিত্ত তপস্যা করি, বেণুজন্মকে সামান্য মনে করিও না, জগতে যত জন্ম আছে, সর্ব্বাপেক্ষা বেণু জন্মই উৎকৃষ্ট, কারণ এই মুরলী বহু তপস্যার বলে মুকুন্দ বিম্বাধর মধুরিমাকে অঙ্গীকার করিয়া রসাস্বাদন করিতেছে ॥

বৃন্দা। (প্রবেশ করিয়া) সখি ললিতে। কেন কথাপ্রসঙ্গে মন অভিনিবেশ করিতেছ, তোমার ইন্দ্রধ্বজ বেদীর

শক্রধ্বজবেদি পদবীমধিরোহন্তমপ্যাত্মানং ন জানীথ যূয়ং ॥ ৪৯ ॥

সর্ব্বাঃ। পরাবৃত্য, সহি সচ্চং কধেসি। গোঅড্ঢণো পুট্‌ঠদো সংবুত্তো। তা ডাহিণে গোইন্দ কুণ্ডবট্টনী অনুবট্টম্ভ। ইতি তথা কুর্ব্বন্তি।

বৃন্দা। অপবার্য্য, চম্পকলতে পশ্য পশ্য ॥ ৫০ ॥

ধ্রুবং নিখিল মাধবপ্রণয়িণী কদম্বাদলং
বিকৃষ্য বিবিধং বিধির্মধুরিমাণমত্যদ্ভুতং।

তত্ত্বানুভাবঃ অতিশয়েন সংবদ্ধ হৃদয়াঃ গ্রস্তমনসঃ ॥ ৪৯ ॥

যদ্গোবর্দ্ধনঃ পৃষ্ঠতঃ সংবৃত্তঃ। তদ্দক্ষিণে গোবিন্দকুণ্ডবর্ত্তনীং অনুবর্ত্তামহে বর্ত্তনীং পন্থানং ॥ ৫০ ॥

পরিত্যক্তান্যনারীস্পৃহ ইতি সর্ব্ব মাধুর্য্যৈস্তৈকত্র লাভাদিতি ভাবঃ ॥ ৫১ ॥

অর্থাৎ যজ্ঞস্থলের পদবীতে আরোহণ করিয়াছ, আপনাকে জানিতেছ না ? ॥ ৪৯ ॥

সকলে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, সখি! সত্য বলিয়াছ। যে হেতু আমরা গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের পৃষ্ঠ দেশে আসিয়াছি, অতএব গোবর্দ্ধনের দক্ষিণদিকে গোবিন্দকুণ্ডের তটবর্ত্তি মার্গের অনুসরণ করি, এই বলিয়া সকলেই তাহাই করিলেন ॥

বৃন্দা। (নিবারণ করিয়া) চম্পকলতে! দেখ দেখ ॥ ৫০ ॥

জগৎ নির্ম্মাতা বিধাতা সানন্দ চিত্তে স্বীয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ সাধনার্থ নিশ্চয় তদীয় নিখিল প্রেয়সী

প্রভোঃ পরমতুষ্টয়ে নিরমিমীত রাধাং মুদা
যদত্র রমতে হরিঃ পরিহৃতান্যনারীস্পৃহঃ ॥ ৫১ ॥

রাধা। দক্ষিণতঃ প্রেক্ষ্য, অম্মহে মানসগঙ্গাএ
উপ্ফুল্লে কমল কলাবে রোলম্বাণং কাঅলী
কলঅলস্স কোমলদা ॥ ৫২ ॥

বৃন্দা। সাকূতং।
সরোজানাং পুঞ্জে মদকলমমুং পশ্যত পুরঃ
পরাগৈরাপিঙ্গৈঃ স্ফুরদধরকায়ং মধুকরং।

অহো মানসগঙ্গায়া উৎফুল্লে কমলকলাপে রোলম্বানাং ভ্রমরাণাং কাকলী কলকলস্ত কোমলতা ॥ ৫২ ॥

মদকলং মত্তং অপিঙ্গৈঃ সম্যক্ পীতৈঃ স্ফুরন্ অধরকায়ঃ কায়স্তোত্তর ভাগো যস্ত অত্র পরাগ মধুকর ভ্রমর রমণী নিরোধ ধ্বানোদ্ধত্যাৎপদেশেন

বর্গ হইতে অত্যদ্ভুত বিবিধ মাধুর্য্য আকর্ষণ পূর্ব্বক শ্রীরাধাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে হেতু শ্রীকৃষ্ণ অন্য নারী স্পৃহা পরিহার পূর্ব্বক এই শ্রীরাধাতেই রমণ করিয়া থাকেন ॥ ৫১ ॥

শ্রীরাধা। (দক্ষিণ দিক হইতে দৃষ্টিপাত করিয়া) অহো! মানসগঙ্গার প্রফুল্ল কমল সমূহে নিপতিত অলিকুলের কল ধ্বনির কি কোমলতা! ॥ ৫২ ॥

বৃন্দা। (অভিলাষের সহিত) অহে সুন্দরী বৃন্দ! সম্মুখে কমল পুঞ্জের মধ্যে এই মত্ত মধুকরের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, আহা! কি আশ্চর্য্য শোভা, পুষ্পপরাগ দ্বারা

মহুভ্র্ামং ভ্রামং ভ্রমররমণী র্যঃ সরভসং
নিরুন্ধানো ধ্বানোদ্ধতিবিধুতমূর্দ্ধা বিহরতি ॥ ৫৩ ॥

রাধা। স্বগতং, ণুণং বুন্দাএ কিম্পি হিয়এ কদুঅ এদং বাহরী অদি। প্রকাশং। হলা বুন্দে ধণ্ণাও কুসুমকীড়িও। জাও

বসন কৃষ্ণ গোপরমণী নিরোধ মিথো বাকলয়ো ভাবিনোঽর্থা জ্ঞাপ্যন্তে ইত্যু পন্যাসোঽয়ং সপ্তস্বঙ্গেষু প্রথমমঙ্গং। যদুক্তং। উপন্যাসঃ প্রসঙ্গেন ভবেৎ কার্য্যস্য কীর্ত্তনং ॥ ৫৩ ॥

নূনং বৃন্দয়া কিমপি হৃদয়ে কৃত্বা ইদং ব্যাহ্রিয়তে। হলা বৃন্দে ধন্যাঃ কুসুম কীট্যঃ ভ্রমর্য্য ইত্যর্থঃ। যাঃ কান্তেন সমং ক্রীড়ন্তি মন্দভাগিনীনাং পুনরাসাং

ইহার শরীরের উত্তর ভাগ পীতবর্ণ এবং বারম্বার ভ্রমণ করিতে করিতে সকৌতুকে মধুকর রমণীচয়কে রোধ পূর্ব্বক ধ্বনির ধৃষ্টতা দ্বারা মস্তক কম্পন করিয়া বিহার করিতেছে ॥

"এই শ্লোকে নাট্যের প্রথম অঙ্গ উপন্যাস প্রদর্শিত হইল। প্রসঙ্গাধীন কার্য্যের কীর্ত্তনকে উপন্যাস বলে, এস্থলে পরাগ, মধুকর, ভ্রমর রমণী নিরোধ এবং ধ্বনির ধৃষ্টতা ইত্যাদি শব্দচ্ছলে পীতবসন, শ্রীকৃষ্ণ, গোপরমণী নিরোধ ও পরস্পর বাক্ কলহ প্রভৃতি ভবিষ্যৎ কার্য্যের সূচনা হইল" ॥ ৫৩ ॥

শ্রীরাধা। (স্বগত অর্থাৎ মনে মনে) বৃন্দা অবশ্য কিছু মনে করিয়া এই কথা বলিল, (প্রকাশ করিয়া) হে বৃন্দে! এই কুসুম কিটী ভ্রমরী সকল ধন্য, দেখ কেমন ইহারা

কান্তেণ সমং কিলন্তি মন্দভাইণীণং উণ ইমাণং সুরোবা-
সীণীণং দূরাদো ক্খণং বি তস্স পেক্খণং সুদুল্লহং'ত্তি ॥৫৪
সংস্কৃতেন ।
ভবতু মাধবজল্পমশৃণ্বতোঃ
শ্রবণয়োরলমশ্রবণি মম।
তমবিলোকয়তো রবিলোকণিঃ
সখি বিলোচনয়োশ্চ কিলানয়োঃ ॥ ৫৫ ॥

সূর্য্যোপাসিনীনাং দূরাৎ ক্ষণমপি প্রেক্ষণং দুর্ল্লভং তেন ধর্ম্ম কর্ম্ম মূঢ়ায়াঃ কীট জাতেরপি মনুষ্য জাতিরিয়ং দেবপূজাপরাপি দুর্ভগেতি দ্যোতিতং ॥ ৫৪ ॥

অশ্রবণি বাধির্য্যং অবিলোকনিরান্ধ্যং আক্রোশে নঞ্যনি রিত্যনিঃ। বিন্যাস নাম দ্বিতীয় মঙ্গমিদং। যদুক্তং নির্ব্বেদবাক্য ব্যুৎপত্তি র্বিন্যাস ইতি কীর্ত্ত্যতে ইতি ॥ ৫৫ ॥

কান্তের সহিত ক্রীড়া করিতেছে, আমরা সূর্য্যোপাসনা করি তথাচ এরূপ মন্দ ভাগিনী যে, আমাদের সম্বন্ধে দূর হইতে ক্ষণকাল কান্ত সন্দর্শন সুদুর্ল্লভ ॥ ৫৪ ॥

(সংস্কৃত দ্বারা) হে সখি! আমার শ্রবণ দ্বয় মাধবের গুনানুবাদ শ্রবণ করে নাই একারণ ইহাদের বাধির্য্যই ভাল, আমার চক্ষুর্দ্বয় তাঁহাকে অবলোকন করে নাই একারণ ইহাদের অন্ধত্বই ভাল ॥—

"এ স্থলে নাট্যের দ্বিতীয় অঙ্গ বিন্যাসের উদাহরণ হইল। ইহার লক্ষণ এই, যে বাক্যে আপনার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায় তাহাকে বিন্যাস বলে" ॥ ৫৫ ॥

বৃন্দা। সখি রাধে রাত্রিন্দিবং দিব্য লীলয়া দীব্যসি তথাপি কথং নির্ব্বিদ্য খিদ্যসে ॥ ৫৬ ॥

ললিতা। হলা রাহে কথং মন্থরা বিঅ লক্খীয়সি ॥

বৃন্দা। হৈয়ঙ্গবীন মৃদুলা ত্বমতঃ কথন্বা হৈয়ঙ্গবীন কলসীং চলিতা বহন্তী। হা মল্লিকার্পণ পদং ব্যথতে শিরস্তে

• রাত্রিন্দিবমিত্যাদিকং বৃন্দাবচনং মিথ্যা কল্পিতত্ব বুদ্ধ্যা প্রত্যুত্তরাদানেনাবগণিতং ॥ ৫৬ ॥

রাধি কথং মন্থরা ইব লক্ষ্যসে। ভারশ্রম জনিতমেব মান্থর্য্য মনুমিমানা বৃন্দাহ হৈয়ঙ্গবীনেতি মল্লিকার্পণস্যাপি পদং স্থানং সৎ তব শিরোব্যথতে কৃপাং

বৃন্দা। হে সখি রাধে! তুমি দিবা রাত্র দিব্য লীলা দ্বারা বিহার করিয়া থাক, তথাপি কেন নির্ব্বেদ প্রকাশ করিয়া খেদ করিতেছ ॥ ৫৬ ॥

ললিতা। রাধে! তোমাকে মন্দ গামিনীর ন্যায় দেখিতেছি কেন?

ভার বহন শ্রমজনিত শ্রীরাধার মন্দ গামিত্ব অনুমান করিয়া বৃন্দা কহিলেন, হে রাধে! তুমি হৈয়ঙ্গবীন অর্থাৎ সদ্যঃ নবনীতজাত ঘৃত সদৃশ কোমলাঙ্গী, কি প্রকারে হৈয়ঙ্গবীন কলস বহন করিয়া যাইতেছ, কি দুঃখের বিষয়, তোমার মস্তকে মল্লিকা পুষ্প অর্পণ করিলে বেদনা বোধ হয়, সেই মস্তকে এই কলস? যাহা হউক কৃপা প্রকাশ করিয়া এই কলস আমাকে

মূর্দ্ধন্যমুং মম নিধেহি কৃপাং বিধেহি ॥ ৫৭ ॥

রাধা। সহি কলসীএ ভারো ণ মাং মন্থরাবেদি। পেক্‌খ ভূরি ভূষণাণং চ্চেঅ জাইং নিআরিদাএ পসহং অপ্‌পিদাইং ॥ ৫৮ ॥

বিশাখা। হলা রাহি ক্‌খণং চিট্‌ঠ সুট্‌ঠ উত্তারেমি মণ্ডণ ভারং। ইতি যথার্হমুত্তারয়তি ॥ ৫৯ ॥

বিধেহীতি স্বদ্দুঃখ দর্শনমেব মম মহদ্দুঃখং তদপাকুর্ব্বিতি ভাবঃ ॥ ৫৭ ॥

কলসস্য ভারো ন মাং মন্থরয়তি বিপ্রষক্তোপযোগিত্বেন তৎ শ্রদ্ধয়া উৎসাহাধিক্যাদিতি ভাবঃ। গব্যভার শুল্ক গ্রহণোপাধিকস্য কৃষ্ণ কর্ত্তৃক মল্লিরোধস্যাত্যভিলষণীয়ত্বাদিতি রহস্যোত্তবঃ পশ্য ভূরিঃ ভূষণানামেব যানি নিবারিতয়াপি ললিতয়া প্রসভং হঠাৎ অর্পিতানি স্বসৌন্দর্য্য সৌকুমার্য্যাভ্যাং তেষরোচকতেতি ধ্বনিঃ ॥ ৫৮ ॥

সখি রাধে ক্ষণং তিষ্ঠ সুষ্ঠু উত্তারযামি মণ্ডন ভারমুত্তারয়ামীত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

প্রদান কর ॥ ৫৭ ॥

শ্রীরাধা। সখি! কলসের ভার আমাকে মন্থরা করিতেছে না, আমি নিবারণ করিলেও ললিতা বল পূর্ব্বক আমাকে এই সকল ভূষণ পরিধান করাইয়াছে, অতএব অলঙ্কারের ভারেই আমি মন্থরা হইয়াছি ॥ ৫৮ ॥

বিশাখা। রাধে! ক্ষণকাল অবস্থিতি কর, আমি ভাল করিয়া তোমার ভূষণের ভার অবতারণ করি। এই বলিয়া যথাযোগ্য ভূষণ খুলিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

বৃন্দা। ত্রপতে বিলোক্য পদ্মা ললিতে রাধাং বিনাপ্যলঙ্কারং। তদলং মণিময়মণ্ডন মণ্ডল রচনাপ্রয়াসেন ॥ ৬০ ॥

রাধা। হলা বুন্দে এথ জণ্ণে হেঅঙ্গবীণোবহারিণীণং হরিণী ণেত্তাণং সব্বঙ্গারহস্স মণ্ডণ উলস্স মুণিজণাদো উবলদ্ধী সুণীঅদি ॥ ৬১ ॥

বৃন্দা। ন কেবলং মণ্ডন কুলস্যৈবোপলব্ধিঃ কিন্তু ক্রিয়ারম্ভ

রাধায়া ভূষণ পরিধাপনং ললিতয়া বিপক্ষ রমণী মুখমোটন মাত্র তাৎপর্য্যকং তচ্চ তদ্বিনাপি স্বতঃ সিদ্ধমিত্যাহ ত্রপত ইতি পদ্মা চন্দ্রাসখী ত্রপতে স্ব সখ্যা স্তাদৃশ সৌন্দর্য্যাদর্শনাদিতি ভাবঃ ॥ ৬০ ॥

অত্র যজ্ঞে হৈয়ঙ্গবীনোপহারিণীনাং হরিণীনেত্রাণাং সর্ব্বাঙ্গার্হস্ত মণ্ডন কুলস্ত মুনিজনাদুপলব্ধিঃ শ্রূয়তে তেন প্রকৃতি মণ্ডন কুলস্যেদানীমুত্তার মেধোচিতং কৃপয়া ব্রাহ্মণৈর্দাস্যমানানাং অতি সৌভাগ্য সাধকত্বাৎ তদানী মেব শ্রদ্ধয়া ধারণেন ভারত্বমিতি ভাবঃ ॥ ৬১ ॥

ক্রিয়ায়া যজ্ঞিয় হৈয়ঙ্গবীনোপহরণ রূপায়া আরম্ভ এব গমন কাল এবে-

---

বৃন্দা। ললিতে! যখন অনলঙ্কৃতা শ্রীরাধাকে সন্দর্শন করিয়া চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা লজ্জিতা হয়, তখন মণিময় ভূষণ রচনা প্রয়াসের প্রয়োজন কি? ॥ ৬০ ॥

শ্রীরাধা। হে বৃন্দে! এই যজ্ঞে হৈয়ঙ্গবীন উপহরণ কারিণী হরিণনয়ণী আমাদিগের মুনিজন হইতে সর্ব্বাঙ্গ যোগ্য ভূষণ সমূহের লাভ শ্রুত আছে ॥ ৬১ ॥

বৃন্দা। মুনিজন হইতে কেবল ভূষণ সমূহের উপলব্ধি এমত নয় কিন্তু যজ্ঞে ঘৃতবহন করিয়া গমনের সময় অভীষ্টেরও

এব নিৰ্ব্বিঘ্নাভীষ্টানামপি। তদেভ্যঃ প্রাঞ্জলমঞ্জলিঃ ক্রিয়তাং কামদেভ্যঃ শৈলেন্দ্র তীর্থেভ্যঃ। ইতি সর্ব্বা স্তথা কুর্ব্বন্তি ॥ ৬২ ॥

চম্পকলতা। সহি চিত্তে অদি চিত্তা এসা নিহিল জীঅমণ্ডলী কুণ্ডিআকুলালস্স পুণ্ডরীঅজোণিণো কুণ্ডেণ মণ্ডিদা গিরিন্দ সিহরত্থলী ডাহিণে রেহদি ॥ ৬৩ ॥

চিত্রা। সহি ইধ জ্জেব্ব ভত্তাণং বচ্ছলো হরিরাঅ ণামা

অর্থঃ। তত্তস্মাদেভ্যো ব্রহ্ম কুণ্ডাদিভ্যঃ প্রাঞ্জলং প্রকটং অভীষ্ট প্রাপ্ত্যন্তরায় বিঘাতার্থমপি অঞ্জলিঃ ক্রিয়তাং। ধৃত কনক ঘটত্বেন শিরসা নমস্কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ অঞ্জল্যৈব নমস্ক্রিয়তা মিতি ভাবঃ। কামদেভ্য ইতি ত্রিষেব স্থানেষু ভবতীনামভিলষণীয় কাম বিলাসোভাবি নাস্তি দুর্ল্লভ ইতি সূচিতং ॥৬২

সখি চিত্রে অস্তি চিত্রা এষা নিখিল জীবমণ্ডলী কুণ্ডিকা কুলালস্য পুণ্ডরীক যোনে র্ব্রহ্মণঃ কুণ্ডেন মণ্ডিতা গিরীন্দ্র শিখরস্থলী দক্ষিণে রাজতে ॥ ৬৩ ॥

ইত এব ভক্তানাং বৎসলো হরিরায় নামা নারায়ণো বসতি ॥ ৬৪ ॥

পূর্ণতা হইয়া থাকে, অতএব নির্বিঘ্ন অভীষ্ট লাভার্থ এই গোবর্দ্ধনস্থ ব্রহ্মকুণ্ড প্রভৃতি তীর্থগণকে স্পষ্টরূপে অঞ্জলি বন্ধন কর, যে হেতু ইহারা নির্ব্বিঘ্নে কামনা পূর্ণ করিতে পারে। এই কথা বলিলে শ্রীরাধা প্রভৃতি সকলে তাহাই করিলেন ॥ ৬২ ॥

চম্পকলতা। সখি চিত্রে! ব্রহ্মাণ্ড ঘটের স্রষ্টা পদ্মযোনি ব্রহ্মার কুণ্ড দ্বারা গোবর্দ্ধন শিখরবস্থ ভূমি দক্ষিণ দিগে শোভা পাইতেছে ॥ ৬৩ ॥

চিত্রা। সখি! এই স্থানেই ভক্তবৎসল হরিরায় নামক

নারায়ণো বসেদি ॥ ৬৪ ॥

বৃন্দা। পশ্য পশ্য।

সখি বহুল শিরস্ত্বে ভূভৃতো চেহ সাম্যং
দধদপি গিরিরঞ্চত্যেষ শেষাদ্বিশেষং।
অঘরিপুরয়মঙ্কে মূর্দ্ধ্নি যস্যোদরেচ
প্রণয়তি রতিলীলামদ্ভুতাং প্রেয়সীভিঃ ॥ ৬৫ ॥

ললিতা। রাধামবেক্ষ্য সংস্কৃতেন।

নিবিড় রুচিনি গণ্ডে গ্রার্বখণ্ডে গরিষ্ঠে

বহুল শিরস্ত্বে প্রচুর ফণত্বে বহু শৃঙ্গত্বেচ। অয়ং অঘরিপুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পূর্ণঃ তস্য তুল্য নারায়ণোহংশ এব অস্যতু অঙ্কাদৌ তস্যতু ভোগেষেব উদরে কন্দরাদৌ তস্যতু উদরাদ্বহিরেব রতিলীলাং তস্যতু শয়নমাত্রং প্রণয়তি প্রীণয়তি সপ্রণয়ং করোতি মাত্রং প্রেয়সীভিস্তস্যতু কথঞ্চিদেকয়া পাদ সম্বাহিকয়া পদ্ময়েবেতি শেষাৎ বিশেষং অঞ্চতি প্রাপ্নোতি তেনৈতৎ কন্দরাদাবেবাদ্য রতিলীলা ভাবিনীতি সূচ্যতে ॥ ৬৫ ॥

তত্রাসম্ভাবনা নিরাসেন রাধামাশ্বাসয়িতুং পূর্ব্ববৃত্তাং রতিলীলাং স্মারয়ন্তী

নারায়ণ মূর্ত্তি বাস করিতেছেন ॥ ৬৪ ॥

বৃন্দা। দেখ দেখ, এই গোবর্দ্ধন বহুশির প্রযুক্ত অনন্ত হইতেও বিশেষ প্রাপ্ত হইয়াছে, কারণ অঘনাশন শ্রীকৃষ্ণ ইহার কোড়দেশে, মস্তকে ও উদর মধ্যে প্রেয়সীদিগের সহিত অদ্ভুত লীলা বিস্তার করিয়া থাকেন ॥ ৬৫ ॥

ললিতা। (শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) গৌরি! গোবর্দ্ধনের সৌরভযুক্ত নিবিড় শোভাশালি

স্থরভিণি কির দৃষ্টিং গৌরি গোবর্দ্ধনস্য।
সখি মৃগমদপঙ্কৈঃ সুষ্ঠু যত্রোপবিষ্ট
স্তুরসি রসিকেন্দ্রঃ পত্রবল্লীমলেখীৎ ॥
চম্পাকলতা। জনান্তিকং। সংস্কৃতেন সখি সমাকর্ণ্যতাং ॥৬৬
অয়মুপরি পরিস্ফুরদ্বলাকাভতি
রম্বুসঞ্চলচ্চঞ্চলা বিলাসঃ।
অচল শিরসি নীলমণ্ডপস্য

ললিতাহ নিবিড়েতি কির নিক্ষিপ পত্রবল্লীমলেখীদিত্তি তথৈবাদ্যাপি লিখি-
ষ্যতীতি বিশ্বস্তা ভবেতি ভাবঃ। অন্যোন্য মন্ত্রণং যৎস্যাত্তজ্জানন্তি জনান্তিকং॥৬৬
বলাকা বকপঙ্ক্তিঃ চঞ্চলা বিদ্যুৎ অম্বুদো মেঘ ইতি ক্রমেণ হার পীতা-

---

বৃহৎ পাষাণ খণ্ডের প্রতি দৃষ্টি পাত কর,। হে সখি! এই স্থলে রসিকেন্দ্র উপবেশন করিয়া তোমার বক্ষঃস্থলে মৃগমদ পঙ্ক দ্বারা সুন্দররূপে তিলক রচনা করিয়াছিলেন॥

চম্পাকলতা। (জনান্তিক অর্থাৎ পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) সখি! শ্রবণ কর॥ ৬৬॥

বলাকা এবং বিদ্যুৎ বিলাসশালী জলধর স্বীয় কান্তি দ্বারা পর্ব্বত শৃঙ্গস্থ নীলমণ্ডপের দ্বিগুণতর শোভা বিস্তার করিতেছে॥

ইহার অর্থান্তর এই যে, শ্রীকৃষ্ণ শুক্লাহার এবং পীতাম্বর পরিধান করিয়া আপনার কান্তি দ্বারা গোবর্দ্ধনের উপরিস্থ নীলমণ্ডপের দ্বিগুণতর শোভা বিস্তার

স্থিগুণয়তি তৃপ্তিমম্বুদঃ স্বধাম্না ॥ ৬৭ ॥

ললিতা। সানন্দং। চম্পঅলদে ণ কৃখু অম্বুদো পেক্খ, এসো
কণ্ঠলম্বি বিপ্‌ফারহারো পীদম্বরো গিরিণিদম্বং আলম্বদি।
তা পুপ্‌ফিদো অম্ভাণং মনোরহ সাহী ॥

রাধা। বৃন্দামবেক্ষ্য সকম্পং সংস্কৃতেন ॥ ৬৮ ॥
উরীকুর্ব্বন্ গৌরীং গিরিশিখরভাগম্বররুচিং
জগদ্বংশে যুঞ্জন্ মদনঘন ঘূর্ণা ঘুণ ঘটাং ।

স্বর শ্রীকৃষ্ণেৎবারোপিতাঃ ॥ ৬৭ ॥

চম্পকলতে ন খল্বয়মম্বুদঃ পশ্য এষ কণ্ঠলম্বিবিস্ফারিত হারঃ পীতাম্বরো গিরিনিতম্বমালম্বতে। তৎ পুষ্পিতোঽস্মাকং মনোরথ শাখী বিরোধো নাম তৃতীয় মঙ্গং মিদং। যদুক্তং ভ্রান্তি নাশো বিরোধঃ স্যাদিতি ॥ ৬৮ ॥

গিরিশিখর ভাক্ সন্ অম্বর রুচিং আকাশস্য কান্তিং গৌরীং শুক্লাং উরী-

---

করিতেছেন ॥ ৬৭ ॥

ললিতা। (আনন্দের সহিত)

চম্পকলতে! নিশ্চয় বলিতেছি এ মেঘ নয়, দেখ ইহার কণ্ঠ লম্বিত বিস্তীর্ণ হার, পরিধান পীত বসন, পর্ব্বতের কুঞ্জ প্রদেশ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, অতএব আমাদের মনোরথ বৃক্ষ পুষ্পিত হইল ॥

এই স্থলে নাট্যোক্ত তৃতীয় অঙ্গ যে বিরোধ তাহা প্রদর্শিত হইল, অর্থাৎ ভ্রান্তিনাশের নাম বিরোধ।

শ্রীরাধা। (বৃন্দার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কম্পিত কলেবরে সংস্কৃত ভাষায়) ॥ ৬৮ ॥

সখি! সম্মুখে পর্ব্বতের শিখরদেশ অবলম্বন করিয়া গৌরবর্ণ অম্বর (বস্ত্র) রুচি অঙ্গীকার পূর্ব্বক

ধৃতি ধ্বান্তং ভিন্দন্নমৃত নিধিরিন্দীবরদৃশাং

দৃশাং বন্ধুঃ কোঽয়ং বিধুরিব পুরস্তাদুদয়তে ॥

বৃন্দা। সখি রাধে সমাকর্ণ্যতাং ॥ ৬৯ ॥

সমস্ত জগতীভুবাং মৃগদৃশামভীষ্টাশিষঃ

সমর্থমভিপূরণে কিমপি দোলয়ন্ দোর্যুগং।

অসৌ কুলজবল্লবী মদনবেদনোন্মাদন

ব্রতপ্রণয়িনোরসারসিকমৌলিরুল্লাসতে ॥ ৭০ ॥

কুর্ব্বন্। পক্ষে বস্ত্রকান্তিং গৌরীং পীতাং জগদেব বংশ স্তত্র মদন ঘূর্ণ্ণৈব ঘুনঃ তৎ সমূহঃ পক্ষে চন্দ্রিকা স্পর্শ এব বংশজাতৌ ঘুন উৎপদ্যতে ইতি লোক প্রসিদ্ধেঃ তত্র মদন ঘূর্ণেত্যুন্মাদঃ ধৃতি ধ্বান্তমিতি চাপল্যং। দৃশাং বন্ধুরিত্যৌৎসুক্যমিতি সংচারি ভাবত্রয়ং ॥ ৬৯ ॥

মদনবেদনয়া উন্মাদনমেব ব্রতং তদেব প্রণয়িতুং শীলমস্ত তথা তেন উরসা বক্ষসা ইতি বক্ষঃস্থলং দর্শয়তি ॥ ৭০ ॥

জগৎরূপ বেণুবৃক্ষে কন্দর্পের নিবিড় ভ্রমিস্বরূপ ঘুন সমূহ অর্পণ করত তথা ধৈর্য্য রূপ অন্ধকার ভেদ করিয়া লীলোৎপল নয়নীদিগের অমৃতনিধি, নেত্রবন্ধু অর্থাৎ চক্ষুঃ শীতলকারী এ কোন চন্দ্রের উদয় হইল ॥

বৃন্দা। সখি রাধে! শ্রবণ কর ॥ ৬৯ ॥

ত্রিভুবনস্থ সমস্ত মৃগনয়নীদিগের কোন বাঞ্ছিত মঙ্গল প্রার্থনার পূরণ বিষয়ে সমর্থ ভুজদ্বয় আন্দোলিত করিয়া কুলজ গোপরামাদিগের মদনবেদনার উন্মাদন রূপ ব্রত প্রণয়নকারি বক্ষঃস্থল দ্বারা এই রসিকমৌলি শ্রীকৃষ্ণ উদিত হইলেন ॥ ৭০ ॥

রাধা। সবিস্ময়ং সংস্কৃতেন।

প্রপন্নঃ পন্থানং হরিরসকৃদস্মন্নয়নয়ো
রপূর্ব্বোঽয়ং পূর্ব্বং ক্বচিদপি ন দৃষ্টো মধুরিমা।
প্রতীকেঽপ্যেকস্য স্ফুরতি মুহুরঙ্গস্য সখি যা
শ্রিয়স্তস্যাঃ পাতুং লবমপি সমর্থা ন দৃগিয়ং॥ ৭১॥

বৃন্দা। যদা যদা পশ্যসি মাধবং পুর
স্তদা তদৈবাস্য বদস্যপূর্ব্বতাং।

অসকৃদনেকবারমেব নয়নয়োঃ পন্থানং প্রপন্ন এব একস্যাপ্যঙ্গস্য প্রতীকে একস্মিন্নবয়বেঽপি যা শ্রীঃ স্ফুরতি তস্যাঃ শ্রিয়ঃ শোভায়াঃ লবং লেশমপি পাতুমিয়ং দৃঙ্মদীয়া ন সমর্থা তেন তয়া শোভালব উত্তরঙ্গয়া উপচিতয়া মুহুর্বিপ্লুতেয়ং পাতুং সমর্থা ব্যাকুলায়তে ইতি ভাবঃ। অয়মনুরাগ এব সদানুভূত বস্তুনোপ্যননুভূতত্ব মননময়ঃ॥ ৭১॥

নবঃ সদা স্যাদিতি রাগোন্মদ ইত্যাভা· স্যা নিত্য নবত্বং অস্যা অপ্যনু·

শ্রীরাধা। (বিস্ময়ের সহিত সংস্কৃত ভাষায়) সখি! শ্রীকৃষ্ণ অনেকবার আমাদের নেত্র পথে পতিত হইয়াছেন কিন্তু পূর্ব্বে কখন এরূপ অপূর্ব্ব মধুরিমা দৃষ্ট হয় নাই। যাঁহার এক অঙ্গের কিঞ্চিন্মাত্র শোভা আমার যে নেত্র পান করিতে সমর্থ হয় নাই. সে এক কালীন সর্ব্বাঙ্গের শোভা কিরূপে পান করিবে! ॥ ৭১॥

বৃন্দা। রাধে! তুমি যখনযখন সম্মুখে মাধবকে দেখিতে পাও, তখন তখনই ইহাঁর অপূর্ব্বতা বলিয়া থাক, ইনি কি

নবঃ সদা স্যাৎ কিময়ং তথাথ বা
রাগোন্মদে বিস্ময়তঃ কিমক্ষিণী ॥

ততঃ প্রবিশতি মধুমঙ্গল সুবলার্জুনাদিভিরুপাস্যমানো নান্দীমুখীমভিপৃচ্ছন্ কৃষ্ণঃ ॥ ৭২ ॥

কৃষ্ণঃ। সৌৎসুক্যং ॥

গোবর্দ্ধনং গিরিমুপেত্য কটাক্ষবাণান্
কর্ণ স্ফুরন্মণিশিলোপরিসংস্ফুরানা।

রাগিত্বং পূর্ণমেবোক্তং। অথবৈস্যানেনৈকস্যাপি সম্ভবে শশ্বৎ তথা ভানং ভবেৎ কিমুত দ্বয়োরিতি দ্যোতিতঃ ॥ ৭২ ॥

কর্ণে স্ফুরন্তী যা মণিশিলা কুণ্ডলগতা তস্যা উপরি সংস্ফুরানা তেজয়ন্তী মদ্বদনমেব লক্ষীকৃত্য বাঞ্ছ্ গিতি ভাবঃ। তৎ প্রয়োজনং স্বয়মেবোন্নাহ ভ্রূধনুঃ কম্পনমাত্রেণৈব সূচিতং লুণ্ঠনং মৎ সর্ব্বস্বাপহরণং যয়া সা অতো মদ্বৈ র্বাধনং প্রত্যক্ষমেব বনমধ্যে বল্লাৎকরিষ্যন্তীয়ং বা জনিমৎ ফুৎকার শঙ্কয়া প্রপলং বাণাং স্তেজয়তি কিঞ্চ তত্তেজনং দর্শয়ন্তোবেয়ং মামপি সর্ব্বজগদ্বৈর্য্যা সর্ব্বস্ব

তোমার সম্বন্ধে নিত্য নূতন, অথবা অনুরাগ ও উন্মাদ প্রযুক্ত তোমার নয়নদ্বয় কি বিস্ময়াপন্ন হইল ! ॥

অনন্তর, মধুমঙ্গল, সুবল ও অর্জ্জুন প্রভৃতি সখাবৃন্দ কর্ত্তৃক উপাস্যমান শ্রীকৃষ্ণ নান্দীমুখীকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৭২ ॥

কৃষ্ণ। (ঔৎসুক্য অর্থাৎ উৎকণ্ঠার সহিত) অহো ! গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের সমীপে আগমন করিয়া কর্ণ কুণ্ডলস্থ মণিশিলায় কটাক্ষ বাণ শাণিত করত ভ্রূ ধনুর কম্পনে সর্ব্বস্ব হরণ

কা ভ্রূধনুর্ধুবন সূচিত লুঞ্চলেয়ং
ব্যগ্রীকরোত্যহহ মামপি সংভ্রমেণ ॥ ৭৩ ॥
পুনর্নিরূপ্য হন্ত কথং মদীয় হৃদ্বিটঙ্কালিঙ্কায় পারবতীয়ং
প্রিয়া ইতি নান্দীমুখীমভিনন্দন্ সানন্দং ॥
তারশ্রিয়া মূর্চ্ছিত বন্ধুরাগা
বিস্তারয়ন্তী শ্রুতিপালিভূষাং।

হারিণমপি ব্যগ্রীকরোতি তৈর্বিদ্ধান্তী সতী কিং করিষ্যতি তন্ন জানে ইতি ভাবঃ ॥ ৭৩ ॥

বিটঙ্কঃ কপোত পালিকা পরিবাদিনী সপ্ততন্ত্রী বীণেব স্বরাধিকেয়মুপলব্ধা। পক্ষে স্বরৈঃ ষড়জাদ্যৈ রধিকা তারো মুক্তাহারঃ উচ্চ শব্দশ্চ তস্ত শ্রিয়া শোভয়া সম্পত্ত্যাচ মূর্চ্ছিতঃ বর্দ্ধিতঃ এক বিংশতি মূর্চ্ছনা প্রাপিতশ্চ বন্ধুঃ শোভনো রাগোঽভিলাষো বসন্তাদি রাগশ্চ যস্যাং সা শ্রুতিঃ পাল্যাঃ কর্ণ প্রদেশস্য পালিঃ কর্ণলতাগ্রেচেতি মেদিনী। দ্বাবিংশতি শ্রুতি সমূহশ্চ ভূষাং বিস্তারয়ন্তী কলাভিঃ চতুঃষষ্টিভিঃ কলেন মধুরাস্ফুট ধ্বনিনাচ অধি

সূচনা করিতেছেন এই স্ত্রীটী কে? ইনি যে স্বীয় বিভ্রম দ্বারা আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিলেন। ৭৩।

(পুনরায় নিরূপণ করিয়া) হায়! কি রূপে এই
* প্রিয়তমা আমার হৃদয়রূপ কপোতপালিকার ভূষণ স্বরূপ পারাবতী হইলেন। (এই বলিয়া নান্দীমুখীকে অভিনন্দনা করত আনন্দদের সহিত) কি আশ্চর্য্য! যিনি উচ্চ শব্দের সম্পত্তি দ্বারা বসন্তাদি রাগ বর্দ্ধিত করত কর্ণ প্রদেশের অলঙ্কার বিস্তার করিতেছেন এবং যিনি মধুরা-

কলাঙ্কিতা হন্ত ময়োপলব্ধা
স্বরাধিকেয়ং পরিবাদিনীব ॥ ৭৪ ॥

নান্দী। গোউলানন্দ তুম্ভ পাসে চিট্‌ঠন্তীং মাং যাব ইমাও ণ
পেক্‌খন্তি কখণং তাব পচ্ছন্না হোমিইতি তথা স্থিতা ॥৭৫

কৃষ্ণঃ। হন্ত সখায়স্তূর্ণমাধ্মায়তাং ভবদ্ভির্মহা ঘট্টাধিকারা-

---

অপূজিতা তারপ্রিয়া নয়ন কনীনিকা শোভয়া সুচিতানুরাগা ইতি বা ॥ ৭৪ ॥
গোকুলানন্দ যুষ্মৎ পার্শ্বে তিষ্ঠন্তীঃ মাং যাবদিমা ন প্রেক্ষ্যন্তে ক্ষণং তাবৎ
প্রচ্ছন্না ভবামি স্বীয় সূচকতা দোষাচ্ছাদনার্থমিতি ভাবঃ ॥ ৭৫ ॥
দোহদং ঔষধ বিশেষঃ। দন্তোলির্বজ্রঃ তর্ষাদীনাং যথাক্রমং তর্ষ

স্ফুট ধ্বনি দ্বারা অঙ্কিতা হইয়াছেন সেই ষড়্‌জাদি স্বরে
অধিকা সপ্ততন্ত্রী বীণার ন্যায় ইহাঁকে প্রাপ্ত হইলাম ॥

অর্থান্তর। কি আশ্চর্য্য! যিনি মুক্তাহারের শোভা
দ্বারা স্বীয় অনুরাগ বর্দ্ধিত করিয়া কর্ণ প্রদেশের ভূষা
বিস্তার করিতেছেন, এবং যিনি চতুঃষষ্টি কলায় অঙ্কিতা,
অদ্য আমি সেই স্বীয় শ্রীরাধাকে পরিবাদ কারিণীর ন্যায়
প্রাপ্ত হইলাম ॥ ৭৪ ॥

নান্দীমুখী। হে গোকুলানন্দ! তোমাদিগের পার্শ্বস্থিত
আমাকে এই গোপিকা সকল যাবৎ দেখিতে না পায়
তাবৎ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করি, এই বলিয়া গোপন
ভাবে রহিলেন ॥ ৭৫ ॥

কৃষ্ণ। (সম্ভ্রমের সহিত) ওহে সখাগণ! শীঘ্র করিয়া
তোমরা মহা ঘট্টের অধিকার সূচক শৃঙ্গ বাদ্য কর,

ভিব্যঞ্জকং শৃঙ্গাদি বাদিত্রং ময়াপি বিম্বাধরে বংশী নিধেয়া। ইতি সর্ব্বে তথা কুর্ব্বন্তি ॥

বৃন্দা। স্বগতং। কথমেতাঃ কেলিমুরলীরবাকর্ণনেন বিঘূর্ণিত মূর্দ্ধান স্তরুন্মুহু র্ধারয়ন্তি ইতি সমন্তাদবলোকয়ন্তী ॥

বেণোরেষ কলস্বন স্তরুলতা ব্যাজৃম্ভণে দোহদং
সন্ধ্যাগর্জ্জভরঃ পিকদ্বিজ কুহু স্বাধ্যায় পরায়ণে।
আভীরেন্দুমুখীস্মরানলশিখোৎসেকে সলীলানিলো
রাধাধৈর্য্যধরাধরেন্দ্র দমনে দম্ভোনিরুন্মীলতি ॥ ৭৬ ॥

মৌনোৎসুক্য চাপল্যানি কুর্ব্বন্নপি আকাশাদীনাং ইব পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মাণ। মুত্তরোত্তরেষু সম্ভারাত্রাধায়া হর্ষাদীনি চত্বার্য্যেব যুগপদেব বিস্তারয়তীতি ভাবঃ ॥ ৭৬ ॥

আমিও বিম্বাধরে বংশী অর্পণ করি, এই বলিয়া সকলে তাহাই করিলেন ॥

বৃন্দা। (মনে মনে) কেন এই সকল গোপিকা কেলী মুরলীর ধ্বনি শ্রবণে ঘূর্ণিতমস্তক হইয়া বৃক্ষসকলকে ধারণ করিতেছে, এই বলিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন। বেণুর এই মধুর ধ্বনি তরুলতার হর্ষ বিধানার্থ ঔষধ বিশেষ, কোকিল প্রভৃতি পক্ষিগণের কুহুরূপ বেদ পারায়ণে সন্ধ্যা গর্জ্জন স্বরূপ, সুধাংশু বদনী গোপরামাদিগের কন্দর্পাগ্নি শিখার উৎসেক অর্থাৎ উদ্দীপন বিষয়ে লীলান্বিত অনিল তুল্য এবং শ্রীরাধার ধৈর্য্যরূপ পর্ব্বত রাজের দমন নিমিত্ত বজ্র সদৃশ হইয়া প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৭৬ ॥

কৃষ্ণঃ। রাধয়ামপাঙ্গং নিক্ষিপ্য সানন্দং।

বক্ত্রাম্ভোজমুদাত্ত নর্ম্মবচসা সখ্যং বিনির্ম্মিৎসতে
মৈত্রীং ভঙ্গুর বীক্ষিতেন নয়নদ্বন্দ্বং ক্রমাদীপ্সতি।
লীলামন্দ গতেন পাদযুগমপ্যারিপ্সতে সঙ্গমং
রাধায়াঃ স্মরবান্ধবেন বয়সা দেহেহদ্য সংধিৎসতে ॥ ৭৭

রাধায়া দেহে স্মরবান্ধবেন যৌবনেন বয়সা সহ সন্ধাতুং সন্ধিং কর্ত্তুমিচ্ছতি সতি বাল্য বয়সাক্রমত উপেক্ষ্যমানত্বেন নিঃসহায়তয়া স্থাতুমশক্যতয়া বিচার্য্য প্রবলেন প্রবলসহায়েন যৌবনেনৈবাত্ম রক্ষণার্থং স্বস্মিন্নধিকারং তস্মৈ-দিৎসতি সতীত্যর্থঃ বক্ত্রাম্ভোজং কর্ত্তৃ উদাত্তেন রূপৌদার্য্য মাধুর্য্যাদি গুণ ময়েন নর্ম্ম বচসা সখ্যং স্ব সর্ব্বস্বার্পণেন বিনির্ম্মাতুং ইচ্ছতি বাল্য সহচর প্রহসিত বহু ব্যর্থালাপেনোপেক্ষ্যমানত্বাদিতি ভাবঃ। উদাত্তঃ স্বরভেদে বাচান্তরে দয়াত্যাগাদি যুক্তেচেতি মেদিনী তথৈব ভঙ্গুর বীক্ষিতেন ঋজ্বব-লোকনস্য প্রোষিতত্বাদিতি ভাবঃ। মৈত্রীমীপ্সতি প্রাপ্তুমিচ্ছতি লীলামন্দ গতেনেতি দ্রুত চপলস্য সহসাতিরোধনাদিতি ভাবঃ ॥ ৭৭ ॥

কৃষ্ণ। (শ্রীরাধার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া আনন্দের সহিত) কন্দর্পবান্ধব অর্থাৎ যৌবন বয়স দ্বারা অদ্য শ্রীরাধার দেহ উল্লাস যুক্ত হইলে বদনকমল রূপা, ঔদার্য্য ও মাধুর্য্যাদি গুণময় নর্ম্ম বাক্যের সহিত সখ্য বিধান করিতে ইচ্ছা করিতেছে, নয়নদ্বয় ক্রমশঃ কুটিল নিরীক্ষণ সহ মৈত্রীলাভার্থ বাঞ্ছা করিতেছে এবং পদ যুগল লীলা নিবন্ধন মন্দগতির সহিত সঙ্গ বিধান করিতে অভিলাষ করিতেছে, ॥ ৭৭ ॥

রাধা। প্রযত্নাদাকার গুপ্তিমভিনয়ন্তী সাচি কন্ধরমপবার্য্য সংস্কৃতেন ॥ ৭৮ ॥

কুবলয় যুবতীনাং লেহয়ন্নক্ষিভৃঙ্গৈঃ
কুবলয় দললক্ষ্মী লঙ্গিমাঃ স্বাঙ্গভাসঃ।
মদকল কলভেন্দ্রোল্লঙ্ঘি লীলাতরঙ্গঃ

অপবার্য্যেতি অন্যস্য রহস্য কথনং তদনাকর্ণিতমপবারণং। যদুক্তং রহস্যং কথ্যতেঽন্যস্য পরাবৃত্ত্যাপবারিতমিতি ॥ ৭৮ ॥

কুবলয়ং ভূমণ্ডলং তত্রত্যানাং যুবতীনামক্ষিণ্যেব ভৃঙ্গাস্তৈঃ স্বাঙ্গভাসো নিজাঙ্গশোভা লেহয়ন্ স্বাদয়ন্ কীদৃশীঃ কুবলয়স্য নীলোৎপলস্য দলানাং লক্ষ্মীতোপি লঙ্গিমা মনোহরত্বং যাসাং তাঃ। অনো বহুব্রীহাবিতি ডাপ্। তত্র গতি বুদ্ধীত্যাদিনা ন কর্ম্মত্বং লিহেরাস্বাদনার্থত্বেপি প্রত্যবসানার্থতা ভাবাৎ প্রত্যবসানস্য গলাধঃ করণার্থত্বাৎ। লেহনস্যতু তদবিনা ভাবস্থা ভাবাৎ যথা গোভির্বৎসা লেলেহ্যমানা অভূবন্। অত্র স্বর্থান্তর সংক্রমিত বাচ্যধ্বনিনৈব তথাত্বং বস্তু তস্ত অক্ষিপক্ষে গলাধঃ করণস্য প্রসঙ্গএব নাস্তি ভৃঙ্গ পক্ষেপি নীলোৎপলদল শোভানাং ন তথা করণং কিন্তু সৌরভ্য বহন মাত্র

শ্রীরাধা। (প্রযত্ন হেতু ভাব গোপন অভিনয় পূর্ব্বক বামস্কন্ধ অন্যদিকে করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) ॥ ৭৮ ॥

পর্ব্বতস্থ এই অরণ্য ধূর্ত্ত, ভূমণ্ডলবর্ত্তি যুবতীদিগের নয়ন ভৃঙ্গ দ্বারা নীলোৎপল দলের শোভা হইতেও অধিক শোভা শালি নিজাঙ্গের শোভা আস্বাদন করাইয়া মত্ত-করি শাবকের লীলা তরঙ্গ উলঙ্ঘন পূর্ব্বক আমার ধৈর্য্য গ্রাস করিল ॥

কবলয়তি ধৃতিং মে ক্ষ্মাধরারণ্যধূর্ত্তঃ ॥

কৃষ্ণঃ। শৃঙ্গাদবরোহণং নাটয়ন্ রাধামালোক্য সানন্দং ॥৭৯

স্থূলে রাধিকয়া পয়োধরযুগে হারঃ প্রসাদী কৃতঃ
খ্যাতে বালতয়া কচেচ কুটিলে মৌলির্ব্বিতীর্ণোঽনয়া।
বিন্যস্তং শ্রুতিসেবিনোরপি মসীমালিন্যমেবানয়ো
রিত্যক্ষ্ণোর্দ্বয়মীর্ষয়া মৃগদৃশঃ শঙ্কে মুমোচার্জ্জবং ॥ ৮০ ॥

ললিতা। অপবার্য্য। হলা রাহে ওজয়দি এসো হঠিল্ল

মপি মে ধৃতিং কবলয়তি ন পুনর্ময্যেব দোষ ইতি ভাবঃ ॥ ৭৯ ॥

স্থূলে স্থৌল্যবতি শ্লেষেণ জড়ে ত্রিষু স্থূলে জড়েপি চেতাময়ঃ। মৌলিশ্চূড়ামণিঃ। শ্রুতিসেবিনোঃ কর্ণপর্য্যন্ত গামিনোঃ শ্লেষেণ বেদাভ্যাস বতোঃ ॥ ৮০ ॥

অবতরত্যেব হঠিলতারভটী বাণিজ্য মহাসার্থবাহনার্থঃ তস্মাৎ অপ্রেক্ষ্য-

---

কৃষ্ণ। (নৃত্য করিতে করিতে পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া আনন্দের সহিত) ॥ ৭৯ ॥

শ্রীরাধা স্থূল পয়োধর যুগলে হারকে স্থান দান করত তাহার প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার করিয়াছেন, কুটিল কেশ বালরূপে বিখ্যাত থাকা প্রযুক্ত তাহাতে চূড়ামণি অর্পণ করিয়াছেন এবং মৃগাক্ষীর কর্ণ পর্য্যন্ত কজ্জলমালিন্য বিন্যস্ত থাকা জন্য চক্ষুর্দ্বয় যেন ঈর্ষা প্রকাশ করিয়া সারল্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৌটিল্য ভাব অবলম্বন করিয়াছে ॥ ৮০ ॥

ললিতা। (অপবার্য্য অর্থাৎ আড়াল করিয়া) রাধে!

দারহত্তী কণিজ্জা মহাসত্থবাহণাহো। তা অপেক্‌খ
ন্তীও বিঅ সবিসম্ভং চলন্তং ॥ ৮১ ॥

রাধা। সহি লহু লহু জাহি জং এসা ফুড়িদোবলমণ্ডলীবন্ধুরা
বসুন্ধরাধরতড়ী। ইতি সদৃষ্টি ক্ষেপং পরিক্রামতি ॥ ৮২ ॥

কৃষ্ণ। সখে সুবল কথমস্মানবমত্য চলিতুং প্রবৃত্তা এব

মাণা ইব সবিশ্রম্ভং বয়ং চলামঃ। অন্তুণাঽস্যাবজ্ঞায়াং ব্যঞ্জিতায়াং তাং
স্ববিষয়াং জ্ঞাত্বাঽস্মানয়মধিকমুদ্বেজয়িষ্যতি ইতি ভাবঃ। ইবেতি প্রেক্ষণস্য
তদবিজ্ঞাতমাত্রত্বস্য বিবক্ষয়া ॥ ৮১ ॥

সখি লঘু লঘু যাহি যদেষা স্ফুটিতোপলমণ্ডলী বন্ধুরা বসুন্ধরাধরতটী ॥ ৮২
অমুক মঞ্জীরা ইতি মহাদানি মহারাজস্য সমাগ্রে বাদিত্র বাদন পূর্ব্বক

এই যে ব্যক্তি পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিতেছে
দেখিতেছ, ইনি হঠ পূর্ব্বক কুহক প্রদর্শন করিয়া
কোন বানিজ্য মহাসার্থ প্রাপ্তির নিমিত্ত আসিতেছে,
অতএব ইহাকে আমরা না দেখার মত করিয়া বিশ্বস্ত
চিত্তে চলিয়া যাই, নতুবা এ ব্যক্তি স্বীয় অবজ্ঞা বোধে
আমাদিগকে অধিক উদ্বেগান্বিত করিবে ॥ ৮১ ॥

শ্রীরাধা। সখি! ধীরে ধীরে গমন কর, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে
এই পর্ব্বত তট স্ফুটিত প্রস্তর সমূহে খচিত ॥

(এই বলিয়া দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক গমন করিতে লাগি-
লেন ॥ ৮২ ॥

কৃষ্ণ! সখে সুবল! কি প্রকারে এই সকল রমণী আমাদি-
গকে অবজ্ঞা করিয়া বিলাসের সহিত নূপুরবাদ্য সহ-

সলীলমমূরমূকমঞ্জীরা মঞ্জুভাষিণ্যঃ। ততস্তূর্ণমর্জ্জুনেন সার্দ্ধমমূসাং ঘটস্ব ব্যাঘোটনায় ॥ ৮৩ ॥

সুবলঃ। সত্বরং সার্জ্জুনঃ পরিক্রম্য। হন্ত সগব্বাও গব্ববিক্কণীও কহং ঘট্টচত্বর নাহং অনাদরন্তীও স্বচ্ছন্দং গচ্ছন্তি হোদীও। তা বাহুড়িঅ সুট্‌ঠু অহ্মাণং পবোহন্তু ॥

সর্ব্বাঃ। প্রকামমশ্রুতিমভিনীয় সাবহেলং চলন্তি।

সুবলঃ। ধাবন্নুচ্চৈঃ। হংহো অপ্পণো মাহাপ্পং মা হরেধ তূণ্ণং

মাসাং গমনং স্ব মহাগর্ব্বং মদনাদরং চ সূচয়তীতি ভাবঃ। ব্যাঘোটনায় পরাবর্ত্তনায় ॥ ৮৩ ॥

হন্ত সগর্ব্বা গব্য বিক্রয়িণ্যঃ কথং ঘট্ট চত্বর নাথং অনাদ্রিয়মানাঃ। স্বচ্ছন্দং গচ্ছন্তি ভবত্যঃ। তস্মাদ্ব্যাবৃত্ত্য সুষ্ঠুনোঽস্মান্ প্রবোধয়ন্তু অহো আত্মনো

কারে মনোজ্ঞ আলাপ করিতে করিতে গমনে প্রবৃত্ত হইল, অতএব অর্জ্জুনের সহিত শীঘ্র ইহাদিগের প্রত্যাবর্ত্তন নিমিত্ত চেষ্টা কর ॥ ৮৩ ॥

সুবল। (সত্বরে অর্জ্জুনের সহিত প্রদক্ষিণ করিয়া) কি আশ্চর্য্য! তোমরা কি প্রকারে গর্ব্বসহকারে ঘট্টচত্বরনাথকে অনাদর করত ঘৃত বিক্রয়ার্থ চলিয়া যাইতেছ, অতএব নিবৃত্ত হইয়া সুন্দররূপে আমাদের প্রবোধ জন্মাও ॥

সকলে। (অবহেলা পূর্ব্বক না শুনার মত করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে চলিতে লাগিলেন)॥

সুবল। (বেগে ধাবমান হইয়া) অহো আর আত্ম মাহাত্ম্য

পরাবট্টেধং ॥ ৮৪ ॥

সর্ব্বাঃ। সন্নির্বেদমিব পরাবৃত্য ভোঃ পুট্ঠমংসাদ কধং তুএ পরাবট্টিদম্হ ॥ ৮৫ ॥

সুবলঃ। পঢমং দাব ক্খোণী বিলগ্গ মত্থআ বন্দন্তু মহাঘট্ট দাণিন্দং হোদীও ॥ ৮৬ ॥

বিশাখা। সস্মিতং কিং বন্দণারিহো ণ হোদি বল্লবেন্দ কুমারো

মাহাত্ম্যং মাহরত তূর্ণং পরাবর্ত্তয়ত ॥ ৮৪ ॥

ভোঃ পৃষ্ঠমাংসাদ কথং ত্বয়া পরাবর্ত্তিতাঃ স্মঃ ক্রূরাভিধায়ী পুরুষঃ পৃষ্ঠমাংসাদ উচ্যতে ॥ ৮৫ ॥

প্রথমং তাবৎ ক্ষোণীবিলগ্ন মস্তকাঃ সত্যঃ বন্দন্তাং মহাঘট্টদানীন্দ্রং ভবত্যঃ ॥ ৮৬ ॥

কিং বন্দনার্হো ন ভবতি বল্লবেন্দ্রনন্দনঃ কিন্তু লোকোত্তরস্য যজ্ঞস্য হৈয়ঙ্গবীনোপহরণ আরব্ধ ব্রতানামস্মাকং ব্রাহ্মণেতর বন্দনং ভগবত্যা পৌর্ণ-

---

বিস্তার করিও না, শীঘ্র ফিরিয়া আইস ॥ ৮৪ ॥

সকলে। (অবমাননার সহিত যেন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া) অহে ক্রূরভাষিন্! কেন তুমি আমাদিগকে নিবৃত্ত করিতেছ ? ॥ ৮৫ ॥

সুবল। অহে! তোমরা অগ্রে ভূমিতে মস্তক সংলগ্ন করিয়া মহাঘট্টদানীন্দ্রকে প্রণাম কর ॥ ৮৬ ॥

বিশাখা। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) অহে! বল্লবেন্দ্রনন্দন কি আমাদের বন্দন যোগ্য নহেন ? অবশ্যই হইতে পারেন, কিন্তু ভগবতী পৌর্ণমাসী নিষেধ করিয়াছেন যে, অলৌকিক

কিন্তু লোউত্তরস্‌স জণ্ণস্‌স হেঅঙ্গবীণোবহরণে আরদ্ধ-
ব্বদাণং অম্হাণং বম্হণেদরবন্দণং ভঅবদীএ ণিসিদ্ধং ॥ ৮৭

অর্জ্জুনঃ। বিসাহে এসো বুন্দাঅণভূবিন্দারও অম্হ মহাদাণি
ন্দো বিদাণিং আরদ্ধব্বদো বট্টদি। তা ব্বদিণীহিং
ব্বদিণো হস্‌স বন্দণে দূষণং ণত্থি ॥

ললিতা। কীদিসং তং ব্বদং ॥ ৮৮ ॥

কৃষ্ণঃ। সস্মিতং। নিত্যমবলার্ব্বুদ দ্বিজবসন দানং মহা-

মাত্রা নিষিদ্ধং। সাধ্বসং নাম চতুর্থমঙ্গমিদং। যদুক্তং মিথ্যাখ্যানন্ত সাধ্বস
মিতি ॥ ৮৭ ॥

এষ বৃন্দাবন ভূবৃন্দারকোঽস্মন্মহাদানীন্দ্রোপি ইদানী মারব্ধব্রতো বর্ত্ততে
তদ্ব্রতিনীভির্ব্রতিনো বন্দনে দূষণং নাস্তি ॥ ৮৮ ॥

নিত্যমবলেতি অবলেভ্যো বস্ত্রাদ্যুপার্জনাঽসমর্থেভ্যোর্ব্বুদ সংখ্য বিপ্রেভ্যো

যজ্ঞের হৈয়ঙ্গবীন উপহরণ বিষয়ে ব্রতধারিণী আমা-
দিগকে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যকে প্রণাম করিতে নাই ॥
এই স্থলে নাট্যের চতুর্থ অঙ্গ সাধ্বস প্রদর্শিত হইল,
অর্থাৎ মিথ্যা কথনের নাম সাধ্বস ॥ ৮৭ ॥

অর্জ্জুন। বিশাখে। এই আমাদের মহাদানীন্দ্র বৃন্দাবনের
ভূদেব, সম্প্রতি ইনিও ব্রতারম্ভ করিয়াছেন অতএব ব্রত
ধারিণীসকল ব্রতধারিকে প্রণাম করিলে দোষ হয় না ॥

ললিতা। কিপ্রার সেই ব্রত ? ॥ ৮৮ ॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্যের সহিত)। বস্ত্রাদি উপার্জ্জন বিষয়ে
অক্ষম এমত অর্ব্বুদ ব্রাহ্মণকে বসন দানরূপ মহাব্রত।

ব্রতং ॥ ৮৯ ॥

ললিতা। তদো জুত্তা এসা ঘট্টাহিআরিদা। জং ইদিসীএ মহাপঅবীএ সমারোহণং বিণা ণিঅ মহাব্বদস্স রক্খণং দুক্করং ॥

কৃষ্ণঃ। বিহস্য পুরঃ পশ্যন্ সখে মধুমঙ্গল শ্রূয়তাং ॥ ৯০ ॥

অভ্যুক্ষ নিষ্কংপতয়ালুনা মুহুঃ

বসন প্রদানং। পক্ষে অবলার্ব্বুদানাং দশকোটি সংখ্য যুবতীনাং দ্বিজবসনানাং ওষ্ঠাধরাণাং দানং খণ্ডনং ওষ্ঠাধরৌতু রদনছদৌ দশনবাসসী ইতি দন্ত বিপ্রাণ্ডজা দ্বিজা ইত্যমরঃ দো অবখণ্ডনে ॥ ৮৯ ॥

ততোযুক্তা এষা ঘট্টাধিকারিতা যৎ ঈদৃশ্যা মহাপদব্যাঃ সমারোহণং বিনা নিজ মহাব্রতস্য রক্ষণং দুষ্করং। পুরগ্রামাদৌ ভব্যজন সমাজে পরাঙ্গনার্ব্বুদ ধর্ষণস্য দুঃশক্যত্বাৎ ইতি ভাবঃ ॥ ৯০ ॥

অধর খণ্ডন শ্রবণেনোদ্বুদ্ধস্মর বিকারাং রাধাং জানন্ তৎসখী স্তথাভূত

পক্ষান্তরের অর্থ এই দশকোটি সংখ্যক যুবতীদিগের ওষ্টাধর খণ্ডন রূপ মহাব্রত ॥ ৮৯ ॥

ললিতা। এই রূপ ঘট্টাধিকারিত্ব উপযুক্তই বটে, যে হেতু এই প্রকার মহাপদবী সমারোহণ ব্যতীত নিজ ব্রতের রক্ষা দুষ্কর ॥

কৃষ্ণ। (ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) সখে! মধুমঙ্গল শ্রবণ কর ॥ ৯০ ॥

অধর খণ্ডন শ্রবণে শ্রীরাধার স্মরবিকার বিকশিত হইয়াছে জানিয়া তদীয় সখীগণকে তথা ভূত নিজ জ্ঞান

স্বেদেন নিষ্কম্পা তয়া ব্যবস্থিতা।
পঞ্চালিকা কুঞ্চিতলোচনা কথং
পঞ্চালিকাধর্ম্মমবাপ রাধিকা ॥ ৯১ ॥

মধুমঙ্গলঃ। কৃষ্ণস্য কর্ণে নিভৃতোক্তিমুদ্রামভিনয়ন্নুচ্চৈঃ ভোঃ

স্বজ্ঞানং জ্ঞাপয়ন্নপি তদাত্বোচিতামবহিত্থামালম্বমানঃ পৃচ্ছতি। অভ্যক্তেতি নিষ্কং পদকং অভ্যাক্ত্য পতয়ালুনা পতনশীলেন স্বেদেন তথা নিষ্কম্পতয়া স্তম্ভেনচ বিশেষেণ অবস্থিতা বিশিষ্টেত্যর্থঃ। তস্যাঃ ঔৎসুক্যোত্থং জাড্যং জানন্নপ্যপহ্নুত্য সাধ্বসত্বং বোধয়ন্নাহ পঞ্চ আল্যঃ সখ্যঃ যস্যাঃ সা ইতি বৃন্দাপেক্ষা সখীতয়া সহৈকীকৃত্যোক্তিঃ। সসহায়াপি প্রথমং কুঞ্চিত লোচনা ভীতা ততঃ পঞ্চালিকা ধর্ম্মং পুত্তলিকা স্বভাবং কথং অবাপ ব্রীড়োত্থমপি লোচন কুঞ্চনং ভয়োত্থত্বেন প্রকাশিতং। পঞ্চালিকা পুত্রিকা স্যাদিত্যমরঃ ॥ ৯১ ॥

নিভৃতায়া উক্তে মুদ্রামেব নতূক্তিমিত্যর্থঃ। তয়াতু এবা ত্বাং মহাদানীন্দ্রং বঞ্চয়িত্বা বহু দ্রব্যাণি নীত্বা গচ্ছতীতি সাধ্বসাদনুমীয়তে ইতি চৌরস্য লক্ষণ

জ্ঞাপন পূর্ব্বকই যেন তৎকালোচিত অবহিত্থা অবলম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সখে! মুহুর্মুহুঃ পতিত স্বেদবিন্দু দ্বারা নিষ্ক অর্থাৎ স্বর্ণ পদক অভিষিক্ত করিয়া স্তম্ভভাব অবলম্বন করত পঞ্চসখী সমভিব্যারে থাকিলেও কি প্রকারে শ্রীরাধা পঞ্চালিকা অর্থাৎ চিত্রপুত্তলিকার ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৯১ ॥

মধুমঙ্গল। (শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে নিভৃতোক্তি মুদ্রা অর্থাৎ ছল অভিনয় করিয়া উচ্চস্বরে) ভোঃ প্রিয়বয়স্য! ভাগ্য

পিঅবঅস্স দিট্ঠআ বড্ঢসে, পেক্খ গব্বিদ সহী সহিদা
সজ্ঝসেন থম্ভিদা রাহী ॥ ৯২ ॥

বৃন্দা। সস্মিতং।

মৃগাধিপতিমধ্যমঃ কঠিনপীবরক্রোড়ভাক্
ভুজঙ্গম ভুজদ্বয় স্তমসি পুণ্ডরীকেক্ষণঃ।
অতঃ কথয় সাধ্বসং ন ভবতঃ কথং বিন্দতা
মসৌ পুরুষকুঞ্জর প্রকৃতিভীরুরেণেক্ষণা ॥ ৯৩ ॥

সেবৈতদিতি তৎ সখী জ্ঞাপয়তি প্রিয়বয়স্ত দিষ্ট্যা বর্দ্ধসে ইতি ত্বয়া অন্বেষণীয়ং লক্ষণং ইয়ং সাধ্বসেনৈব প্রকটীকরোতীতি ভাবঃ। যতঃ সখী সহিতাপি সাধ্বসেন স্তম্ভিতা ॥ ৯২ ॥

বৃন্দা সস্মিতমিতি তদবহিত্থা জ্ঞান সূচকং স্মিতং মৃগাধিপতিঃ সিংহঃ ক্রোড় পক্ষে বরাহঃ পুণ্ডরীকেক্ষণঃ পক্ষে ব্যাঘ্রেক্ষণঃ। ব্যাঘ্রেপি পুণ্ডরীকো না ইত্যমরঃ। এণেক্ষণেতি অস্যা দৃগ্ হরিণী সিংহাদীন্ দৃষ্ট্বা বিভেতি তেনচ তব মধ্যাঙ্গাদি মাধুর্য্যমেব এতদ্দৃশা স্বাদিতমেব তৎ স্বাদনোত্থ এবাসৌ বিকার ইতি দ্যোতিতং ॥ ৯৩ ॥

ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে, দেখ ভীতি বশতঃ গর্ব্বিত সখী গণের সহিত শ্রীরাধা স্তম্ভিতা হইলেন ॥ ৯২ ॥

বৃন্দা। (সহাস্যে) অহে পুরুষকুঞ্জর! তোমার মধ্যভাগ সিংহের ন্যায়, ক্রোড়দেশ বরাহের মত কঠিন, ভুজদ্বয় ভুজঙ্গম সদৃশ এবং নেত্র ব্যাঘ্রবৎ, অতএব বল দেখি এই ভীরু স্বভাবা হরিণাক্ষী শ্রীরাধা তোমা হইতে কেন না ভয় প্রাপ্ত হইবেন? ॥ ৯৩ ॥

ললিতা। ললিদা পালিদাণং গোআলিআণং কহিংবি ভঅ সদ্দো বি কণ্ণকুহরং ণ গদো। তহবি ইমস্স গোউল রক্খব্বদস্স অস্স রাঅকুমরস্স পুরদো কীদিসং ভঅং ণাম ॥ ৯৪ ॥

কৃষ্ণঃ। ললামাঙ্গি ললিতে ললিতং ব্রবীষি। তদিমাং সখীমণ্ডলেন সার্দ্ধং পাণ্ডুরশিলা মধ্যাস্য সমুদাচারমবধারয় ॥ ৯৫ ॥

ললিতা পালিতানাং গোপালিকানাং কস্মিন্নপি ভয় শব্দোপি কর্ণ কুহরং নগতঃ তত্রাপ্যস্য গোকুল রক্ষণে ব্রতস্যাস্যরাজকুমারস্য পুরতঃ কীদৃশং ভয়ং নাম॥ ৯৪ ॥

হে ললামাঙ্গি ভূষিতাঙ্গি ইতি বহুবিধ ভূষণ পরিধানস্যৈবায়ং গর্ব্বঃ তদ্গর্ব্ব খণ্ডনায় ময়া স্বহস্তেনৈব ভূষণান্যুত্তারিতান্যদ্য ভবিষ্যন্তীতি ভাবঃ। যদ্বা হে ললামাঙ্গি আসাং রাধাদীনাং তবাঙ্গমেব ধ্বজভূতং তদদ্য তবোৎকর্ষাঽসহিষ্ণুনা মহাদানিনা ময়া শুল্কার্থমেব ধর্ষিতং ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। ললামং পুচ্ছ পুণ্ড্রাশ্ব ভূষা প্রাধান্যকেতুষিত্যমরঃ ॥ ৯৫ ॥

ললিতা। ললিতা পালিত গোপালিকা সকলের কস্মিন্‌ কালেও ভয় এই শব্দটী কর্ণ কুহরে প্রবেশ করে নাই, তাহা হইলেও গোকুলরক্ষণব্রতধারি এই রাজকুমারের সমক্ষে আমাদের ভয়ের নাম কি প্রকার! ॥ ৯৪ ॥

কৃষ্ণ। হে ভূষিতাঙ্গি ললিতে! উত্তম বলিতেছ, অতএব সখীমণ্ডলের সহিত এই শ্রীরাধাকে পাণ্ডুর অর্থাৎ শ্বেত পীত মিশ্রিত বর্ণ শিলার উপরি উপবেশন করাইয়া অভিলাষ অবধারণ করাও ॥ ৯৫ ॥

ললিতা। গোউল জুঅরাঅ পেক্খ আরোহদি ভঅবন্তো চণ্ডমঊহো গঅণ মণ্ডলং তা আপুচ্ছন্ত তুমং তুরিঅং জণ্ণমণ্ডবোবলম্ভণস্স॥

কৃষ্ণঃ। ভ্রুবোর্ঘূর্ণেন মধুমঙ্গলং ব্যাপারয়তি॥৯৬॥

মধুমঙ্গলঃ। ললিদে অজ্জ তুম্হাহিন্তো সুক্কং গেহ্নিদুং ণ ক্খু জুত্তং। জং সঙ্গবে হেঅঙ্গবভার ভঙ্গুর মজ্ঝমাও অপ্পসিণিদ্ধাও হোদীও ঘট্টে আঅদু অবট্টন্তি॥ তা রি-

---

গোকুল যুবরাজ পশ্য আরোহতি চণ্ডময়ুখো গগণ মণ্ডলং তস্মাদাপৃচ্ছে মহি ত্বাং ত্বরিতং যজ্ঞমণ্ডপোপলম্ভনস্য॥৯৬॥

ললিতে অদ্য যুষ্মত্তঃ শুল্কং গৃহীতুং ন খলু যুক্তং যৎসঙ্গব কালএব হৈয়ঙ্গবীন ভারভর ভঙ্গুর মধ্যমা আত্ম স্নিগ্ধা ভবত্যো ঘট্টে আগত্য বর্ত্তধ্বে তস্মাদ্রিক্তত্ব দূষণ নিবারণার্থং কিমপি অন্নং অনুমন্ত যথা সুখং যান্ত অন্নার্থে থোঅং শব্দঃ

ললিতা। গোকুলযুবরাজ! দৃষ্টিপাত কর, প্রচণ্ডরশ্মি ভগবান্ তপন গগণ মণ্ডলে আরোহণ করিতেছেন, অতএব শীঘ্র যজ্ঞমণ্ডপ প্রাপ্তির নিমিত্ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করি॥

কৃষ্ণ। নেত্র ঘূর্ণিত করিয়া মধুমঙ্গলকে সঙ্কেত করিলেন॥৯৬

মধুমঙ্গল। ললিতে! তোমরা যখন সঙ্গব অর্থাৎ প্রাতঃকালে আগমন করিয়াছ তখন তোমাদিগের নিকট হইতে শুল্ক গ্রহণ করা উপযুক্ত নহে, কিন্তু হৈয়ঙ্গবীন ভার বহন করিতে করিতে তোমাদের মধ্যদেশ বক্র হইয়াছে, একারণ ঘট্টে আগমন পূর্ব্বক আপনাদিগের স্নিগ্ধতা সম্পাদন

ত্ত তুণ দূসণ ণিবারণাত্থং কিম্পি থোঅং অণুমণ্ণিঅ জহাসো কখং জান্তু ॥ ৯৭ ॥

বিশাখা। অম্মহে অদিট্‌ঠপুব্বং হি কখু গোঅড্‌ঢণে ঘট্টদাণং ॥

কৃষ্ণঃ। বিশাখে সত্যং ব্যাহরসি। ত্বদ্বিধা খলু কথং দ্রক্ষ্যন্তি যদদ্যাপি পশ্যন্ত্যোপি ন পশ্যন্তি ॥

ললিতা। জনান্তিকং। হস্ত সখীও পঢ়মং সাম ঘট্টনা জ্জেব জুত্তা ॥ ৯৮ ॥

সর্ব্বাঃ। সুট্‌ঠু ভণাসি।

অনুমন্তি পূর্ব্বকং দত্ত্বেত্যর্থঃ ॥ ৯৭ ॥

অহো অদৃষ্ট পূর্ব্বং খলু গোবর্দ্ধনে ঘট্টদানং হন্ত সখ্যঃ প্রথমং সাম ঘটনা এব যুক্তা ॥ ৯৮ ॥

গোকুলানন্দ একগ্রাম বাসিষু বিশুদ্ধ প্রকৃতিষু মাদৃশ জনেষু ন যুক্তং কিল

কর এবং অবজ্ঞা-জনিত দোষ নিবারণার্থ সম্মতি পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়া যথা সুখে প্রস্থান কর ॥ ৯৭ ॥

বিশাখা। অহো! গোবর্দ্ধনে দান ঘাট ইহা ত কখন পূর্ব্বে দেখি নাই ॥

কৃষ্ণ। বিশাখে! সত্য বলিতেছ, তোমার মত ব্যক্তিগণ কি প্রকারে দেখিবে, যে হেতু অদ্যাপি দেখিয়াও দেখিতেছ না।

ললিতা। (পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া) অহে সখীগণ! প্রথমে মধুরসম্ভাষা করা উচিত ॥ ৯৮ ॥

সখীগণ। ভাল বলিতেছ।

ললিতা। সপ্রশ্রয়মভ্যুপেত্য। গোউলানন্দন একগ্‌গাম বাসিস্থ বিসুদ্ধ পইদীস্থ মাদিসজনে ণ জুত্তং কির সুসিলো অস্‌স সম্লোঅমউলিণো ভুম্মাদিসস্‌স পাতিউল্লাঅরণং তা অণুজ্জাণীহি তুরিঅং॥ ৯৯॥

কৃষ্ণঃ। স কারুণ্যমিব হন্ত সুকুমারি সুষ্ঠু নির্ব্বন্ধুতা দুরন্ত শাসনেন তেনাটবীচক্রবর্ত্তিনাঽত্র ঘোরে ঘট্ট কর্ম্মণি নিযুক্তোঽস্মি কিমস্বৈরী করিষ্যে॥

বিশাখা। কিং ক্‌খু কংসেন।

সুশ্লোকস্য সল্লোক মৌলেযুষ্মাদৃশস্য প্রাতিকূল্যাচরণং তৎ অনুজানীহি ত্বরিতং॥ ৯৯॥

হন্তেতি অনুকম্পায়াং হে সুকুমারীতি যথা তব অঙ্গস্য সৌকুমার্য্যং তথা বচনস্যাপি কিন্তু সাম্প্রতং মমাঙ্গী কৃতস্যাস্য ঘট্ট কর্ম্মণ স্তবৈপরীত্যমেবেত্যাহ

ললিতা। (প্রণয়ের সহিত সমীপে গমন করিয়া) হে গোকুলানন্দ! একগ্রাম নিবাসি বিশুদ্ধ প্রকৃতি মাদৃশ জনে সুযশস্বি সাধু শিরোমণি যুষ্মাদৃশ ব্যক্তির প্রাতিকূল্যাচরণ উপযুক্ত নহে, অতএব শীঘ্র অনুমতি প্রদান কর॥ ৯৯॥

কৃষ্ণ। (করুণার সহিতই যেন) সুকুমারি! অতিশয় আগ্রহ শালি দুরন্ত শাসন অটবী চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক আমি এই ঘোর ঘট্টকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছি, কিছু করিবার শক্তি নাই, আমি অস্বতন্ত্র॥

বিশাখা। তাহা কি কংস কর্ত্তৃক।

কৃষ্ণঃ। নহি নহি।

বিশাখা। তদো কেণ।

কৃষ্ণঃ। ক্রীড়া কটাক্ষছটা নির্ধূর্ত্ত কংসাদিনা মহামন্মথাভি-
ধেন ॥ ১০০ ॥

ললিতা। অম্মো কহিম্পি ণ সুণিদো এস মহা মম্মহ ণামা
চক্কবট্টী ॥ ১০১ ॥

মধুমঙ্গলঃ। সাট্টহাসং। হীহী অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং মহা-

সুষ্ঠিতি সুষ্ঠু নির্ব্বন্ধতা ইতি যস্তস্য নির্ব্বন্ধঃ সকেণাপ্যন্যথা কর্ত্তুমশক্য ইতি
ভাবঃ। অস্বৈরী অস্বতন্ত্রঃ। কিং খলু কংসেন। তদাকেন ॥ ১০০ ॥

অম্মো ইতি সচকিতাশ্চর্য্যে অহো ক্বাপি ন শ্রুত এষ মহামন্মথনামা
চক্রবর্ত্তী ॥ ১০১ ॥

আশ্চর্য্যং আশ্চর্য্যং মহামন্মথোপাধ্যাভির্ন শ্রুতঃ মহাকটকে প্রমদমঞ্জরী নাম
যস্য রাজধানী। মধুমুখ মহাবল বিজয় প্রমুখা যস্যামাত্যবরা উত্তমা রামা-

---

কৃষ্ণ। না না

বিশাখা। তবে কে?।

কৃষ্ণ। যাঁহার ক্রীড়া কটাক্ষ ছটায় কংসাদি নির্ধূর্ত হইয়াছে
সেই মহামন্মথ কর্ত্তৃক ॥ ১০০ ॥

ললিতা। (চকিতা হইয়া আশ্চর্য্যের সহিত)
অহো কোন স্থানেই মন্মথ নামা চক্রবর্ত্তির নাম শুনিতে
পাই নাই ॥ ১০১ ॥

মধুমঙ্গল। (বিকট হাস্যের সহিত)
হী হী, কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য, ইহারা মহামন্মথকে

মম্মহো বি ইমাহিং ণ সুণিদো মহাকড়এ পদমঞ্জরী ণাম জস্‌স রাঅধাণী মহুমুহু মহাবল বিজঅ প্‌পমুহা জস্‌স অমচ্চ বরা উত্তমারামাবলী জস্‌স বিহারপঅং।

কৃষ্ণঃ। কিং বহুনা সন্ততমমী কুরঙ্গ ভৃঙ্গ কোকিলাদয়োঽপি যস্য নিদেশচারিণশ্চারতামঙ্গী কুরুতে॥ ১০২॥

চম্পকলতা। সাচ্ছুরিতং। ললিদে অদো দাণং অপরিহরন্তো বি বইন্দণন্দণো তুএ ণাসুইদব্বো জং পরিদো চোরচক্কবট্টীনো

বলী যস্য বিহার পদং। রাজপক্ষে কটকঃ সেনাসন্নিবেশঃ কন্দর্প পক্ষে গোবর্দ্ধন নিতম্বঃ বক্ষ্যমাণ প্রকারেণ সচ মহামন্মথ কৃষ্ণএব। অতএব রাজ পক্ষে মধুমুখাদয়ঃ স্পষ্টার্থাঃ পক্ষে মধু শব্দো মুখে আদৌ যস্য স মধুমঙ্গল ইত্যর্থঃ মহাবল ইতি মহৎ সুশব্দয়োরৈক্যাৎ সুবল ইত্যর্থঃ। বিজয় স্পষ্টার্থ এব উত্তমা রামাবলী উপবনশ্রেণী পক্ষে রামাশ্রেণী॥ ১০২॥

স্যাচ্ছুরিতং গোৎপ্রাসস্মিতং। ললিতে অতো দানং অপরিহরন্নপি ব্রজেন্দ্র নন্দনত্বয়া নাসূয়িতব্যঃ। যৎ পরিতশ্চোরচক্রবর্ত্তিন শ্চরাশ্চরন্তি। নীতি

শুনে নাই, মহাকটকে প্রমদমঞ্জরী নামে যাঁহার রাজ-ধানী, মধুমঙ্গল, সুবল ও বিজয়াদি যাঁহার অমাত্য শ্রেষ্ঠ, উত্তম রমণীগণ যাঁহার বিহার স্থান॥

কৃষ্ণ। (অধিক কি বলিব) এই সকল কুরঙ্গ ভৃঙ্গ কোকিল প্রভৃতি নিরন্তর যাঁহার আদেশবর্ত্তী হইয়া দূতত্ব অঙ্গী-কার করিয়াছে॥ ১০২॥

চম্পকলতা। (সশব্দ হাস্যের সহিত) ললিতে! এই ব্রজেন্দ্রনন্দন দান অপহরণ করিলেও ইহাঁর সহিত

চরা চরন্তি।

কৃষ্ণঃ। ললিতে নীতিজ্ঞাসি তদত্র কুম্ভানবরোপ্য নিরূপয়ন্তু ভবত্যঃ শুল্ক কৃত্যং।

বিশাখা। মোহণ ঘট্টপাঙ্গণে কুলঙ্গণাণং তিলং বি বিলম্বণং বিড়ম্বণং চ্চেঅ॥ ১০৩॥

চিত্রা। সদাক্খিণ্যং গোউলাণন্দ তত্তং সুণাহি দিজ্জন্তম্মি কঅড্ডিআমেত্তেবি ঘট্টদাণে জণ্ণিঅং ঘিঅং অসুদ্ধং হোদি

জ্ঞাসীতি। চম্পকলতাদ্যা অপর্য্যালোচিত ভাবিণাঃ নিত্যানভিজ্ঞা ন মৎ-প্রতি বচনার্হা ইতি ভাবঃ। শুল্কং ঘট্টাদিদেয়ং বস্তু। মোহন ঘট্টপ্রাঙ্গনে কুলাঙ্গনানাং তিলমপি বিলম্বনং কিল বিড়ম্বনমেব॥ ১০৩॥

গোকুলানন্দ তত্বং শৃণু। দীয়মানে কপর্দ্দিকা মাত্রেপি ঘট্টাঙ্গনে যাজ্ঞিক ঘৃতমশুদ্ধং ভবতীতি শ্রূয়তে ন পুনরস্মাকং পঞ্চ তাম্রিকা দানে কাতরতা তাম্রিকা তাম্র চতুর্থাংশাঃ বিংশতি কপর্দ্দিকাঃ। তস্মি অদান ইতি পাঠে

বিরোধ করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু চোরচক্রবর্ত্তির চোরগণ চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে।

কৃষ্ণ। ললিতে! তুমি নীতি জান একারণ তোমরা হৈয়ঙ্গবীন কলস অবতরণ পূর্ব্বক শুল্ক কার্য্য নির্দ্ধারণ কর॥

বিশাখা। হে মোহন! ঘট্টপ্রাঙ্গনে কুলাঙ্গনাদিগের তিল প্রমাণ কাল বিলম্বনও বিড়ম্বন॥ ১০৩॥

চিত্রা। (সরলতার সহিত) হে গোকুলানন্দ! যথার্থ শ্রবণ কর, ঘট্টদান বিষয়ে এক কপর্দ্দক প্রদান করিলেও যজ্ঞীয় ঘৃত অশুদ্ধ হয় এরূপ শ্রুত আছে, নতুবা পঞ্চ তাম্রিকা

ন্তি স্থণিজ্জই ণ উণ অহ্মাণং পঞ্চ তাম্মিআদাণে কা
দরদা ॥ ১০৪ ॥

ললিতা। হলা রাহে ইমিণা মহাভারেণ কিলিট্টাসি তা
এত্থং ঘট্টিঅং ওদারোহি ঘড়িঅং। ইতি সর্ব্বা ঘটিকাব
তারণং নাটয়ন্তি ॥

কৃষ্ণঃ। সখে স্থবল ঘট্টস্যাদ্য প্রথমাতিথিরসৌ সস্থহৃজ্জনা
ললিতা তদস্যাঃ কামমপূর্ব্বমাধুর্য্যেণ ফণিবল্লী বীটিকা
পঞ্চকেন মাননমৌপয়িকং।

স্থবলঃ। রত্ন সংপুটকমুদ্ঘাট্য ললিতে গেহ্ণ পঞ্চ বিড়িআও

কার্ষিকে পণ ইত্যভিধানাদশীতিঃ কপর্দ্দিকাঃ ॥ ১০৪ ॥

সখি রাধে মহাভারেণ ক্লিষ্টাসি তস্মাদত্র ঘটিকাং ব্যাপ্য বিশ্রামার্থং অবতা-
রয় ঘটিকাং। ঘট্ট শুল্কার্থং এতৈর্বলাদেব তারণাং শ্রমাপনোদন মিষেণ

দানে আমরা কাতর নহি ॥ ১০৪ ॥

ললিতা। সখি রাধে! তুমি ঘৃতের মহাভারে ক্লিষ্টা হইয়াছ,
অতএব এই স্থলে একদণ্ড বিশ্রামার্থ ঘটিকা অবতারিত
কর। এই বলিলে সকলেই ঘট নামাইলেন ॥

কৃষ্ণ। সখে স্থবল! তোমার এই স্থহৃজ্জন ললিতা অদ্য
দানঘট্টের প্রথম অতিথি হইয়াছেন, অতএব যথেষ্ট
রূপে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যশালি পঞ্চ পর্ণবীটিকার দ্বারা ইহাঁর
সম্মান করা উপযুক্ত।

স্থবল। (রত্নের তাম্বুলাধার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক)
ললিতে! পাঁচটী তাম্বুল বীটিকা গ্রহণ কর, এই বলিয়া

ইত্যগ্রতো বিন্যস্যতি।

বিশাখা। সুঅল অলং তাম্বোলেন জং কধিদং চেচ্চঅ ব্বদিন্নো অম্হোত্তি ॥ ১০৫ ॥

ললিতা। সুঅল কিং মে মুহং পেক্‌খসি। অবিসাসিণী বিসাহা মহা কুপ্‌পন্তী এদং ভণাদি। ঘট্টআলেহিং ঠগ্‌গবড়িআ পউজ্জীঅদিত্তি পসিদ্ধী সুণিঅদি তা অলং ইমাণং ভুঅঙ্গলদা পল্লবেণ ॥ ১০৬ ॥

অস্মাভিরেব স্বয়মবতারণং সমঞ্জসমিতি ভাবঃ। সুবল অলং তাম্বূলেন যৎ কথিতমেব ব্রতিন্যো বয়মিতি ॥ ১০৫ ॥

কিং মে মুখং পশ্যসি সম্মতি নির্দ্ধারণার্থমিতি ভাবঃ। অবিশ্বাসিনী মহ্যং কুপ্যন্তী ইদং ভণতি ব্যঞ্জনাবৃত্ত্যা কথয়তি। মহ্যং কুপ্যন্তীতি যদাশ্বাসেনৈব সর্ব্বাসামত্রাগমনাদিতি ভাবঃ। ঘট্টপালৈঃ ঠকবটিকাঃ প্রযুজ্যন্তে ইতি প্রসিদ্ধিঃ শ্রূয়তে। ঠকবটিকাঃ সর্ব্ব স্বাপহারার্থাঃ মনোদেহেন্দ্রিয় মোহিণ্যো গোলিকাঃ ঔষধ বিশেষ কল্পিতাঃ তদলমেষাং ভজঙ্গলতা পল্লবেন ॥ ১০৬ ॥

সম্মুখে রাখিলেন।

বিশাখা। সুবল! ইহাঁরা বলিয়াছেন আমরা ব্রতধারিণী অত এব তাম্বূলের প্রয়োজন নাই ॥ ১০৫ ॥

ললিতা। সুবল! আমার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ কেন? অবিশ্বাসিনী বিশাখা আমার প্রতি কোপ করিয়া এরূপ বলিতেছে যে, ঘট্টপাল সকল ঠকবটিকা অর্থাৎ মনো দেহেন্দ্রিয় মোহন কারি ঔষধ বিশেষ প্রয়োগ করিয়া থাকে, একারণ ইহাদের নাগবল্লীপল্লবের প্রয়োজন নাই ॥ ১০৬ ॥

মধুমঙ্গলঃ। ললিদে বিম্বোট্‌ঠীণং অলং বো তম্বলেণ তা কল্লাণী হোই জং উব্বরিদং বীড়িআ পঞ্চঅং ॥ ১০৭ ॥

কৃষ্ণঃ। তাম্বূলমুপভুজ্য চর্ব্বিতং দিৎসন্ সভ্রূবিভ্রমং।

রাধে দ্বিজসংস্কৃতমিদং তাম্বূলামৃতমাস্বাদ্য নিরাতঙ্কা নিকামমনাস্বাদিতচরী গৃহাণ সম্পুটতস্তাম্বূল বীটিকাঃ ॥ ১০৮ ॥

ললিতা। ইমস্‌স কামুই লক্‌খোবভোএণ সুট্‌ঠু পাবণস্‌স

বিম্বোষ্ঠীনাং অলং বস্তাম্বূলেন স্বভাবাদেবোষ্ঠ রাগঃ তাম্বূলং কদা বা ভবতীতি রাস্বাদিতং নাস্তি তত্রাভ্যাস ইতি ভাবঃ। তস্মাৎ কল্যাণী ভব যৎ উর্ব্বরিতং বীটিকা পঞ্চকং ॥ ১০৭ ॥

উপভুজ্যেতি তাসাং বিশ্বাসার্থং দ্বিজৈর্দন্তৈ র্বিপ্রৈশ্চ সংস্কৃতং ॥ ১০৮ ॥

অস্য কামুকীলক্ষোপভোগেন সুষ্ঠু পাবনস্য মুখবিম্বস্য যদি উদ্গারং ন

মধুমঙ্গল। ললিতে! বিম্বোষ্ঠী রমণীদিগের তাম্বূলের প্রয়োজন নাই তথাপি কল্যানার্থ এই অবশিষ্ট পঞ্চবীটিকা গ্রহণ কর ॥ ১০৭ ॥

কৃষ্ণ। (উপভোগ পূর্ব্বক চর্ব্বিত তাম্বুল দিতে ইচ্ছা করিয়া ভ্রূভঙ্গির সহিত)

রাধে! এই তাম্বুলামৃত দ্বিজসংস্কৃত ইহার আস্বাদনে শঙ্কা করিও না, তুমি পূর্ব্বে কখন ইহা আস্বাদন কর নাই অতএব যথেষ্ট রূপে সম্পুট হইতে তাম্বুল বীটিকা গ্রহণ কর ॥ ১০৮ ॥

ললিতা। লক্ষ কামী উপভোগ দ্বারা সুপবিত্র মুখ বিম্বের

মুহবিম্বস্স জই উগ্গারং ণ গেহ্নিস্সদি মে সহী তদো কধং অপ্পাণং পুনিস্সদি ॥ ১০৯ ॥

সুবলঃ। ললিদে বিপরীদ আরিণো অহ্মে দিট্ঠিআ তুহ্মেহিং চ্চেঅ উবদিট্ঠাও তা দাণিং দাণং অণুমণ্ণিজ্জউ ॥ ১১০ ॥

চম্পকলতা। কিং তুহ্মে বহ্মণাও জং বো অহ্মেহিং দানং কির অণুমন্তব্বং ॥ ১১১ ॥

মধুমঙ্গলঃ। ভোদি চম্পঅলদে এসো কুলীণো অণুআণো

গ্রহিষ্যতি মে সখী তদা কথমাত্মানং পবিত্রয়িষ্যতি ॥ ১০৯ ॥

ললিতে বিপরীত কারিণো বয়ং দিষ্ট্যা যুষ্মাভিরেবোপদিষ্টাঃ তদিদানীং দানমেবাস্তু মন্তব্যং। বিপরীতকারিণ ইতি অনাদর যোগ্যাস্তু আদর দানাৎ ॥ ১১০ ॥

কিং যূয়ং ব্রাহ্মণা যদ্বো যুষ্মভ্যং অস্মাভির্দানং কিলানুমন্তব্যং ॥ ১১১ ॥

ভবতি চম্পকলতে এষ কুলীনোঽনূচানঃ ব্রাহ্মণোঽস্মি অনূচানঃ প্রবচনে

যদি উদ্গার গ্রহণ না করে, তাহা হইলে আমার সখী আপনার আত্মাকে কি রূপে পবিত্র করিবে ॥ ১০৯ ॥

সুবল। ললিতে! আমরা বিপরীতকারী অর্থাৎ অনাদর যোগ্য পাত্রে আদর করিয়াছি, যাহা হউক, সৌভাগ্য বশতঃ আমরা তোমাদের কর্তৃক উপদিষ্ট হইলাম, এক্ষণে সেই দানই অনুমোদন কর ॥ ১১০ ॥

চম্পকলতা। তোমরা কি ব্রাহ্মণ? একারণ আমরা তোমা দিগকে দান দিতে অনুমোদন করিব ॥ ১১১ ॥

মধুমঙ্গল। ভবতি চম্পকলতে! আমি কুলিন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ,

বক্ষণোক্ষি তা উঅরপুরং দিজ্জউ সমচ্ছণ্ডিঅং হেঅঙ্গ-
বীণং ॥ ১১২ ॥

বিশাখা। সহি চম্পঅলদে ঘট্টিচ্ছলেণ এদে উঅম্ভরিণো
ভিক্‌খন্তি তা দিজ্জউ একা কাগিণী ॥ ১১৩ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে পরমাদ্যুন মহাদানিনামস্মাকং মহাপাত্রমসি।

স্বাঙ্গেঽধীতি গুরোস্ত যঃ ইত্যমরঃ। তৎ উদরপুরং দীয়তাং সমচ্ছণ্ডিকং হৈয়ঙ্গবীনং মচ্ছণ্ডিঃ ফাণিতং খণ্ডবিকার ইত্যমরঃ ॥ ১১২ ॥

সখি চম্পকলতে ঘট্টীচ্ছলেন এতে উদরম্ভরা ভিক্ষন্তি তদ্দীয়তাং একা কাকিণী যথা তথা চনকান্ ক্রীত্বা গাশ্চারয়ন্তঃ চর্ব্বন্বিতি ভাবঃ। কাকিণী বিংশতি কপর্দ্দিকাঃ ॥ ১১৩ ॥

হে পরমাদ্যূন্ উদর ভরণমাত্রৈক পরায়ণ। আদ্যূনঃ স্যাদৌদরিক ইত্যমরঃ। মহাদানীনাং মহাদাতৃণাং পক্ষে ঘট্টদান গ্রাহিণাং মহাপাত্রং সংপ্রদান

একারণ উদর পূর্ণ করিয়া খণ্ডবিকারের সহিত হৈয়ঙ্গবীন প্রদান কর ॥ ১১২ ॥

বিশাখা। সখি চম্পক লতে! ইহারা সকল উদরম্ভরি অর্থাৎ পেটুক, ঘট্টীচ্ছলে ভিক্ষা করিতেছে, অতএব ইহাদিগকে এক কাকিণী অর্থাৎ বিংশতি কপর্দক প্রদান কর, যেখানে সেখানে চনক ক্রয় করিয়া চর্ব্বণ করিতে করিতে গোচারণ করুক। ১১৩ ॥

কৃষ্ণ। সখে পরমাদ্যূন্! অর্থাৎ উদরভরণপরায়ণ, ঘট্টদান গ্রাহি আমাদিগের মধ্যে তুমিই মহাপাত্র অর্থাৎ অমাত্য, অতএব অদ্য হৈয়ঙ্গবীন দ্বারা উদর পূর্ত্তি বিষয়ে তোমার

তদদ্য হৈয়ঙ্গবীনেন কুক্ষিপূর্ত্তাবপি তব দরিদ্রতা ॥ ১১৪ ॥

রাধা। হলা ললিদে এদে মহাদাণিণোত্তি অত্তাণং সলাহন্তি তা ফুড়ং পরমুত্তমবণ্ণাণং বো সব্বুত্তমং পত্থং দাইস্‌সন্তি ॥ ১১৫ ॥

কৃষ্ণঃ। স্মিত্বা। বরবর্ণিনি সত্যং ব্রবীষি তদেতন্নিজ মহা বৈভবং দাস্যামীতি আলিঙ্গন মুদ্রামভিনীয় সুবলমালিঙ্গতে ॥ ১১৬ ॥

রূপোঽস্মাত্যন্চ ॥ ১১৪ ॥

ললিতে এতে মহাদানিন ইতি আত্মানং শ্লাঘন্তে তৎ স্ফুটং পরমোত্তম বর্ণানাং বো যুষ্মাকং সর্ব্বোত্তমং পদার্থং দাস্যন্তি পরম উত্তমো বর্ণো রূপং ব্রাহ্মণ জাতিশ্চ যাসাং তাভ্য ইতি চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী প্রকৃতেঃ। বর্ণাঃ স্যু ব্রাহ্মণাদয় ইত্যমরঃ ॥ ১১৫ ॥

স্মিত্বেতি বাচিকং স্বয়ং দূত্যং তস্যা অত্যোৎসুক্য বিজৃম্ভিতং জ্ঞাতবানিতি ভাবঃ হে বরবর্ণিনি পক্ষে পরম ব্রহ্মচারিণি। বর্ণিনো ব্রহ্মচারিণ ইত্যমরঃ ॥১১৬

দরিদ্রতা প্রকাশ হইবে ॥ ১১৪ ॥

শ্রীরাধা। হে ললিতে! এই সকল মহাদানি আপনাকে শ্লাঘা করিতেছে, অতএব স্পষ্টই বুঝা গেল, পরমোত্তম বর্ণ শালিনী তোমাদিগের সম্বন্ধে ইহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ দান করিবে ॥ ১১৫ ॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) হে বরবর্ণি! সত্য বলিতেছ, একারণ এই নিজ মহাবৈভব প্রদান করিব, এই বলিয়া আলিঙ্গন মুদ্রা অভিনয় পূর্ব্বক সুবলকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ১১৬ ॥

াধা। সরোমাঞ্চমাত্মগতং সংস্কৃতেন।

অপি গুরুপুরস্তাদুৎসঙ্গে নিধায় বিশঙ্কটে
বিপুলপুলকোল্লাসং স্বৈরী পরিষ্বজতে হরিঃ।
প্রণয়তি তব স্কন্ধে চাসৌ ভুজং ভুজগোপমং
ক সুবল পুরা সিদ্ধক্ষেত্রে চকর্থ কিয়ত্তপঃ ॥ ১১৭ ॥

ইত্যমর্ষমভিনয়ন্তী ভ্রুবৌ বিভুজ্য প্রকাশং।

ললিতে দিট্‌ঠা পইব্বদাসু মাদিসীসু বিদূসঅদা তুহ ণিউঞ্জ

বিসঙ্কটে পৃথুনি ক কিয়ত্তপ ইতি। তৎ সিদ্ধক্ষেত্রং তপঃ পরিমাণং চ বৈর্বিদুর্জ্ঞেয়মেব যত্ত স্তুদ্বিধো ভাগ্যবানন্যঃ কোপি মাভূৎ। মদ্বিধাস্তু বহুধ্য াব কৃতাল্প সুকৃতা অত্র বর্ত্তন্তে ইতি ভাবঃ ॥ ১১৭ ॥

ললিতে দৃষ্টা পতিব্রতাসু মাদৃশীষু বিদূষকতা তব নিকুঞ্জ রাজস্যেতি

ীরাধা। (রোমাঞ্চের সহিত মনোগত ভাব সংস্কৃত ভাষায়) সুবল! পূর্ব্বে তুমি কোন্ সিদ্ধক্ষেত্রে কি তপস্যা করিয়াছিলে, যে হেতু শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে বিপুল পুলকোল্লাস প্রকাশ করত গুরুবর্গের সমক্ষে বিস্তীর্ণ উৎসঙ্গে অর্থাৎ ক্রোড়দেশে তোমাকে ধারণ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং প্রণয় বশতঃ তোমার স্কন্ধদেশে ভুজগ সদৃশ ভুজদ্বয় অর্পণ করিলেন ॥ ১১৭ ॥

(এই বলিয়া ক্রোধ অভিনয় পূর্ব্বক ভ্রূদ্বয় কুটিলী করত প্রকাশ করিয়া) ললিতে! মাদৃশ পতিব্রতা সকলে তোমার নিকুঞ্জরাজের বিদূষকতা অর্থাৎ লাম্পট্য দৃষ্ট হইল, যাহা হউক, তুমিই অনর্থকারিণী, এখানে

রাজস্য ॥ ১১৮ ॥

ললিতা। সাপদেশং সংস্কৃতেন।

নব মুকুলিতাং দৃষ্ট্বাভ্যর্ণে রসাললতামিতঃ
কথমিব মুধা ধৃষ্টঃ কূটং ভজন্নভিধাবসি।
পরিমলবতী স্নিগ্ধা চাসৌ দ্বিরেফপতিং শ্রিতা
পরিহর কুহু কণ্ঠোৎকণ্ঠামিয়ং সুলভা ন তে ॥ ১১৯ ॥

ত্বমেবানর্থকারিণী অত্রাস্মান্ বলাদনৈষীরিতি তাং প্রত্যুপালম্ভঃ ॥ ১১৮ ॥

রসাল লতাং আম্রলতাং কূটং কপটং দ্বিরেফপতিং শ্রিতা তেন তবৈবেয়ং ভোগ্যা দ্বিরেফঃ কো বরাক ইতি বস্ত্বর্থঃ। পক্ষে দ্বিরেফো বর্ব্বরেপি চেত্যময়ঃ। অস্যাঃ সর্ব্বগুণ মণ্ডিতায়াঃ পতির্ব্বর্ব্বর এব ইয়ং চ বিরুদ্ধ লক্ষণয়ৈব পতিব্রতেতি তাং প্রত্যুপালম্ভঃ। ন তে সুলভেতি শিরশ্চালনার্থেন নঞা বস্ত্বর্থঃ। কুহুকণ্ঠেতি দূরতোপি কণ্ঠস্বর শ্রবণ মাত্রেণৈব ইয়ং বশীভবতি কিং পুনরিদানীং দর্শনাদিতি ভাবঃ ॥ ১১৯ ॥

আমাদিগকে বল পূর্ব্বক আনিয়াছ, এই বলিয়া ললিতার প্রতি তিরস্কার করিতে লাগিলেন ॥ ১১৮ ॥

ললিতা। (ছল পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায়) কোকিলকে কহিলেন অহে কুহুকণ্ঠ! তুমি নিকটে নব মুকুলিতা আম্র লতাকে অবলোকন করিয়া কাপট্য অবলম্বন পূর্ব্বক এখান হইতে কেন বৃথা ধাবমান হইতেছ, তুমি অতি ধৃষ্ট, এই স্নিগ্ধা সৌরভবতী আম্রলতা দ্বিরেফকে পতি রূপে আশ্রয় করিয়াছে, অতএব উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ কর, এ তোমার সম্বন্ধে সুলভা নহে ॥ ১১৯ ॥

বিশাখা। সংস্কৃতেন।

ঋজুবৃত্তিঃ কিল কুটিলে বৈগুণ্যায়ৈব কল্পতে ত্বরিতং।

ইতি দর্শয়ন্ ধনুঃস্থো গুণচ্যুতিং স্ফুটমিষুর্যাতি ॥ ১২০ ॥

চিত্রা। হন্ত ঘট্টজ্ঝ ক্খ ঘট্টাহিআরো জই তুম্হাণং অহিট্টো

তদো বহুজণসংঘট্টে জউণা ঘট্টে চ্চেঅ চতুরং জুত্তং ॥১২১

চম্পকলতা। অই বিসুদ্ধ চিত্তে সহি চিত্তে এদে সুলক্ক

লক্খেণ লুণ্ঠিদুং জ্জেব এত্থ দুগ্গবণে চিট্ঠন্তি তা বির-

ঋজুবৃত্তিরিতি শুদ্ধচরিত জনস্য কুটিল জন সঙ্গেন বৈগুণ্যমেব ভবতি। তদিতো বয়ং শীঘ্রং নির্গচ্ছাম ইতি ভাবঃ গুণচ্যুতি পক্ষে গুণাচ্চ্যুতিঃ ॥ ১২০ ॥

হন্ত ঘট্টাধ্যক্ষ ঘট্টাধিকারো যদি যুষ্মাকং অভীষ্টঃ তদা বহুজন সংঘট্টে যমুনাঘট্ট এব চত্বরং যুক্তং ॥ ১২১ ॥

অয়ি বিশুদ্ধিচিত্তে সখি চিত্রে এতে শুল্ক লক্ষেণ লুণ্ঠিতমেব তত্র দুর্গবনে

বিশাখা। (সংস্কৃত ভাষায়) কুটিল জন সংসর্গে বিশুদ্ধ চরিত ব্যক্তিরও শীঘ্র বৈগুণ্য ঘটিয়া থাকে, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, ধনুস্থিত বাণ গুণ হইতে বিচ্যুত হইয়া শীঘ্র দূরে প্রস্থান করে ॥ ১২০ ॥

চিত্রা। কি খেদের বিষয়, হে ঘট্টাধ্যক্ষ! যদি তোমাদিগের অভীষ্ট সাধন করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে বহুজন সংঘট্টে যমুনা ঘট্টেই চত্বর করা উপযুক্ত ॥ ১২১ ॥

চম্পকলতা। হে বিশুদ্ধচিত্তে সখি চিত্রে! ইহারা শুল্ক উপলক্ষে সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবার নিমিত্ত এই দুর্গম বনে

মেহি ॥ ১২২ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে সুবল মিত্রায়িতং চিত্রয়া। তদদ্য গোষ্ঠস্য গোপুরে ঘট্টচত্বরমুপক্রিয়তাং। যদত্র বনমধ্যে পলায়ন্তে পরিতশ্চপলায়তলোচনাঃ ॥ ১২৩ ॥

সুবলঃ। পিঅ বঅস্স সচ্চং ভণাসি পেক্খ সহীণং সহস্সং রাহিঅং অণুসপ্পদি এহ্ণিং ক্খু চউট্টঅং জ্জেব ॥ ১২৪ ॥

রাধা। স্বগতং পহাদে চ্চেঅ কুন্দালদাএ সদ্ধং জণ্ণে পেসিদং

তিষ্ঠন্তি তদ্বিরম ॥ ১২২ ॥

মিত্রায়িতং মিত্রবদাচরিতং হিতোপদেশাৎ ॥ ১২৩ ॥

প্রিয়বয়স্য সত্যং ভণসি পশ্য সখীনাং সহস্রং। রাধিকামনুসর্পতি ইদানীং খলু চতুষ্টয়মেব ॥ ১২৪ ॥

প্রভাত এব কুন্দলতয়া সার্দ্ধং যজ্ঞে প্রেষিতং ময়া সখীকুলং তেন যজ্ঞ

অবস্থিতি করিতেছে অতএব তোমরা ক্ষান্ত হও ॥ ১২২ ॥

কৃষ্ণ। সখে সুবল! হিতোপদেশ করিয়া চিত্রা মিত্রের ন্যায় আচরণ করিল, অতএব অদ্য গোষ্ঠের গোপুরে (প্রধান দ্বারে) ঘট্ট চত্বর পরিষ্কার কর, যে হেতু এই বন মধ্যে চঞ্চলাক্ষী রমণী সকল চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে ॥১২৩

সুবল। প্রিয়বয়স্য! সত্য বলিয়াছ, দেখ সহস্র সহস্র সখী শ্রীরাধার উপাসনা করিতেছিল, কিন্তু এক্ষণে চারিটী মাত্র সখী উপস্থিত দেখিতেছি ॥ ১২৪ ॥

শ্রীরাধা। (মনে মনে) আমি প্রাতঃকালেই কুন্দলতার সহিত সখীকুলকে যজ্ঞে প্রেরণ করিয়াছি, বোধ করি

মত্ত্ব সহীউলং। ১২৫ ॥

মধুমঙ্গলঃ। সুঅল ণিচ্চিদং আওদাও বিদ্ধি সহিও। ণহি বসন্তলচ্ছীএ ওদারে সম্মুত্তে কলকণ্ঠিণং অণুবলম্ভো সম্ভাবিজ্জই ॥ ১২৬ ॥

বিশাখা। সস্মিতং। তদোতাণং সহীণং চলণ লচ্ছীহিং

• সমাধানং প্রবৃত্তমেব অতো নিশ্চিন্ত তত্রৈবাত্র বিলম্বনীয়মিতি চেতঙ্গাশ্বাসো ব্যঞ্জিতঃ ॥ ১২৫ ॥

সুবল নিশ্চিতং আগতা বিদ্ধি সখীঃ নহি বসন্ত লক্ষ্যা অবতারে সম্বৃত্তে কলকণ্ঠীনাং অনুপলম্ভ সম্ভাব্যতে ॥ ১২৬ ॥

ততঃ তাসাং সখীনাং চরণ লক্ষ্মীভির্যুস্মাকং ঘট্টোঽশোকত্বং লব্ধা উৎফুল্লী ভবতীতি প্রসিদ্ধিঃ। তেন চ তা অত্রাগত্য ঘট্টে পাদাঘাতমেব কৃত্যাগমি-

---

এ যাবৎ যজ্ঞ সমাধা হইয়া থাকিবে, অতএব নিরুদ্বেগে আমাদের এ স্থানে বিলম্ব করায় কোন ক্ষতি নাই ॥ ১২৫

মধুমঙ্গল। সুবল! নিশ্চিন্তরূপে সখীগণকে সমাগত জান, বসন্ত লক্ষ্মীর অবতার হইলে কোকিলরমণীদিগের কি অনমুভব সম্ভাবনা হয়? অর্থাৎ বসন্ত শোভা উপস্থিত হইলে কোকিল রমণীদিগের কি বিয়োগ হইতে পারে? ॥ ১২৬ ॥

বিশাখা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) এই কারণে সেই সকল সখীর চরণ শোভা দ্বারা তোমাদের ঘট্ট অশোকত্ব লাভ করিয়া উৎফুল্ল হইবে, অর্থাৎ পুরাণ শাস্ত্রে এ রূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, সুলক্ষণ যুবতীদিগের চরণাঘাতে অশোক তরু

তুম্হাণং ঘট্টো অসোঅত্তণং লদ্ধূণ উপ্‌ফুল্লিস্‌সদি । ১২৭

কৃষ্ণঃ। সব্যতো বিলোক্য সানন্দং। কথং কাঞ্চন মরীচি রোচিষাং সহচরীণাং সঞ্চয়েন ব্রহ্মকুণ্ডস্য পুরো ভূমিরলং ক্রিয়তে ॥ ১২৮ ॥

ললিতা। স্মিত্বা। জগদ্ধনময়ং লুব্ধাঃ কামুকা কামিনীময়ং। ত্তি পোরাণবঅণসস অত্থো পচ্চক্‌খী কিদো।

ষ্যন্তি ততশ্চ ভবন্তোপি পরমাশ্রয়ণীয়ং নিজোপজীব্যভূতং ঘট্টমিমং প্রাপ্ত তৎ পদাঘাতত্বেন জাতভাগ্যাতিরেকং সফলং মংস্যন্তে ইতি স্বপক্ষাণাং গর্ব্ব সূচিতঃ ॥ ১২৭ ॥

ততশ্চ তৎ শ্রবণ মাত্রেণৈব তাঃ সখীরপি নিরুদ্ধা বিজিহীর্ষোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সদ্যএব তদাকার চিত্তবৃত্তিরভূদিত্যাহ সব্যতো বিলোক্যেতি ॥ ১২৮ ॥

জগদিত্যস্য নারায়ণময়ং ধীরাঃ পশ্যন্তি পরমার্থিনঃ। ইতি পূর্ব্বার্দ্ধং ইতি

প্রফুল্ল হইয়া থাকে। অতএব সখীগণ এ স্থলে আগমন করিয়া ঘট্টে পদাঘাত পূর্ব্বক গমন করিবে, তাহা হইলে তোমরা পরমাশ্রয় স্বরূপ নিজোপজীব্য এই ঘট্ট পদাঘাতে জাতভাগ্য হইলে সফল করিয়া মানিবা ॥ ১২৭ ॥

কৃষ্ণ। (বামদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আনন্দের সহিত) কি প্রকারে সুবর্ণবর্ণ সহচরীদিগের সঞ্চয় দ্বারা ব্রহ্মকুণ্ডের অগ্রবর্ত্তি ভূমি অলঙ্কৃত হইল ? ॥ ১২৮ ॥

ললিতা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) লুব্ধ ব্যক্তিগণ জগৎকে ধনময় এবং কামুক ব্যক্তিগণ জগৎকে কামিনীময় করিয়া দেখে, এই যে পৌরাণিক বচন তাহার অর্থ অদ্য প্রত্যক্ষীকৃত হইল ॥

মধুমঙ্গলঃ। ভো বঅস্‌স অসচ্চং ণ হসিজ্জই ললিদাএ। জং কমলকিঞ্জলক রেণুপুঞ্জপিঞ্জরিদাও হংসীও তুএ সহীও কিজ্জন্তি ॥ ১২৯ ॥

কৃষ্ণঃ। সস্মিতং। কিমস্মাকমনাগত চিন্তয়া সম্প্রতি ঘট্ট শুল্কস্য পুণ্যাহঃ প্রবর্ত্ততাং ॥ ১৩০ ॥

রাধা। ভ্রুবং বিক্ষিপ্য তিল্লোকে কো ক্খু সো মহাসাহসি আণং সিহামণী চিট্‌ঠাদি জো ক্খু গোউলবালিআণং

পৌরাণ বচনস্থার্থঃ প্রত্যক্ষীকৃতঃ। ভোঃ বয়স্য অসত্যং ন হস্যতে ললিতয়া যৎ কমল কিঞ্জল্ক রেণু পুঞ্জ পিঞ্জরিতাঃ হংস্যস্ত্বয়া সখ্যঃ ক্রিয়ন্তে ॥ ১২৯ ॥

সস্মিতমিতি ঔৎসুক্যাতিরেকোত্থা স্ব চিত্ত বৃত্তি তদাকারতা সত্যৈব সদ্যো ভূদিতি ভাবঃ কিমস্মাকমিত্যনেন শুল্কার্থিনো মম শুল্ক হেতুকৈব তদ্দিদৃক্ষা নত্বন্যার্থেত্যবহিত্থা সূচিতা ॥ ১৩০ ॥

ত্রৈলোক্যে কঃ সাহসিকানাং শিখামণি স্তিষ্ঠতি যঃ খলু গোকুলবালিকানাং

মধুমঙ্গল। ভোঃ প্রিয়বস্য! ললিতা মিথ্যা হাস্য করে নাই, যে হেতু তুমি কমলকিঞ্জল্ক রেণুপুঞ্জ পিঞ্জরিত হংসী সকলের সহিত সখ্য বিধান করিয়াছ ॥ ১২৯ ॥

কৃষ্ণ। (হাস্যের সহিত) আমাদিগের ভবিষ্যৎ চিন্তার প্রয়োজন কি, সম্প্রতি ঘট্টশুল্কের পুণ্যাহে প্রবৃত্ত হও ॥ ১৩০ ॥

শ্রীরাধা। (ভ্রূ বিক্ষেপ পূর্ব্বক) ত্রিলোকীর মধ্যে এমত সাহসিকদিগের শিখামণি কে আছে যে, গোকুল বালিকা দিগের নিকট দান গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বাক্য দ্বারাও

দাণং গেহ্নিদুং বা আমেত্তেণ বি মণঅং বাহরিস্‌সদি
তত্থবি সূরোবাসিআণং ইমাণং ॥ ১৩১ ॥

কৃষ্ণঃ। স্মিতং কৃত্বা। লক্ষ্মীমুখি দাক্ষিণ্যতঃ শিক্ষয়ামি ॥১৩২

নিরবদ্যমুদ্যোতমানে তস্মিন্নুদ্যান চক্রবর্ত্তিনি সাম্প্রত
মসাম্প্রতমীদৃশং মৃগীদৃশাং গিরামৌর্জ্জিত্যং ॥ ১৩৩ ॥

রাধা। সহি ললিদে ধিট্ট ঘট্টিআল ঘট্টণে পড়িদাসি তাণ

দানং গ্রহীতুং বাম্মাত্রেণাপি মনাগ্‌ব্যাহরিষ্যতি তত্রাপি সূর্য্যোপাসিকানা মাসাং ॥ ১৩১ ॥

স্মিতং কৃত্বেতি তদ্বচন প্রাথর্য্য মাধুরী স্বাদন হর্ষোত্থমত্র স্মিতং লক্ষ্মীর্মুখে যস্যা ইত্যহো মুখে কোমলাক্ষরময়ী লক্ষ্মী নিঃসরতি বিরুদ্ধলক্ষণয়া হে কটু-ভাষিণীত্যর্থঃ। দাক্ষিণ্যত ইতি এতৎ কটুক্ত্যনুরূপ ফল দান সমর্থেনাপি ময়া দাক্ষিণ্যাদেব সোঢ়মিতি ভাবঃ ॥ ১৩২ ॥

উদ্যোতমানে চক্রবর্ত্তিনীতি সদ্যঃ শাস্তি সামর্থ্যমুক্তং তত্রাপি মৃগদৃশাং স্ত্রীণাং। তত্রাপি ঈদৃশং ঔর্জ্জিত্যং প্রাবল্যং অসাম্প্রতং অযোগ্যং ॥ ১৩৩ ॥

ললিতে ধৃষ্ট ঘট্টপাল ঘট্টনে পতিতাসি তন্নযুক্তমত্র কুণ্ঠত্বং ঘট্টনং চালনং ॥১৩৪

বলিতে ইচ্ছা করে, তাহাতে আবার এই সকল সূর্য্যোপা-
সিকাদিগের নিকট ॥ ১৩১ ॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) হে লক্ষ্মীমুখি! দাক্ষিণ্য বশতঃ
শিক্ষা প্রদান করিতেছি ॥ ১৩২ ॥

অনিন্দিত ভাবে উদ্যান চক্রবর্ত্তির উদয় হইলে
সম্প্রতি তাহাতে মৃগাক্ষী রমণীদিগের ঈদৃশ বাক্যের
প্রাবল্য অতি অযোগ্য ॥ ১৩৩ ॥

রাধা। ললিতে! ধূর্ত্ত ঘট্টপালের ঘট্টনে (চালনে) পতিত

জুত্তং এত্থ কুণ্ঠত্তণং ॥ ১৩৪ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে সুবল শ্রুতমস্যাঃ কঠোরারভটী গরিষ্ঠং গিরাং স্ফূর্জ্জিতং। ইত্যর্দ্ধনিঃসৃতাং রসনাং সংদশ্য কষ্টং ভোঃ কষ্টং। দীব্যদর্ব্বাচীন যৌবন গর্ব্ব সর্ব্বস্বয়া বাঢ়মেতয়া মহাঘট্টসাম্রাজ্যপট্টলব্ধাভিষেকোঽহং চত্বরিকাণাং চক্রবর্ত্তী ঘট্টীপালঃ কৃতোঽস্মি ॥ ১৩৫ ॥

ললিতা। সংস্কৃতেন।

সচ্ছিদ্রা লঘু বংশজাচ মুরলী যষ্টিঃ কঠোরা ভৃশং

যৌবন গর্ব্বেতি তর্হি স এব গর্ব্বঃ প্রথমং ময়া খণ্ডয়িতুং যোগ্য ইতি ভাবঃ ॥ ১৩৫ ॥

ত্বং চেচ্চক্রবর্ত্তি মহারাজোসি তথৈব তবানুরূপা মহারাজ্ঞ্যোপি দৃশ্যন্তে ইতি

হইয়াছে, অতএব এ স্থলে কুণ্ঠিত হওয়া উপযুক্ত নহে ॥ ১৩৪ ॥

কৃষ্ণ। সুবল! শুনিলা ত ইহার কঠোর যৌবন গর্ব্বে গরিষ্ঠ বাক্যের স্ফূর্ত্তি। (এই বলিয়া অর্দ্ধ নিঃসৃত জিহ্বা দংশন পূর্ব্বক)

অহে! কি কষ্ট কি কষ্ট, এই শ্রীরাধার অর্ব্বাচীন যৌবন গর্ব্ব সর্ব্বস্ব রূপে অতিশয় ক্রীড়া করিতেছে। যাহা হউক, আমি মহাঘট্ট সাম্রাজ্যপট্টে অভিষেক লাভ পূর্ব্বক চত্বরিক দিগের মধ্যে ঘট্টপাল চক্রবর্ত্তী কৃত হইয়াছি ॥ ১৩৫ ॥

ললিতা। (সংস্কৃত ভাষায়) ক্ষুদ্র বংশজাত সচ্ছিদ্রা বংশী

উদ্ধাশ্চাচ বিষাণিকাভিমলিনা বক্রস্বরূপাপিচ।
আভিঃ সন্ততমুত্তমাভিরভিতো যস্যাঙ্গমালিঙ্গ্যতে
যষ্টীপালতয়া ভয়ানকবনে বৃত্তি র্ন তস্যাদ্ভুতা॥ ১৩৬॥

সুবলঃ। হন্ত ডুম্মদ মুহরাও ণ ক্খু তুজ্ঝেহিং হেলিদুং জুত্তো এসো মহাদানস্স অহীসো।

রাধা। হোদু অহীসো তদোবি কিং ইতি সংস্কৃতেন॥ ১৩৭

তা গণয়ত্যাহ সচ্ছিদ্রেতি বিষাণিকা শৃঙ্গিকা আভিরালিঙ্গ্যতে ইতি যুগপদেব সদৈব সর্ব্বলোক দৃগ্গোচর ইব ইতি প্রথমং তাসামেব যৌবন গর্ব্বমবতা রয়েতি ভাবঃ। তাঃ সদৈব সাবধানা বক্রিয়া পরাঙ্গনাস্বাভিলাষ স্তব নিষ্ফল ইতি ভাবঃ। অয়ং খর্বণেনেতি রাধাস্বাভিযোগ পূর্ব্বরঙ্গো ললিতয়া তন্নিষ্ঠ এব নির্ম্মিতঃ। তত্র চক্রবর্ত্তিনো যষ্টীপালতয়া ইতি ভয়ানকবন ইতি সুন্দরী জন স্বচ্ছন্দাকর্ষণ লোভাৎ রাজন্নতিদেশেতু তদর্শক্যত্বাদিতি ভাবঃ॥ ৩৬॥

হন্ত দুর্ম্মদ মুখরাঃ ন খলু যুষ্মাভি র্হেলিতুং যুক্ত এব মহাদানস্যাধীশঃ। ভবতু অধীশ স্ততোপি কিং শ্লেষেণ ভবতু অহীশঃ ভুজঙ্গশ্রেষ্ঠ ইতি॥ ১৩৭॥

অনন্ত্র কঠোর স্বরূপা যষ্টি এবং মলিন ও বক্র স্বরূপা বিষাণিকা, ইহারা সর্ব্বতো ভাবে উত্তম রূপে যাহার অঙ্গ আলিঙ্গন করিতেছে তাহার বনমধ্যে যষ্টীপালকত্ব রূপ বৃত্তি অবলম্বন করা বিচিত্র কি ?॥ ১৩৬॥

সুবল। কি দুঃখের বিষয়, অহে দুর্ম্মুখ মুখরা সকল! তোমাদের কর্ত্তৃক এই মহাদানের অধীশ অবজ্ঞার যোগ্য নহেন॥

শ্রীরাধা। হউক না কেন অধীশ, তাহা হইতে আমাদের কি ?। পক্ষান্তরের অর্থ সর্প, তাহা হইতে আমাদের কি হইবে (এই বলিয়া সংস্কৃতভাষায়)॥ ১৩৭॥

ধর্ষণেন কুলস্ত্রীণাং ভুজঙ্গেশঃ ক্ষমঃ কথং।
যদেতা দশনৈরেব দশমাপ্নোতি মঙ্গলং ॥ ১৩৮ ॥
কৃষ্ণঃ। ভঙ্গুরাপাঙ্গি হৃদয়ঙ্গমমাথ। ততঃ সমাকর্ণয়েতি

নকুল স্ত্রিয়ো নকুল্য এব তাসাং ধর্ষণে ভুজঙ্গেশঃ মহাসর্পঃ পক্ষে মহাকামুকঃ কুলস্ত্রীণাং ধর্ষণেন প্রয়োজনেন ক্ষমঃ আসাং ধর্ষণার্থং কথং সমর্থ ইত্যর্থঃ। পক্ষে ধর্ষণে কথং ন ক্ষমোঽপিতু ক্ষম এব যৎ যস্মাৎ এতা নকুলীঃ কুলস্ত্রীশ্চ দশনৈর্দশন্ সন্ মঙ্গলং ভদ্রং ন প্রাপ্নোতি তাভিরপি প্রতি দংশন সম্ভবাৎ লোকনিন্দা রাজদণ্ডাদিভ্যশ্চেতি পক্ষদ্বয়ং। তৃতীয় পক্ষে এতা কুল স্ত্রীরেব দশন্ সংভুঞ্জান এব মঙ্গলং সুখময়ং আপ্নোতি নহ্যন্যাঃ তাসু রাগাদন্যা দিতি ভাবঃ ॥ ১৩৮ ॥

হৃদয়ঙ্গমমিতি অর্থ অন্নানুমোদন জ্ঞাপনং। অপ্রৌঢ় বিষয়ান্তেন অর্দ্ধ

সর্প পক্ষের অর্থ অবলম্বন করিয়া, মহাসর্প নকুলের স্ত্রীদিগকে কি রূপে ধর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে, যে হেতু তাহাদিগকে দংশন করিলে তাহারাও প্রতি দংশন করিতে পারে, একারণ ভুজঙ্গেশ দংশন করিলে মঙ্গল প্রাপ্ত হইতে পারে না ॥

পক্ষান্তরের অর্থ কুলস্ত্রীদিগের ধর্ষণ বিষয়ে কামুক পুরুষ কি রূপে সমর্থ হইবে, কেননা তাহাদিগকে দন্ত দ্বারা দংশন করিলে লোকনিন্দা অথবা রাজদণ্ডাদি হইতে কখন মঙ্গল লাভ করিতে পারে না ॥ ১৩৮ ॥

কৃষ্ণ। হে কুটিলাপাঙ্গি! হৃদয়ঙ্গম বাক্য বলিতেছি। অতএব শ্রবণ কর, এই বলিয়া (সহর্ষে) হে রাধে! তুমি মঙ্গল

হর্ষং।

অপ্রৌঢ় দ্বিজরাজরাজদলিকা লব্ধা বিভূতিং রুচাং
নব্যামাত্মনি কৃষ্ণবর্ত্মবিলসদ্দৃষ্টি র্বিশাখাঙ্কিতা।
কন্দর্পস্য বিদগ্ধতাং বিদধতী নেত্রাঞ্চলস্য ত্বিষা

চন্দ্রেণ রাজৎ অলিকং ললাটং যস্যাঃ সা পক্ষে অপ্রৌঢ় দ্বিজরাজ দ্বিকল চন্দ্রইব রাজদলিকং যস্যাঃ সা। আত্মনি দেহে বিভূতিং লব্ধা প্রাপ্তা বিভূতীঃ কীদৃশীঃ রুচাং কান্তীনাং নব্যাং ভূতিরপি দেহগন্তা অতি সুন্দরীত্যর্থঃ। পক্ষে রুচাং কান্তীনাং নব্যাং নবীনাং বিভূতিং সম্পত্তিং প্রাপ্তা ভূতির্ভস্মনি সম্পদীত্যমরঃ। কৃষ্ণবর্ত্ম বহ্নি স্তদ্রূপ কৃষ্ণস্য বর্ত্মনিচ বিলসন্তী দৃষ্টির্যস্যাঃ সা। কৃষ্ণেন বর্ত্মনা পক্ষ্মলা ইতি বা বর্ত্মনেত্র ছদেঽধ্বনি ইত্যমরঃ। বিশাখেন কার্ত্তিকেয়েন। বিশাখয়া স্বসখ্যাচ অঙ্কিতা পূজিতা যুক্তাচ। বিদগ্ধতাং বিশেষেণ দগ্ধতাং।

ময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ, তোমার ললাট দেশ অর্দ্ধচন্দ্র বিশিষ্ট হইয়া শোভা ধারণ করিয়াছে, অপূর্ব্ব কান্তি দ্বারা শরীর বিভূষিত হইয়া রহিয়াছে, আমি যে কৃষ্ণ আমার পথের প্রতি তোমার দৃষ্টি বিলাস করিতেছে, তুমি বিশাখা নাম্নী স্বীয় সখীর সহিত যুক্ত আছ, এবং নেত্রাঞ্চলের কান্তি দ্বারা কন্দর্পের বিদগ্ধতা বিধান করিতেছ, অতএব হে প্রিয়ে! ভোগিশ্রেষ্ঠ আমাকে স্বীয় বক্ষঃস্থলে স্থান দান কর॥

পক্ষান্তরের অর্থ। হে রাধে! তুমি শিব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ, কি আশ্চর্য্য অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা তোমার ললাট দেশ বিরাজ করিতেছে, স্বীয় শরীরে নবীন কান্তি সকলের

ত্বং রাধে শিবমূর্ত্তিরিত্যুরসি মাং ভোগীন্দ্রমঙ্গীকুরু ॥ ১৩৯

ললিতা। কহ্ন ইমাএ কূড়বাউরাএ দুগ্গহা ললিদা ধুত্ত হরিণী ত্তি তুহ্ম সহঅরাবি সুট্‌ঠু জাণেন্তি তা মুঞ্চ বিহলং ধিট্‌ঠ গণ্ঠিলত্তণং ॥ ১৪০ ॥

কৃষ্ণঃ। সুবলমবলোকতে।

পক্ষে বৈদগ্ধ্যাং। শিবস্য শম্ভোর্মূর্ত্তিঃ পক্ষে মঙ্গল মূর্ত্তিঃ ভোগীন্দ্রং ভুজঙ্গেশ্বং পক্ষে ভোক্তৄণামিন্দ্রং ॥ ১৩৯ ॥

কৃষ্ণ অনয়া কূটবাগুরয়া দুর্গ্রহা ললিতা ধূর্ত্ত হরিণীতি যুষ্মং সহচরা অপি সুষ্ঠু জানন্তি তন্মুঞ্চ বিফলং ধৃষ্টগ্রন্থিলত্বং তেনাদ্যাহং ললিতৈব রাধাপ্রাপ্তি প্রতিবন্ধিনী তস্যাঃ ময়া পাল্যমানত্বাদিতি ভাবঃ। তব সহচরা অপীত্যনেন পূর্ব্ব পূর্ব্ববৃত্ত স্ব প্রাথর্য্য স্মারণেন তানপি ভীষয়তি ॥ ১৪০ ॥

সুবলমবলোকত ইতি অলীক বাগ্বিলাসেনাপি সংপ্রতীয়ং পরাজীয়তা

বিভূতি ধারণ করিয়াছ, তোমার নেত্র অগ্নি স্বরূপ, বিশাখ অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়ের সহিত যুক্ত আছ এবং নেত্র দ্বারা কন্দর্পকে দগ্ধ করিয়াছ, অতএব ভোগীন্দ্র অর্থাৎ সর্প সদৃশ যে আমি আমাকে বক্ষঃস্থলে অঙ্গীকার কর ॥ ১৩৯ ॥

ললিতা। কৃষ্ণ! তোমার সহচর সকল ভালরূপে পরিজ্ঞাত আছে, এই কূট বাগুরা (মৃগবন্ধনী) দ্বারা ললিতা নাম্নী ধূর্ত্ত হরিণী দুর্গ্রহা অর্থাৎ ইহাকে গ্রহণ করিতে পারিবা না, অতএব বিফল ধৃষ্টতা পরিত্যাগ কর অর্থাৎ রাধা প্রাপ্তি বিষয়ে ললিতাই প্রতিবন্ধিনী ॥ ১৪০ ॥

। সুবলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন অর্থাৎ দৃষ্টিপাত

সুবলঃ। ললিদে এদে কহং কিরণ জাণিস্সন্তি জোহিং গন্ধহলী হরণে ণিকুড় সামিণা লুণ্ঠিদ মণিমণ্ডলাণং সুরোবাসিআণং কাণং বি মহাপহাবাণং দন্তসিহরেসু তিণ-গুচ্ছ মরগএহিং আরদ্ধা কাবি অচ্চরিআ লচ্ছী পচ্চকখী কিদা॥ ১৪১॥

কৃষ্ণঃ। সখে বিস্মৃতং তৎ কুতুহলং, পুনরত্র কাণ্ডে সু

মিতীঙ্গিতবিজ্ঞাপনং ললিতে এতে কথং কিল নজ্ঞাস্যন্তি যৈস্তদা গন্ধফলীহরণে নিকুট স্বামিনা লুণ্ঠিতমণি মণ্ডলানাং সূর্য্যোপাসিকানাং কাসামপি মহাপ্রভাবানাং দন্তশিখরেষু তৃণ গুচ্ছমরকতৈঃ আরদ্ধা কাপি আশ্চর্য্য লক্ষ্মীঃ প্রত্যক্ষীকৃতা গন্ধফলী চম্পকঃ। মহাপ্রভাবানামিতি বিরুদ্ধ লক্ষণয়া দন্তা এব শিখরাণি পক্ব দাড়িমবীজাভ মাণিক্যানি॥ ১৪১॥

কাণ্ডে অবসরে জৈন দীক্ষামিতি মগ্নীকরণং লক্ষ্যতে অহুজগৃহিরে॥ ১৪২॥

ছলে এই ইঙ্গিত করা হইল, সখে! অলীক বাখিলাস দ্বারা ললিতাকে পরাজিত কর॥

সুবল। ললিতে! ইহারা কেন না জানিতে পারিবে, চম্পক পুষ্প হরণে নিকুট অর্থাৎ গৃহ সমীপস্থ উদ্যান স্বামী কর্ত্তৃক মণি ভূষণ লুণ্ঠিত হইলে কোন্ মহাপ্রভাবশালিনী সূর্য্যোপাসিকা রমণীর না দন্তাগ্রে তৃণ গুচ্ছ রূপ মরকত মণি ধারণ করায় যে কোন আশ্চর্য্য শোভা প্রকাশ হইয়াছিল আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি॥ ১৪১॥

কৃষ্ণ। (সখে! তুমি সেই কুতুহল বিস্মৃত হইলে, এই অবসরে পুনরায় সুন্দর রূপে স্মরণ করিয়া দিলাম এই বলিয়া

ভবতা স্মারিতমিতি স্মিতং কৃত্বা।

অস্মিন্নদ্রৌ কতি নহি ময়া হন্ত হারাদিবিত্তং
হারং হারং হরিণনয়না গ্রাহিতা জৈনদীক্ষাং।
যাঃ কাকুক্তিস্থগিতবদনাঃ পত্রদানেন দীনা
স্তূর্ণং দূরাদনুজগৃহিরে প্রৌঢ়বল্লী সখিভিঃ ॥ ১৪২ ॥

বিশাখা। অলং ইমিণা অলীঅ দপ্প ডিণ্ডিমাড়ম্বরেণ ॥

ললিতা। সহি বিসাহে হন্ত হন্ত কল্লি পচ্চুত্তাণগ্ঘ মণি-
কাঞ্চণ সংচঅ কিরণোদঞ্চিদাএ রাহিএ কঞ্চুলিআএ

অলং অনেন অলীক দর্প ডিণ্ডিমাড়ম্বরেণ। সখি বিশাখে হন্ত হন্ত কল্যো প্রচ্যুতানর্ঘ মণিকাঞ্চন সঞ্চয় কিরণোদঞ্চিতায়া রাধায়াঃ কঞ্চুলিকায়াঃ উল্লুঞ্চন বৃত্তান্তং সখীজনে আর্য্যায়ৈ বিজ্ঞাপয়িতুং প্রবৃত্তে সতি মুখমধ্য নিক্ষিপ্ত

ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) হায়! এই পর্ব্বতে আমি হারাদিবিত্ত
হরণ করিয়া হরণ করিয়া কত কত না হরিণনয়না রমণী
দিগকে জৈনদীক্ষা অর্থাৎ বিবসনত্ব ব্রত গ্রহণ করাইয়া-
ছিলাম, তাহারা বিনয় বাক্য সহকারে নত বদনে দীনতা
প্রাপ্ত হইলে, দূরবর্ত্তি লতারূপা সখী সকল পত্রদান
দ্বারা তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়াছিল ॥ ১৪২ ॥

বিশাখা। আর এপ্রকার দর্পরূপ ডিণ্ডিম রবের প্রয়োজন
নাই ॥

ললিতা। সখি বিশাখে! কি দুঃখের বিষয়, কল্য অনর্ঘ দলিত
মণি কাঞ্চন রাশি কির[illegible] [illegible] ঞ্চুলিকার উল্লু
ঞ্চন বৃত্তান্ত সখীগণ সম্মু[illegible] ট বলিতে প্রবৃত্ত হইলে

উল্লুঞ্চণ বুত্তন্তং সহীজণে অজ্জাএ বিপ্পবিদুং পউত্তে মুহ মজ্‌ঝণি কৃখিদ তজ্জণী সিহরস্‌স সুরিন্দ গন্ধব্বণামং অধীরং পুণো পুণো বাহরন্তস্‌স কস্‌স বি দপ্‌পসোণ্ডস্‌স মহাপঅ

তর্জ্জনী শিখরস্য সুরেন্দ্র গন্ধর্ব্ব নাম অধীরং পুনঃ পুন র্ব্যাহরতঃ কস্যাপি দর্প শৌণ্ডস্য মহাপ্রচণ্ডস্য সা কাপি চাটু গ্রথিতা কণ্ঠকাকলী কং বা জনং ন খলু কারুণ্যেনার্দ্রিতবতী। সুরেন্দ্র গন্ধর্ব্ব নামা হাহা ইতি। দর্পশৌণ্ডস্যেত্যাদি বিরুদ্ধ লক্ষণয়া শৌণ্ডো মত্তঃ। কঞ্চুলিকয়া উল্লুঞ্চনেতি তস্মাত্র সাহসং কৃষ্ণেন কৃতং জৈনদীক্ষা কিন্তু অলীক গর্ব্ব গাম্ভীর্য্যমেবেতি ধ্বনিতং। অত্র মণিকাঞ্চন সঞ্চয় কিরণেত্যাদিকং শুল্ক মাত্র গ্রহণার্থকত্ব জ্ঞাপনয়া আর্য্যা সমাধানমিতি কং বা জনং ন কারুণ্যেনার্দ্রিতবতীতি তেন কৃপয়ার্দ্রিভি রস্মাভিরেব তস্যা অগ্রে তৎ সমাধানমপি কৃতং। অন্যথা ন জানে কিং ফলং তদা

মুখ মধ্যে তর্জনীর অগ্রভাগ নিক্ষেপ পূর্ব্বক হা হা রব উচ্চারণ কারি কোন মহাপ্রচণ্ড দর্প শৌণ্ডের চাটু পূরিত কণ্ঠ কাকলী কোন্ জনকে না কারুণ্য দ্বারা আর্দ্রীভূত করিয়াছিল ?॥

তাৎপর্য্য। দর্পশৌণ্ড এই স্থলে বিরুদ্ধ লক্ষণায় শৌণ্ড শব্দের অর্থ মত্ত। কঞ্চুলিকার উল্লুঞ্চন এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সাহস অর্থাৎ বলাৎকার। জৈনদীক্ষা ইহাতে অলীক গর্ব্ব এবং গাম্ভীর্য্য। মণি কাঞ্চন সঞ্চয় কিরণা ইত্যাদি বাক্যে শুল্ক মাত্র গ্রহণার্থ নিবেদন দ্বারা আর্য্যার সমাধান। কারুণ্য দ্বারা কোন্ জনকে না আর্দ্র করিয়াছিল ইহাতে আমরা কৃপায় আর্দ্রীভূত হইয়া শশ্রূর

গুস্স সা কা বি চাডুগগিষ্ঠদা কণ্ঠকাঅলী কং বা জণং ণ কৃখু কারুণ্ণেণ ওল্লিদবদি ॥ ১৪৩ ॥

সুবলঃ। দুল্লহা এথ সা অজ্জা কণ্টআড়ই। তা লুকণে বি কিম্পি ওট্টম্ভণং ণ পেক্খামি ॥ ১৪৪ ॥

চম্পকলতা। বিজঅদু সো ললিদাণুহাব ভাক্করো। জো কখু তক্কর বিক্কমং কুণ্ঠেদি ॥ ১৪৫ ॥

অদাক্ষতেতি ভাবঃ। সমর্পণং নাম পঞ্চমমঙ্গমিদং। বহূক্তং। উপালম্ভবচঃ কোপ পীড়য়েহ সমর্পণমিতি ॥ ১৪৩ ॥

দুর্ল্লভা অত্র সা আর্য্যা কণ্টকাটবী জটিলেত্যর্থঃ। তত্তস্মাৎ লুকনেপি কিমপ্যবষ্টম্ভনং ন পশ্যামি ॥ ১৪৪ ॥

বিজয়তাং সললিতানুভাব ভাস্করঃ যঃ খলু তস্করবিক্রমং কুণ্ঠয়তি। ললিতায়া অনুভাবঃ প্রাখর্য্য জনিত প্রভাব এব ভাস্করঃ শ্লেষেণচ ললিতোহ-নুভাবো যস্য তথা বিধঃ ॥ ১৪৫ ॥

অগ্রে তদ্বিষয় সমাধান করিয়াছি, নতুবা জানিতে পারি না কি ফল ঘটিত। এস্থলে নাট্যের সমর্পণ নামক পঞ্চমাঙ্গ প্রদর্শিত হইল। কোপ এবং পীড়া বশতঃ যে, বাক্য দ্বারা তিরস্কার তাহার নাম সমর্পণ ॥ ১৪৩ ॥

সুবল। এ স্থলে সেই কণ্টকবনরূপা জটিলা দুর্ল্লভা অতএব তোমাদের লুক্কায়িত হইবার কোন কারণ দেখি-তেছি না ॥ ১৪৪ ॥

চম্পকলতা। ললিতার অনুভাব রূপ সেই ভাস্কর জয় যুক্ত হউন, যিনি তস্করবিক্রমকে কুণ্ঠিত করিতেছেন ॥ ১৪৫ ॥

বৃন্দা। কৃষ্ণমবলোক্য।

কপর্দমপি কাণং ভবাত্রচ ন্নাপং।

যদুগ্রতরকর্ম্মা কুমার ললিতাসৌ। ১৪৬।

কৃষ্ণঃ। সের্ষ্যমিব। বৃন্দে বিপক্ষতামাসাদয়ন্তী স্থানে গোপিকাপক্ষাঞ্চলসঞ্চারিণী সংবৃত্তাসি। ভবতু পশ্চাদদ্য- মে চঞ্চলবল্লবীরসালবল্লীভ্যঃ শুল্ক কুট্মল গ্রহণে পুংস্কো- কিলতাকেলি বৈদগ্ধীং॥ ১৪৭॥

রাধা। সহি বুন্দে ণিবারীঅদু পরসস গ্গহাহিণিবেসী অপ্-

কাণং সচ্ছিদ্রং তবেতি কপর্দাপেক্ষয়া সম্বন্ধষষ্ঠী হে কুমার যুবরাজ। যুবরাজস্তু কুমার ইত্যমরঃ। কুমারললিতাখ্যং ছন্দশ্চ॥ ১৪৬॥

স্থানং যুক্তং যুক্তে দ্বে সাম্প্রতং স্থানে ইত্যমরঃ। পশ্চাদদ্য মে ইতি তৎ সাহায্যং বিনাপ্যহমাপি ইতি ভাবঃ॥ ১৪৭॥

সখি বৃন্দে নিবার্য্যতাং পরস্ব গ্রহাভিনিবেশী আত্মনো বনপ্রিয়ঃ। কোকিলঃ

বৃন্দা। (শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া) অহে যুবরাজ! ললিতা অতিশয় উগ্রকর্ম্মা একারণ এস্থলে একটা সছিদ্র কপর্দকও প্রাপ্ত হইবা না। ১৪৬।

কৃষ্ণ। (ঈর্ষ্যার সহিতই যেন) বৃন্দে। তুমি বিপক্ষতা লাভ করিয়া গোপিকা পক্ষের অঞ্চল সঞ্চারিণী হইয়াছ, উপযুক্ত বটে, হও, চঞ্চল গোপরামা রূপ আম্রলতা হইতে শুল্ক স্বরূপ বিকাশোন্মুখ কলিকা গ্রহণে আজি আমার পুংস্কো- কিলকেলির বিদগ্ধতা দেখ॥ ১৪৭॥

শ্রীরাধা। সখি বৃন্দে! তুমি আপনার পরস্ব গ্রহণাভিনিবেশী

পণো বণপপ্পিও। দাণিং দুম্মুহ সিলীমুহ প্পালিদাহিং রসালবল্লীহিং পল্লঅহত্থেণ পল্লত্থো ভবিস্স গব্বমালিআ

কৃষ্ণশ্চ। ইদানীং দুর্মুখ শিলীমুখ পালিতাভিঃ রসালবল্লীভিঃ পল্লবহস্তেন পর্য্যস্তো ভূত্বা নবমালিকা মল্লীর্যুষ্মৎ সখীর্মহোৎসবয়তু এবঃ। দুর্মুখ শিলী মুখাঃ দ্বিরেফপতিঃ প্রিয়তেতি পূর্ব্বোক্তবৎ কটুভাষিণঃ স্ব স্ব পতয় এব স্নেহেন শিলীমুখাঃ শরা ইতি রসালবল্লী বৈরিণঃ শরা ইব অপদ্রোহিণ এব যে তত্তচ্চ বিরুদ্ধ লক্ষণয়ৈব বৈর্ব্বয়ং পালিতা ভবাম ইতি ব্যঞ্জিতোপ্য ব্যঞ্জিতঃ। অলি বাণৌ শিলীমুখাবিত্যমরঃ। পল্লব হস্তেনেতি নহি পল্লব চলন মাত্রেণ কোকিলঃ শঙ্কতে কৃষ্ণ পক্ষে যুবতীনাং বাহ্যাকৃত হস্ত বারণং ন কিঞ্চিৎ করয়েৎ

কোকিলকে নিবারণ কর, সম্প্রতি আম্রলতা সকল দুর্ম্মুখ শিলীমুখ (ভ্রমর) কর্ত্তৃক পালিত হইতেছে, তাহাদের হস্তরূপ পল্লব দ্বারা পরাভব প্রাপ্ত হইয়া এই কোকিল তোমাদের সং পা নবমালিকা ও মল্লীপুষ্প সকলকে যেন না হাসায়॥

তাৎপর্য্য গোপীপক্ষে দুর্ম্মুখ শিলীমুখ শব্দে ভ্রমর রূপ পতি, পূর্ব্বোক্তশিখিতের ন্যায় আমাদের পতিগণ কটু ভাষী। শ্লেষার্থে শিলীমুখ শব্দের অর্থ বাণ, বাণ রসাল বল্লীর শত্রু, অতএব আমাদের পতি বাণের ন্যায় আমাদের দ্রোহকারী, পতিগণকে পালনকর্ত্তাকে বলে, কিন্তু বিরুদ্ধ লক্ষণায় তাঁহারা আমাদের পতি না হইয়া কেবল পীড়া প্রদ হইয়াছে। এতদ্দ্বারা স্ব স্ব অভিপ্রায় নিবেদন করা হইল। কৃষ্ণপক্ষে যুবতীদিগের বাক্য প্রকাশক হস্ত দ্বারা

মল্লীও তুজ্ঝ সহীও মা হাসেন্থু এসো ॥ ১৪৮ ॥

কৃষ্ণঃ। সখেল স্মিতং ॥

ঘট্টশুল্কপ্রদানায় গুহাতিথ্যগ্রহায় বা।

স্পৃহাতে হেমগৌরাঙ্গি গিরস্তাং গোচরীকুরু ॥

প্রত্যুত প্রেয়সঃ সুখায়ৈব ভবিতি নবমালিকামাল্যা স্বখিন্তঃ প্রগলভাঃ সখ্যঃ উল্লসিতা এব ভবিষ্যন্তি নতু বারয়িষ্যন্তি ইতি স্বাভিযোগঃ ॥ ১৪৮ ॥

বিদিতাকুতমাহ ঘট্টেতি প্রকটার্থে প্রথমে গুহেতি দ্বিতীয়ার্থে প্রত্যুক্তি স্তাং স্পৃহাং গিরো গোচরী কুর্বিতি অভিধয়ৈব স্পষ্টং কথয় অলং ব্যঞ্জনয়েতি তস্যা অত্যৌৎসুক্য নির্গৌভশালীনত্বং প্রকটী কৃত্য তাং হ্রেপয়ামাস সেৰ্ষমব-

---

নিবারণ অকিঞ্চিৎ কর অর্থাৎ তদ্দ্বারা কিছুই হয় না, প্রত্যুত প্রিয়তমের সুখোৎপত্তি হয়। এতদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে-রও অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করা হইল ॥ ১৪৮ ॥

কৃষ্ণ। (কৌতুকের সহিত হাস্য করিয়া) হে হেমগৌরাঙ্গি! ঘট্ট শুল্ক প্রদানের নিমিত্ত, অথবা পর্ব্বত কন্দরের আতিথ্য গ্রহণার্থ তোমার বাক্যের যাহা অভিরুচি হয় গোচর করাও অর্থাৎ অবিধা বৃত্তি দ্বারা স্পষ্টরূপে বল, ব্যঞ্জনা বৃত্তি আশ্রয় করিও না ॥

হয় তাহার নাম

অবিধা। শ্লেষ করিয়া যাহা কহাযায় নাম ব্যঞ্জনা।

এইরূপে শ্রীরাধার নিবন্ধন নির্ল-

প্রকাশ লজ্জিতা

করিলেন ॥

R

রাধা। সের্ষ্যমবজ্ঞাং নাটয়ন্তী তূষ্ণীং তিষ্ঠতি ॥ ১৪৯ ॥

অরবিন্দদৃশামপশ্চিমা ত্বমপূর্ব্বা বহুরূপলীলয়া।
কপটোদ্ঘাটনাদদক্ষিণা ন কথং ভবিতাস্যনুত্তরা ॥ ১৫০ ॥

জ্ঞামিতি স্ব ধার্ষ্ট্য প্রকটীকরণাৎ তূষ্ণীমিতি লজ্জাজনিতমেব ॥ ১৪৯ ॥

ততশ্চ স্বেনৈব নির্বচনীকৃতত্বং তস্যা মত্বা লব্ধবিজয়ো হৃষ্যন্নাহ অর বিন্দেতি অপশ্চিমাঃ অন্যূনা শ্রেষ্ঠেত্যর্থঃ। অপূর্ব্বা অদ্ভুত চমৎকারাতিশায়িনী ইতি পূর্ব্বার্দ্ধেন পরমোৎকর্ষমুক্ত্বা পরাজয় প্রাপ্তি কারণমপকর্ষমুত্তরার্দ্ধেন আহ কপটানাং উৎকর্ষেণ ঘাটনাদ্ধেতোরদক্ষিণা অসরলাচ। অতঃ কথং বা অনু- ত্তরা অনুত্তমা ন ভবিতাসি অসারল্যে মোত্তমত্বাপগমাদিতি ভাবঃ। শ্লেষেণ অপশ্চিমা অপূর্ব্বা অদক্ষিণেতি ত্রিতয়ত্বাভাবাদেব অনুত্তরা চতুর্থীদিগপি ভবিতুং ন যুক্তাসি অনুত্তরা প্রত্যুত্তরাদানাসমর্থেতি যুক্তমেবেতি শ্লেষোত্থ ধ্বনিঃ ॥ ১৫০ ॥

শ্রীরাধা। ঈর্ষ্যার সহিত অবজ্ঞা অভিনয় করিয়া তুষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন ॥ ১৪৯ ॥

কৃষ্ণ। (শ্রীরাধা আপনা হইতেই তুষ্ণীভূতা হইলেন অতএব আমার জয় হইল এই বিবেচনায় হর্ষ পূর্ব্বক কহিলেন) রাধে! তুমি প্রচুর রূপ লীলা দ্বারা সমস্ত পদ্মাক্ষী রমণীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, কপট উদ্ঘাটন নিবন্ধন তোমার অদক্ষিণতা প্রকাশ পাইল, অতএব কেন না অনুত্তরা হইবা? অর্থাৎ যাহারা বামা স্ত্রী কৌটিল্য বশতঃ তাহারা উত্তর প্রদান করে না তুষ্ণীভূত হইয়াই অবস্থিতি করে ॥ ১৫০ ॥

নান্দীমুখী। মন্দং মন্দমুপস্থত্য। পাঅরিন্দ ভঅবদী সন্দি সন্দি।

কৃষ্ণঃ। নান্দীমুখি সত্বরমাবেদয় কিমাজ্ঞাপয়তি তত্র ভবতী।

নান্দীমুখী। এসা ভণাদি ॥ ১৫১ ॥

রাহীপ্পমুহা ও অহ্ম বালিআ ও অজ্জ হেঅঙ্গবীণং ঘেত্তূণং জণ্ণে গমিস্সন্তি তা ইমাণং ঘট্টদাণে অণুউলেণ হোদব্বং সুহংমুণা।

কৃষ্ণঃ। প্রমোদমিবাভিনীয় মূর্দ্ধনি গৃহীতোঽয়ং মহাপ্রসাদঃ

নান্দীতি ঘট্ট শুল্ক প্রদানায়েতি শ্রদ্ধা ভব্যবস্থামুপপাদয়িতুং অত্রাগমনে প্রাপ্তাবসরেতি ভাবঃ ॥ ১৫১ ॥

রাধাপ্রমুখা অস্মবালিকা অদ্য হৈয়ঙ্গবীনং গৃহীত্বা যজ্ঞে গমিষ্যন্তি তদে-

---

নান্দীমুখী। (ধীরে ধীরে নিকটে গিয়া) নাগরেন্দ্র! আমি আদেশ করিতেছি।

কৃষ্ণ। নান্দীমুখি! শীঘ্র বলুন, আপনি কি আজ্ঞা করিতেছেন।

নান্দীমুখী। এই কথা বলিতেছি ॥ ১৫১ ॥

শ্রীরাধা প্রভৃতি আমাদিগের বালিকা, তাহারা আজি হৈয়ঙ্গবীন গ্রহণ করিয়া যজ্ঞে গমন করিবে অতএব তাহাদে ঘট্টদানে তুমি অনুকূল হইয়া অনুকূল ভাব প্রকাশ করিবা

কৃষ্ণ। পূর্বোক্ত নান্দীমুখী। আজ্ঞারূপ মহাপ্রসাদ মস্তকে ধারণ করিলেন; অনন্তর পার্শ্বদিকে অবলোক

পার্শ্বতো বিলোক্য সখে মধুমঙ্গল স্মুষ্ঠু মধুরং খলু মিহিরোপাসিকানাং কিশোরীণাং হৈয়ঙ্গবীনমিতি গরীয়সী প্রসিদ্ধিঃ।

ততঃ সমুচিতেঽপি প্রতিটঙ্কং হেমটঙ্কত্রয়ে স্ফুট কনিষ্ঠ টঙ্কনেন গণয় শুল্ক বিত্তানি যদমূষু ভগবত্যাঃ পক্ষপাতিতা ॥ ১৫২ ॥

মধুমঙ্গলঃ। পিয়বঅস্‌স।

কর্ষঃ স্যা[illegible]ভি[illegible] পলং।

তাসাং ঘট্টদানে অনুকূলেন ভবিতব্যং তত্তুলা। ততঃ যুক্ত তত্তাদিত ইত্যমরঃ ॥ ১৫২ ॥

টঙ্কেরিতি এক কৃষ্ণলা পরিমিতা রক্তিকা ভবতি পঞ্চভিস্তাভি র্মাষঃ। শাস্ত্রীয় ব্যাবহারিকো মাষস্ত পঞ্চরক্তিকঃ ন গৃহীতঃ। তদানীং শাস্ত্রীয়স্তৈব ব্যাবহারিকত্বাৎ। তত্র চতুর্ভির্মাষৈঃ টঙ্কঃ সচ অশীতি রক্তিকা পরিমিত সুবর্ণ

করিয়া, সখে মধুমঙ্গল! গোকুল মধ্যে অতিশয় রূপে প্রসিদ্ধ সূর্য্যোপাসিকা কিশোরীদিগের হৈয়ঙ্গবীন অত্যন্ত মধুর, একারণ প্রতি টঙ্কের সমুচিত শুল্ক তিন স্বর্ণ টঙ্ক হয়, তাহা গ্রহণ না করিয়া এক টঙ্কের কনিষ্ঠ টঙ্ক গণনায় অর্থাৎ চারি গুঞ্জা পরিমাণের টঙ্ক গণনায় শুল্ক বিত্ত গণনা কর, যে হেতু ইহাদের প্রতি ভগবতী নান্দীমুখীর পক্ষপাতিতা আছে ॥ ১৫২ ॥

মধুমঙ্গল। প্রিয় বয়স্য! চারি মাষায় একটঙ্ক, চারি টঙ্কে কর্ষ, চারিকর্ষে পল, শতপলে তুলা, এবং বিংশতি তুলায়

ভবেত্তুলা পলশতং ভারঃ স্যাদ্বিংশতিস্তুলা ।

ত্তি গণণাবেইণো ভণন্তি এযো উণো রাহিআদিণো পচ্চেঅং মহাভারো জং ললিদাএ অপ্পণো মুহেণ ভণিদং । হলা ইমিণা মহাভারেণ কিলিট্ঠাসি ত্তি ॥১৫৩

কৃষ্ণঃ । স্মিতং কৃত্বা । ততঃ ততঃ ॥

মধুমঙ্গলঃ । ভারাণং পঞ্চাসেন মহাভারো ভণিজ্জই অদো ভ্জেব পঞ্চাণং গোইআণং হেঅঙ্গবীণেহিং টঙ্কাণং অসী-

---

মুদ্রা চতুর্থাংশঃ কর্ষঃ সুবর্ণ মুদ্রাঽপরপর্য্যায়ঃ। তৈশ্চতুর্ভিঃ পলং তচ্চ ষোড়শ টঙ্কাঃ পলানাং শতং তুলা সাচ ষোড়শ শতানি টঙ্কাঃ। বিংশতিস্তুলা ভারঃ সচ দ্বাত্রিংশৎ সহস্রাণি টঙ্কা ইতি গণনাবেদিনো ভণন্তি। এষ পুনঃ রাধিকাদেঃ প্রত্যেকং মহাভারঃ যৎ ললিতয়া আত্মনো মুখেন ভণিতং। পূর্ব্বং ভারাবতরণ সময় ইত্যর্থঃ। অনেন মহাভারেণ ক্লিষ্টাসীতি ॥ ১৫৩ ॥

স্মিতমত্র তচ্চাতুর্য্য শ্লাঘা সূচকং। ভারাণাং পঞ্চাশতা মহাভারো ভণ্যতে সচ ষোড়শ লক্ষাণি টঙ্কাঃ। অতএব পঞ্চানাং গোপিকানাং হৈয়ঙ্গবীনৈঃ

এক ভার হয়, গণনাবিদ্ পণ্ডিতেরা এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন ॥

রাধিকা প্রভৃতি গোপীগণের এইরূপ পরিমাণে মহাভার আছে, কেন না পূর্ব্বে ভারাবতরণ সময়ে ললিতা নিজ মুখে বলিয়াছে, সখি! তুমি ভারে ক্লিষ্টা হইয়াছ ॥ ১৫৩ ॥

কৃষ্ণ। (হাস্য করিয়া) তাহার পর, তাহার পর।

মধুমঙ্গল। পঞ্চাশত ভারে এক মহাভার হয়। পাঁচ গোপি-

দি লক্‌খাইং হোন্তি পরং বি ঘট্টআল নিব্বাহণস্‌স টঙ্ক লক্‌খ চউক্কং মএ বড্‌ঢিদং ॥ ১৫৪ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে রসলুব্ধ বর্দ্ধিতমিতি মৃষোক্তং। নূনমুৎকোচ রোচনয়া গণনে সংক্ষিপ্তিরেবাচরিতা। যদত্র ভবদ্গণনয়া হেমটঙ্কানাং চতুরশীতি লক্ষমাত্রং সিদ্ধং ॥ ১৫৫ ॥

মধুমঙ্গলঃ। কৃষ্ণস্য কর্ণে মুখং বিন্যস্য কথনমুদ্রাং চাভিনীয়

টঙ্কানা° অশীতি লক্ষাণি ভবন্তি পরমপি ঘট্টপাল বর্ত্তন নির্ব্বাহণায় টঙ্ক লক্ষ চতুষ্কং ময়া বর্দ্ধিতং এবং চ মিলিত্বা চতুরশীতি লক্ষাণি টঙ্কা গণিতাঃ ॥ ১৫৪ ॥

উৎকোচরোচনয়েতি ঘট্টপালবর্ত্তনস্য রাজচতুর্থাংশত্বেন ন্যায্যত্বাৎ। বিংশতৌ লক্ষেষু বর্দ্ধয়িতব্যেষু লক্ষ চতুষ্টয়মাত্রং ত্বয়া বর্দ্ধিতং অপরাণি ষোড়শ লক্ষাণি এতাভ্যঃ কিঞ্চিন্মাত্র নবনীত প্রাপ্ত্যাশয়া অপলপিতান্যেবেতি ভাবঃ ॥ ১৫৫ ॥

কৃষ্ণস্য কর্ণে মুখং বিন্যস্যেত্যনেন ললিতাদ্যাঃ সখীরেব সমভ্যাহয়তি রাজস্ব

কার হৈয়ঙ্গবীনে অশীতি লক্ষ টঙ্ক হয়, ইহার উপর ঘট্ট পালের জীবিকা নির্ব্বাহার্থ আমি চারিলক্ষ টঙ্ক বর্দ্ধিত করিয়াছি, এই প্রকার মিলিত হইয়া চতুরশীতি লক্ষ টঙ্ক গণিত হইল ॥ ১৫৪ ॥

কৃষ্ণ। সখে! তুমি রসলুব্ধ, শুল্ক বর্দ্ধিত করিলাম এই কথা মিথ্যা বলিয়াছ, যখন তোমার গণনায় হৈমটঙ্কের চতুরশীতি লক্ষ মাত্র হইল, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে তুমি উৎকোচের প্রলোভনে এইরূপ গণনা সংক্ষেপ করিয়াছ ॥ ১৫৫ ॥

মধুমঙ্গল। শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে বদন বিন্যাস পূর্ব্বক কথন মুদ্রা

কিমপ্যকথয়ন্নেব বিশ্লিষ্যতি ॥ ১৫৬ ॥

কৃষ্ণঃ। সস্মিতং। আং বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং সম্যগাচরিতং তদত্রগণিত বিত্তানি যথা ঝটিত্যমূ র্ঘট্ট চত্বরে কূটয়ন্তি তথো-

রূপাষ্টকা রাজ্ঞঃ কৃতে ত্বয়া গ্রাহ্যা এব আত্মবর্তনার্থং ত্বয়া নির্জনবনে নাগরেণ টঙ্কাঃ কথং গ্রাহ্যাঃ কিং ত্বায়ত্যাং তদর্থমাসামেকতবৈব স্বাচ্ছন্দ্যোনোপা দেয়া অতএব ময়া লক্ষ চতুষ্টয়ং যদ্বর্দ্ধিতং তৎ সুবলাদ্যর্থমেব ন ত্বদর্থং ভবতীতি ॥ ১৫৬ ॥

অতএব সস্মিতমিতি তং প্রতি প্রসন্নতা লক্ষণ স্মিতং ললিতাদিভিরভ্য-

অভিনয় করিয়া কিছু না বলিয়াই যেন বদন বিশ্লেষ করিলেন ॥

তাৎপর্য্য। এতদ্দ্বারা ললিতাদি সখীগণের মনো মধ্যে এরূপ বিতর্ক হইল, মধুমঙ্গল যেন শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে এই কথা বলিল, সখে। তুমি রাজার নিমিত্ত রাজস্বরূপ টঙ্ক গ্রহণ কর, কিন্তু আত্মজীবিকার্থ কি প্রকারে টঙ্ক গ্রহণ করিবা, তুমি নাগর এই নির্জন বনে উত্তর কালের নিমিত্ত এই সকল গোপীর মধ্যে এক জনকেই স্বচ্ছন্দে গ্রহণ কর, আমি যে চারি লক্ষ টঙ্ক বর্দ্ধিত করিয়াছি তাহা তোমার নিমিত্ত না হইয়া সুবলাদির নিমিত্তই হইবে ॥ ১৫৬ ॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) তোমার আচরণ সম্যক্ রূপে জ্ঞাত হইলাম। অতএব তোমার গণিত টঙ্ক, যাহাতে ইহারা শীঘ্র ঘট্টচত্বরে উপস্থিত করে তাহার

দ্যমঃ ক্রিয়তাং ॥ ১৫৭ ॥

চিত্রা। দাণিন্দ জই পঞ্চ গগ্‌গরিআণং স্তুলুকং চেচ্চঅ চউর সীদিলক্‌খ প্‌পমাণং সংবুত্তং তদো ণ জাণে মোল্লং বা কেত্তিঅং ॥ ১৫৮ ॥

কৃষ্ণঃ। চিত্রে মৈবং ব্রবীঃ কথমন্যথা দীর্ঘদর্শিনো যাজকা স্তে নির্ভরমনর্ঘাণি বিশ্রাণয়ন্তি মণিমণ্ডলানি ॥ ১৫৯ ॥

নান্দীমুখী। পুক্‌খরিক্‌খণ ণ দুক্করং ক্‌খু ইমাণং এত্থ চউর

হিতং ॥ ১৫৭ ॥

দানীন্দ্র পঞ্চ গর্গরিকাণাং শুল্কমেব চতুরশীতি লক্ষপ্রমাণং সংবৃত্তং ততো ন জানে মুল্যং বা কিয়ৎ ॥ ১৫৮ ॥

বিশ্রণায়ন্তি দদতি বিশ্রাণনং বিতরণমিত্যমরঃ ॥ ১৫৯ ॥

পুষ্করেক্ষণ ন দুষ্করং খলু এতাসাং অত্র চতুরশীতি লক্ষণাং দানং তৎ অনুকলয্য কিমপি সমাধানং চিন্তয়। দুষ্করমিত্যনেন তাসাং পরমাঢ্যত্ব যশঃ প্রখ্যাপনয়া তাসু স্বপক্ষপাতো জ্ঞাপিতঃ। সচ তাসাং দান ব্যবহারো

উদ্যম কর ॥ ১৫৭ ॥

চিত্রা। অহে দানীন্দ্র! যদি পঞ্চ গর্গরীর চতুরশীতি লক্ষ টঙ্ক হইল, তবে জানিতে পারিলাম না যে, বস্তুর মূল্য কত হইবে ॥ ১৫৮ ॥

কৃষ্ণ। চিত্রে! এরূপ বলিও না, ইহা যদি অমূল্যই না হইবে তবে কেন দীর্ঘদর্শি যাজ্ঞিকেরা ইহার মূল্য স্বরূপ অমূল্য মণি ভূষণ সকল প্রদান করিবেন? ॥ ১৫৯ ॥

নান্দীমুখী। হে পদ্মনেত্র! এই সকল গোপরমণীদিগের

সীদিলক্খাণং দাণং তা অণুকম্পিঅ সমাহাণং চিন্তেহি
॥ ১৬০ ॥

মধুমঙ্গলঃ। পিঅবঅস্স ণান্দীমুহীএ সুত্তিদং একেকসো চউরসীদিলক্খ জীঅজাদরূবেহিন্তো ভুইট্ঠং বরিট্ঠরূবাও হোন্তি ইমাও ॥ ১৬১ ॥
ইত্যর্দ্ধোক্তে স্মিত্বা মুখং ব্যাবর্ত্তয়তি।

বাহুঃ অভিলষিত বস্তুন্যস্তয়েত্তু বাস্তব এব ॥ ১৬০ ॥

প্রিয়বয়স্য নান্দীমুখ্যা সূত্রিতমিতি সূত্রং কৃতমিত্যর্থঃ। ময়াতু তদ্বৃত্তি ক্রিয়তে ইতি অবধীয়তামিত্যাহ একেতি একৈকশ চতুরশীতি লক্ষ জীবজাত রূপেভ্যো ভূয়িষ্ঠং রূপা ভবন্তি ইমাঃ। চতুরশীতি লক্ষাণি জীবানি পরমদ্যুতিময়ানি জাত রূপাণি স্বর্ণানি তেভ্যো বরিষ্ঠ রূপাঃ ইত্যর্থঃ। যদ্বা জীবিকা রূপাণি জাত রূপাণি স্বর্ণানি তেভ্যো বরিষ্ঠ রূপাঃ। পক্ষে চতুরশীতি লক্ষাণি জীবানাং জাতানি জাতয়স্তেষাং রূপেভ্যঃ সৌন্দর্য্যেভ্যঃ বরিষ্ঠসৌন্দর্য্যাঃ ॥ ১৬১ ॥

মুখং ব্যাবর্ত্তয়তি ইতি ময়া বৃত্তিমাত্রং কৃতং বাক্যার্থ তাৎপর্য্য রূপমুদাহ-

---

চতুরশীতি লক্ষ দান দুষ্কর নহে, কিন্তু তাহা কিরূপে সমাধান হইবে চিন্তা কর ॥ ১৬০ ॥

মধুমঙ্গল। প্রিয় বয়স্য! নান্দীমুখী সংক্ষেপে কহিলেন, ইহারা এক একটী চতুরশীতি লক্ষ জীব জাতরূপ হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ চতুরশীতি লক্ষ জীব জাতির এবং সুবর্ণের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা ইহারা অতিশয় বরিষ্ঠা ॥ ১৬১ ॥

এই কথা অর্দ্ধ উচ্চারণ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া মুখ ফিরাইলেন ॥

কৃষ্ণঃ। সখে সম্যগাকলিতং তেনাত্র কাপ্যেকতরা গৃহ্যতা মিতি নান্দীমুখ্যাঃ শিক্ষাচাতুরী ॥ ১৬২ ॥

ললিতা। সোৎপ্রাসস্মিতং এদং ক্খু মণোরহ মেত্তেণ দক্খা ভক্খণং অদক্খস্স লোলুহ কীরযুআণস্স ॥ ১৬৩ ॥

কৃষ্ণঃ। শ্রিয়া নাতীব তারতম্যবতীষপ্যেতাসু ললিতা জীবোত্তরেব রাজীবলোচনেয়ং মহ্যমভিরোচতে।

বৃন্দা। নিকুঞ্জ যুবরাজ নিহ্নুতমণি মণ্ডলেয়ং রাধা তদেষা

রণস্ত ত্বয়ৈব কথ্যতাং আভ্যো লজ্জা সংকোচাভ্যাং কথয়িতুমশক্যত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১৬২ ॥

এতৎ খলু মনোরথমাত্রেণ দ্রাক্ষা ভক্ষণং অদক্ষস্য লোলুপ কীরযূনঃ ॥ ১৬৩

নিহ্নুতমণিমণ্ডলা ইত্যনেন রাজস্বার্থং দ্রব্যমাত্রমেব ত্বয়া গৃহীতুং ন্যব-

---

তাৎপর্য্য। সখে! আমি সূত্রের বৃত্তি মাত্র করিলাম, তুমি বাক্যার্থের তাৎপর্য্য রূপ উদাহরণ বর্ণন কর॥

কৃষ্ণ। সখে! শুনিলাক্ত, নান্দীমুখীর শিক্ষাচাতুরী এই যে, ইহাদের মধ্যে কোন একটীকে গ্রহণ করা॥ ১৬২ ॥

ললিতা। (উচ্চ হাস্য করিয়া) ইহা কেবল অদক্ষ লোলুপ যুবক শুক পক্ষির দ্রাক্ষা ভক্ষণের ন্যায় মনোরথ মাত্র॥ ১৬৩ ॥

কৃষ্ণ। শোভা দ্বারা এই সকল রমণী অতিশয় তারতম্যবর্ত্তী না হইলেও ইহাদের মধ্যে জীবশ্রেষ্ঠা পদ্মাক্ষী এই ললিতার প্রতি আমার অভিরুচি হইতেছে॥

বৃন্দা। নিকুঞ্জ যুবরাজ! শ্রীরাধা মণিভূষণ সকল গোপন করিয়াছেন অতএব এই ভূরিভূষণ ভূষিতা ললিতা দ্বারাই

ভূরিভূষণভূষিতা ললিতৈব শুল্ককার্য্যায় পর্য্যাপ্নোতি ॥ ১৬৪

কৃষ্ণঃ। সেয়ং মুগ্ধে শিখরদশনা পদ্মরাগাধরৌষ্ঠী
রাজন্মুক্তা স্মিত মধুরিমা চন্দ্রকান্তাস্যবিম্বা।
উদ্দীপ্তেন্দ্রোপলকচরুচিঃ পশ্য হী রাধিকেতি
ত্যক্তুং যুক্তা ন কিল তরুণী রত্নমালা মহিষ্ঠা॥
ইতি রাধামনুসর্পতি।

রাধা। লীলাসাধ্বসাতিরেকমভিনয়ন্তী। সহি বিসাহে পরি-

সীয়তে নত্বন্তপেতি তস্মিন্ পক্ষপাতো বাঞ্ছিতঃ ॥ ১৬৪ ॥

তরুণী রত্নানাং যুবতী শ্রেষ্ঠানাং মালাসু পঙ্ক্তিষু মহিষ্ঠা মতত্বমা রত্নং স্বজাতি শ্রেষ্ঠে চেত্যমরঃ। পক্ষে ইয়ং রত্নমালা মণিশ্রেণী কীদৃশী তরুণী অতি নির্দোষ কান্তিমতীত্যর্থঃ। যদ্বা ইয়ং তরুণী রত্নমালাভি মহিষ্ঠা। রত্নান্যেব বিবৃণোতি শিখরেত্যাদিনা পক্ক দাড়িম্ব বীজাভং মাণিক্যং শিখরং বিদুরিত্যভিধানাত্তাদৃশ মাণিক্যান্যেব দন্ততয়া তস্যাং তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ। এবং

শুল্ক কার্য্যের পর্য্যাপ্তি হইবে ॥ ১৬৪ ॥

কৃষ্ণ। হে মুগ্ধে। অবলোকন কর, যিনি পক্কদাড়িম্ব বীজ সদৃশ মাণিক্য দশনা, যাঁহার অধরৌষ্ঠ পদ্মরাগমণি তুল্য, বদনে মুক্তা ফলের ন্যায় মধুর হাস্য বিরাজমান, মুখ বিম্ব চন্দ্রকান্তমণির ন্যায় শোভান্বিত কেশকলাপ ইন্দ্রমণি তুল্য দীপ্তিশালি এবং যিনি সমস্ত তরুণীরত্নের প্রধানা, সেই এই শ্রীরাধাকে পরিত্যাগ করা উপযুক্ত নহে। এই বলিয়া শ্রীরাধার দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥

রাধা। (লীলা বশতঃ অতিশয় সাধ্বস অভিনয় করিয়া)

ত্তাহি পরিত্তাহি ইতি সভ্রূভঙ্গমপসর্পতি ॥ ১৬৫ ॥

বিশাখা। ভো দুব্বার বারণ ইমাএ দুল্ললিদাএ মহাবারীএ অদিক্কমে সংবুত্তে চ্চেঅ চম্পঅলদাদি বেড্‌ঢিদাএ অমিঅ সরসীএ বিগ্‌গহণং দে সুলহং ॥ ১৬৬ ॥

ললিতা। হংহো কুম্ভসম্ভঅ প্‌পিঅগিরিন্দসিন্ধুর এসা ণ

সর্ব্বত্র ব্যাখ্যেয়ং। হীতি বিস্ময়ে রাধিকা ইতি তরুণীপক্ষে হীরৈঃ হীরকৈ রধিকা ॥ ১৬৫ ॥

ভো দুর্ব্বার বারণ অস্যা দুর্ল্লিতায়া ললিতায়া মহাবার্য্যা অতিক্রমে সংবৃত্তে এব চম্পকলতাদি বেষ্টিতায়া অমৃতসরস্যা বিগাহনং তে সুলভং হে বারণ হস্তিন্ দুর্ল্লিতায়া দুরতি ক্রমাণীয়ায়াঃ। গজবন্ধনীত্যমরঃ ॥ ১৬৬ ॥

হংহো কুম্ভসম্ভব প্রিয় গিরীন্দ্র সিন্ধুর এষা ন খলু যুক্তা অতিভূমিঃ। কুম্ভসম্ভবোঽগস্ত্যঃ তস্য প্রিয়ো গিরিন্দ্রো বিন্ধ্য তস্য সিন্ধুর হে তত্রত্য মত্ত

সখি বিশাখে! পরিত্রাণ কর পরিত্রাণ কর, এই বলিতে বলিতে ভ্রূভঙ্গের সহিত পলায়ন করিতে লাগিলেন॥১৬৫

বিশাখা। ভো দুর্ব্বার বারণ! অর্থাৎ হে অনিবার্য্য হস্তিন্! দুরতিক্রমণীয়া ললিতার বিপুল গজবন্ধনীর অতিক্রম সম্পন্ন হইলে চম্পকলতাদি বেষ্টিতা অমৃত সরসীর অবগাহন তোমার পক্ষে সুলভ হইবে ॥ ১৬৬ ॥

ললিতা। হে বিন্ধ্যাচলচারি মত্তকরীন্দ্র! এ ভূমি অতিক্রমণ করিবার সঙ্গত নয় ॥

তাৎপর্য্য। ইঙ্গিত দ্বারা ললিতার এই কথা বলা হইল, বিন্ধ্যগিরি যেমন মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া সূর্য্যকেও

কখু যুত্তা অদিভুমী ॥ ১৬৭ ॥

বৃন্দা। অপবার্য্য। সখি ললিতে চাটুভিরভ্যর্থমানাসি মনাগদ্য তূষ্ণীং ভব। পশ্যামি ভাবোল্লাসিতামনয়োর্ব্যাবহাসীং ॥ ১৬৮ ॥

কৃষ্ণঃ। সদ্মনর্দ্দিনি কিং পলায়সে শুল্কমপ্রদায় দুর্ল্লভা তে পদাদপি পদান্তর গতিঃ ॥ ১৬৯ ॥

হস্তিন্নিত্যর্থঃ। বিন্ধ্যো যথা মর্য্যাদাতিক্রম্য সূর্য্যমপি নিরুরোধ তথৈব ত্বমপি রাধাং নিরুণৎসীত্যর্থঃ। অতিভূমিরতিক্রমঃ পক্ষে সংকোচঃ ॥ ১৬৭ ॥

ভাবৈরীর্ষা গর্ব্ব হর্ষাদিভি রুল্লাসিতাং ব্যবহাসীং পরস্পর নর্ম্মোক্তি চেষ্টা মিত্যর্থঃ ॥ ১৬৮ ॥

হে সদ্মনর্দ্দিনি হে গেহনর্দ্দিনি ললিতাদ্যাশ্রয়বলমাত্রমবলম্ব্যৈব স্বতো দুর্ব্বলাপি মুধাটোপমাত্রেণৈব নর্দ্দসীত্যর্থঃ ॥ ১৬৯ ॥

নিরোধ করিয়াছিল তাহার ন্যায় তুমিও শ্রীরাধাকে নিরোধ কর ॥ ১৬৭ ॥

বৃন্দা। (ব্যবধান করিয়া) সখি ললিতে! চাটুবাক্য দ্বারা প্রার্থনা করিতেছি, তুমি এক্ষণে ঈষৎ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর, আমি শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঈর্ষা গর্ব্ব ও হর্ষাদি নিবন্ধন উল্লাসিত পরস্পর নর্ম্মোক্তি চেষ্টা সকল সন্দর্শন করি ॥ ১৬৮ ॥

কৃষ্ণ। গৃহনর্দ্দিনি! অর্থাৎ তুমি নিজে দুর্ব্বলা, ললিতাদির আশ্রয় বল মাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক দর্প করিয়া বৃথা নর্দ্দন করিতেছ, যাহা হউক, শুল্ক না দিয়া কি পলায়ন করিতেছ? তোমার পদ হইতে পদান্তর গতি দুর্ল্লভা ॥ ১৬৯

রাধা। কিং অহ্মে বণিজ্জ জীবিআও জং ঘট্টআলাদো তুঅত্তো ভএণ পলাইস্সহ্ম ॥ ১৭০ ॥

কৃষ্ণঃ। সাধু সাধু, ক্ষণং স্থিরীভব যাবদেষ তে পয়োধরো

কিং বয়ং বাণিজ্যজীবিকাঃ যদ্‌ঘট্টপালাৎ ত্বত্তো ভয়েন পলায়িষ্যামহে। বাণিজ্যমেব আজীবিকা বার্ত্তা যাসাং তাঃ ॥ ১৭০ ॥

পয়োধরোপরি মেঘোপরি স্তনোপরি চ। নক্ষত্র মালাং উড়ুশ্রেণীং মুক্তা মালাং চ। সৈব নক্ষত্রমালা স্যাৎ সপ্ত বিংশতি মৌক্তিকৈরিত্যমরঃ। অপহর্ত্তুং নির্ব্বাপয়িতুং আক্রষ্টুঞ্চ কল্যতাং সমর্থতাং প্রাতঃকালত্বং চ। প্রত্যূষোঽহর্ম্মুখং কল্য উষঃ প্রত্যূষসী অপীতি। কল্যৌ সজ্জ নিরাময়ৌ ইতি

শ্রীরাধা। আমরা কি বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করি, একারণ তুমি যে ঘট্টপাল তোমার ভয়ে পলায়ন করিব ॥ ১৭০ ॥

কৃষ্ণ। ভাল ভাল, ক্ষণকাল স্থির হও, যে পর্য্যন্ত আমি তোমার পয়োধরোপরি নক্ষত্র মালা (মুক্তাহার) অপহরণার্থ কল্য অর্থাৎ সামর্থ্য প্রকাশ না করি ॥

তাৎপর্য্য। শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধাকে কহিলেন তাহার অর্থ দুই প্রকার, পয়োধর শব্দে স্তন এবং মেঘ। নক্ষত্র মালা শব্দে নক্ষত্রশ্রেণী ও সপ্তবিংশতি মুক্তাদ্বারা নির্ম্মিত মালা। অপহরণ শব্দে নির্ব্বাপণ ও বল পূর্ব্বক গ্রহণ এবং কল্য শব্দে সমর্থ ও প্রাতঃকাল ॥

মেঘ পক্ষের অর্থ এই, রাধে! তুমি ক্ষণকাল স্থীর হও যাবৎ মেঘোপরি নক্ষত্র শ্রেণীকে নির্ব্বাপণ করিবার

পরি বিলক্ষিতাং নক্ষত্রমালামপহর্ত্তুং কল্যতামাসাদয়ামি ॥ ১৭১ ॥

রাধা। এসা সুদীহতমা তামসী সামা তা কুদো কল্লস্স অব্ভুগ্গমা সঙ্কাবি ॥ ১৭২ ॥

কৃষ্ণঃ। স্মিতং কৃত্বা। প্রোল্লসচ্চণ্ডকরে প্রফুল্ল পুণ্ডরীকে

চামরঃ ॥ ১৭১ ॥

এষা সুদীর্ঘতমা তামসী শ্যামা তৎ কুতঃ কল্যস্যাভ্যুদ্গমাশঙ্কাপি। সুদীর্ঘতমা তামসী কৃষ্ণপক্ষীয়া রাত্রী শ্যামা স্যাৎ শারিবা নিশেতি বিশ্বঃ। পক্ষে অতি দীর্ঘতয়া প্রাপ্তুং প্রমাতুং চাশক্যেত্যর্থঃ। তামসী কোপবতী শ্যামা সল্লক্ষণা নায়িকা অতঃ কল্যস্য সমর্থস্যাপি ॥ ১৭২ ॥

প্রোল্লাসচ্চণ্ডকরে প্রোদ্যৎসূর্য্যে পক্ষে প্রোল্লসন্তৌ চণ্ডৌ করৌ পাণী যস্য তস্মিন্ প্রফুল্লানি পুণ্ডরীকানাং কমলানাং ঈক্ষণানি নেত্রাণি যস্মাৎ তস্মিন্।

নিমিত্ত প্রাতঃকাল নিষ্পন্ন না করি ॥ ১৭১ ॥

রাধা। এই অতি দীর্ঘতমা কৃষ্ণ পক্ষীয়া রজনী অতএব কি প্রকারে কল্যের অর্থাৎ প্রাতঃকালের আগমন আশঙ্কা হইবে ॥

পক্ষান্তরের অর্থ। মেঘ পক্ষে অতি দীর্ঘ প্রযুক্ত গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবা না। অথবা পরম কোপবতী সল্লক্ষণ শ্যামা নায়িকাকে সমর্থ ব্যক্তিও প্রাপ্ত হইতে পারে না ॥ ১৭২ ॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) কমল কলাপের লোচনচয় উন্মীলন করিয়া তীক্ষ্ণরশ্মি সূর্য্যের উদয় হইলে তামসী

ক্ষণে বিস্ফুরতি হারিতভারোরুহারা স্খলিত তমিস্র
বসনা তামসী শ্যামা স্বয়মেব সদা পলায়তে ॥ ১৭৩ ॥

রাধা। হন্ত সূর রাহু খণ্ডেন কখু চণ্ডঅরসস্স চণ্ডিমা ॥ ১৭৪ ॥

শীতকালে ভবেদুষ্ণী গ্রীষ্মকালেচ শীতলা। পদ্ম গন্ধিমুখং যস্যা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা। পক্ষে ফুল্ল কমললোচনে ময়ি বিস্ফুরতি সতি তারা নক্ষত্রাণি মুক্তা মালাশ্চ তমিস্র রূপং বসনং পক্ষে নীলবস্ত্রঞ্চ ॥ ১৭৩ ॥

হে সূর রাহুখানে ন খলু চণ্ডকরস্য চণ্ডিমা তেজঃ সদ্যএব উপরাগেন তস্য তেজোহ্রাসাৎ। পক্ষে হে সূর বীর রাধোত্থানে ন চণ্ডস্য করস্য ॥ ১৭৪ ॥

রজনীর তারারূপ বিশাল হার অপহৃত হয় এবং অন্ধকার ময় বসন স্খলিত হইয়া পড়ে একারণ সে সতত স্বয়ংই পলায়ন করিয়া থাকে ॥

পক্ষান্তরের অর্থ। বিরাজিত আজানুলম্বিত বাহুশালী পুণ্ডরীক লোচন আমি অগ্রে স্ফূর্ত্তিশীল হইলে শ্যামা স্ত্রীর মুক্তাহার অপহৃত এবং নীল বসন স্খলিত হওয়ায় সে সর্ব্বদা স্বয়ংই পলায়ন করে ॥ ১৭৩ ॥

শ্রীরাধা। হা কষ্ট! হে সূর! রাহুর উদয় হইলে কখনই চণ্ড করের চণ্ডিমা অর্থাৎ তেজঃ থাকে না, কারণ উপরাগ নিবন্ধন তাহার তেজ হ্রাস হইয়া যায় ॥

পক্ষান্তরের অর্থ। হে সূর অর্থাৎ হে বীর! রাধার উত্থান হইলে তোমার প্রচণ্ড হস্তের আর পরাক্রম থাকিবে না ॥ ১৭৪ ॥

কৃষ্ণঃ। পশ্য দুর্ব্বিষহতা যুতোঽয়ং চক্রলক্ষ্মা কথং তদুত্থানং সম্ভাব্যতে ॥ ১৭৫ ॥

রাধা। বিহস্য হস্ত ফুক্কার দুব্বিসেণ হদাজুদ চক্কলক্খণ ণাঅরণাঅ মোহদাইণং বিষাণং মহাসারং কিত্তি উল্লাসেসি তুমং গহ্বরং গদুঅ মুরলীআ ণাইণীং

দুর্বিষহতা দুঃসহত্বং তেন যুক্তোঽয়ং চক্রলক্ষ্মা রেখাময় চিহ্নধারী ইতি দক্ষিণ করতলং দর্শয়তি তদুত্থানং তস্য রাহোরুত্থানং চক্রদর্শনাৎ স বিভেতীত্যর্থঃ ॥ ১৭৫ ॥

বিহস্যেতি তদ্বাক্যস্যার্থান্তর করণায় সরস্বতী সাহায্যমেব সূচয়তি। হস্ত ফুৎকার দুর্বিষেণ হতাযুত চক্রলক্ষণ নাগর নাগ মোহদায়িনং বিষাণং মহাসারং কিমিতি উল্লাসয়সি ত্বং গহ্বরং গত্বা মুরলীকা নাগিনীং চুম্ব চক্রলক্ষণ

কৃষ্ণ। দক্ষিণ হস্ত উত্তান করিয়া কহিলেন দেখ অসংখ্য চক্র চিহ্ন ধারী এই হস্ত, ইহার অগ্রে কি প্রকারে রাহুর উত্থান হইবে? চক্রদর্শনে সে ভীত হইয়া থাকে ॥ ১৭৫ ॥

শ্রীরাধা। (উচ্চ হাস্য করিয়া) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে হস্তে চক্র চিহ্ন দেখাইলেন, তাহাতে চক্র ধারণ এই তদীয় বাক্যের অর্থান্তর কল্পনা করিয়া কহিলেন, হে অযুত চক্র চিহ্ন নাগর নাগ! অর্থাৎ হে নগরসম্বন্ধীয় অযুত চক্র চিহ্ন ধারী সর্প! হায়! তোমার ফুৎকার রূপ দুর্বিষ দ্বারা আমি যে হত হইলাম, মোহদায়ি বিষাণ রূপ মহাবৃষ্টি করিয়া কি উল্লাস প্রদান করিতেছ? গিরিগহ্বরে গিয়া

চুম্বেহি ॥ ১৭৬ ॥

কৃষ্ণঃ। শুল্ক নাগরি তথ্যমেব নাগরনাগঃ সুপ্রতীকোঽয়ং যৎ পদ্মিনীনাং করহাটকমাক্রোষ্টুকামো মহাসারং বিষাণমুল্লাসয়তি ॥ ১৭৭ ॥

ফণচিহ্নধারি নগর সম্বন্ধি মহাসর্পা মহান্ত· আসারং ধারাসম্পাতং॥ ১৭৬ ॥

নাগরনাগঃ নাগরশ্রেষ্ঠঃ সুপ্রতীকঃ শোভনাঙ্গঃ অঙ্গং প্রতিকোঽবয়ব ইত্যমরঃ। পক্ষে সুপ্রতীকো দিগ্গজঃ গজেপি নাগ মাতঙ্গা বিত্যমরঃ পদ্মিনীনাং কমলিনীনাং করহাটঃ শিফা কন্দ ইত্যমরঃ। পক্ষে করয়োর্হাটক· স্বর্ণ কঙ্কনং বিষাণং দন্তঃ পক্ষে শৃঙ্গং। বিষাণং পশুশৃঙ্গেভ দন্তয়োরিত্যমরঃ ॥ ১৭৭

মুরলীকা নাগিনীকে চুম্বন কর ॥ ১৭৬ ॥

কৃষ্ণ। শ্রীরাধা যে নাগ শব্দে সর্প বর্ণন করিয়াছিলেন তাহাতে সর্পার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নাগশব্দের শ্রেষ্ঠার্থ গ্রহণ করিয়া উত্তর করিলেন হে শুল্কনাগরি! এই সল্লক্ষণ জন শোভনাঙ্গ নাগর নাগ একথা যথার্থই বলিয়াছ, কারণ ইনি পদ্মিনীদিগের করহাটক অর্থাৎ স্বর্ণকঙ্কণ আকর্ষণার্থ মহাসার বিষাণ বাদ্য করিতেছেন ॥

নাগ শব্দে হস্তি অর্থ গ্রহণ করিয়া পক্ষান্তরের অর্থ এই যে, হে শুল্কনাগরি! এই নাগর নাগ সুপ্রতীক অর্থাৎ দিগ্গজ স্বরূপ, এ কমলিনী সকলের করহাট (মূল) আকর্ষণ করিবার অভিলাষে মহাসার দন্ত উল্লাসিত করিতেছে ॥ ১৭৭ ॥

রাধা। পউমিণীএ বরাডসস্ বি অপ্পদাণং জাণীহি ॥ ১৭৮

কৃষ্ণঃ। স্মিত্বা কামিনি বরাটকয়া অপি কিমাত্মদানং কর্ত্তু-
মুদ্যতাসি যদয়মর্থগ্রহীল চক্রবর্ত্তী নাঙ্গনাভিস্তুষ্যতি ॥ ১৭৯

রাধা। সোহং প্রাসং বিহস্য হন্ত কুড়ঘট্টমণ্ডলাহণ্ডল পসিদ

পদ্মিন্যা বরাটকস্যাপি অপ্রদানং জানীহি বরাটকো বীজকোষঃ পক্ষে কপর্দ্দকঃ ॥ ১৭৮ ॥

তদ্বাক্যে প্রাকৃতস্যার্থান্তরে প্রত্যুবাচ কামিনীতি স্বমুখেনৈব তব প্রার্থনাদিতি ভাবঃ। বরাটঅসসেত্যস্য বরাটায়েত্যর্থঃ। অপ্পদান মিত্যস্যাত্মদানং ॥ ১৭৯ ॥

শুল্কক্বতে স্বয়মেব কারুণ্যেন গৃহাণ ইমং জনমিতি নিরুদ্ধ লক্ষণয়া কাক্বা

শ্রীরাধা। পদ্মপক্ষ অবলম্বন করিয়া কহিলেন। অহে হস্তিন্! পদ্মিনী সকল বরাটক অর্থাৎ বীজকোষও প্রদান করিবে না জানিও ॥

পক্ষান্তরে পদ্মিনীনায়িকা এক বরাটক অর্থাৎ এক-পর্দ্দকও প্রদান করিবে না জানিও ॥ ১৭৮ ॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) শ্রীরাধার বাক্যে প্রাকৃত শব্দের অর্থান্তর কল্পনা করিয়া কহিলেন হে কামিনি! তুমি বরাটকের নিমিত্ত আত্ম দান করিতে উদ্যত হইয়াছ, ইনি অর্থগ্রাহী চক্রবর্ত্তী, অতএব বহু বহু অঙ্গনা দ্বারা পরিতুষ্ট হয়েন না ॥ ১৭৯ ॥

শ্রীরাধা। (প্রিয়বাক্যের সহিত হাস্য করিয়া) কি দুঃখের বিষয়, হে কুটঘট্ট মণ্ডলেন্দ্র! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও, শুল্ক

পসিদ সুলুক্কিদে সঅং চ্চেঅ কারুণ্ণেন গেহ্ন ইমং জণং ॥ ১৮০ ॥

কৃষ্ণঃ। স্ফুটং বিহস্য চণ্ডি স্বার্থ পণ্ডিতাসি যদুপহাস মুদ্রয়ৈব কৃত কাকুভঙ্গিভরেণ ভবত্যা বাস্তবে পর্য্যবসায্যতে। ততস্তথ্যমাকর্ণয় ॥ ১৮১ ॥

গব্যভার ভরভুগ্ন কন্ধরাং
ত্বদ্বিধাং বিধুরগাত্রি মদ্বিধঃ।

উক্তিঃ ॥ ১৮০ ॥

স্ফুট বিহস্যেতি গব্যভারেতি বিবিক্ষিত শ্লোকার্থ স্মরণাৎ। বাস্তবেতু ন পুনরত্যন্ত তিরস্কৃত বাচ্যো ধ্বনিরয়মিতি ॥ ১৮১ ॥

পদা চরণেন কিং পুনঃ পাণিনা হাসদম্ভতঃ উপহাসচ্ছলাৎ ॥ ১৮২ ॥

নিমিত্ত স্বয়ংই কারণ্য প্রকাশ করিয়া এই জনকে গ্রহণ কর ॥ ১৮০ ॥

কৃষ্ণ। (গব্য ভার ভর বক্ষ্যমাণ শ্লোক স্মরণ হওয়াতে স্পষ্ট রূপে হাস্য করিয়া) হে কোপনে। তুমি স্বার্থ বিষয়ে পণ্ডিতা হইয়াছ, যে হেতু উপহাস মুদ্রা দ্বারা কাকুবাক্য প্রয়োগ করিলা, তোমার ভঙ্গীভর দ্বারা বাস্তবার্থে পর্য্যব-সান হইল, অর্থাৎ উপহাস রূপে পরিগণিত হইল অতএব তথ্য শ্রবণ কর ॥ ১৮১ ॥

হে বিধুরগাত্রি। হা কষ্ট! তোমার মত গব্য ভার ভরে যাহার কন্ধরদেশ বক্র হইয়াছে এমত রমণীকে মাদৃশ জন হস্তের কথা ত দূরে থাকুক, পদের দ্বারাও

প্রষ্টুমপ্যহহ লজ্জতে পদা
দৈন্যমাচর ন হাস দম্ভতঃ ॥ ১৮২ ॥

রাধা। স্মিত্বা ইমং চ্চেঅ মহাবিড়ম্বণে বিকিজ্জন্তম্মি সুষ্ঠু
সক্কার বুদ্ধিএ দপ্‌পুদ্ধুরদা ণাম ভণীঅদি ॥ ১৮৩ ॥
সিঙ্গারোইদ দামা বিঅক্‌খণো হোসি সব্বদো ভদ্দ।

ইয়মেব মহাবিড়ম্বনেপি ক্রিয়মাণে সতি সুষ্ঠু সৎকার বুদ্ধ্যা দর্পোদ্ধুরতা নাম ভণ্যতে ॥ ১৮৩ ॥

শৃঙ্গারোপিতদামা বিলক্ষণো ভবসি সর্ব্বতো ভদ্র। কলিতে জম্বুলগুড়ে প্রসাদমননেন যৎ ফুল্লঃ। হে ভদ্র বলীবর্দ্দ উক্ষা ভদ্র, বলীবর্দ্দ ইত্যমরঃ। জম্বুলে ক্লেদ বিরসে গুড়ে কলিতে দত্তে সতি মম মহানাদরোঽয়ং কৃত ইতি ফুল্ল পক্ষে মস্তকার্পিতমাল্যঃ অথবা সর্ব্বতোমঙ্গল শৃঙ্গারোচিত দামা ভবসি তথাপি জম্বুসম্বন্ধিনি লগুড়ে গবাং পালনার্থং কলিতে সত্যেব ত্বং ফুল্লঃ। তচ্চ

স্পর্শ করিতে লজ্জা বোধ করে, অতএব উপহাস ছলে দৈন্য করিও না ॥ ১৮২ ॥

শ্রীরাধা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) এ ব্যক্তির মহা বিড়ম্বনা করিলেও এ সুন্দর সৎকার বুদ্ধি দ্বারা দর্প বিনাশই ব্যক্ত করিতেছে ॥ ১৮৩ ॥

হে সর্ব্বতোভদ্র! তুমি শৃঙ্গারোপিতদামা অর্থাৎ বেশ নিমিত্ত মালা আরোপণ করিয়া বিলক্ষণ হইয়াছ, যে হেতু জম্বুলগুড়ে প্রসন্নতা বোধে তোমাকে প্রফুল্ল দেখিতেছি ॥ উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য। ভদ্র শব্দের অর্থ বলীবর্দ্দ অর্থাৎ ঢুপিঠিয়া বলদ, ভূষার নিমিত্ত রজ্জু বন্ধন,

কলিদে জম্বুলউড়ে পসাদ মণণেণ জং ফুল্লো ॥

সর্ব্বাঃ। সশব্দং হসন্তি ॥

কৃষ্ণঃ। সম্প্রতি বাণী বিশ্রাম্যতু পাণী হীরকহারং হরতাং ॥ ১৮৪ ॥

রাধা। পাণিপল্লঅস্স কুদো বজ্জাণং প্ফংসণে সাহসং তা অলং মুহাডোবেণ এষা তুম্মাণং পেক্খন্তাণং চলিদম্হি ॥ ১৮৫ ॥

রিতং বিড়ম্বনমেব আদর রূপতয়া মন্তসে ইত্যর্থঃ ॥ ১৮৪ ॥

পাণিপল্লবস্য কুতো বজ্রাণাং স্পর্শনে সাহসং তদলং মুখাটোপেন এষা যুষ্মাকং প্রেক্ষমাণানাং চলিতাস্মি ॥ ১৮৫ ॥

জম্বুলগুড় শব্দে অক্ষর বিশ্লেষ করিয়া জম্বুল শব্দে ক্লেদ বিরস এবং গুড় অর্থাৎ পচাগুড় দিয়া আমার মহা আদর করিল এই বিবেচনায় অতিশয় প্রফুল্ল হইতেছ।

পক্ষান্তরের অর্থ। হে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল স্বরূপ! তুমি মস্তকে শৃঙ্গার উচিত অর্থাৎ বেশোচিত মালা ধারণ পূর্ব্বক অতিশয় সুশোভিত হইয়াছ; গো পালনার্থ জম্বুকাষ্ঠের লগুড় ধারণ করিয়া আদর জ্ঞানে প্রফুল্ল হইতেছ ॥

সকলে। উচ্চ হাস্য করিলেন ॥

কৃষ্ণ। সম্প্রতি বাক্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই, হস্তদ্বয় হীরক হার হরণ করুক ॥ ১৮৪ ॥

শ্রীরাধা। কোথা হইতে কর পল্লবের হীরক গ্রহণে সাহস হইবে, মুখগর্ব্বের প্রয়োজন নাই, তোমরা দেখিতে

কৃষ্ণঃ। সুদীর্ঘ কুন্তল পক্ষাসি ততঃ স্ফুটমুড্ডীয় গমিষ্যসি ॥ ১৮৬ ॥

রাধা। সব্বদাহিসারিআ সহস্‌স সেআরদ ণাহং সারী জং উড্ডীঅস্‌সং ॥ ১৮৭ ॥

কৃষ্ণঃ। লোলাক্ষ দায়ভঞ্জনাদষ্টাপদমভিধৃতাসি পুরঃ।

সুদীর্ঘাঃ কুন্তলা এব পক্ষা যস্যাঃ সা পক্ষে কুন্তলপক্ষঃ কেশসমূহঃ। পাশঃ পক্ষশ্চ হস্তশ্চ কলাপার্থা কচাৎ পর ইত্যমরঃ ॥ ১৮৬ ॥

সর্ব্বদাভিসারিকা সহস্র সেবারত নাহং শারী যৎ উড্ডয়িষ্যে ভাষাশ্লেষেণ অভিসারিকা সহস্র সেবারত হে বনলম্পট ইত্যর্থঃ ॥ ১৮৭ ॥

লোলৌ অক্ষৌ পাশকৌ তয়োর্দায় ভঞ্জনাৎ অষ্টাপদং শারিপট্টমভি লক্ষীকৃত্য ধৃতাসি। অষ্টাপদং শারিফলমিত্যমরঃ। পক্ষে লোলাক্ষস্য চপল-

---

থাক, এই আমি চলিলাম ॥ ৮৫ ॥

কৃষ্ণ। তোমার সুদীর্ঘ কেশ গুলিই পক্ষ হইয়াছে, অতএব স্পষ্টই বোধ হইল তুমি উড়িয়া যাইবা ॥ ১৮৬ ॥

শ্রীরাধা। হে অভিসারিকা সহস্র সেবারত। আমি শারী নহি যে উড়িয়া যাইব ॥ ১৮৭ ॥

কৃষ্ণ। চঞ্চল পাশক দ্বয়ের দায় ভজন হেতু, শারিপট্ট উপলক্ষে তুমি আমার- অগ্রে ধৃতা হইয়াছ। অতএব শৃঙ্খল দ্বারা বন্ধন করিব ॥

অথবা চপলনেত্র যে আমি, আমার শুল্ক রূপ দায় ভজন হেতু চতুরশীতি লক্ষ স্বর্ণটঙ্ক উপলক্ষে আমার অগ্রে ধৃতা হইয়াছ অতএব বাহুরূপ পাশ দ্বারা তোমাকে

ইতি সারী ভবসি ত্বং শৃঙ্খলয়িষ্যাম্যতো ভবতীং।
ইতি পাণিমাধাতুমিচ্ছতি ॥ ১৮৮ ॥

রাধা। হদ্ধী হদ্ধী নূনং এষো মহামম্মহস্‌স সেআএ পহাবো জং পইব্বদা প্‌ফংসে পাপাদো দে ভয়ং ণত্থি ॥ ১৮৯ ॥

কৃষ্ণঃ। স্মিত্বা ভাবিনি সত্যমুৎকোপপত্যৌ বদ্ধব্রতাসি

নেত্রস্ত মম শুক্ররূপ দায় ভঞ্জনাৎ হেতো রষ্টাপদং কনকং চতুরশীতি লক্ষ টঙ্কানভি লক্ষীকৃত্য শৃঙ্খলয়িষ্যামি শারিবন্ধেপি শৃঙ্খল ইত্যমরঃ। পক্ষে বাহুপাশাভ্যামিত্যর্থাৎ ॥ ১৮৮ ॥

নূনমেষ মহামন্মথস্য সেবায়াঃ প্রভাবঃ যৎ পতিব্রতাস্পর্শে পাপাত্তে ভয়ং নাস্তি ॥ ১৮৯ ॥

স্মিত্বেতি স্বস্পর্শ শঙ্কোত্থেন সাধ্বসেন স্তোভাৎ তস্যাঃ শ্লিষ্ট কথনাশক্তি মবধার্য্যেতি ভাবঃ। উৎকোপে উৎকট কোপবতি পত্যৌ। পক্ষে উৎকে উৎসুকে উপপত্যৌ ময়ি। যথা উৎকা ত্বং উপপত্যৌ উর্ব্বী শ্রেষ্ঠ সেবা

বন্ধন করিব, এই বলিয়া হস্ত ধারণ করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ১৮৮ ॥

শ্রীরাধা। হা ধিক্, হা ধিক্, নিশ্চয় ইহা মহামন্মথসেবার প্রভাব, যে হেতু পতিব্রতাস্পর্শে তোমার পাপ হইতে ভয় নাই ॥ ১৮৯ ॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) হে ভাবিনি! সত্য বটে, তুমি উৎকট কোপশালি পতির প্রতি বদ্ধব্রতা হইয়াছ, অতএব আমি তোমার গরিষ্ঠ সেবার অভিলাষুক হইয়াছি ॥

অথবা তুমি উপপতি রূপ আমার সেবায় উৎক-

অতস্তবোক্ত সেবায়ামভিলাসুকোস্মি ॥ ১৯০ ॥

রাধা। সপ্রণয়রোষং বক্কবিদণ্ডাপণ্ডিদ বিরমেহি। কুলঙ্গণা প্ফংসণং ক্খু অচ্চাহিদপ্পদং হোদি।

কৃষ্ণঃ। কুলীনম্মন্যে কিমহমকুলীনো যদদ্য ভবত্যা স্তনু স্পর্শেপি মেহনৌচিতী ॥

রাধা। কুলিণ জণাণং কির এব্বং চরিদং জং নিজ্জণবণে পর বণিদাণং নিরুন্ধণেণ এদং বিড়ম্বণং।

কৃষ্ণঃ। কামিনি পরা ত্বং বনিতাসি। ইতি বনেহত্র মন্যসে

উর্ব্বোঃ সেবা চেতি রহস্য প্রার্থনা ভঙ্গী ॥ ১৯০ ॥

হে বক্রবিতণ্ডা পণ্ডিত বিরম। কুলাঙ্গনা স্পর্শনং খলু অত্যাহিতপ্রদং ভবতি কুলীন জনানাং কিল এবং চরিতং যৎ নির্জনবনে পর বনিতানাং নিরোধেন ইদং বিড়ম্বনং। অতএব মোহনেতি বাম্যোক্তা হর্ষগর্ব্বাবহিত্থা

ঠিতা আছ একারণ আমিও তোমার গরিষ্ঠ সেবায় অভিলাষুক আছি ॥ ১৯০ ॥

শ্রীরাধা। (প্রণয় কোপের সহিত) হে বক্র বিতণ্ডাপণ্ডিত! ক্ষান্ত হও, নিশ্চয় জানিও কুলাঙ্গনা স্পর্শন অতিশয় অহিত প্রদ ॥

কৃষ্ণ। হে কুলীনম্মন্যে! আমি কি অকুলীন, যে আমার পক্ষে তনু স্পর্শ করা অনুচিত ॥

শ্রীরাধা। কুলীনজনদিগের কি এরূপ আচরণ উপযুক্ত হয় যে নির্জন বনে পরবনিতাদিগের নিরোধ দ্বারা এই রূপ বিড়ম্বন ॥

কৃষ্ণ। (পর শব্দের শ্রেষ্ঠার্থ জ্ঞান করিয়া কহিলেন)

তেন নিতরাং বিতরাদ্য ঘট্টদানং ॥

রাধা। মোহণ জধা তুহ্মাদিসেণ তক্কীঅদি তধা এসো জণো ণ হোদি। তা এথ ভম্মহ ভুভুঅঙ্গ জুঅল ণচ্চণেণ আহিতুণ্ডিঅদা লিলাড়ম্বরেহিং অলং দুল্লহা দে এথ সুলুক্ক ভিক্‌খা ॥ ১৯১ ॥

কৃষ্ণঃ। অয়ি সুকলে বরমধুনা শুল্কং ত্বাং দাতুমুদ্যতাং

মোহন যথা ত্বাদৃশেন তর্ক্যন্তে তথা এষ জনো ন ভবতি। তদত্র ভ্রমদ্‌ভ্রূ ভুজঙ্গ যুগল নর্ত্তনেনাহিতুণ্ডিকতা লীলাড়ম্বরৈরলং দুর্ল্লভা তেঽত্র শুল্কভিক্ষা ব্যালগ্রাহ্যাহিতুণ্ডিক ইত্যমরঃ ॥ ১৯১ ॥

অয়ি সুকলে দানশীলে সুকলো দাতরি ভোক্তরীত্যভিধানাৎ। পক্ষে শোভন ফণাবতি বরং শুল্কং পক্ষে শোভন কলেবরং ॥ ১৯২ ॥

হে কামিনি! তুমি আপনাকে শ্রেষ্ঠ বনিতা বলিয়া মানিতেছ ভাল, অতএব সুতরাং এই বনে অদ্য ঘট্ট দান বিতরণ কর।

শ্রীরাধা। (বাম্য উক্তি দ্বারা হর্ষ গর্ব্ব এবং অবহিত্থা অর্থাৎ ভাব গোপন করিয়া) হে মোহন! তোমার মত ব্যক্তি যে রূপ তর্ক করিতেছে, এ ব্যক্তি সে রূপ নহে। অতএব এস্থলে ঘূর্ণিত ভ্রূভুজঙ্গ যুগল নর্তন দ্বারা ব্যালগ্রাহি ক্রীড়াড়ম্বরের প্রয়োজন নাই, তোমার সম্বন্ধে এস্থলে শুল্ক ভিক্ষা দুর্ল্লভা ॥ ১৯১ ॥

কৃষ্ণ। অয়ি দান শীলে! সম্প্রতি তুমি উৎকৃষ্ট শুল্কদিতে উদ্যত হইয়াছ দেখিয়া তোমার পরমোৎসব চটুলা

প্রেক্ষ্য পরমোৎসব চটুলেয়ং কুরুতে ভ্রূনর্ত্তকী নৃত্যং
॥ ১৯২ ॥

রাধা। সংস্কৃতেন।

লোহময্যলঘু কৃষ্ণবর্ত্মনঃ
স্তম্ভিনী প্রতিকৃতিঃ স্ফুরত্যসৌ।

অসৌ মল্লক্ষণা কান্তা লোহময়ী প্রতিকৃতিঃ কনকপ্রতিমা সর্ব্বঞ্চ তৈজসং লৌহমিত্যমরঃ। শ্লেষ ভঙ্গ্যা হর্ষজাতোত্থং স্বাঙ্গস্তম্ভ ভাবং দর্শয়তি। কৃষ্ণবর্ত্মা বহ্নিঃ কৃষ্ণাশ্রয়ণীয়োপায়শ্চ যৎ প্রতিমায়াং কুহকস্য সর্পবিশেষস্য

ভ্রূনর্ত্তকী নৃত্য করিতেছে॥ ১৯২ ॥

শ্রীরাধা। (সংস্কৃত ভাষায়) এই মৎসদৃশ কান্তা লোহময়ী প্রতিকৃতি. অর্থাৎ কনক প্রতিমা স্বরূপে স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন, ইনি স্বীয় কঠিনতা প্রযুক্ত অলঘু কৃষ্ণবর্ত্মের অর্থাৎ প্রজ্বলিতাগ্নির স্তম্ভন করিয়া থাকেন, এরকারণ ইহাঁতে ভূরি ফণশালি কুহক নামা নাগের দন্ত সকল বন্ধ্যত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহার দন্তাঘাতে প্রতিমার কিছুই হয় না। অথবা এই মল্লক্ষণ কান্তা কণকপ্রতিমা রূপে স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন, তুমি যে কৃষ্ণ, ইনি তোমার প্রাপ্ত্যুপায়ের অতিশয় বিরোধিনী, কারণ আমাতে মায়াবি ব্যক্তির ভোগাভিলাষ কোন ক্রমেই সুসিদ্ধ হয় না॥

তাৎপর্য্য লোহময়ী শব্দে অক্ষর বিশ্লেষ করায় লা ও উহময়ী, লা শব্দের অর্থ দান, উহময়ী শব্দের অর্থ বিতর্ক ময়ী, প্রতিকৃতি শব্দে প্রতিমা। অলঘু শব্দে অতিশয়

যত্র যাস্তি কুহকস্য বন্ধ্যতাং
ভূরিভোগ ভরিতস্য চাশিষঃ ॥ ১৯৩ ॥

কৃষ্ণঃ। প্রতিমাস্যভুতা রাধে বহু লোহময়ী ধ্রুবং।
ততঃ স্বয়ংগ্রহাশ্লেষং চুম্বকে ময্যুরীকুরু ॥
ইতি মন্দং মন্দমুপসর্পতি।

আশীষো দংষ্ট্রাঃ বন্ধ্যতাং যান্তি। পক্ষে কুহকস্য কপটিনঃ আশীষো বাঞ্ছা ভোগঃ ফণঃ ভোগশ্চ ॥ ১৯৩ ॥

প্রতিমাসীতি স্পষ্টং পক্ষে মাসি মাসি অভ্যদ্ভুতা নিত্যনবীনা বহুল উহো বিতর্কস্তন্ময়ী চুম্বকে মণৌ পক্ষে চুম্বনকর্ত্তরি। অপেহি অপেহি আর্ত্তস্বরং

কৃষ্ণবর্ত্ম শব্দে কৃষ্ণের আশ্রয়ণীয় উপায়, কুহক শব্দে কপটী এবং ভোগ শব্দে বাঞ্ছা, পক্ষান্তরের অর্থ এই যে, দান বিষয়ে বিতর্কময়ী এই প্রতিমা তুমি যে কৃষ্ণ তেমোর প্রাপ্ত্যুপায়ের অতিশয় প্রতিবন্ধ স্বরূপা অর্থাৎ তুমি ইহাঁকে প্রাপ্ত হইতে পারিবা না, কারণ এই কঠিন প্রতি-মাতে মায়াবির অতিশয় ভোগাভিলাষ বিফলতা প্রাপ্ত হয় ॥ ১৯৩ ॥

কৃষ্ণ। (লোহ নির্ম্মিতা প্রতিমার অর্থ অবলম্বন করিয়া কহি-লেন) রাধে! তুমি যদি অদ্ভুত বহু লোহময়ী প্রতিমাই সত্য হইলা, তবে ত তুমি স্বয়ংগ্রহা অর্থাৎ আপনা হইতেই গ্রহণ করিবা, অতএব চুম্বক মণিরূপ আমাতে আলিঙ্গন অঙ্গীকার কর, এই বলিয়া মন্দ মন্দ যাইতে লাগিলেন ॥

তাৎপর্য্য। প্রতিমাস্যদ্ভুতা পদের সন্ধি বিচ্ছেদ করিলে প্রতিমাসে অদ্ভুতা। বহুলোহময়ী পদের সন্ধি বিচ্ছেদে

রাধা। মনাক্ পরাবৃত্য অবেহি অবেহি।

কৃষ্ণঃ। লক্ষৈশ্চতুরশীত্যাহি শুল্কৈ র্বিনিময়ং গতাং।

ন যৌবত শিখারত্নং কুতস্ত্বাং ধারয়াম্যহং।

ইতি দিধীর্ষুঃ প্রসর্পতি।

রাধা। সসম্ভ্রমমভিনীয় সাচি বিচলন্তী॥ ১৯৪॥

ললিদে তুমং কিং ক্খু কুদুহলং পেক্খসি।

মাধারয় পক্ষে মা মাং ধারয়॥ ১৯৪॥

ললিতে ত্বং কিং খলু কৌতূহলং পশ্যসি। অলং অনেন কুট্টমিতেন

বহুল উহময়ী এবং চম্বক শব্দে চুম্বনকর্ত্তা।

পক্ষান্তরের অর্থ এই হইল। রাধে তুমি প্রতিমাসে অতিশয় অদ্ভুতা অর্থাৎ নিত্য নবীনা, তোমার রূপ দেখিয়া বিবিধ প্রকার তর্ক উপস্থিত হয়, অতএব চুম্বনকর্ত্তা আমাতে স্বয়ং আলিঙ্গন অঙ্গীকার কর, এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন।

শ্রীরাধা। (ঈষৎ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া) আর্ত্তস্বরে কহিলেন দূর হও, দূর হও, আমাকে ধরিও না॥

কৃষ্ণ। তুমি যুবতিগণের শিরোমণি, চতুরশীতি লক্ষ শুল্ক দ্বারা বিনিময় করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি অতএব ধরিব না কেন? এই বলিয়া ধারণেচ্ছায় পাদ নিক্ষেপ করিলেন॥

শ্রীরাধা। (ভয় জনিত ত্বরা অভিনয় সহকারে বামদিগে গমন পূর্ব্বক)॥ ১৯৪॥

ললিতে! তুমি কি কৌতুক দেখিতেছ?॥

নান্দীমুখী। সহি রাহে অলং ইমিণা স্ফুট্‌ঠু কুট্টমিদেণ কিত্তিঅং পলায়িস্‌সসি।

ললিতা। পুরঃ পরিক্রম্য ॥ ১৯৫ ॥

জইবি দুল্ললিদশীলাণং লুণ্ঠাআণং তুহ্মাণং দাণ গণণা পলাবং ণ ক্‌খু অহ্মো কণ্ণপ্‌পেরন্তে বি অপ্‌পহ্ম তহবি কিম্পি ভণিদু কামহ্মি ॥

কৃষ্ণঃ। কঠিনে কামং ভণ্যতাং ॥ ১৯৬ ॥

ললিতা। সংস্কৃতেন ॥

অমূত্র্জম্বগেক্ষণাশ্চতুরশীতি লক্ষাধিকাঃ

কিমিতি পলায়িষ্যসি ॥ ১৯৫ ॥

তয়োর্বাক্ চাতুর্য্য সুধাম্বুনিধৌ চিরং নিমজ্য পুনঃ সখীপ্রার্থিত সাহায্যা ললিতা সাটোপমাহ যদ্যপি দুর্ল্ললিত শীলানাং লুণ্ঠকানাং যুষ্মাকং দানগণনা-প্রলাপং ন খলু বয়ং কর্ণপ্রান্তেপ্যর্পয়াম স্তথাপি কিমপি ভণিতু কামাস্মি ॥১৯৬॥

সবয়সা মধুমঙ্গলেন পূর্ব্বং চতুরশীতি জীবজাত্যাদীনা প্রতিস্বং প্রত্যেকং

নান্দীমুখী। সখি রাধে! কুট্টমিত ভাব প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই, পলায়ন করিতেছ কেন? ॥ ১৯৫ ॥

ললিতা। (অগ্রে প্রদক্ষিণ করিয়া) শ্রীরাধার সাহায্য প্রার্থনায় দর্পের সহিত কহিলেন, অহে। যদিচ দুঃশীল লুণ্ঠনকারি তোমাদের দান গণনা প্রলাপকে কর্ণ প্রান্তে স্থান প্রদান করিতেছি না, তথাপি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি ॥

কৃষ্ণ। কঠিনে! যাহা ইচ্ছা হয় বল ॥ ১৯৬ ॥

ললিতা। (সংস্কৃত ভাষায়) অহে! তোমার এই বয়স্য

প্রতিস্বমিতি কীর্ত্তিতং সবয়সা তবৈবামুনা।
ইহাপি ভুবি বিশ্রুতা প্রিয়সখী মহার্ঘেত্যসৌ
কথং তদপি সাহসী শঠ জিঘৃক্ষুরেণামসি ॥ ১৯৭ ॥

কৃষ্ণঃ। স্বগতং বাচং নির্ব্বচনী কৃতোস্মীতি সব্যাজমুৎকর্ণো
ভবন্ সুবল কেয়ং গভীরধর্ম্মাপি ধ্বনিধোরণী বিদূরত্বা

ইহাপি আসু মধ্যে ইত্যর্থঃ ॥ ১৯৭ ॥

সব্যাজমুৎকর্ণো ভবন্নিতি ঝটিতি প্রতিবচনাশক্ত্যা ললিতা বাক্যানবধান মভিনয়তি। কর্ণে লগতীতি। যদ্যসৌ মহাসৈন্য সংমর্দ্দো ভবতি তদা তত্র গত্বা সর্ব্বমেব রাজানমাবেদ্য মযি শাসনপত্রিকামানীয়তামিতি ভাঃ

মধুমঙ্গল এখনি উল্লেখ করিল যে এই সকল ব্রজহরিণ লোচনা প্রত্যেকে চতুরশীতি লক্ষ মুল্যবতী কিন্তু ইহাঁ-দের মধ্যে আবার এই প্রিয়সখী মহার্ঘা অর্থাৎ ইহাঁর মূল্যের সংখ্যা নাই, পৃথিবীতে এরূপ বিশ্রুতি আছে, অতএব হে শঠ! কি প্রকারে শ্রীরাধাকে গ্রহণ করিতে সাহসী হইতেছ ॥ ১৯৭ ॥

কৃষ্ণ। (মনে মনে যাহা হউক আমাকে নির্ব্বচনী কৃত অর্থাৎ অবাক্ করিল এই বলিয়া ছলে উৎকর্ণ হইয়া) সুবল! কে এই গভীর ধর্ম্মা বাগাড়ম্বর কারিণী, অতিশয় দূরদেশে অস্পষ্ট রূপে বিচরণ করিতেছে, এই কথা বলিতে বলিতে সুবলের কর্ণে সংলগ্ন হইলেন অর্থাৎ কর্ণে কর্ণে এই কথা কহিলেন এ যদি মহাসৈন্যের সম্মর্দ্দ (যুদ্ধ) হয়, তাহা হইলে রাজসমীপে গমন পূর্ব্বক সমুদায় নিবেদন করিয়া

দস্ফুটেব প্রসরতীতি সুবলস্য কর্ণে লগতি ॥ ১৯৮ ॥

সুবলঃ। এসো কোলাহলস্স প্পহবং বিণ্ণাদুং চলিদেহ্মি ইতি নিষ্ক্রান্তঃ ॥ ১৯৯ ॥

কৃষ্ণঃ। কঠোর ভাষিণি ললিতে ভবতু ভবত্যাঃ সখী চতুরশীতি লক্ষাধিকা তথাপি কোটিং নাতিক্রমিষ্যত্যেব। ততঃ পরৈরপি কলালক্ষৈ স্তামবশ্যং নাগরচন্দ্রোঽয়ং

সমভ্যূহয়তি ॥ ১৯৮ ॥

এষ কোলাহলস্য প্রভাবং বিজ্ঞাতুং চলিতোঽস্মি ॥ ১৯৯ ॥

ততো মনসি বিভাব্য প্রাপ্ত তদস্থুরূপোত্তরো ললিতামাহ কঠোরেতি কলালক্ষৈঃ ষোড়শলক্ষৈরিতি অশীতি লক্ষ পরিমিতস্য চতুর্থাংশো ঘট্টপালেন স্থায়তো লভ্যত এবেতি ভাবঃ। যোজয়িষ্যতীতি ত্বামপি শুল্কাস্থ পাতয়িষ্যতি পক্ষে চন্দ্রস্য স্বাভিঃ ষোড়শভিঃ কলাভিঃ যোজনং আত্মসাৎকার এব ॥ ২৭০ ॥

আমার প্রতি শাসন পত্রিকা আনয়ন কর, এই ভাবে সকলকে বিতর্কিত করিলেন ॥ ১৯৮ ॥

সুবল। আমি এই কোলাহলের উৎপত্তি স্থান জানিবার নিমিত্ত চলিলাম। এই বলিয়া নির্গত হইলেন। ১৯৯ ॥

কৃষ্ণ। কঠোর ভাষিণি ললিতে! তোমার সখী চতুরশীতি লক্ষাধিকা হউন তথাপি কোটি অতিক্রমণ করিতে পারিবেন না। তাহার পরেও শোললক্ষ দ্বারা এই নাগরচন্দ্র অবশ্য শুল্কাস্তপাতি মধ্যে তোমাকেও নিক্ষেপ করিবেন ॥

পক্ষান্তরে এই নাগর চন্দ্র তোমাকে আপনার ষোড়শ-

যোজয়িষ্যতি ॥ ২০০

শ্রীরাধা। ণন্দীমুহি ভঅবদীএ নিদেসসস পড়িবালণং সাহু সম্বুত্তং জং কোডিগুণীভুতং চ্চেঅ ঘট্টদানং ॥ ২০১॥

নান্দীমুখী। সহি রাহে পাড়িবালণং ণ সংবুত্তং জং সুলুক্কসস তিহাও গেহ্নীঅদি ॥ ২০২ ॥

প্রবিশ্য সবয়স্যঃ সুবলঃ।

প্রিয়বয়সস ণিঅ বাহিণী ণিগ্‌ঘোসবহিরী কিদ দিশা মণ্ডলা

নান্দীমুখি ভগবত্যা নিদেশস্য প্রতিপালনং সাধু সংবৃত্তং। যৎ কোটি গুণীভূতমেব ঘট্টদানং ॥ ২০১ ॥

সখি রাধে কথং প্রতিপালনং ন সম্বৃত্তং। যৎ শুল্কস্য ত্রিভাগো গৃহ্যতে সমুচিতেপি প্রতিটঙ্কং হেমটঙ্ক ত্রয়ে স্ফুটমেক টঙ্ক নিষ্টঙ্কনেন গণয়োস্তু্য কুশ্বাৎ ॥ ২০২ ॥

প্রিয়বয়স্য নিজ বাহিনী নির্ঘোষ বধরীকৃত দিঙ্মণ্ডলা বিজয়স্তে উদ্যান

কলার অন্তঃপাতিনী করিয়া আত্মসাৎ করিবেন ॥ ২০০ ॥

শ্রীরাধা। নান্দীমুখি! আপনার নিদেশের প্রতিপালন উত্তম রূপে সম্পন্ন হইল, যে হেতু ঘট্টদান কোটি গুণীকৃত হইয়াছে ॥ ২০১ ॥

নান্দীমুখী। সখি রাধে! কেন প্রতিপালন সম্পন্ন হইবে-না, যে হেতু শুল্কের তৃতীয় ভাগ গ্রহণ করা হই-য়াছে ॥ ২০২ ॥

সুবল। (বয়স্যের সহিত প্রবেশ করিয়া) প্রিয়বয়স্যের স্বীয় সেনা উদ্যান চক্রবর্ত্তী সিংহগণ নির্ঘোষ দ্বারা দিঙ্

বিজেন্তি উজ্জাণ চকবট্টি সীংহাও ॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়বয়স্যোজ্জ্বল নূনং লেখহরোসি চক্রবর্ত্তিনাং॥২০৩॥

উজ্জ্বলঃ। অধইং। মহা ভট্টারঅস্স মহাঘট্টাহিআরে এস লেহো ইতি কৃষ্ণকরে কেতকীকোরকপত্রমর্পয়তি ॥

কৃষ্ণঃ। সব্যাজমশব্দমেব লেখবাচনমুদ্রামভিনয়তি।

বৃন্দা। নাগরেন্দ্র বয়মপ্যাকর্ণয়িতুমিচ্ছামো বর্ণদূতং ; তন্মুখবন্ধমুৎসৃজ্য কার্য্যমেব সমুচ্চার্য্যতাং ॥

কৃষ্ণঃ। স্পষ্টং বাচয়তি ॥ ২০৪ ॥

চক্রবর্ত্তি সিংহাঃ ॥ ২০২ ॥

অথ কিং মহাভট্টারকস্য মহাঘট্টাধিকারে এষ লেখঃ ॥ ২০৪ ॥

মণ্ডল বধির করিয়া জয় করিতেছে ॥

কৃষ্ণ। প্রিয়বয়স্য উজ্জ্বল! নিশ্চয় তুমি চক্রবর্ত্তি সকলের পত্রবাহক ॥ ২০৩ ॥

উজ্জ্বল। তবে কি, মহারাজের মহা ঘট্টাধিকার বিষয়ে এই লিপি। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্তে কেতকীপুষ্পের মুদ্রিত পত্র অর্পণ করিলেন ॥

কৃষ্ণ। (ছলের সহিত নিঃশব্দে) লিপিবাচন মুদ্রা অভিনয় করিলেন ॥

বৃন্দা। নাগরেন্দ্র! আমরা বর্ণদূত (পত্র) শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, অতএব মুখবন্দ পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যগুলি উচ্চারণ কর ॥

কৃষ্ণ। স্পষ্ট করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন ॥ ২০৪ ॥

পাণ্ডিত্যং চণ্ডধাম্নঃ পরিচরণ বিধৌ প্রাপ্যগূঢোরু গর্ব্বা
কুর্ব্বাণা ঘট্টঘাতং ঘটিত নিকৃতয়ঃ সুভ্রুবো বিভ্রমন্তি।
কর্ত্তব্যস্তাসু যত্নঃ পটিমপরিচয়াদপ্রমত্তৈ র্ভবদ্ভি
র্দ্রাঘিষ্ঠ ছদ্মদৃষ্ট্যা কিমপি শতগুণস্তত্র শুল্কোবিধেয়ঃ ॥২০৫

নান্দীমুখী। দাণিন্দ পইদি বিশুদ্ধাণং ইমাণং কুদো কূড়লেস
সিক্খাহিলাসোবি ॥ ২০৬ ॥

কৃষ্ণঃ। তথাপ্যবশ্যমনুষ্ঠেয়মিতি কান্তরাধিরাজস্য তস্য
মহাশাসনমিতি। কিঞ্চিদুপসৃত্য হন্ত চিত্রমিদং যদে-

ঘটিত নিকৃতয়ঃ কৃতশাঠ্যাঃ কুসৃতি নিকৃতিঃ শাঠ্যমিত্যমরঃ ॥ ২০৫ ॥

দানীন্দ্র প্রকৃতি বিশুদ্ধানাং আসাং কুতঃ কূটলেশ শিক্ষাভিলাষোপি কূটং কপটং ॥ ২০৬ ॥

বরাম্বর সংবৃতাদিতি সম্বরণান্যথানুপপত্ত্যা তত্রৈব বহূনি সুবর্ণানি

গূঢ উরু গর্ব্বা এই সকল রমণী সূর্য্যদেবের পরিচর্য্যা বিধিতে পাণ্ডিত্য লাভ পূর্ব্বক শঠতা বুদ্ধি সহকারে ঘট্ট ব্যাঘাত করিয়া ভ্রমণ করিতেছ অতএব পটুতা নিবন্ধন এই সকলে তোমরা অতিশয় যত্ন করিবা, ইহাদের দীর্ঘ ছল দর্শনে এমন কি শত গুণ শুল্ক বিধান কর ॥ ২০৫ ॥

নান্দীমুখী। দানীন্দ্র! এই সকল রমণীদিগের কি কারণে কপট লেশ শিক্ষার অভিলাষ ॥ ২০৬

কৃষ্ণ। তথাচ সেই দুর্গমবর্ত্মাধিরাজের মহাশাসন অবশ্য অনুষ্ঠান যোগ্য। (এই বলিয়া কিঞ্চিৎ স্থানান্তর গমন

তৎ সমাগনিরত্ত শৈশবানামপ্যমূষাং নির্ভর মুচ্চ্ণমুরঃ সমীক্ষ্যতে। পুন র্নিভাল্য কথম্বা বরাম্বর সম্বৃতাদপি বক্ষসঃ কাঞ্চনময্যো ময়ূখবীচয়ঃ সঞ্চরন্তি॥ ২০৭॥

রাধা। সাভ্যসূয়ং তিরো দৃগন্তং পাতয়তি।

কৃষ্ণঃ। সকৌতুকমাত্মগতং।

পটোন্নমনলীলয়া পুলকবৃন্দমারুন্ধতী

স্মিতন্ত্বধর চাতুরী পরিচয়েন গান্ধর্ব্বিকা।

নিহ্নুতানি লক্ষ্যন্তে ইতি ভাবঃ॥ ২০৭॥

পুলক বৃন্দমিতি মন্নিভালন জনিত স্থায়িভাব কাম বিকারোত্থং। স্মিত মিতি হর্ষোত্থং মৃষা ভ্রূকুটীভাবহিত্থয়া অমর্ষ নির্ম্মাণং কুট্টমিতমিদং। যদুক্তং

করিয়া) অহো ইহা কি আশ্চর্য্য! শৈশবাবস্থা সম্যক্ রূপে নিবৃত্ত না হইলেও ইহাদের বক্ষঃস্থল অতিশয় উচ্চ দেখাইতেছে। (পুনরায় নিরীক্ষণ করিয়া) উৎকৃষ্ট বস্ত্র দ্বারা বক্ষঃস্থল সম্বরণ করিলেও কিপ্রকারে তাহা হইতে কাঞ্চনময় কিরণচয় নির্গত হইতেছে, অর্থাৎ বরাম্বর সম্বরণ হেতু এরূপ অনুভব হইতেছে যে বহুতর স্বর্ণচয় লুকায়িত আছে॥ ২০৭॥

শ্রীরাধা। (অসূয়ার সহিত) বক্রভাবে নেত্রান্ত পাত করিলেন॥

কৃষ্ণ। (সকৌতুকে মনে মনে) গান্ধর্ব্বিকা বস্ত্রোত্তোলন লীলা দ্বারা পুলক বৃন্দকে ও অধর চাতুরী পরিচয় দ্বারা মন্দ হাস্যকে অবরোধ তথা আমার বাক্য শ্রবণ নিবন্ধন

মৃষা ভ্রূকুটীবল্লরী কৃতমুখী মদুক্তিশ্রবা
ন্নিরস্যতি দৃগঞ্চলভ্রমিভিরত্র রুষ্টেব সাং ॥ ২০৮ ॥

প্রকাশং। সাধু মহোদ্যান চক্রবর্ত্তিন্ সাধু সাধু।
সত্যেয়মুপর্য্যুপরিবুদ্ধীনাং চরন্তীশ্বরবুদ্ধয়ঃ ইতি প্রসিদ্ধিঃ।
সব্যতো দৃশং ক্ষিপন্ নান্দীমুখি পশ্য পশ্য পঞ্চভিরমূভি
র্বিংশতে রর্দ্ধাপ্লুতকুম্ভ কুম্ভান্ বক্ষসি কৌশলেন নিহ্নুবা

স্তনাধরাদি গ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সংভ্রমাৎ। বহিঃ ক্রোধো ব্যথিত বৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈরিতি ॥ ২০৮ ॥

বিংশতেরর্দ্ধান্ দশ শাতকুম্ভান্ কনককলসান্ প্রত্যেকমেব দ্বিতয়

মিথ্যা কোপবশত বদন বঙ্কুর এবং রুষ্টার ন্যায় হইয়া দৃগঞ্চল ঘূর্ণন দ্বারা আমাকে নিরাস অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান করিতেছেন ॥

উক্ত পদ্যে শ্রীরাধার কুট্টমিত ভাব প্রকাশ হইল। কুট্টমিতের লক্ষণ এই যে কান্ত কর্ত্তৃক স্তন ও অধরাদি গৃহীত হইলে হৃদয়ে প্রীতি সত্বে সম্ভ্রম বশতঃ ব্যথিতের ন্যায় হইয়া বাহ্যে যে কোপ প্রকাশ করণ, পণ্ডিতগণ তাহাকে কুট্টমিত বলেন ॥ ২০৮ ॥

(প্রকাশ করিয়া) সাধু, মহোদ্যান চক্রবর্ত্তিন্! সাধু সাধু। সকলের উপরে ঈশ্বরের বুদ্ধি সকল বিচরণ করে, এই লোক প্রসিদ্ধি সত্য (বামাদি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) নান্দীমুখী দেখ দেখ, এই পাচটী গোপরামা প্রত্যেকে বক্ষঃস্থলে কনক কলস গোপন করত সুনিপুণ

নাভিঃ কৃতিনোপি ঘট্টাধিকারিণঃ প্রতার্য্যন্তে ॥ ২০৯ ॥

সর্ব্বাঃ। সংরম্ভেণ ভ্রূকার্ম্মুকাণি কুটিলীকৃত্য সাক্রোশং।

রদহিণ্ডঅ হিণ্ডেহি ণিঅ মণ্ডবং ॥ ২১০ ॥

কৃষ্ণঃ। অপবার্য্য বৃন্দে বিলোকয় কুঞ্চিত ভ্রুবং পঞ্চমুখী মিতি সগদ্গদং।

কামঃ কাঞ্চিদবাপ্য পঞ্চমুখতস্তীব্রাং ব্যথামুগ্রতঃ
সৌম্যাং পঞ্চমুখীং ভজন্ ধ্রুবমিমাং লব্ধোরুবিদ্যঃ কৃতী।
ভ্রূচাপেষু সমং কটাক্ষ বিশিখান্ পঞ্চার্পয়ন্ পঞ্চসু

ধারণাদিতি ভাবঃ ॥ ২০৯ ॥

রতহিণ্ডক হিণ্ড নিজমণ্ডপং। স্ত্রীচৌরো রতহিণ্ডকঃ হিণ্ড গচ্ছ ॥ ২১০ ॥

পঞ্চমুখীং পঞ্চমুখানি সমাহৃতানি পশ্য। সগদ্গদমিতি নিজানন্দমবধা-প্যতামানন্দয়িতুং তেনচ ত্বয়া এব মম সুখোপায়ে ভূয়ো ভূয়োপি যতনীয়মিতি ব্যজ্যতে। পঞ্চমুখতঃ পঞ্চেভ্যো মুখেভ্যঃ উগ্রত উগ্রেভ্যো বস্তুত উগ্রাৎ মহা-দেবাৎ কীদৃশাৎ পঞ্চমুখতঃ পঞ্চসু ভ্রূচাপেষু সমং সহৈব পঞ্চমুখাৎ সিংহা

ঘট্টাধিকারিদিগকেও প্রতারণা করিতেছে ॥ ২০৯ ॥

সকলে। (ক্রোধভরে ভ্রূধনু কুটিল করিয়া আক্রোশের সহিত) রমণীতস্কর। স্বস্থানে প্রস্থান কর ॥ ২১০॥

কৃষ্ণ। (অপবারণ অর্থাৎ আড়াল করিয়া) বৃন্দে। কুঞ্চিতভ্রূ পঞ্চমুখী অবলোকন কর (এই বলিয়া গদ্গদ বাক্যে) কাম পঞ্চাননের পঞ্চবদন হইতে কোন তীব্র ব্যথা প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয় এই সৌম্য মূর্ত্তিকে ভজনা করত গুরুতর বিদ্যালাভ পূর্ব্বক কৃতী হইয়াছে, একারণ পাঁচ জনের ভ্রূধনু সকলে কটাক্ষরূপ পঞ্চবাণ সন্ধান পূর্ব্বক পঞ্চমুখ

ক্রুদ্ধা পঞ্চমুখোগ্র বিক্রমমসৌম্যাং হন্তুমুদযচ্ছতে ॥ ২১১ ॥
ইত্যাদ্যঘূর্ণাং নাটয়তি ॥

মধুমঙ্গলঃ। অপবার্য্য হন্ত কীস বিহ্মলস্তং বি অত্তাণঅং ণ রুন্ধসি জং কড়ক্খিজ্জহ্ম জিহ্মাদিট্ঠীহিং কিসোরিআহিং ॥ ২১২ ॥

কৃষ্ণঃ। সাবহিত্থং সখে মধুমঙ্গল কুটিলভ্রুবাং কৌটিল্য বৈচিত্রীভি র্বিস্মিতোঽস্মি। ভবতু কিং নস্তেন। কৈতব নিহ্নুতানাং হিরণ্ময়পঙ্ক্তিকুম্ভানাং শুল্কো দ্বিগুণীকৃত্য

দপুগ্যগ্রো বিক্রমো যস্য তং ॥ ২১১ ॥

কস্মাদিব বিহ্বলমপ্যাত্মানং ন রুণৎসি। যৎ কটাক্ষামহে জিহ্ম দৃষ্টিভিঃ কিশোরিকাভিঃ। কর্ম্মণি প্রত্যয়ঃ অস্মান্ কটাক্ষং কুর্ব্বন্তি এতে পরাজিতা ইতি কটাক্ষ বিষয়া ক্রিয়ামহে ॥ ২১২ ॥

কিং নস্তেনেতি যদ্যপি তদপি কটাক্ষেণানাদরো যতস্তেনাপরাধেন দ্বিগুণী

অর্থাৎ সিংহ বিক্রমশালী আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইতেছে। এই বলিয়া ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন ॥ ২১১ ॥

মধুমঙ্গল। (ব্যবধান করিয়া) হায়! কি কারণ বশতঃ আপনার বিহ্বল আত্মাকে রোধ করিতেছ না, যে হেতু আমরা এই কুটিলদৃষ্টি কিশোরিকা সকল কর্ত্তৃক কটাক্ষিত হইলাম অর্থাৎ ইহারা আমাদের প্রতি কটাক্ষ করিতে লাগিল ॥ ২১২ ॥

কৃষ্ণ। (ভাব গোপন করিয়া) সখে মধুমঙ্গল! কুটিলভ্রূদিগের বিচিত্র কৌটিল্য দ্বারা বিস্মিত হইয়াছি ॥

হউক তাহাতে আমাদের কি? ইহারা ছলপূর্ব্বক

পুনঃ পঞ্চাদশানামেব শতগুণী ক্রিয়তাং ॥

মধুমঙ্গলঃ। সুণাহি রাঅউলস্স বিন্দচউট্টয়ং। অহিআরিণো সব্ববিজ্জা গুরুণো দে কলাকোড়ী। সংখাহিণ্নস্‌স মে তত্তকোডী। সুঅল পহুদিণং দণ্ডিআণং পশুবালাণং

করণং ইত্যর্থঃ পঙ্‌ক্তিকুম্ভানাং দশ কলসানাং শুল্কস্য দ্বিগুণী করণে বিংশতি লক্ষাধিকং কোটিত্রয়ং ভবতি। তস্যচ প্রকট পঞ্চ কলসস্য শুল্কেন অশীতি লক্ষ মিতেন মিলনেন কোটি চতুষ্টয়ং তস্য শত গুণীকরণে বৃন্দ চতুষ্টয়ং ভবতীতি গণনেন নিষ্টাঙ্ক্যাহ শৃণু রাজকুলস্য বৃন্দচতুষ্টয়ং। তত্র রাজস্ব চতুর্থাংশো ঘট্টপাল বর্ত্তনমিতি। সচ ঘট্টপাল সর্ব্বাধিকারি কায়স্থ দণ্ডধারিব ইতি ত্রিতয়াত্মকঃ। তত্র যথা স্বায়ং বিভজ্য তে অধিকারিণঃ সর্ব্ববিদ্যা গুরো স্তব কলা কোট্যঃ চতুঃষষ্টি কোট্যঃ বিদ্যানাং চতুঃষষ্টি সংখ্যত্বাৎ উচিতা এবেতি ভাবঃ। সংখ্যাভিজ্ঞস্য কায়স্থস্য মম তত্ত্বকোট্যঃ। সংখ্যা শাস্ত্রবিদাং তত্ত্বানি পঞ্চবিংশতি সংখ্যান্যেব ভবন্তীতি সুবল প্রভৃতীনাং দণ্ডিকানাং পশুপালানাং পশুপতি কোট্যঃ একাদশ কোট্যঃ পশুপালা রুদ্রা একাদশ

স্বর্ণময় দশটী কলস গোপন করিয়াছে, একারণ দশ কুম্ভের শুল্ক দ্বিগুণ করিলে বিংশতিলক্ষ অধিক তিনকোটি হইবে, পঞ্চকলসের অশীতিলক্ষ শুল্ক মিলিত করিলে চারি কোটি হইবে, আবার ইহাকে শতগুণ করিলে চারি বৃন্দ হইবে ॥

মধুমঙ্গল। শ্রবণ কর, রাজকুলের বৃন্দ চতুষ্টয়, সর্ব্ববিদ্যা গুরু যে তুমি তোমার চতুঃষষ্টি কোটি, সংখ্যাশাস্ত্রবেত্তা কায়স্থ আমার পঞ্চবিংশতি কোটি, এবং দণ্ডধারি সুব-

পস্থবই কোড়ীত্তি ॥
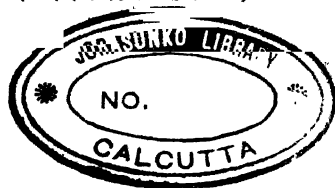
কৃষ্ণঃ। সংভূয় বৃন্দপঞ্চকং সিদ্ধং ॥ ২১৩ ॥

রাধা। স্মিতং কৃত্বা তুহ্মাণং ভাঅণাইং ণ দীসন্তি কহিং মইস্সন্তি এত্তি আইং বিত্তাইং ॥ ২১৪ ॥

কৃষ্ণঃ। নর্ম্মণা কৃতমেতেন কর্ম্মণা স্বয়মর্পয়।
হর্ষাতুদিত বর্ষ্মাত্র বিত্তং হরিণলোচনে ॥ ২১৫ ॥

ভবন্তীতি। বর্ত্তন ভূত বৃন্দমেব ত্রিধা বিভক্তং ॥ ২১৩ ॥

যুষ্মাকং ভাজনানি. ন দৃশ্যন্তে ক মাস্যন্তি ইয়ন্তি বিত্তানি তেন প্রথমং মধুমঙ্গল দ্বারা ব্রজান্মহা শকটাদয় স্তদ্বাহকা বৃষ মহিষ খরোষ্ট্রাশ্চানীয়ন্তা মিতি দ্যোতিতং ॥ ২১৪ ॥

উদিত বর্ষ্ম উক্ত প্রমাণং বিত্তং ধনং পক্ষে উদিতং উদয় যুক্তং বর্ষ্মদেহং বিত্তং খ্যাতং। বর্ষ্মদেহ প্রমাণয়োরিত্যমরঃ ॥ ২১৫ ॥

লাদি পশুপালের একাদশ কোটি ॥

কৃষ্ণ। সকলের মিলনে পঞ্চবৃন্দ হইল ॥ ২১৩ ॥

শ্রীরাধা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তোমাদের পাত্র দেখিতেছি না, পরিমাণ অর্থাৎ মাপ করিয়া এই সকল অর্থ কোথায় রাখিবা, অতএব অগ্রে মধুমঙ্গল দ্বারা ব্রজ হইতে শকট এবং শকট বাহক গোমহিষ গর্দ্দভ ও উষ্ট্রাদি আনয়ন কর ॥ ২১৪ ॥

কৃষ্ণ। হে হরিণলোচনে। পরিহাসের প্রয়োজন নাই, প্রফুল্ল চিত্তে এই খানে স্বয়ং কর্ম্ম দ্বারা উল্লিখিত ধন অর্পণ কর। পক্ষে উদয়শীল বিখ্যাত এই স্বীয় দেহ সমর্পণ কর ॥ ২১৫ ॥

নান্দীমুখী। কৃষ্ণান্তিকমাসাদ্য সাসূয়মিব। মোহণ অম্মা ভঅবদীএ সিনেহ ভাঅণাণং উজ্জুআণং কীস অলিঅং চেচ্চঅ পংক্তি কুম্ভাণং দাণং তুএ বড্ঢিঅদি॥

কৃষ্ণঃ। নান্দীমুখি ন কদাপ্যলিকমিদং সত্যমেব পঞ্চেমাঃ পঞ্চদশ কলসী বিলাস ভাজঃ॥ ২১৬॥

নান্দীমুখী। ণাঅরিন্দ মহাব্বদিণীএ পব্বইআএ পরিঅণো মাদিসো জণো নিদ্ধারিদং অজাণিঅ ণক্খু বিণ্ণবেদি। তহ বি জই মহ বঅণে সন্ধিহাণোসি তদো সঅং চেচঅ আঅচ্চুঅ পচ্চকখং পেক্খ। ইতি কৃষ্ণেণ সহ রাধামভ্যু-

---

মোহন অম্মভগবত্যাঃ স্নেহ ভাজনানাং ঋজ্বীনাং কস্মাদলীকমেব পঙ্ক্তি কুম্ভানাং দানং ত্বয়া বর্দ্ধ্যতে॥ ২১৬॥

নাগরেন্দ্র মহাব্রতিন্যাঃ প্রব্রজিতায়াঃ পরিজনো মাদৃশো নির্দ্ধারিতমজ্ঞাত্বা

নান্দীমুখী। (কৃষ্ণের নিকটে গমন করিয়া অসূয়ার সহিতই যেন) মোহন! আমি ভগবতী, আমার স্নেহভাজন ঋজু স্বভাবা গোপরামাদিগের কি কারণ অলীক দশ কুম্ভের দান বর্দ্ধিত করিলা॥

কৃষ্ণ। নান্দীমুখি! ইহা কদাপি অলীক নয়, সত্যই বটে, এই পাচজন পঞ্চদশ কলসের বিলাস ভাজন॥ ২১৬॥

নান্দীমুখী। নাগরেন্দ্র! মহাব্রতধারিণী সন্ন্যাসিনী পৌর্ণমাসীর মৎসদৃশ পরিজন যথার্থ না জানিয়া কখন বলে না, তথাপি যদি আমার বাক্যে সন্দিগ্ধচিত্ত হও, তবে আমার সহিত আগমন করিয়া প্রত্যক্ষে দেখ (এই কথা

পেক্ষ্য। হলা এসো ভুল্ললিদো গোউলিন্দণন্দণো সদিব্বং বি মহ বঅণং ণ পত্তিআএদি। তা পসীদ ঈসি অম্বরং উক্‌খিবিঅ ণিঅ বক্‌খ পেরন্তং পেক্‌খাবেন্তী মোআবেহি হঠিল্ল সেহস্‌স হত্থাদো সহপরিবারং অপ্‌পাণং ॥ ২১৭ ॥

সর্ব্বাঃ। সাভ্যসূয়ং। অবেহি দুব্ব্‌দ্ধিএ অবেহি ॥ ২১৮ ॥

ন খলু বিজ্ঞাপয়তি। তদপি যদি মম বচনে সন্দিহানোঽসি তদা স্বয়মেবাগত্য প্রত্যক্ষং পশ্য। হলা এষ দুর্ল্লিতো গোকুলেন্দ্রনন্দনঃ সদিব্যমপি মম বচনং ন প্রত্যেতি তৎপ্রসীদ ঈষদম্বরং উৎক্ষিপ্য নিজ বক্ষঃ প্রান্তং প্রেক্ষয়ন্তী মোচয় হঠিল্য শেখরস্য হস্তাৎ সপরিবারমাত্মানং ॥ ২১৭ ॥

অপেহি দুর্ব্বুদ্ধিকে অপেহি ত্বমেবানর্থকারিণীতি ভদ্রেণৈব বয়ং বিদ্ম ইতো হপসৃত্য কচিদেকান্তে নিজ বক্ষঃ প্রান্তং দর্শয়েতি ভাবঃ ॥ ২১৮ ॥

বলিয়া কৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার সমীপে গমন পূর্ব্বক) হলা রাধে! এই দুর্ল্লিত গোকুলেন্দ্র নন্দন শপথ করিয়া বলিলেও ইনি আমার বাক্যে বিশ্বাস করিতেছেন না, অতএব প্রসন্ন হও, এই বলিয়া ঈষৎ বস্ত্র উদ্ঘাটন পূর্ব্বক স্বীয় বক্ষঃপ্রান্ত দেখাইয়া কহিলেন, এই হঠশেখরের হস্ত হইতে সপরিবারে আপনার আত্মাকে মোচন কর ॥ ২১৭ ॥

সকলে। (অসূয়া প্রকাশ পূর্ব্বক) দুর্ব্বুদ্ধিকে! দূর হও দূর হও, তুমিইত অনর্থকারিণী। ইহার ভাবার্থ এই যে, হে দুর্ব্বিদ্ধিকে! আমরা ভালরূপে তোমার পরিচয় পাইলাম, অতএব এস্থান হইতে দূরীভূত হইয়া কোন একান্ত স্থলে স্বীয় বক্ষঃপ্রান্ত অবলোকন করাও ॥ ২১৮ ॥

নান্দীমুখী। স্মিত্বা কধং হিদ কথনে কুপ্পথ ॥

কৃষ্ণঃ। কিং নশ্ছিন্নং যদত্র কাঞ্চনরক্তিকমপি ন পরিহরিষ্যতি হরিঃ ॥

বিশাখা। স্বগতং ॥ ২১৯ ॥

পঢ়মং কণ্হস্স দূদিঅং বুন্দং চ্চেঅ সুলুক্কে উবজুঞ্জন্তী দীবসীহাএ অগ্‌গিণো পূঅণং আরম্ভিস্‌সং ॥ ২২০ ॥

কথং হিতকথনেপি কুপ্যথ দুর্ব্বারোঽয়ং মহাহঠিল্যাঃ স্বহস্তেনৈব কঞ্চুলিকামুদ্ঘাট্য যুষ্মদ্বক্ষো দ্রক্ষ্যত্যেব তদসমঞ্জসমিতি মত্বা ময়ৈবোক্তং কোঽত্রাপরাধ ইতি ভাবঃ ॥ ২১৯ ॥

প্রথমং কৃষ্ণস্য দূতীং বৃন্দামেব শুল্কে উপযুঞ্জানা দীপশিখয়া অগ্নেঃ পূজনমারপ্সে উপযুঞ্জানা কৃষ্ণায়ার্পয়ন্তী দীপশিখয়েতি। তদীয়ামেব বৃন্দাং তস্মৈ দদামীতি নাস্মাকং কোপ্যপচয় ইতি ভাবঃ ॥ ২২০ ॥

নান্দীমুখী। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) অহে মহা হঠকারিণী সকল! হিত বলাতে কোপ করিতেছ, এই দুর্ব্বার নন্দকুমার স্বহস্তে কঞ্চুলিকা উদ্ঘাটন পূর্ব্বক তোমাদের বক্ষঃ দর্শন করিবেন, একারণ ঐ কার্য্য অযোগ্য বিবেচনায় বলিয়াছি, ইহাতে অপরাধ কি ॥

কৃষ্ণ। আমাদের কি শুল্ক খণ্ডিত হইবে, যে হেতু এখানে হরি এক রতি কাঞ্চনও পরিত্যাগ করিবেন না ॥ ২১৯ ॥

বিশাখা। (মনে মনে) প্রথমতঃ কৃষ্ণের দূতী বৃন্দাকে শুল্কার্থ কৃষ্ণকে অর্পণ করিয়া দীপশিখা দ্বারা অগ্নির পূজা আরম্ভ করি অর্থাৎ তাঁহার বৃন্দা তাঁহাকেই দিলে আমাদের কোন ক্ষতি নাই ॥ ২২০ ॥

প্রকাশং। ণাঅরিন্দ কহিং পঞ্চ ঘিঅঘড়িআও কহিং এত্তিঅং ঘড়িদং ঘট্টসুলুক্কং। হোদু তধবি উবআরিণং রাঅকুমরং তুমং অবেক্‌খিঅ এত্থ ণিক্‌কএ অম্হেহিং ণিঅ পিঅসহী বুন্দা তুহ অপ্‌পিদা ॥ ২২১ ॥

সুবলঃ। সংস্কৃতেন।

বৃন্দপঞ্চতয়ে যুক্তমেক বৃন্দার্পণং কথং।
সংখ্যাবিদাং ন নঃ শক্যং গোসংখ্যানাং প্রতারণং ॥২২২॥

নাগরেন্দ্র ক্ক পঞ্চ ঘৃত ঘটিকা ক্ক এতাবদ্‌ঘটিতং ঘট্ট শুল্কং ভবতু তথাপি উপকারিণং রাজকুমারং ত্বামপেক্ষ্য অত্র নিষ্ক্রয়ে অস্মাভির্নিজ প্রিয়সখী বৃন্দা তুভ্যমর্পিতা ॥ ২২১ ॥

বৃন্দ পঞ্চতয়ে প্রস্তুতে দাতব্যে সতি একস্য বৃন্দস্যার্পণং কথং যুজ্যতে ইত্যর্থঃ। গোসংখ্যানাং গোপানাং শ্লেষেণ গোবি পৃথিব্যাং সম্যক্ খ্যাতিমতাং সংখ্যাবিদাং কায়স্থানাং ॥ ২২২ ॥

(প্রকাশ করিয়া) নাগরেন্দ্র! কোথায় এই পঞ্চ ঘট ঘৃত, কোথায় এই পরিমাণে ঘট্ট শুল্কের ঘটনা। যাহা হউক, তথাপি তুমি উপকারী রাজকুমার, তোমাকে অপেক্ষা করিয়া প্রত্যুপকার বিষয়ে আমরা নিজ প্রিয়সখী বৃন্দাকে সমর্পণ করিলাম ॥ ২২১ ॥

সুবল। (সংস্কৃত ভাষায়) পঞ্চবৃন্দ শুল্ক দেয় স্থলে এক বৃন্দের অর্পণ কি রূপে উপযুক্ত হইতেছে, আমরা সংখ্যাভিজ্ঞ কায়স্থ, গোপদিগের ন্যায় আমাদিগকে প্রতারণা করিতে পারিবা না ॥ ২২২ ॥

ললিতা। রোষমিবাভিনীয়। বিসাহে সুট্ঠু মুদ্ধাসি। জং লহুএ ইমস্মিং অথে গুরুইএ অপ্পণো সহীএ বুন্দাএ অপ্পণং কাদুং ইচ্ছসি॥ ২২৩॥

মধুমঙ্গলঃ। ললিদে চিট্ঠদু এদং অলিঅ মাহপ্পং॥

ললিতা। বডুঅ সুণাহি তেত্তিসকোডি সুরাণং সআসাদো সুরিন্দো বরিট্ঠো জং এসো সঅকোডি হত্থো।

রোষমিতি বৃন্দায়াঃ স্বীয়ত্বানর্হত্বাভ্যাং দাতুমশক্যত্ব ব্যঞ্জনয়া কৃষ্ণেন সশ্রদ্ধমত্যাগ্রহেণ তাং গ্রাহয়িতুমিতি ভাবঃ। ইবেতি তস্যাঃ স্বীয়ত্বাভাবাৎ বস্তুতো রোষাভাবাৎ প্রত্যুত দান সমাধান নিষ্পত্তেরস্তঃ স সাধুবাদ মেবেতি ভাবঃ। বিশাখে সুষ্ঠু মুগ্ধাসি যৎ লঘাবস্মিন্নর্থে গুর্ব্ব্যাত্মনঃ সখ্যা বৃন্দায়া অর্পণং কর্ত্তুমিচ্ছসি॥ ২২৩॥

ললিতে তিষ্ঠতু এতদলীক মহাত্ম্যং বটো শৃণু বটো ইতি প্রক্রান্ত মর্থ মস্ম স্মৃত্য অনুরূপ প্রত্যুত্তর দানাসমর্থেতি ভাবঃ। যদ্বা প্রক্রমিষ্যমাণমর্থমপেক্ষ্য অল্লভ্রেত্যর্থঃ। ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি সুরেভ্যঃ সুরেন্দ্রো বরিষ্ঠঃ। যদেষ শত কোটি হস্তঃ শতকোট্যাপি হস্তে যস্য স মহাসম্পন্ন ইত্যর্থঃ। পক্ষে বজ্র

ললিতা। (ক্রোধ প্রকাশ করিয়াই যেন) বিশাখে! তুমি অতিশয় মুগ্ধা হইয়াছ, যে হেতু এই লঘু অর্থে আপনার গুরুতর সখী এই বৃন্দাকে অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ॥ ২২৩॥

মধুমঙ্গল। ললিতে! এ অলীক মাহাত্ম্য থাকুক॥

ললিতা। বটো! শ্রবণ কর। ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি দেবতা হইতে শতকোটি অর্থাৎ বজ্রহস্ত ইন্দ্র প্রধান, তদপেক্ষা

তদো বি হিরণ্ণগব্ভো ভঅবন্তো জং এসো দ্বিপরাদ্ধ বেহবো। তদো বি দেঈ লচ্ছী অং এসো সব্ব সংপত্তিণং ঈসরী। তদো বি বুন্দা জা কির লচ্ছীং বি তুচ্ছী কদুঅ কাএবি অউরুব্বসিরিএ লুদ্ধেণ বিণ্হুণা কামিদ ত্তি। ভঅবদীএ মুহাদো সুণীঅদি ॥ ২২৪ ॥

বিশাখা। পদে নিপত্য কাকুমাতম্বতী সহি ললিদে মহুরং মস্তেসি তধাবি তাক্কালীয়ং দুস্সহ দুক্খং পরিহরিদুং

পাণিঃ। ততো হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ যদেষ দ্বিপরার্দ্ধ বৈভবঃ। ততোপি দেবী লক্ষ্মী যদেষা সর্ব্ব সম্পত্তীনামীশ্বরী ততোপি বৃন্দা যা কিল লক্ষ্মীমপি তুচ্ছী কৃত্য কয়াপ্যপূর্ব্ব শ্রিয়া লুব্ধেন বিষ্ণুনা কামিতা ইতি ভগবতী মুখাৎ শ্রূযতে। তেন পঞ্চ বৃন্দ মাত্র টঙ্কেষু দেয়েষু ঈদৃশী বৃন্দা দাতুমযোগ্যেতি ভাবঃ ॥ ২২৪ ॥

পদে নিপত্তিতেতি পক্ষে স্বস্ত পক্ষপাতং বিজ্ঞাপয়িতুং তেনচ তং প্রসন্নী কর্ত্তুং ললিতে মধুরং মন্ত্রয়সি তথাপি তাৎকালিকং দুঃসহ দুঃখং পরিহর্ত্তুং

দ্বিপরার্দ্ধবৈভব ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ প্রধান, তদপেক্ষা সর্ব্ব সম্পত্তির ঈশ্বরী লক্ষ্মী প্রধানা এবং তদপেক্ষা আবার বৃন্দা প্রধানা, কারণ যাহার অপূর্ব্ব শোভায় ভগবান্ বিষ্ণু মুগ্ধ হইয়া লক্ষ্মীকে তুচ্ছ জ্ঞান করত কামনা করিয়া থাকেন, এই সকল কথা ভগবতী পৌর্ণমাসীর মুখে শুনিয়াছি ॥ ২২৪ ॥

বিশাখা। (কাকু বিস্তার পূর্ব্বক পদে নিপতিত হইয়া) সখি ললিতে। উত্তম বলিয়াছ, কিন্তু আমি তাৎকালিক

এব্বং অজুত্তং বি কাদু কামাহ্মি তা পসীদ অণুমণ্ণেহি বুন্দা সমপ্পণং পুরোডাস ওগ্ঘাণেণ তুণ্ণং পুণম্ম আত্তাণঅং ॥

ললিতা। স্মেরেব শিরো বিনময্য তূষ্ণীং তিষ্ঠতি ॥ ২২৫ ॥

বিশাখা। ললিদে বিণ্ণাদং দে আউদং। জং এক্কং দিঅহং চ্চেঅ অণুমণ্ণেসি ॥ ২২৬ ॥

কৃষ্ণঃ। হন্ত নান্দীমুখি দৃষ্টমত্যদ্ভুতং ভবত্যা। ততঃ পৃচ্ছ্যতামিতি। কথমেতাভির্মৎকর্ণ-যুগারব্ধ তাণ্ডবয়োর্মকর-

এবমযুক্তমপি কর্ত্তুং কামাস্মি তৎ প্রসীদ অনুমন্যস্ব বৃন্দা সমর্পণং পুরোডাসাব ঘ্রাণেন তূর্ণং পুনীম আত্মানং ॥ ২২৫ ॥

ললিতে বিজ্ঞাতং তে আকূতং যদেকং দিবসমেবানুমন্যসে ॥ ২২৬ ॥

ন গুম্ফিতং ন গুম্ফীকৃতং মমৈব বৃন্দাং যদি মহ্যমর্পয়সি তর্হি শাণ্ডবত্তো

দুঃসহ দুঃখ পরিহার নিমিত্ত এপ্রকার অযুক্তও করিতে ইচ্ছা করিয়াছি অতএব প্রসন্ন হও, বৃন্দা সমর্পণ বিষয়ে অনুমোদন কর, যজ্ঞীয় ঘৃত আঘ্রাণ দ্বারা শীঘ্র আমরা আত্মাকে পবিত্র করি ॥

ললিতা। ঈষৎ হাস্য প্রকাশের ন্যায় মস্তক অবনত করিয়া তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিত রহিলেন ॥ ২২৫ ॥

বিশাখা। ললিতে! তোমার অভিপ্রায় জানিলাম, অতএব এক দিবসেরও জন্য অনুমোদন কর ॥ ২২৬ ॥

কৃষ্ণ। (সহর্ষে) নান্দীমুখি! আপনি অত্যদ্ভুত আশ্চর্য্য দেখিলেন ত, অতএব জিজ্ঞাসা করুন, এই সকল গোপ সুন্দরী আমার কর্ণযুগলে তাণ্ডবারম্ভকারি মকর কুণ্ডল

কুণ্ডলয়োর্দ্বন্দ্বং ন শুল্কিতং ॥ ২২৭ ॥

নান্দীমুখী। কিত্তিদা কিত্তিদাইণি রাহিএ অজুত্তং ক্খু এদং জং বণমালিণো চ্চেঅ বুন্দাএ ইমস্স শুলুকপ্পণং ॥ ২২৮ ॥

রাধা। সহি বুন্দে কিত্তি তুহ্নীং চিট্ঠসি তুণ্ণং অপ্পণো পক্খং উল্লাসেহি ॥

কৃষ্ণঃ। বৃন্দাবক্ত্রমবলোকয়ন্ বিলোচন কোণং কূণয়তি ॥

বৃন্দা। নাগরেন্দ্র কৃতং নিরর্থকং দৃশস্তাণ্ডবেন যদিয়ং বৃন্দা-

---

মন্মকর কুণ্ডলয়োর্দ্বয়মেব মহ্যং দদাত্বিতি ভাবঃ ॥ ২২৭ ॥

কীর্ত্তিদা কীর্ত্তিদায়িনী রাধে অযুক্তং খলিম্বদং যৎ বনমালিন এব বৃন্দায়া অস্মৈ শুল্কার্পণং ॥ ২২৮ ॥

সখি বৃন্দে কিমিতি তূষ্ণীং তিষ্ঠসি তূর্ণমাত্মনঃ পক্ষমুল্লাসয় ॥ ২২৯ ॥

দ্বয়কে কেন শুল্ক যোগ্য করিল না ॥ ২২৭ ॥

নান্দীমুখী। কীর্ত্তিদাকীর্ত্তিদায়িনি রাধে! এটা অতিশয় অযুক্ত, যে হেতু বনমালির বৃন্দাকে বনমালির সম্বন্ধে শুল্কার্পণ ॥ ২২৮ ॥

শ্রীরাধা। সখি বৃন্দে! কেন তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিত রহিলে, শীঘ্র আপনার পক্ষ প্রকাশ কর অর্থাৎ তুমি কৃষ্ণের পক্ষ-পাতিনী কি আমার, ইহা ব্যক্ত করিয়া বল ॥

কৃষ্ণ। বৃন্দার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লোচন কোণ কুঞ্চিত করিলেন অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা সঙ্কেত করিয়া স্বাভি-প্রায় প্রকাশ করিলেন ॥

বৃন্দা। নাগরেন্দ্র! চক্ষুর নৃত্য করাণ নিরর্থক হইল, যে

বনেশ্বরীমনুবর্ত্ততে ॥

সর্ব্বাঃ। সোৎপ্রাসং বিহস্য। ভঅবদি লজ্জে কহিং গদাসি পসিদ পসিদ ॥

বৃন্দা। সখি বৃন্দাবনেশ্বরি মমাত্র কিঞ্চিদ্বিজ্ঞপ্তি রবাপ্তাবসরা বভূব ॥ ২২৯ ॥

রাধা। সহি বুন্দে কীদিসী এসা ভণীঅদু ॥

বৃন্দা। দ্যূতকার সংসদোপি ভূয়িষ্ঠং ঘট্টপালগোষ্ঠী সাধুভি রভিতঃ শ্লাঘ্যতে তদত্র ন সমঞ্জসং প্রাঞ্জলোহয়ং জনঃ

দ্যূতকার সভায়াঃ সকাশাদপি ঘট্টপালগোষ্ঠী শ্লাঘ্যতে ইতি দুরাচারত্বেনেতি ভাবঃ। বিরুদ্ধ লক্ষণয়া বা অয়ং মল্লক্ষণো জনঃ প্রাঞ্জলঃ সরলঃ। শুল্কার্থং

হেতু এই বৃন্দা বৃন্দাবনেশ্বরীরই অনুবর্ত্তিনী ॥

সকলে। (উচ্চ হাস্য করিয়া) ভগবতি লজ্জে! কোথায় গেলে, প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও ॥

বৃন্দা। সখি বৃন্দাবনেশ্বরি। এই স্থলে আমার কিঞ্চিৎ বিজ্ঞপ্তি অবসর প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি ॥ ২২৯ ॥

শ্রীরাধা। সখি বৃন্দে! কীদৃশী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া বল ॥

বৃন্দা। সাধুগণ সর্ব্বতোভাবে বলিয়া থাকেন, দ্যূতকারক অর্থাৎ জুয়ারির সভা হইতে ঘট্টপালের সভা অতীব প্রশংসনীয় অর্থাৎ বিরুদ্ধ লক্ষণ দ্বারা অতিশয় ঘৃণিত। একারণ যদি শুল্কার্থ এই মল্লক্ষণ সরল জনকে বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হওয়া হয়, তাহহইলে এ অযোগ্য স্থলে

বিক্রয়োপক্রমশ্চেৎ কচিদন্যত্র বিক্রীয়তাং ॥ ২৩০ ॥

কৃষ্ণঃ। সস্মিতং। সত্যমমূরসংভুক্তা এবাপ্রতিম পূর্ণলক্ষ্মী ভরাঃ সুভ্রুবো রাজকূলকার্য্যমর্হন্তি। বৃন্দাতু বিষ্ণুনা সুচিরং সংভুক্ত্য নির্ভরমপারেণ বৈভবেন রিক্তীকৃতা তদল মেতয়া ॥

রাধা। বিহস্য এদং কখু অলাভাদঙ্গনাত্যাগ স্তুরঙ্গ ব্রহ্মচর্য্যকং ত্তি ধীরেহিং ভণিঅদি ॥

বিক্রয়স্য আরম্ভশ্চেৎ ২৩০ ॥

অপ্রতিমঃ অনুপমঃ পূর্ণলক্ষ্মী ভরো যাসাং তাঃ ॥ ২৩১ ॥

না করিয়া স্থানান্তরে বিক্রয় কর ॥ ২৩০ ॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) নিশ্চয় বোধ হইতেছে এই সকল অনুপম পূর্ণ শোভা সম্পন্না সুন্দরীগণ এযাবৎ অন্য কাহা কর্তৃক সম্ভুক্ত হয় নাই, অতএব ইহারা রাজ-কুল কার্য্যের যোগ্য বটে, কিন্তু বৃন্দা চিরকাল বিষ্ণু কর্ত্তৃক অতিশয় রূপে সম্ভুক্তা হওয়ায় অপার বৈভব হইতে শূন্য হইয়াছে অর্থাৎ এক্ষণে ইহার আর সেরূপ শোভা প্রকাশ পাইতেছে না, একারণ ইহাকে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই ॥

শ্রীরাধা। (উচ্চ হাস্য করিয়া) পণ্ডিতগণ এরূপ বলিয়া থাকেন অলাভ বশতঃ যে অঙ্গনা পরিত্যাগ তাহার নাম তুরঙ্গ ব্রহ্মচর্য্য, অর্থাৎ যাহার অদৃষ্টে স্ত্রীলাভ নাই, সে যেমন লোকের নিকট ব্যক্ত করে আমি ব্রহ্মচারী, ইহাও তদ্রূপ ॥ ২৩১ ॥

মধুমঙ্গলঃ। জনান্তিকং ॥ ২৩১ ॥

বিসাহে ণিচ্চিদং তুম্হাণং ঘট্টদানে অণুউলো হুবিস্সং জং কাঅত্থ বিজ্জা পারং গদোহ্মি তা দেহি মে কিম্পি পারিতোসিঅং ॥ ২৩২ ॥

বিশাখা। অজ্জ ণব্বং সক্করং দাইস্সং ॥

মধুমঙ্গলঃ। বিসাহে ণূণং পরিহসিজ্জসি ॥

বিশাখা। ভঅবন্তস্স সূরস্স সবামি ॥ ২৩৩ ॥

মধুমঙ্গলঃ। সহর্ষং কৃষ্ণমভ্যুপেত্য পিঅবঅস্স মান সমএ পমদা সদকোডি রোস ভঞ্জণে বিঅক্খণোহ্মি। দীবাঅলি

বিশাখে নিশ্চিতং যুষ্মাকং ঘট্টদানে অনুকূলো ভবিষ্যামি যৎকায়স্থ বিদ্যাপারং গতোস্মি তৎ দেহি মে পারিতোষিকং ॥ ২৩২ ॥

আর্য্য নব্যাং শর্করাং দাস্যামি নূনং পরিহসসি ভগবতে সূর্য্যায় শপামি ॥২৩৩

প্রিয়বয়স্য মান সময়ে প্রমদা শত কোটি রোষ ভঞ্জনে বিলক্ষণোস্মি দীপা

মধুমঙ্গল। (পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া) বিশাখে! আমি কায়স্থ বিদ্যায় অর্থাৎ গণিত শাস্ত্রে পারদর্শী, একারণ নিশ্চয় তোমাদের ঘট্টদান বিষয়ে অনুকূল হইব, অতএব আমাকে পারিতোষিক প্রদান কর ॥ ২৩২ ॥

বিশাখা। আর্য্য! নূতন শর্করা প্রদান করিব ॥

মধুমঙ্গল। বিশাখে! নিশ্চয় জানিলাম পরিহাস করিতেছ ॥

বিশাখা। ভগবান্ সূর্য্যের শপথ করিতেছি ॥ ২৩৩ ॥

মধুমঙ্গল। (হর্ষের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিয়া) প্রিয়বয়স্য! আমি মানকালীন শতকোটি প্রমদার রোষ

কোদুএ সুরহী সঅকোডি পূআবণে আর্চারি ওহ্মি। তা দিজ্জউ অজ্জ মহামহূসবে মজ্ঝ অণত্তুথিদ পুব্বা সঅকোডি দক্খিণা॥

কৃষ্ণঃ। স্মৃত্যা তুষ্ণীং তিষ্ঠতি॥ ২৩৪॥

মধুমঙ্গলঃ। অপবার্য্য বিশাখে মৌনং সম্মতি লক্ষণং ত্তি জানাসি চ্চেঅ। তা দেহি পরিসুদং ইত্যঞ্জলিং প্রসারয়তি॥

বিশাখা। স্মিত্বা গেহ্ণি অদু এসা সক্করা ইতি কর্পরীং সমর্পয়তি॥

বলী কৌতুকে সুরভী শতকোটি পূজায়াং আচার্য্যোঽস্মি তদ্দীয়তাং অদ্য মহামহোৎসবে মহ্যং অনভ্যর্থিত পূর্ব্বা শতকোটি দক্ষিণা॥ ২৩৪॥

তদ্দেহি প্রতিশ্রুতং। স্মিত্বেতি শর্করা কর্পরীং খেপি ইতি নানার্থবর্গাৎ॥ যথা মনের ময়া প্রতিশ্রুতং তদেব দীয়তে নীয়তামিতি অভিপ্রায়াৎ। ধূর্ত্তেতি

ভঞ্জনে পারদর্শী, দীপান্বিতা উৎসবে শতকোটি সুরভী পূজার আচার্য্য, অতএব অদ্য এই মহা মহোৎসবে আমাকে অপ্রার্থিত পূর্ব্বা শতকোটি দক্ষিণা প্রদান কর॥

কৃষ্ণ। স্মরণ করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন॥ ২৩৪॥

মধুমঙ্গল। (আড়াল করিয়া) বিশাখে! প্রিয়বয়স্য যখন কোন উত্তর করিলেন না তখন নিশ্চয় জানিও মৌনই সম্মতি লক্ষণ, অতএব প্রতিশ্রুত প্রদান কর, এই বলিয়া অঞ্জলি বিস্তার করিলেন।

বিশাখা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) এই শর্করা গ্রহণ কর এই বলিয়া খোলা প্রদান করিলেন॥

মধুমঙ্গলঃ। উচ্চৈ র্বিহস্য ধুত্তে চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ পিক্খিদং মো করিস্‌সং ইতি কৃষ্ণান্তিকমাসাদ্য পিঅবঅস্‌স লহু অশ্মি কজ্জে অলং বিলম্বেন গেহ্ন সুলুক্কং॥ ২৩৫॥

কৃষ্ণঃ। সখে মধুমঙ্গল মধুসূদনোঽস্মি তদেষা রাধিকাখ্যাগতা ভ্রমরী শুল্কার্থমাদেয়া।

বৃন্দা। ফুল্লেয়ং চম্পকলতৈব শক্তৈবো মধুসূদনস্তোচিতা।

ধূর্ত্তেতি সম সরল বিপ্রস্য খণ্ড লিপ্সয়া শর্করার্থভ্রান্ত্যা করণং কৌটিল্য জাড্যং নৈবাসীদিতি ভাবঃ। নিষ্কৃতিং বঃ করিষ্যামি। প্রিয়বয়স্য লঘুনি কার্য্যে অলং বিলম্বেন গৃহাণ শুল্কং॥ ২৩৫॥

মধুসূদনো ভ্রমরঃ বিষ্ণুশ্চ রেফেণাধিক্যাং গতা রেফ বর বরাঙ্গীত্যর্থঃ। পক্ষে রাধিকাখ্যা নাম্না ভ্রমরী কামিনী॥ ২৩৬॥

মধুমঙ্গল। (উচ্চ হাস্য করিয়া) কি আশ্চর্য্য! আমি সরল ব্রাহ্মণ, খণ্ডলোভে শর্করা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তোমরা দুর্ব্বিদ্ধি ক্রমে শর্করা শব্দের অর্থান্তর কল্পনা করিয়া আমার হাতে খোলা দিলা, অতএব ধূর্ত্তে! থাক থাক তোমাদের ভালরূপে নিষ্কৃতি করিতেছি, এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন পূর্ব্বক, প্রিয়বয়স্য! কার্য্যটা অতিশয় লঘু হইলেও বিলম্ব করিয়া শুল্ক গ্রহণ কর॥২৩৫॥

কৃষ্ণ। সখে মধুমঙ্গল! আমি মধুসূদন অর্থাৎ ভ্রমর, রেফদ্বারে অধিকা রাধিকা নাম্নী ভ্রমরী সমাগত হইয়াছে, অতএব শুল্কার্থ ইহাকেই গ্রহণ করা উপযুক্ত।

বৃন্দা। এই প্রফুল্ল চম্পক লতাই সম্যক মধুসূদনের উপযুক্ত।

কৃষ্ণঃ। বৃন্দে তত্ত্বানভিজ্ঞাসি রাধা খলু অতিরূপা যা বিপরীতাপি ধারা মাধ্বীকময়ী সম্পদ্যতে ॥ ২৩৬ ॥

চিত্রা। গোউলবীরবরেণ্ণ অপ্‌ডিম পুণ্ণলচ্ছী ভরা ইমাও ত্তি সঅং চ্চেঅ সমখ্খিদং তা বিন্দ পঞ্চএণ কধং অহ্মাণং একতমা গেহ্ণিহুং জুত্তা ॥ ২৩৭ ॥

বৃন্দা। সখি চিত্রে শ্লাঘ্যাসি। যদেষ বিশৃঙ্খলঃ কোমলবাগ্বল্লী পল্লবেন ভবত্যা স্তম্ভিতো গম্ভীরবেদী স্তম্বেরমঃ ॥ ২৩৮ ॥

গোকুলবীরবরেণ্য অপ্রতিম পূর্ণলক্ষ্মী ভরা ইমা ইতি স্বয়মেব সমর্থিতং তদ্বৃন্দ পঞ্চকেন হেতুনা কথমস্মাকমেকতমা গৃহীতুং যুক্তা ॥ ২৩৭ ॥

গম্ভীরবেদী দুর্ব্বারমদ স্তম্বেরমঃ হস্তী। যদুক্তং ত্বগ্‌ভেদাৎ শোণিত স্রাবাৎ মাংসস্য ব্যধনাদপি। সংজ্ঞাং ন লভতে যস্তু গজো গম্ভীরবেদ্যসৌ ॥ ২৩৮ ॥

কৃষ্ণ। বৃন্দে! তুমি তত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞা, মধুসূদনের পক্ষে রাধাই অনুরূপা, কারণ যাহার দুই অক্ষর নাম বিপরীত করিয়া পাঠ করিলে মধুময়ী ধারা সম্পন্ন হয় ॥ ২৩৬ ॥

চিত্রা। হে গোকুলবীরাগ্রগণ্য! এই সকল গোপী অপ্রতিম পূর্ণ শোভা শালিনী, তুমি স্বয়ংই সম্ভাবনা যোগ্য করিয়াছ, অতএব পাচ বৃন্দের জন্য আমাদের একটী মাত্র গ্রহণ করা কি প্রকারে উপযুক্ত হইবে? ॥ ২৩৭ ॥

বৃন্দা। সখি চিত্রে! তোমাকে অতিশয় প্রশংসা করিতে হয়, কারণ তুমি দুর্দ্ধর বিশৃঙ্খল হস্তিকে কোমলবাক্য রূপ লতা পল্লব দ্বারা স্তম্ভিত করিয়াছ ॥ ২৩৮ ॥

মধুমঙ্গলঃ। পিঅবঅস্‌স সঅ গুণো সুল্কো ত্তি এত্থ অ সংখ্যাবাইণো সঅ সদ্দস্‌স পত্তি দহক্কি পজ্জবসাণং কুণ ন্তেহিং অহ্মেহিং তস্‌স উজ্জাণচক্কবট্টিণো সুট্ঠু অবরদ্ধং ॥ ২৩৯ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে সাধু সাধু প্রিয়ার্থরসমাধুরীমুপভোজয়ন্ কায়স্থিকা রসবতী পৌরগবোসি ॥ ২৪০ ॥

সত্যমসংখ্যান্যেব বিত্তানি চক্রবর্ত্তিবারাণামপি প্রায়েণ

প্রিয়বয়স্য শতগুণ শুল্ক ইত্যত্রাসংখ্যাবাচিনঃ শত শব্দস্য পংক্তি দশকে পর্য্যবসানং কুর্ব্বদ্ভি রস্মাভি স্তস্মৈ উদ্যান চক্রবর্ত্তিনে সুষ্টু অপরাদ্ধং তস্মৈ কোপয়িতুমিত্যর্থ স্তস্মেভি বা ॥ ২৩৯ ॥

প্রিয়োঽর্থ প্রয়োজনং যেষু এবং ভূতা যে রসা স্তন্মাধুরীং পক্ষে প্রিয়া শ্রীরাধিকা সৈব অর্থঃ প্রয়োজনং যেষু তদ্রস মাধুরী। পৌরগবঃ পাক কর্ম্মাধ্যক্ষঃ ॥ ১৪০ ॥

স্মর্য্যতে ইতি স্মৃতি শাস্ত্র বচনমেবাত্র প্রমাণমস্তীতি ভাবঃ। ত্রাম্বিষ্টে

মধুমঙ্গল। প্রিয়বয়স্য! শতগুণ শুল্ক, এই স্থানে শত শব্দের অসংখ্যবাচিত্ব অর্থ পরিত্যাগ করিয়া পক্তি গণনায় দশকে পর্য্যবসান করায় আমরা উদ্যানচক্রবর্ত্তির নিকটে অতিশয় অপরাধী হইয়াছি ॥ ২৩৯ ॥

কৃষ্ণ। সখে! ভাল ভাল। তুমি প্রিয়ানিষ্ঠ রসমাধুরী পান করাইবার নিমিত্ত কায়স্থিকা অর্থাৎ দেহস্থ রসবতী পাকশালার রন্ধনাধ্যক্ষ হইয়াছ ॥ ২৪০ ॥

আমরা প্রধান নরপালের অভিপ্রায়ানুসারে অসংখ্য

ক্রোড়ীকৃতানি। তথাচ স্মর্য্যতে।

দ্রাঘিষ্ঠে ছদ্মনি জাতে প্রকৃত্যা গর্ব্বশালিনাং।

অত্যুন্নত স্ত্রিয়োগ্রাণাং যথেষ্টং দণ্ড ঈষ্যতে ॥ ২৪১ ॥

ললিতা। দণ্ডেণ বিণা কৃখণং বি গোবাণং ণত্থি ওলম্বো তা জুত্তং দণ্ডগ্গহণং ॥ ২৪২ ॥

কৃষ্ণঃ। যদ্যপি পঞ্চভিরপি ন শুল্কপর্য্যাপ্তিস্তথাপি দ্বিতীয়ৈব

অতি দীর্ঘতমে অত্যুন্নতয়া স্ত্রিয়া উগ্রাণাং ॥ ২৪১ ॥

দণ্ডেন বিনা ক্ষণমপি গোপানাং নাস্ত্যবলম্বঃ তদ্যুক্তমেব দণ্ডগ্রহণং ॥২৪২॥

দ্বিতীয়ৈব ললিতামপেক্ষ্য ললিতা একা বাধা দ্বিতীয়েত্যর্থঃ। পক্ষে দ্বিতীয়া তিথিঃ। চন্দ্রলেখা চন্দ্রকলা। পক্ষে নখাঙ্কঃ ॥ ২৪৩ ॥

ধন অঙ্গীকার করিয়াছি সত্য, কিন্তু এস্থলে স্মৃতি শাস্ত্রের বচন প্রামাণ্য করা উচিত, শাস্ত্রে এরূপ আজ্ঞা আছে যাহারা স্বভাবতঃ গর্ব্ব শীল এবং অত্যুন্নত সম্পত্তি দ্বারা উগ্র, তাহাদের যদি সুদীর্ঘ ছল সপ্রমাণ হয় তাহা হইলে তাহারা যথেষ্ট দণ্ড পাইবার যোগ্য ॥ ২৪১॥

ললিতা। গোপজাতির দণ্ড গ্রহণ করা ভিন্ন ক্ষণকালের নিমিত্তও অন্য অবলম্ব নাই, অতএব দণ্ড গ্রহণ করা উপযুক্তই বটে ॥ ২৪২ ॥

কৃষ্ণ। যদ্যপি এই পাঁচ জন হইতে শুল্কের পূর্ণতা না হয় তথাপি আমি দ্বিতীয়াকে রক্ষা করিব, যে হেতু ইহাঁর চন্দ্রকলা উন্মীলনে ক্ষমতা আছে। অর্থাৎ ললিতা অপেক্ষা দ্বিতীয়া শ্রীরাধা নখাঙ্ক প্রভৃতি ধারণ করিতে

ময়া রক্ষণীয়া। যা খলু চন্দ্রলেখোন্মীলন ক্ষমা ॥ ২৪৩ ॥

রাধা। সোৎপ্রাসং বিহস্য হন্ত হন্ত দেবদোবাসনস্স কুসুমং অবচিণ্বন্তীণং খঞ্জণচ্ছীণং খেমং কখু বুন্দাঅণং উন্মদেণ ইমিণা একেণ মহাকলহিন্দেন সব্বং আকমিঅ ভয়ঙ্করং কিদং। কেঅলং সৈলিন্দস্স ওবসল্লমেত্তং ওলম্বণং আসি। হদ্ধী হদ্ধী এত্থ বি দাণিন্দারম্ভদম্ভেণ বট্টপডিদা আরদ্ধা কস্স বিণ্ণবিস্সম্হ ॥

হন্ত দেবতোপাসনায় কুসুম বিচিন্বতীনাং খঞ্জনাক্ষীণাং ক্ষেমং খলু বৃন্দাবনং উন্মদেন একেন মহাকলভেন্দ্রেণ সর্ব্বমাক্রম্য ভয়ঙ্করং কৃতং। কেবলং শৈলেন্দ্রস্য উপশল্য মাত্রং অবলম্বনমাসীৎ। হা ধিক্ হা ধিক্ তত্রাপি দানীন্দ্রারম্ভদম্ভেন বর্ত্মপাতিতা আরব্ধা কস্মৈ বিজ্ঞাপয়িষ্যামহে রাজপুত্রস্যাস্য কো নিয়ন্তেতি ভাবঃ ॥ ২৪৪ ॥

সমর্থা হইয়াছেন ॥ ২৪৩ ॥

শ্রীরাধা। (উচ্চ হাস্য করিয়া) হায়! পূর্ব্বে দেবতারাধন বিষয়ে কুসুমচয়নকারিণী খঞ্জনাক্ষী রমণীদিগের এই স্থান মঙ্গল জনক ছিল, সম্প্রতি একটা মহা উন্মত্ত মতঙ্গজ আসিয়া সমুদায় আক্রমণ পূর্ব্বক ভয়ঙ্কর করিয়াছে কেবল গোবর্দ্ধনের প্রান্ত মাত্র অবলম্বন দেখিতেছি। হা ধিক্ হা ধিক্, তাহাতেও আবার দানীন্দ্রের দম্ভারম্ভে বাটপড়িতা আরম্ভ হইল, অতএব কাহাকে নিবেদন করিব, অর্থাৎ ইনি ত রাজপুত্র, ইহাঁর নিয়ন্তা ত কাহাকেও দেখিতেছি না ॥

কৃষ্ণঃ। নান্দীমুখি তব কর্ণমধিরূঢ়াসৌ গুর্ব্বী গিরামনর্গলতা। যদত্র সম্মার্গরক্ষা প্রখ্যাত বিশুদ্ধৌ ময্যপি বত্মপাতিতা পরিবাদ কালিমাধ্যাস সাহসিতা তদেনাং দোর্দ্দণ্ড যুগলেন গাঢ়ং পীড়য়ামি ॥ ২৪৪ ॥

নান্দীমুখী। পুরোবস্থায় বারয়ন্তী সুবীর মহা তাবসী পরিবারস্স মে সমক্খং অক্খমং কখু এদং কুলবালা পীড়ণং ॥ ২৪৫ ॥

কৃষ্ণঃ। গোষ্ঠমহেন্দ্রকুমারশ্চূড়ামণিরস্মি মুহুরহংযূনাং কথ

মহা তাপসী পরিবারস্য মে সমক্ষং অক্ষমং খলু এতৎ কুলবালা পীড়নং ॥ ২৪৫ ॥

অহংযূনা· অহঙ্কারবতা· অহঙ্কারশালিহংযুঃ স্তাদিত্যমরঃ পক্ষে যূনাং

কৃষ্ণ। নান্দীমুখি! ইহার এই বাক্যের গুরুতর অনর্গলতা তোমরা কর্ণপদবীতে আরোহণ করাইলা ত,আমি এস্থলে সাধুমার্গ রক্ষা রূপ বিশুদ্ধ খ্যাতিশালী, যে হেতু এ আমাতেও বাটপাড়িতা অপবাদ কালিমা আরোপণে নির্ভয়তা প্রকাশ করিল, অতএব আমি ইহাকে দোর্দ্দণ্ড যুগল দ্বারা গাঢ়রূপে পীড়িত করিব ॥ ২৪৪ ॥

নান্দীমুখী। (সম্মুখে গিয়া নিবারণ পূর্ব্বক) হে সুবীর! আমি মহা তাপসী পরিবার, আমার সমক্ষে এই কুলবালা পীড়ন অতি অযোগ্য ॥ ২৪৫ ॥

কৃষ্ণ। আমি গোষ্ঠরাজ কুমার, অতিশয় অহংকারি ব্যক্তিগণের

মুন্মদ যুবতীনামুপেক্ষিতাহে হৃদ্য দর্পকোষ্মণং ॥ ২৪৬ ॥

ললিতা। কহ্ন সক্ষং কধেসি এত্থ নাবরজ্ঝসি তুমং ঘট্টীদেঈএ চ্চেঅ অস অপুব্বো কোবি পসাদো। জেণ সক্কুল কুমরো বি ধুত্তধুরীণাণং সুট্ঠু বিক্কাবণীং কঞ্চণ বিজ্জং ঝত্তি অজ্ঝাবিদোসি ॥ ২৪৭ ॥

কৃষ্ণঃ। সাটোপং।

মধ্যে অহং চূড়ামণিঃ। দর্পকস্ত গর্ব্বস্ত উষ্মাণং উষ্মত্বং তৈক্ষ মিত্যর্থঃ। পক্ষে কামোদ্রেক॰ ॥ ২৪৬ ॥

হে কৃষ্ণ শ্লক্ষ্ণং কথয়সি অত্র নাপরাধ্যসি ত্বং ঘট্টীদেব্যা এব অপূর্ব্বঃ কোপি প্রসাদঃ। যেন সৎকুল কুমারোপি ধূর্ত্ত ধুরণীণাং সুষ্ঠু বিস্মাপনীং কাঞ্চন বিদ্যাং ঝটিতি অধ্যাপিতোঽসি ॥ ২৪৭ ॥

চূড়ামণি, অদ্য কি প্রকারে গর্ব্বিত যুবতীদিগের দর্প গরিমা উপেক্ষা করিব ॥

পক্ষান্তরের অর্থ, আমি রাজপুত্র, যুবকগণের চূড়ামণি, আজ কি প্রকারে গর্ব্বিত যুবতীদিগের কামোদ্রেক উপেক্ষা করিব ॥ ২৪৬ ॥

ললিতা। কৃষ্ণ! ভাল বলিতেছ, তুমি এবিষয়ে অপরাধী নহ, ঘট্টীদেবীরই এই কোন অপূর্ব্ব প্রসাদ, যে হেতু তুমি সৎকুলোৎপন্ন রাজপুত্র হইলেও, তোমাকে ধূর্ত্ত চূড়ামণিদিগের সুন্দর বিস্মাপন কারিণী কোন বিদ্যা শীঘ্র অধ্যয়ন করাইয়াছেন ॥ ২৪৭ ॥

কৃষ্ণ। (দর্পের সহিত) তোমরা ঘট্টাধিরাজকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক

ঘট্টাধিরাজমবমত্য বিবাদমেব
যূয়ং যদা চরথ শুল্কমদিৎসমানাঃ।
মন্যে বিধিৎসথ তদত্র গিরেস্তটেষু
দুর্গেষু হন্ত বিষমেষু রণাভিযোগং॥ ২৪৮॥

রাধা। মোহণ কেত্তিঅং সহিস্সম্ভ জং অতি নির্ম্মথনাদগ্নিশ্চন্দনাদপি জায়তে ত্তি বঅণং পমাণং তা এত্থ অহ্ম দূষণং ণ দেঅং॥ ২৪৯॥

বিষমেষ্বিতি তটেষিত্যস্য বিশেষণং পক্ষে বিষমেষুঃ কন্দর্পঃ তস্য রণাভিযোগ্যমিত্যেক পদং॥ ২৪৮॥

মোহন কিয়ৎ সহিষ্যামহে। যদিতি নির্ম্মথনাদগ্নিশ্চন্দনাদপি জায়তে ইতি বচনং প্রমাণং তদত্র অস্মদ্দূষণং নদেয়ং তেন হি ধীরাণামপি চাঞ্চল্যং জায়তে ইতি রহস্যো ধ্বনিঃ॥ ২৪৯॥

শুল্ক প্রদানে পরাঙ্মুখ হইয়া যখন বিবাদাচরণেই প্রবৃত্ত হইয়াছ, হা কষ্ট তখন নিশ্চয় বোধ হইল এই দুর্গম বিষম গিরিতটে আমার সহিত যুদ্ধ করিতেই ইচ্ছা করিতেছ॥ ২৪৮॥

শ্রীরাধা। মোহন। আমরা কত সহ্য করিব, যে হেতু অতিশয় রূপে নির্ম্মথন করিতে করিতে চন্দন হইতেও অগ্নি উৎপন্ন হয়, এই শাস্ত্র বচন প্রমাণ স্বরূপ, অতএব এবিষয়ে আমাদের প্রতি দোষারোপ করিও না॥

উক্ত উদাহরণের অভিপ্রায় এই যে স্ত্রী দর্শনে ধীর ব্যক্তিরও চাঞ্চল্য জন্মিয়া থাকে॥ ২৪৯॥

কৃষ্ণঃ। অপটু ভ্রমকারিণীভিরাভিঃ
কুটিনাটীভিরলং প্রসীদ দেবি।
বিতরাদ্য ধনানি বা মদিষ্টা
ন্যমুতিষ্ঠাতনুসঙ্গরক্রিয়াং বা ॥ ২৫০ ॥

বৃন্দা। ত্বং মহা সাংযুগীনোঽসি সংযুগে খ্যাতিমাগতঃ।

কুটি কৌটিল্যং ইক্ কৃষাদিভ্যঃ। নাটী নাট্যং কৌটিল্য নাট্যমত্র পরম পটৌ ময়ি ফলবতীভ্যর্থঃ। রহস্ত ধ্বনি পক্ষে অপটোরেব বাহ্যার্থায় সন্ধায়িনো ভ্রমঃ স্যাৎ নতু পরম পটৌ রহস্ত বেদিনো মমেতি। ময়াতু যুষ্মচ্চাপল্যং জ্ঞায়ত এব অলং ব্যঞ্জনয়েতি ভাবঃ। অতনো রনঙ্গস্ত পক্ষে কন্দর্পস্ত সংগরস্ত যুদ্ধস্ত ক্রিয়াং ব্যাপারং ॥ ২৫০॥

সাংযুগিনো রণে সাধুরিত্যমরঃ। যতঃ সংযুগে যুদ্ধে উভয়থাপি স্পষ্ট এবার্থ ॥ ২৫১ ॥

কৃষ্ণ। দেবি! প্রসন্ন হও, আর এই অযোগ্য ভ্রমকারিণী কুটিনাটীর প্রয়োজন নাই, আমার প্রার্থিত ধন সকল প্রদান কর, অথবা আমার সহিত গুরুতর যুদ্ধতেই বা প্রবৃত্ত হয় ॥

তাৎপর্য্য আমি পরম পটু, আমার প্রতি তোমার কুটিনাটী ফলবতী হইবে না, অপটু ব্যক্তির প্রতিই ভ্রম বিধান করিতে পারে, আমি তোমাদের চাপল্য অবগত হইয়াছি আর ছল করিও না, আমার অভীষ্ট ধন প্রদান কর অথবা কন্দর্প যুদ্ধ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হও ॥ ২৫০ ॥

বৃন্দা। অহো! তুমি মহা যোদ্ধা, যুদ্ধ বিষয়ে খ্যাতি লাভ

যোদ্ধুং ত্বত ত্বয়া সার্দ্ধং কমন্তাম্ববলাঃ কথং ॥ ২৫১॥

কৃষ্ণঃ। কাননেচরি স্বরূপানভিজ্ঞাসি।

পশ্যোন্নত শ্রোণিরথা মতঙ্গজ

ক্রমোজ্জ্বলাঃ সুষ্ঠু পদাতিশোভনা।

কামস্য চঞ্চৎ কচভার চামরা

শ্চমূরমূশ্চারু চমূরলোচনাঃ ॥ ২৫২ ॥

স্বরূপানভিজ্ঞাসীতি মমাপ্যত্তমু সঙ্গরে পরাজেতুং সমর্থা এতা ত্বং নাভি-জানাসীতি ভাবঃ। অমূশ্চমূরুলোচনাঃ কামস্ত চমূঃ সেনাঃ পশ্য প্রতীহীত্যর্থঃ। সেনাঙ্গাভিনয়েন তর্জ্জন্যা দর্শয়ন্নাহ উন্নতাঃ শ্রোণয় এব রথা যাসাং তাঃ মতঙ্গজস্যেব ক্রমেণ পাদবিন্যাসেন উজ্জ্বলাঃ পক্ষে ক্রমেণ শক্ত্যা ক্রমশক্তৌ পরিপাট্যামিতি বিশ্বঃ। সুষ্ঠু পদৈরিতি শোভমাঃ পক্ষে পদাতিশোভনাঃ॥২৫২॥

করিয়াছ, অতএব আমরা অবলা তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে কি প্রকারে সমর্থা হইব ॥ ২৫১ ॥

কৃষ্ণ। বনচারিণি! তুমি স্বরূপ বিষয়ে অনভিজ্ঞা, অর্থাৎ ইহারা যে কন্দর্প যুদ্ধে আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থা হইয়াছে তাহা তুমি জানিতেছ না, এই বলিয়া তর্জ্জনীর অভিনয় দ্বারা সেনাঙ্গ সকল দেখাইয়া কহিলেন, ইহা-দের উন্নত শ্রোণি দেশই রথ, মতঙ্গজ তুল্য পদ বিন্যাস দ্বারা ইহারা উজ্জ্বল, সুষ্ঠু পদে পদাতি তুল্য শোভমানা এবং চঞ্চল কেশ কলাপ চামর সদৃশ শ্রী ধারণ করিয়াছে অতএব এই সকল হরিণলোচনাই কন্দর্পের সৈন্য অবলোকন কর ॥ ২৫২ ॥

রাধা। ণাঅর দিট্‌ঠং কুলবালিআ বিমোহণং ইদং দে ঘট্টীন্দ জালং। তা পুণ অলং বিত্থারেণ। সহীসণাহা জগ্‌গ বেদিঅং চলিদম্হি ॥ ২৫৩ ॥

কৃষ্ণঃ। ঘূর্ণিতাক্ষি ঘনঘট্টকরেণ শীঘ্র মাভ্রাতাসি কথং চলনে ত্বং প্রভবিতাসি ॥ ২৫৪ ॥

নাগর কুলবালিকাবিমোহনং ইদং তে ঘট্টেন্দ্র জালং তৎ পুনরলং বিস্তারেণ সখীসনাথা যজ্ঞবেদিকাং চলিতাস্মি। ইন্দ্রজালমিতি প্রকটীভূতে ঘট্টশুল্ক গ্রহণাদাবর্থেন তাৎপর্য্যমিতি তব বাচৈবাবগম্যতে ব্যজ্যমানেতি তুল্লভেহর্থেতু নাস্ত্যেব ন্যায়ঃ। অতো নির্ব্বিরোধ মেবাস্মাক মিত শ্চলনমিতি ভাবঃ প্রকটঃ। রহস্যস্ত কাল বিলম্বাসহিষ্ণবো বয়ং ভবতা শুল্ক গ্রহণ মিষেণ চলন্ত্যো নিরুদ্ধ্যামহে ইতি ॥ ২৫৩ ॥

আভ্রাতাসি পক্ষে ঘনো নিবিড়ো ঘট্টশ্চলনং চাপলং যস্য তথা ভূতেন করেণ মৎপাণিনা সমাভ্রাতাসি পরামৃষ্টাসি। আভ্রাণ লিঙ্গেন করস্য গজশুণ্ডত্বং দুর্ব্বার তয়া ব্যঞ্জিতং। যদি যাস্যসি স্বকরেণৈব ত্বামাকর্ষয়ামীত্যর্থঃ ॥ ২৫৪ ॥

শ্রীরাধা। নাগর! তোমার কুলবালাবিমোহন এই ঘট্টেন্দ্র জাল দৃষ্ট হইল, অতএব পুনর্ব্বার বিস্তারের প্রয়োজন নাই। আমি সখীগণ সমভিব্যাহারে যজ্ঞবেদিকায় চলিলাম ॥ ২৫৩ ॥

কৃষ্ণ। হে ঘূর্ণিতাক্ষি! তুমি ঘট্ট শুল্ক নিমিত্ত ঈষৎ অবরুদ্ধা হইয়াছ কি প্রকারে যাইতে সমর্থা হইবা, অর্থাৎ যদি আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া গমন কর তাহা হইলে এই চঞ্চল হস্ত দ্বারা তোমাকে আকর্ষণ করিব ॥ ২৫৪ ॥

চম্পকলতা। কিং ক্‌খু ভোঅরাঅস্‌স অহিআরিহোসি জং করদাণেণ আরাহণীজ্জো তুমং ॥ ২৫৫ ॥

কৃষ্ণঃ। চম্পকলতে ভোগরাগস্যাধিকারী তথ্যমস্মি তথাপি নাতীব তুষ্টির্মম করদানেনারাধনে। ততঃ প্রযত্ন নিগূঢান্‌ কাঞ্চন কুম্ভানেব স্পর্শয়ন্তু ভবত্যঃ ॥ ২৫৬ ॥

ললিতা। হন্ত মুদ্ধা বিড়ম্বণ চাতুরী গব্বিদ পেক্‌ক্ষ ইমাও বিঅড্‌ঢ প্‌পবরাও গোট্‌ঠ জুঅদিবল্লীও ঘট্টিদাণং কট্‌ঠিঅ

কিং খলু ভোজরাজস্যাধিকারী ভবসি যৎ করদানেনারাধনীয় স্ত্বং ॥ ২৫৫ ॥
স্পর্শয়ন্তু দদতু স্পর্শনং প্রতিপাদনমিত্যমরঃ। পক্ষে স্পষ্টঃ ॥ ২৫৬ ॥
হন্ত মুগ্ধা বিড়ম্বন চাতুরী গর্ব্বিত পশ্য ইমা বিদগ্ধা প্রবরা গোষ্ঠযুবতীবল্যঃ রাজ্ঞো ঘট্টদানং কর্ত্তৃত্বা সলীলং চলন্তি তত উদ্যানচক্রবর্ত্তিনং গত্বা

চম্পকলতা। তুমি কি ভোজরাজের অধিকারী হইয়াছ একারণ তোমাকে কর দান দ্বারা আরাধনা করিব ॥২৫৫॥

কৃষ্ণ। চম্পকলতে। আমি যথার্থ ভোগরাগের অধিকারী বটি, কিন্তু হস্ত দ্বারা আমার আরাধনা করিলে আমার অতিশয় সন্তোষ হয় না, অতএব তোমরা যত্ন সহকারে যে সকল কাঞ্চন কুম্ভ সঙ্গোপন করিয়া রাখিয়াছ তৎ সমুদায় আমাকে স্পর্শ করাও ॥ ২৫৬॥

ললিতা। (সম্ভ্রমের সহিত) হে মুগ্ধাবিড়ম্বনচাতুরী গর্ব্বিত! অর্থাৎ তুমি মুগ্ধা রমণীর বিড়ম্বন চাতুর্য্যে গর্ব্বিত হইয়াছ। দেখ এই বিদগ্ধশ্রেষ্ঠা গোপযুবতীবল্লী সকল রাজার ঘট্টদান ছেদন পূর্ব্বক অবলীলা ক্রমে

সলীলং চলন্তি। তা উজ্জাণ চক্কবট্টিণং গদুঅ ফুক্কারেহি ॥ ২৫৭ ॥

কৃষ্ণঃ। ভুজবিক্রমিণা ময়া কথং বা
তব হেতোরপি ফুৎকৃতি বিধেয়া।
দ্বিপদর্পহরস্য কো হরের্ব্বা
হরিণীবৃন্দ বিমর্দ্দনে প্রয়াসঃ॥ ২৫৮ ॥

রাধা। কিং কাদব্বং হরিণা জং সরহসং বলিদা পুরদো

ফুৎকুরু ॥ ২৫৭ ॥ ২৫৭ ॥

হরেঃ সিংহস্য নিবৃত্তির্নাম ষষ্ঠমঙ্গমিদং। যদুক্তং। নিদর্শনস্যোপন্যাসো নিবৃত্তিরিতি কথ্যতে ॥ ২৫৮ ॥

কিং কর্ত্তব্যং হরিণা যং সরভসং বলিতা পুরতো ললিতা পক্ষে সরভেন সিংহ বিমর্দ্দনেন জন্তুনা সবলিতা ॥ ২৫৯ ॥

চলিল, অতএব তুমি গিয়া উদ্যানচক্রবর্ত্তির নিকট ফুৎকার কর ॥ ২৫৭ ॥

কৃষ্ণ। আমি ভুজবিক্রমশালী, কেন তোমার নিমিত্ত ফুৎকার করিব। হস্তি দর্পহারী সিংহ কি হরিণীবৃন্দ বিমর্দ্দনে প্রয়াস করে। এই স্থলে নাট্যের ষষ্ঠাঙ্গ যে নিবৃত্তি তাহা প্রদর্শিত হইল। নিদর্শনের যে উপন্যাস অর্থাৎ প্রসঙ্গাধীন কার্য্যের কীর্ত্তন তাহার নাম নিবৃত্তি ॥ ২৫৮ ॥

শ্রীরাধা। হরি কি করিতে পারেন, যদি কৌতুকের সহিত বলবতী ললিতা অগ্রে দণ্ডায়মানা হয়। পক্ষান্তরের অর্থ। হরি অর্থাৎ সিংহ কি করিতে পারে যদি সিংহবিমর্দ্দক সরভ নামক জন্তু বিশেষের সহিত ললিতা অগ্রে অব-

ললিদা ॥ ২৫৯ ॥

কৃষ্ণঃ। পঙ্কজাক্ষি নিষ্টঙ্কিতমবধার্য্যতাং।
বিদ্যোতসে কল্পলতেব কামদা
ভ্রূকার্ম্মুকং ভূরি ধুনোষি চায়তং।
ইত্যর্থপুঞ্জং মম দেহি পুষ্কলং
কিংবা সখীভিঃ সহ সুষ্ঠু বিগ্রহং ॥ ২৬০ ॥

ললিতা। কুটিলং বিলোক্য গোবিআহার সংখচূড়োবমদ্দ-
নেন বিকৃখাদ বিকমোসি। তা জুত্তা বিগ্গহাহিলাস্থ
অদা ॥ ২৬১ ॥

বিগ্রহং বিশুদ্ধং পক্ষে দেহং ॥ ২৬০ ॥

গোপীহার শঙ্খচূড়োপমর্দ্দনেন বিখ্যাত বিক্রমোসি তদ্যুক্তা বিগ্রহাভি
লাষুকতা গোপিকাং হরতীতি সচাসৌ শঙ্খচূড়শ্চেতি তত্ত পক্ষে গোপিকানাং
হারশ্চ শঙ্খসম্বন্ধিস্ত শ্চূড়শ্চ তাসাং ॥ ২৬১ ॥

স্থিতা হয় ॥ ২৫৯ ॥

কৃষ্ণ। পঙ্কজাক্ষি! যথার্থ বলিতেছি শ্রবণ কর।
তুমি কামদায়িনী, যেমন কল্পলতা অর্থির প্রার্থনা পূর্ণ
করিয়া থাকে তুমিও তদ্রূপ, হে সুন্দরি! তুমি বারম্বার
বিশাল ভ্রূধনু কম্পিত করিতেছ কেন? আমার নির্দ্দিষ্ট
অর্থপুঞ্জ প্রদান কর অথবা সখীগণের সহিত আমার সঙ্গে
সুন্দর রূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ॥ ২৬০ ॥

ললিতা। (বক্র নিরীক্ষণ করিয়া) গোপিকাহরণকারি
শঙ্খচূড়কে বিমর্দ্দন করায় তুমি বিখ্যাত বিক্রমশালী হই-
য়াছ অতএব তোমার যুদ্ধাভিলাষুকতা উপযুক্তই বটে ২৬১

রাধা। হন্ত সহীও কিদং পরিস্সমাবণোদণং তা তুরিঅং উক্খিপধ ণিঅং ণিঅং গগ্গরিঅং ॥ ২৬২ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে সুবল সংভৃতেনাবষ্টম্ভ কুম্ভিকা পঞ্চকেন সত্বরং ঘট্ট চত্বরং পরিক্রিয়তাং ত্বয়া। ময়া পশ্চাদত্র পঞ্চমী ধারিয্যতে যতঃ পুন্নাগপ্রিয়াসৌ ॥ ২৬৩ ॥

সুবলঃ। পরিক্রম্য ললিদে ভার দুক্খ পপ্পদাও ঘট্টঘরং

হন্ত সখ্যঃ কৃতং পরিশ্রমাপনোদনং। তৎ ত্বরিতমুৎক্ষিপথ নিজাং নিজাং গর্গরিকাং ॥ ২৬২ ॥

সংভৃতেন সম্যক্ ধৃতেনাবষ্টম্ভ কুম্ভিকা কনকঘটী পরিক্রিয়তাং বিভূষ্যতাং পঞ্চমী তিথিঃ। পুন্নাগস্য কৃষ্ণস্য পক্ষে মহাসর্পস্য শ্রাবণ্যা পঞ্চম্যা নাগ পঞ্চমীত্বেন প্রসিদ্ধেঃ ॥ ২৬৩ ॥

ললিতে ভার দুঃখ প্রদা ঘট্টগৃহং নভয়ামি যুষ্মৎ কুম্ভিকা স্তৎ সুখং চলন্ত

শ্রীরাধা। (সম্ভ্রমের সহিত) সখিগণ! আর বিশ্রামের প্রয়োজন নাই, শীঘ্র আপন আপন কলস উত্তোলন কর ॥ ২৬২ ॥

কৃষ্ণ। সখে সুবল! তুমি সত্বরে গৃহীত পঞ্চ স্বর্ণ কলস দ্বারা ঘট্টাঙ্গনকে ভূষিত করিতে আরম্ভ কর, পশ্চাৎ আমি এই পঞ্চমুখীকে ধারণ করিব, যে হেতু ইনি পুরুষ রত্নের প্রিয়তমা ॥ ২৬৩ ॥

সুবল। (প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক) ললিতে! তোমাদের এই কলস গুলি অতিশয় ভার প্রযুক্ত দুঃখপ্রদ, অতএব আমি এই গুলিকে ঘট্টগৃহে রাখিয়া আসি, তোমরা সুখে গমন

লম্ভেমি তুম্হি কুম্ভিআও তা স্নহং চলন্ত হোদীও ॥২৬৪ ॥

ললিতা। সাবজ্ঞ স্মিতমবলোক্য। হদ্ধী হদ্ধী অরে চিল্লাঅ চাউরিআ চোরচক্কবট্টি লীলামচ্চ সইদাএ বি ললিদাএ কো কৃখু নীসঙ্কসো তিণং বি হরিত্তুং অজ্ঝ বসসদি ॥ ২৬৫ ॥

সুবলঃ। সশঙ্কং পরাবৃত্য পিঅবয়সস একোহং কধং কুম্ভ পঞ্চঅং আহরিসসং তা ইমেহিং বঅস্সেহিং সদ্ধং সঅং

ভবত্যঃ ॥ ২৬৪ ॥

হা ধিক্ হা ধিক্ অরে চিল্লাত চাতুর্য্য চৌরচক্রবর্ত্তি লীলামাত্য শয়িতায়াঃ কঃ খলু নিঃ স্বাধ্বস স্তৃণমপি পরিহর্ত্তু মধ্যবস্যতে। প্রসিদ্ধ চৌর চিল্লাত স্তস্যেব চাতুর্য্যং যস্য তথা ভূতো যশ্চৌরচক্রবর্ত্তী তস্য লীলামাত্য ॥ ২৬৫ ॥

প্রিয়বয়স্য একোহং কথং কুম্ভ পঞ্চকং আহরিষ্যামি তদেভির্ব্বয়স্যৈঃ

কর ॥ ২৬৪ ॥

ললিতা। (অবজ্ঞার সহিত হাস্য দেখিয়া) হা ধিক্ হা ধিক্, অরে চিল্লাতচৌরচক্রবর্ত্তিলীলামাত্য! অর্থাৎ তুই প্রসিদ্ধ চৌর্য্য চাতুর্য্যশালি চৌরচক্রবর্ত্তির লীলা বিষয়ে আমাত্য বিশেষ, আমি ললিতা, এব্যক্তি শয়ন করিয়া থাকিলেও কে এমন নির্ভয় আছে যে তৃণ পর্য্যন্তও হরণ করিতে সাহস করে॥ ২৬৫ ॥

সুবল। (ভয়ের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া) প্রিয়বয়স্য! আমি একা, কি প্রকারে, পঞ্চ কলস আরহণ করিব, অত-এব সখাগণ সঙ্গে লইয়া স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত

চ্চেয় সণ্ণিহেহি ॥ ২৬৬ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে সুবলোপি সুষ্ঠু দুর্ব্বলোসি যদেষ ললিতায়াঃ ফক্তুভিরেব মটস্ফটিভিস্ত্বমুচ্চাটিতঃ ॥ ২৬৭ ॥

সুবলঃ। সনর্ম্মস্মিতমপবার্য্য পিঅবঅস্‌স অলং বঅণমেত্ত সুলহেণ দপ্‌পরাসিণা সুট্‌ঠু পচ্চক্‌খী কিদ বিক্কমোসি। জং তস্মিং দিঅহে রাহিআএ সাদ্ধং বট্টন্তি কিলাজুএ কুডেন জঅং উগ্‌ঘুসিঅ ললিদাএ আঅড্‌ঢিদ মুরলীও

সার্দ্ধং স্বয়মেব স ন্নিধেহি ॥ ২৬৬ ॥

মটস্ফটিভিরাটোপৈঃ ॥ ২৬৭ ॥

প্রিয়বয়স্য অলং বচনমাত্র সুলভেন দর্পরাশিনা সুষ্ঠু প্রত্যক্ষীকৃত বিক্রমোসি যত্তস্মিন্‌ দিবসে রাধিকয়া সার্দ্ধং বর্ত্তমানে ক্রীড়াদ্যুতে কূটেন জয়ং উদ্‌ঘুষ্য ললিতয়া আকৃষ্ট মুরলীকস্ত্বং কৌস্তুভ সংগোপনং কুর্ব্বন্‌ সুষ্মের

হও ॥ ২৬৬ ॥

কৃষ্ণ। সখে! তুমি সুবল হইয়া যে সুন্দর দুর্ব্বল হইলা, যে হেতু ললিতার সামান্য আটোপে উচ্চাটিত হইতেছ ॥ ২৬৭ ॥

সুবল। (সপরিহাস হাস্য পূর্ব্বক ব্যবধান করিয়া) প্রিয়বয়স্য। কেবল বচন মাত্রেই সুলভ এমত দর্প রাশির প্রয়োজন নাই, তোমার বিক্রম ভালরূপে প্রত্যক্ষ হইয়াছে, কেন না সে দিন শ্রীরাধার সহিত পাশক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে, ললিতা ছল পূর্ব্বক শ্রীরাধার জয় ঘোষণা করিয়া তোমার মুরলী কাড়িয়া লইয়াছিল, পরে তুমি কৌস্তুভমণি গোপন

তুমং ক্কোখ্খু হ সঙ্গোবণং কুণন্তো স্মের মুহীহিং ক
উকখি জন্তে সক্কাউলো তুন্নং সংবুত্তো আসি ॥ ২৬৮ ॥

কৃষ্ণঃ। স্মৃত্বা মৃষাবাদ বৈজ্ঞানিক মৌনং ভজ মহাসমীরণস্য
মে বিক্রমধাটী পরিস্পন্দনারম্ভে রম্ভেব কেয়ং ললিতা
বরাকী ॥ ২৬৯ ॥

ললিতা। বিসাহে তং অম্হ পিঅসহী ভাদুঅং সিরিদাম
জোইন্দং বন্দে জেণ পরাণাআমেণ বলিট্‌ঠংমারুদং নিজ্জিদী

মুখীভিঃ কটাক্ষ বিষয়ী ক্রিয়মাণঃ শঙ্কাকুল স্তূর্ণং সংবৃত্ত আসীঃ ॥ ২৬৮ ॥
বৈজ্ঞানিকঃ কুশলং। বৈজ্ঞানিকঃ কৃতমুখ কৃতী কুশল ইত্যপি ইত্যমরঃ।
মহাসমীরণস্য মহাবেগস্য পক্ষে মহাপবনস্য বিক্রমস্য ধাটী ছলাদাক্রমণং ॥২৬৯॥
বিশাখে ত্বং অস্মৎ প্রিয়সখী ভ্রাতরং শ্রীদাম যোগীন্দ্রং বন্দে যেন প্রাণায়া-

করিলে স্মেরাননা গোপযোষা সকল তোমার প্রতি
কটাক্ষ করিলে, তুমি সহসা শঙ্কাকুল হইয়াছিলে ॥ ২৬৮ ॥

কৃষ্ণ। (স্মরণ করিয়া) অহে মিথ্যা বচন পটু! মৌনালম্বন
কর, মহাসমীরণ রূপী আমার প্রবলবেগের আন্দোলন
আরম্ভ হইলে রম্ভা তরুর ন্যায় অতি ক্ষুদ্রা ললিতার
কথা কি অর্থাৎ সে ত আমার প্রবল প্রতাপে সহসাই
ভীতা হইবে ॥ ২৬৯ ॥

ললিতা। বিশাখে! আমাদের প্রিয়সখীর ভ্রাতা সেই
যোগীন্দ্র শ্রীদামকে বন্দনা কর, তিনি প্রাণায়াম দ্বারা
মারুতকে নির্জ্জিত করিয়া রক্ষিত্রী কদলী সকলের গোষ্ঠী
প্রফুল্লিত করিবেন।

কজুঅ মহারম্ভণং গোইণং গোট্ঠী উপ ফুলী কিদা ॥২৭০ ॥

বিশাখা। সস্মিতং ললিদে সাহু কিম্পি সুমারিদং তুএ

ইতি সংস্কৃতেন।

শ্রীদামচন্দ্রাঙ্কিত পূর্ব্বকায়ং

ভাণ্ডীর পূর্ব্বাচলমাশ্রয়ন্তং।

কৃষ্ণাম্বুদং তত্র বিলোক্য বৃন্দা

যেন পক্ষে বলাদিক্যেন মারুতং পক্ষে নাশয়ো। নিষেধ বাচী লুপ্ত নকর্থন মিত্যর্থঃ ॥ ২৭০ ॥

সস্মিতমিতি প্রস্তুয়মানে পুংৎকর্ষে পরমোৎকর্ষ রূপোহংশ ত্বয়া নাতি ব্যাক্তিত ইত্যস্তিপ্রায়েণ। সাধু কিমিতি স্মাবিতং ত্বয়া। স্মেরেতি সদৈবেয়ং কৃষ্ণ এব সর্ব্বোৎকর্ষং নিশ্চিত বতী তদানীন্তু কৃষ্ণাদপ্যুৎকর্ষং শ্রীদাম্নি দৃষ্টেতি ভাবঃ। অতএব ইয়ং অস্মাকং চপলা সখী কদাচিৎ কৃষ্ণোৎকর্ষং পশ্যন্তী

পক্ষে আমাদের প্রিয়সখীর ভ্রাতা সেই শ্রীদামকে বন্দনা কর, যিনি উপায়াভিজ্ঞ বল দ্বারা সামদানাদি উপায় চতুষ্টয়ের মধ্যে চরম উপায় দণ্ড দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে নির্জিত করিয়া মহারম্ভা সদৃশী গোপীদিগের গোষ্ঠীকে রক্ষা করিবেন ॥ ২৭০ ॥

ললিতা। (সস্মিত অর্থাৎ উৎকর্ষের প্রস্তাব উপস্থিত স্থলে পরমোৎকর্ষ রূপ অংশ পরিত্যাগ করিলা এই মনে করিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) বিশাখে। ভাল স্মরণ করিয়া দিলা। যাঁহার পূর্ব্ব শরীর শ্রীদামচন্দ্রের দ্বারা অঙ্কিত, যিনি ভাণ্ডীররূপ পূর্ব্ব পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, সেই কৃষ্ণ জলধরকে অবলোকন করিয়া আমাদের

স্মেরেয়মাসীচ্চপলা সখী নঃ ॥ ২৭১ ॥

অর্জ্জুনঃ। সংস্কৃতেন।

অত্র নঃ সবয়সাং গণনান্তরে
জীয়তে জয়তি বা ন কঃ সখা।
তত্র গোষ্ঠ সুদৃশাং কিমাগতং

কৃষ্ণসখী বৃন্দা ভবতি কদাচিদস্মদুৎকর্ষং পশ্যন্তী অস্মৎ সখীতি সখীত্বে চাপল্যং ॥ ২৭১ ॥

সবয়সাং মিত্রাণাং গণান্তরে গণমধ্যে জীয়ত ইতি পরাজয়ে জয়েচ অস্মৎ সবয়স্ত্বমেব কারণং নতু যুষ্মদ্ভ্রাতৃত্বমিতি। হে মদপ্লুতা মদব্যাপ্তা ইতি বৃথৈবায়ং ভবতীনাং মদ ইতি ভাবঃ ॥ ২৭২ ॥

এই বিদ্যুৎ সদৃশী সখী বৃন্দা হাস্যাননা হইয়াছিলেন অর্থাৎ বৃন্দা এই নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বোৎকর্ষ বিরাজমান কিন্তু তৎকালীন শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীদামের উৎকর্ষ অবলোকন করিয়া হাস্য করিয়াছিলেন অতএব এই বৃন্দার সখীত্বের স্থিরতা নাই, যখন যাহার উৎকর্ষ দেখেন তখন তাহার পক্ষপাতিনী হয়েন, কখন কৃষ্ণোৎকর্ষ দর্শনে কৃষ্ণসখী, কখন বা আমাদের উৎকর্ষ দর্শনে আমাদের সখী হইয়া থাকেন ॥ ২৭১ ॥

অর্জ্জুন। (সংস্কৃত ভাষায়) আমাদের মিত্রগণ মধ্যে কোন সখা আমাদিগকে জয় করে বা আমরা কাহাকে জয় করি, এ কেবল আমাদের বয়স্যত্ব মাত্রই কারণ, ইহাতে তোমাদের ভ্রাতৃত্বের কারণ নাই অতএব হে মদব্যাপ্তা!

কারণং বদত বো মদাপ্লুতাঃ ॥ ২৭২ ॥

কৃষ্ণঃ। রাধামবলোক্য।

দাতুমিচ্ছসি ন কাঞ্চনানি চে

চ্চাতুরীং মনসি কাঞ্চন শ্রিতা।

গিরিগৈরিক বিচিত্রিতোদরীং

ত্বং ততঃ প্রবিশ ভূভৃতোদরীং ॥ ২৭৩ ॥

ইতি রাধামাবৃণোতি।

ললিতা। মধ্যমাসাদয়ন্তী রঅণারীঅ সুণাহি মাহুরী মাহপ্

পেহিং পাঅপউম প্‌ফংস সোহগ্‌গ ভাঅওণং অপ্‌পণো

অমগ্গিঅ সঙ্কাউলেন নিঅঘরা বট্‌ঠিদি মেত্ত কিদত্থমণ্ণেণ

কাঞ্চন কামপি ॥ ২৭৩ ॥

রতনারীক রতিবল্লভ হে শৃণু মাধুরি মাহাত্ম্যৈঃ পাদপদ্ম স্পর্শ সৌভাগ্য ভাজং আত্মনো অমত্বা শঙ্কাকুলেন নিজ গৃহাবস্থিতি মাত্র কৃতার্থং মন্যেন

তোমাদের এ বৃথা গর্ব্ব ॥ ২৭২ ॥

কৃষ্ণ। (শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া) হে গৌরি! তুমি যদি মনোমধ্যে চাতুরী অবলম্বন করিয়া কাঞ্চন সকল প্রদান করিতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে গৈরিক দ্বারা সুশোভিত গিরি গহ্বরে প্রবেশ কর, ॥ ২৭৩ ॥

এই বলিয়া শ্রীরাধাকে ঈষৎ আবরণ করিলেন॥

ললিতা। (মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া) হে রতিবল্লভ! শ্রবণ কর, এই শ্রীরাধার স্বামি ইহাঁর মাধুরী মাহাত্ম্য দ্বারা পাদপদ্ম স্পর্শ সৌভাগ্য ভাজন হইতে আপনাকে

ভত্তুণা বিদূরাদো সাদরং বন্দীঅন্তীএ ॥ ২৭৪

ইত্যর্দ্ধোক্তে রাধি সাভ্যসূয়ং ললিতাং পশ্যতি।

ললিতা। স্মিত্বা আকোমারং পুরিসঅণ পরিমল কণিআ

ভর্ত্রাপি দূরতঃ সাদরং বন্দ্যমানায়াঃ ॥ ২৭৪ ॥

সাভ্যসূয়মিতি মৎসমক্ষমেব মম স্তুত্যা পত্যুর্নিন্দয়াচ লজ্জাচ স্বাভি যোগশ্চ ব্যঞ্জ্যমানৌ ভবেতাং তৌ মাভূতামিতি। ললি স্মিত্বেতি ত্বয়াতু লোচ্যত ইতি তেন লজ্জা স্বাভিযোগৌ ময়াতু সখ্যা যথার্থং বক্তব্যমেব অত্র কিং চিদ্ ব্যঞ্জ্যমানং স্যাচ্চেদিষ্টাপত্তিরেব ঔৎসুক্য মহারাজস্য প্রাবল্যে কো বা লজ্জাদি দস্যু প্রভাবঃ। আকৌমারং পুরুষজন পরিমল কণিকানভিজ্ঞ সর্ব্বাঙ্গায়া যস্যা

অযোগ্য বিবেচনা করিয়া শঙ্কাকুল চিত্তে নিজগৃহে কেবল অবস্থিতি মাত্রেই কৃতার্থ মানিতেছে এবং দূর হইতে সাদরে বন্দনা করিয়া থাকে ॥ ২৭৪ ॥

এই কথা অর্দ্ধ বলা হইলে শ্রীরাধা অসূয়ার সহিত ললিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন অর্থাৎ শ্রীরাধার এই কারণে অসূয়া প্রকাশ হইল, ললিতা আমার অগ্রে আমার স্তুতি এবং আমার পতি নিন্দা করিতেছে অতএব এতদ্দারা আমাকে লজ্জিত এবং আমার অভিলাষ প্রকাশ করিল, যাহা হউক দুইটী যাহাতে ব্যক্ত না হয় এরূপ করিয়া বলা উচিত ॥

ললিতা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) অর্থাৎ হাস্যের তাৎপর্য্য এই যে, রাধে। তুমি ত আপনার মুখে আপনার প্রশংসা কর নাই, ইহাতে কেন তোমার লজ্জা ও অভিযোগ

ণহিন্ন সব্বঙ্গাএ জাএ অজ্জপিঅসহীএ অঙ্গাইং সেবাপজ্জস্সু এণাবি মঞ্জুণা ণঅজোব্বণেণ সজ্‌ঝসাদো বিঅ মন্থরী হুবিঅ অজ্জবি ণিব্ভরং ণ পরিসীলিদাইং অএ মহাসদী উল চক্কবট্টিণীএ ইমাএ অঙ্গস্‌স পেক্‌খণে কিদজ্‌ঝ-বসাও জণো মহাসাহসীআণং ধুরন্ধরো ভণীঅদি কিং

যস্যাৎ প্রিয়সখ্যা অঙ্গানি সেবা পর্য্যুৎসুকেনাপি মঞ্জুনা নবযৌবনেন সাধ্বসা দব মন্থরীভূয় অদ্যাপি নির্ভরং ন পরিশীলিতানি। তস্যা মহাসতীকুল চক্রবর্ত্তিন্যা অস্যা অঙ্গস্য প্রেক্ষণে কৃতাধ্যবসায়ো জনো মহাসাহসিকানাং ধুরন্ধরো ভণ্যতে কিং পুনঃ স্পর্শনে তদপেহি। সর্ব্বাঃ সস্মিতমিতি কৃষ্ণং প্রবোধয়তিচ নিবর্ত্তয়তি চেত্যভিপ্রায়াৎ ॥ ২৭৫ ॥

প্রকাশ পাইবে, আমি তোমার সখী যথার্থ বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাতে যদি কিছু ব্যক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাত ইষ্টাপত্তিই বটে। কারণ উৎসুক রূপ মহা-রাজের প্রবলতা প্রকাশ পাইলে লজ্জাদি দস্যুর প্রভাব কোথায়।

(হাস্য দ্বারা এই ভাব প্রকাশ করিয়া) যে আমাদের প্রিয়সখীর অঙ্গ সমুদায় কৌমার কাল অবধি করিয়া পুরুষ জনের সৌরভ কণিকা জানিতে পারে নাই এবং যে সকল সেবা বিষয়ে উৎসুক হইয়া মনোহর নবযৌবন ভয় বশতঃ মন্দগামী হইয়া অদ্যাপি অতিশয় রূপে সেবা করিতে পারিতেছে না। সেই মহা সতীকুল চক্রবর্ত্তিণী এই প্রিয়সখীর অঙ্গ সন্দর্শনে কৃত নিশ্চয় জনকে মহা

উণপ্‌ফংসণে তা অবেহি। সর্ব্বাঃ স্মিতং কুর্ব্বন্তি ॥২৭৫॥
মধুমঙ্গলঃ। বিহস্য ললিদে অলং ইমিণা গব্ব ভরেণ পুচ্ছি-
জ্জউ অপ্‌পণো পিয়সহী গন্ধব্বীআ জাএ দুব্বাসস্‌স
মুণিণো মুহাদো অহ্ম পিঅবঅস্‌সস্‌স আকোমারং অচ্চ-
রিঅ মাহুরী সঅং চ্চেঅ আঅণ্ণিদা ॥ ২৭৬ ॥
সুবলঃ। ললিদে সচ্চাবেদি এসো মুণিপুত্তও তা পত্তিআ এহি
অং মহাবীরব্বদো বি পিঅবঅস্‌সো ণারীণং গণাদো

অলং অনেন গর্ব্বভরেণ পৃচ্ছ্যতামাত্মনঃ প্রিয়সখী গান্ধর্ব্বিকা যয়া দুর্ব্বা সসো মুনের্মুখাৎ অস্মৎ প্রিয়বয়স্যস্য আকৌমার মাশ্চর্য্য ব্রহ্মচর্য্যা মাধুরী স্বয় মেবাকর্ণিতা ॥ ২৭৬ ॥

ললিতে সত্যাপয়তি সত্যং কথয়তি এব মুনিপুত্রঃ। তৎ তস্মাৎ প্রতীহি মহাবীর ব্রতোপি প্রিয়বয়স্যো নারীণাং গণাদিতেতি ॥ ২৭৭ ॥

সাহসিকদিগের মধ্যে ধুরন্ধর বলিয়া উল্লেখ করা যায়, স্পর্শনের কথা আর কি বলিব, অতএব দূরে গমন কর ॥
সকলে। ঈষৎ হাস্য করিলেন ॥ ২৭৫ ॥
মধুমঙ্গল। (উচ্চ হাস্য করিয়া) ললিতে। আর এপ্রকার গর্ব্বাতিশয়ের প্রয়োজন নাই, তোমার প্রিয়সখী গান্ধর্ব্বিকাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি দুর্ব্বাসা মুনির প্রমুখাৎ আমাদের প্রিয়বয়স্য শ্রীকৃষ্ণের আশৈশব ব্রহ্মচর্য্য মাধুর্য্য স্বয়ংই শ্রবণ করিয়াছেন ॥ ২৭৬ ॥
সুবল। ললিতে! ঋষিপুত্র দুর্ব্বাসা সত্য বলিয়াছেন অত-এব তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিও, প্রিয়বয়স্য ব্রতধারী

ভাএদি ॥ ২৭৭ ॥

অর্জ্জুনঃ। আং বিণ্ণাদং অদো চ্চেঅ ইমাণং কডঅ সদ্দমে-ত্তেন সম্ভমাউলো ভবিঅ কম্পন্তো পুলইদঙ্গো মএ বারং বারং দিট্‌ঠোম্থি ॥

কৃষ্ণঃ। স্মিতং কৃত্বা ললিতে নাত্র বিপ্রতিপত্তি স্তে শ্রেয়সী যতঃ সমান ধর্ম্মণো সাধকয়োঃ সহবাস সৌহার্দ্দ মাধুরী ঝটিতি মহাব্রত সিদ্ধয়ে সাধু কল্পতে ॥ ২৭৮ ॥

রাধা। দৃগঞ্চলং সাচি বিক্ষপন্তী সাবহেলং কিঞ্চিৎ পরাবৃত্য

আং বিজ্ঞাতং অতএব আসাং কটক শব্দ মাত্রেণ সংভ্রমাকুলো ভূত্বা কম্পমানঃ পুলকিতাঙ্গো ময়া বারং বারং দৃষ্টোস্মি ॥ ২৭৮ ॥

নারীগণ হইতে ভয় পাইয়া থাকেন ॥

অর্জ্জুন। হাঁ স্মরণ হইল, এই জন্যই ইহাদের বলয়ার শব্দ মাত্রে সম্ভ্রমাকুল হইয়া কম্পমান ও পুলকিতাঙ্গ হইতে আমি বারম্বার দেখিয়াছি ॥

কৃষ্ণ (ঈষৎ হাস্যের সহিত) ললিতে! এস্থলে বিরোধ করা তোমার কল্যাণের নিমিত্ত হইতেছে না, যে হেতু সমান ধর্ম্মা সাধকদ্বয়ের একত্র সহবাস রূপ সৌহার্দ্দ মাধুরী শীঘ্র মহাব্রত সুসিদ্ধির নিমিত্ত কল্পিত হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য রূপ সমান ধর্ম্মাবলম্বি তোমাতে আমাতে একত্র সহবাস করিলে সৌহার্দ্দ মাধুর্য্য দ্বারা শীঘ্র মহাব্রত সুসিদ্ধ হইবে। ২৭৮ ॥

শ্রীরাধা। (কুটিল নয়নাঞ্চল নিক্ষেপ পূর্ব্বক অবহেলার

ণাঅর সারসেসা ণক্খু তুজ্ঝ চাবল চাতুরী তা অলং পিট্ঠ
পেসেণ ॥ ২৭৯ ॥

কৃষ্ণঃ। অপবার্য্য বৃন্দে পশ্য পশ্য।

নর্ম্মোক্তৌ মম নির্ম্মিতোরুপরমানন্দোৎ সবায়ামপি
শ্রোত্রস্থান্ত তটীমপি স্ফুরনাধায় স্মিতোদ্যন্মুখী।
রাধা লাঘবমপ্যনাদরগিরাং ভঙ্গীভিরাতন্বতী
মৈত্রী গৌরবতোপ্যনো শতগুণং মৎপ্রীতিমেবাদধে ॥

নাগর সারশেষা ন খলু যুষ্মচ্চপল চাতুরী তদলং পিষ্টপেষেণ ॥ ২৭৯ ॥
নির্ম্মিতেত্যত্তাভর স্থখস্ত শ্রোত্রপ্রান্তেতি গর্ব্বেণাবহিত্থায়াং সত্যামপ্যুদ্যন্মু
খীতি গূঢস্মিতমেবাস্তা হর্ষ ব্যঞ্জকং সৌভাগ্য গর্ব্ব জনিতোঽয়ং বিব্বোকঃ।
তথাহি। বিব্বোক নাম গর্ব্বাভ্যাং স্যাদভীষ্টেপ্যনাদর ইতি। মৈত্রী গৌরবত

সহিত কিঞ্চিৎ ফিরিয়া) নাগর! তোমার চপল চাতুরীর
সার নাই, অতএব আর পিষ্টপেষণ করিও না। ২৭৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (আবরণ করিয়া) বৃন্দে! দেখ দেখ। আমার
পরিহাস বাক্যে অতিশয় পরমানন্দ নির্ম্মিত হইলেও
তাহা শ্রোত্রপ্রান্তে ঈষৎ স্থান দান না করিয়াই গর্ব্ব
নিবন্ধন অবহিত্থায় শ্রীরাধা উদ্যন্মুখী অর্থাৎ গূঢ় হাস্যে
প্রফুল্লমুখী হইয়া রহিলেন, যাহা হউক শ্রীরাধা অনাদর
সূচক বাগ্‌ভঙ্গী দ্বারা যে লাঘব বিস্তার করিলেন ইহা
মৈত্রীগৌরব অপেক্ষা অর্থাৎ চন্দ্রাবল্যাদি নিষ্ঠ তদীয়তা-
ময় প্রণয় হইতে আমার শতগুণে প্রীতি বিধান করি-
য়েছে ॥

রাধা। কিঞ্চিদ্বিহস্য ললিতায়াঃ কর্ণমূলে লপতি ॥ ২৮০॥

ললিতা। কহ্ন গোউলে বিক্‌খাদ গুণোত্তমং জুঅরাওসি ত্তি অহ্মে তুহ্নিং বট্টম্হ জই সাম্পদং সীমুল্লঙ্ঘণে পউত্তোসি তদো অহ্মে কীস অপ্পণ কজ্জং উবেক্‌খিস্সহ্ম ॥ ২৮১ ॥

অর্জ্জুনঃ। কিং তং কজ্জং তুহ্মাণং জং উবেক্‌খধ ॥ ২৮২ ॥

ইতি তদীয়তাময় প্রণয়াং চন্দ্রাবল্যাদিনিষ্ঠাৎ ॥ ২৮০ ॥

কৃষ্ণ গোকুলে বিখ্যাত গুণম্বং যুবরাজোসি ইতি বয়ং তূষ্ণীং বর্ত্তামহে যদি সাম্প্রতং সীমোল্লঙ্ঘনে প্রবৃত্তোসি ততো বয়ং কস্মাৎ আত্মকার্য্যমুপেক্ষিষ্যামহে ॥ ২৮১ ॥

কিং তৎ কার্য্যং যুষ্মাকং যদুপেক্ষধ্বে ॥ ২৮২ ॥

এই স্থলে বিব্বোক নামক রস প্রকাশ হইল। তল্লক্ষণ যথা, মান ও গর্ব্ব দ্বারা ইষ্ট বস্তুর প্রতি যে অনাদর তাহার নাম বিব্বোক ॥

শ্রীরাধা। কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া ললিতার কর্ণমূলে কহিলেন ॥ ২৮০ ॥

ললিতা। কৃষ্ণ। তুমি গোকুলমধ্যে বিখ্যাত গুণশালী যুবরাজ, এই নিমিত্ত আমরা তূষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিয়াছি, সম্প্রতি তুমি যদি মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হও তাহা হইলে আমরাই বা কেন স্বীয় কার্য্য সাধনে উপেক্ষা করিব ? ॥ ২৮১ ॥

অর্জ্জুন। তোমাদের সেই কার্য্য কি, যে উপেক্ষা করিবা না ॥ ২৮২ ॥

ললিতা। গোবেহিন্তো ণিঅ বুন্দাবণস্‌স সংরক্‌খণং জ্জেব ইদো অবরং কিং কজ্জং।

অর্জ্জুনঃ। সাবহেলং বিহস্য হুঙ্কৃতিং কুর্ব্বন্ মূর্দ্ধানমাধু-নোতি॥ ২৮৩॥

বিশাখা। সস্মিতমুপসৃত্য ললিদে গোউল জুঅদীউল চক্কবট্টিণী অম্হ পিঅসহী আণবেদি॥

ললিতা। কিং তং॥ ২৮৪॥

বিশাখা। সব্বে গব্বিদা গোবা লদঙ্কুর পুঞ্জ ভঞ্জণ দক্‌খাণং গাইণং লক্‌খ কোডী রক্‌খন্তু ফলেহিং কুক্ষিম্ভরিণো পুপ্‌ফ

ললিতা গোপেভ্যো নিজ বৃন্দাবনস্য সংরক্ষণমেব ইতোহপরং কিং কার্য্যং॥ ২৮৩॥

ললিতে গোকুল যুবতী কুলচক্রবর্ত্তিনী অস্মৎ প্রিয়সখী আজ্ঞাপয়তি। ২৮৪॥

সর্ব্বে গর্ব্বিতা গোপা লতাঙ্কুর পুঞ্জভঞ্জন দক্ষাণাং গবাং লক্ষকোটি রক্ষন্তু:

ললিতা। গোপগণ হইতে নিজ বৃন্দাবনের রক্ষা ভিন্ন আমা-দের অন্য কার্য্য কি?॥

অর্জ্জুন। (অবহেলার সহিত হাস্য পূর্ব্বক) হুঙ্কার করিতে করিতে মস্তক ঘূর্ণন করিতে লাগিলেন॥ ২৮৩॥

বিশাখা। (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক নিকটে গমন করিয়া) ললিতে! গোকুলযুবতীকুলচক্রবর্ত্তিনী আমাদের প্রিয়সখী আজ্ঞা করিতেছেন॥

ললিতা। সেই আজ্ঞা কি?॥ ২৮৪॥

বিশাখা। এই সকল গর্ব্বিত গোপ লতা পুঞ্জ ভঞ্জন দক্ষ

পল্লবেহিং মিথো ণেবচ্ছআরিণো সুইরং অম্ম বুন্দাবণস্স বিদ্ধংসণং কুণন্তি ত্তা ণিট্টঙ্কিদং কধেহি। এদে ইদো বা বিরমেন্তু কিম্বা করং দেন্তু ॥ ২৮৫ ॥

মধুমঙ্গলঃ। সামর্ষং। বিবরীদ বাদিণি মুণিব্বদিণী হোহি। অধবা থোঅংপি তুম্হাণং দূষণং ণত্থি। পিঅবঅস্স কারুণিঅদা চ্চেঅ এত্থ অণত্থআরিণী সংবুত্তা। জাএ ডাহিণাএ অডাহিণাণং তুআরিসীণং তস্স বুন্দাবণে

ফলৈঃ কুক্ষিম্ভরাঃ পুষ্পপল্লবৈ র্মিথো নেপথ্যকারিণঃ সুচিরং অম্ববৃন্দাবনস্য বিধ্বংসনং কুর্ব্বন্তি তন্নিষ্টঙ্কিতং কথয়। এতে ইতো বা বিরমন্তু কিং বা করং দদতু ॥ ২৮৫ ॥

বিপরীতবাদিনী মুনিব্রতিনী ভব। অথবা অল্পমপি যুষ্মাকং দূষণং নাস্তি প্রিয়বয়স্যস্য কারুণিকতৈবাত্রানর্থকারিণী সংবৃত্তা। যয়া দক্ষিণয়া অদক্ষিণা-

লক্ষ কোটি গো রক্ষা করিতে ২ ফল দ্বারা উদর ভরণ এবং পুষ্প পল্লব দ্বারা পরস্পর বেশ করত বহুকাল যাবৎ বৃন্দাবনের বিধ্বংসন করিতেছে, অতএব নিশ্চয় করিয়া বল, ইহারা এখান হইতে গমন করুক, নতুবা কর প্রদান করুক ॥ ২৮৫ ॥

মধুমঙ্গল। (ক্রোধের সহিত) হে বিপরীত বাদিনি। মৌন ব্রত অবলম্বন কর অথবা এবিষয়ে তোমাদের কিঞ্চিন্মাত্র ও দোষ নাই, প্রিয়বয়স্যের কারুণিকতাই অনর্থ কারিণী হইল, যে হেতু সরল কারুণ্যতা দ্বারা অসরল রূপা তোমাদিগকে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিতে দেওয়া তাঁহার

পবেসোপসাদী কিদো। তা ণকুখু অজুত্তো পলাবো
॥ ২৮৬ ॥

চম্পকলতা। অজ্জ অণাজ্জোসি তুমং। অপ্ পজ্জালোইঅ মোহং জপ্পসি ॥ ২৮৭ ॥

ললিতা। সংস্কৃতেন।

শৃণোতি নায়ং শতশোপি ঘুষ্টং
নচ স্মরত্যাত্ম দৃশাপি দৃষ্টং।
শ্রুতি স্মৃতিভ্যাং নিজলোচনাভ্যাং

সাং মাদৃশীমাং তত্র বৃন্দাবনে প্রবেশঃ প্রসাদী কৃতঃ। তৎ ন খলু যুক্ত প্রলাপঃ ॥ ২৮৬

আর্য্য অনার্য্যোঽসি ত্বং অপর্য্যালোচ্য মোঘং জল্পসি ॥ ২৮৭ ॥

ঘুষ্টং অভ্যস্তং উক্তং অয়ং আত্মনো দৃশা নেত্রেণাপি দৃষ্টং মহোৎসবং ন স্মরতি। নাক্ষিপামিত্যাতি মুহুঃ আক্ষেপ বিষয়োপি নৈব ভবতীতি ভাবঃ
॥ ২৮৮ ॥

অনুগ্রহ করা হইয়াছে, অতএব ইহা অযুক্ত প্রলাপ নহে ॥ ২৮৬ ॥

চম্পকলতা। অহে আর্য্য! তুমি যে অনার্য্য অর্থাৎ অপ্রধান হইলে, কারণ বিচার না করিয়াই ব্যর্থালাপ করিতেছ ॥ ২৮৭ ॥

ললিতা। (সংস্কৃত ভাষায়) সখি। শতবার অভ্যাস করাইলেও এব্যক্তি শুনিতেছে না এবং যে মহোৎসব স্বচক্ষে দেখিয়াছে তাহাও স্মরণ করিতেছে না, অতএব শ্রুতি স্মৃতি রূপ স্বীয় লোচন বিহীন ইহাকে আর তিরস্কার

হীনং ত্তত্তৃং সখি মাক্কিশামুং ॥ ২৮৮ ॥

বিশাখা। সহি নান্দীমুহি অবি কিং সো কির পিঅসহীএ মহাহীসেঅ মহুসবো তুএ সুমরীঅদি ॥ ২৮৯ ॥

নান্দীমুখী। বিসাহে কো ক্খু স পরাণী ভুঅণে হোদি জেণ মহুসবো বিসুমরিদুং পারীঅদি ॥ ২৯০ ॥

চিত্রা। ণান্দীমুহি অচ্ছিহিং পচ্চক্খী কিদো বি সো মহুসবো লোউত্তরদাএ কণ্ণং মে উত্তরলোদি তা সুণাবীঅদু ॥ ২৯১ ॥

সখি নান্দীমুখি অপি কিং স কিল প্রিয়সখ্যাঃ মহাভিষেক মহোৎসব ত্বয়া স্মর্য্যতে ॥ ২৮৯ ॥

বিশাখে কঃ খলু স প্রাণী ভুবনে ভবতি যেন মহামহোৎসবোপি বিস্মর্ত্তুং শক্যতে ॥ ৯০ ॥

নান্দীমুখি অক্ষিভ্যাং প্রত্যক্ষীকৃতোপি মহোৎসবো লোকত্তর তয়া কর্ণং উত্তরলয়তি তৎ শ্রাবয়তু ॥ ২৯১ ॥

করিও না এ অতিশয় মূঢ় ॥ ২৮৮ ॥

বিশাখা। সখি নান্দীমুখি! আপনি কি প্রিয়সখীর সেই মহাভিষেক মহোৎসব স্মরণ করিতেছেন? ॥ ২৮৯ ॥

নান্দীমুখী। বিশাখে! এজগতে এমত কোন্ প্রাণী আছে যে, সেই মহা মহোৎসবও বিস্মৃত হইতে পারে। ২৯০ ॥

চিত্রা। নান্দীমুখি! চক্ষুর্দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত হইলেও মহোৎসব লোকাতীত বলিয়া আমার কর্ণদ্বয় অতিশয় উৎসুক হইয়াছে, অতএব পুনরায় তাহা শ্রবণ করান। ২৯১ ॥

নান্দীমুখী। সহি চিত্তে সুনাহি ইমাএ বুন্দাএ গদুঅ ভঅবদী বিণ্ণত্তা হন্ত জোএসরি বুন্দাবণ রজ্জে অহিসিঞ্চেউ রাহী। জং আগাসে অসরীরিণী বাণী এব্বং পঅডং অহ্মাণং পুরদো আদিট্ঠবদি ত্তি ॥ ২৯২ ॥

বৃন্দা। স্বগতং মুকুন্দস্য নিদেশাদাকাশ বাগপদেশেনাহ মার্য্যামুদযোজয়ং ॥ ২৯৩ ॥

নান্দীমুখী। তদো মহাতাবসীএ ভঅবদীএ আহুদাও পঞ্চ দেঈও সমাঅদাও ॥ ২৯৪ ॥

সখি চিত্রে শৃণু অনয়া বৃন্দয়া গত্বা ভগবতী বিজ্ঞপ্তা। হন্ত যোগেশ্বরি বৃন্দাবন রাজ্যে হভিষিচ্যতাং রাধা। যস্মাদাকাশে অশরীরিণী বাণী এবং প্রকটং অস্মাকং পুরতঃ আদিষ্টবতীতি ॥ ২৯২ ॥

মুকুন্দস্যেতি সর্ব্বতোঽধিকং সৌভাগ্যং তস্যাঃ সূচিতং ॥ ২৯৩ ॥

ততো মহাতাপস্যা ভগবত্যা আহুতাঃ পঞ্চদেব্যঃ সমাগতাঃ ॥ ২৯৪ ॥

নান্দীমুখী। সখি চিত্রে! শ্রবণ কর, এই বৃন্দা ভগবতী পৌর্ণমাসীর নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিয়াছিল যে, হে যোগেশ্বরি! বৃন্দাবন রাজ্যে শ্রীরাধাকে অভিষেক করুন, যে হেতু আমাদের অগ্রে অশরীরিণী আকাশবাণী স্পষ্টরূপে এরূপ আদেশ করিয়াছেন ॥ ২৯২ ॥

বৃন্দা। (মনে মনে) মুকুন্দের আজ্ঞানুসারে আকাশবাণীর ছল করিয়া আমিই আর্য্যাকে একথা জানাইয়াছি ॥২৯৩॥

নান্দীমুখী। অনন্তর মহাতাপসী ভগবতী পৌর্ণমাসী আহ্বান করিলে পাচজন দেবী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ২৯৪ ॥

অর্জ্জুনঃ। কাও কখু তাও॥ ২৯৫॥

বৃন্দা। দেবী প্রসিদ্ধা ভুবি দেবকীসুতা
যা কংসমাক্ষিপ্য জগাম কেবলং।
ভানোঃ কলত্রে তনয়াচ পঞ্চমী
গঙ্গাতু যা মানসপূর্ব্বিকা স্মৃতা॥

চিত্রা। তদো তদো॥ ২৯৬॥

নান্দীমুখী। কনিষ্ঠাএ মত্তণ্ডমহিসীএ ভণিদং ভঅবদি অণদিক্ক মণিজ্জং তুম্হ সাসণং ণিচ্চিদং কখু অম্হেহিং সিরে গহিদং

কাঃ খলু তাঃ॥ ২৯৫॥

ভানোঃ কলত্রে সংজ্ঞা ছায়ে তনয়া যমুনা মানস পূর্ব্বিকা মানস গঙ্গা ইত্যর্থঃ॥ ২৯৬॥

ততঃ কনিষ্ঠয়া মার্ত্তণ্ডমহিষ্যা ছায়য়া ভণিতং ভগবতি অনতিক্রমণীয়ং যুষ্মৎ শাসনং নিশ্চিতং খলু অস্মাভিঃ শিরসি গৃহীতং কিন্তু ক মহিষ্ঠা

অর্জুন। তাহারা কে?॥ ২৯৫॥

বৃন্দা। এক ভুবন বিখ্যাতা দেবকীদেবীর কন্যা, যিনি কেবল কংসকে ভর্ৎসনা করিয়া গমন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়া তৃতীয়া সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা ও ছায়া, তথা চতুর্থী সূর্য্যপুত্রী যমুনা এবং পঞ্চমী গঙ্গা যাঁহার নামের পূর্ব্বে মানস এই শব্দ রহিয়াছে অর্থাৎ মানসগঙ্গা॥

চিত্রা। তাহার পর তাহার পর॥ ২৯৬॥

নান্দীমুখী। মার্ত্তণ্ডের কনিষ্ঠা মহিষী ছায়া বলিয়াছিলেন। ভগবতি! আমরা কোন ক্রমেই আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন

কিন্তু কহিং মহিট্‌ঠা এসা বচ্ছা রাহী কহিং বা সোলহ কোহমেত্ত বিত্থিণ্ণং এদং বুন্দাবণ রজ্জং ত্তি ণ সুট্‌ঠু প্রসীদ ইমে হিঅঅং ॥ ২৯৭ ॥

তদো ভঅবদীএ বিলোইদমুহী দেঈ একাণংসা সংসিদুং পউত্তা ॥ ২৯৮ ॥

ইতি সংস্কৃতেন। সখি সবর্ণে সমাকর্ণয়।

আম্নায়াধ্বরতীর্থ মন্ত্র তপসাং স্বর্গাখিল স্বর্গিণাং

এষা রাধা ক বা ষোড়শ ক্রোশমাত্র বিস্তীর্ণমিদং বৃন্দাবন রাজ্যমিতি। ন সুষ্ঠু প্রসীদতি মে হৃদয়ং তেন সর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডাধিপত্য এবাভবিষ্যতামিতি ভাবঃ ॥২৯৭॥

ততো ভগবত্যা বিলোকিত মুখী দেবী একানংশা সংশিতুং প্রবৃত্তা ॥ ২৯৮ ॥

আম্নায়ানাং বেদানাং বস্তু জ্ঞাপকত্ব লক্ষণং যদ্বীর্য্যং অধ্বরাণাং জ্যোতিষ্টোমাদীনাং বিশিষ্ট ফলোৎপাদকত্ব লক্ষণং তীর্থানাং পাবনত্ব লক্ষণং মন্ত্রাণাং

করিতে পারিব না, নিশ্চয় মস্তকে ধারণ করিলাম, কিন্তু কোথায় মহিয়সী এই শ্রীরাধা, কোথায় বা ষোড়শ ক্রোশ মাত্র বিস্তীর্ণ এই বৃন্দাবন রাজ্য, ইহাতে আমার মন সুন্দররূপে প্রসন্ন হইতেছে না, অতএব ব্রহ্মাণ্ডাধিপত্যে ইহাঁকে অভিষেক করুন ॥ ২৯৭ ॥

তাহার পর একা অনংশা অর্থাৎ বিন্ধ্যবাসিনী দেবকী কন্যা পৌর্ণমাসীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ২৯৮ ॥

হে তুল্যরূপিনি সখি! শ্রবণ কর, বেদের বস্তু জ্ঞাপক রূপ যে বীর্য্য, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের বিশিষ্ট

সিদ্ধীনাং মহতাং দ্বয়োরপি তয়োশ্চিচ্ছক্তি বৈকুণ্ঠয়োঃ।
বীর্য্যং তৎ প্রথতে ততোপি গহনং শ্রীমাথুরে মণ্ডলে

দুর্ঘট ঘটন লক্ষণং তপসাং বরণীয় বিশেষ প্রাপকত্ব লক্ষণং তথা তত্তৎ সাধ্যানাং স্বর্গাণাং ঐন্দ্রিয় সুখ প্রাপকত্ব লক্ষণং তত্তোক্তৃণাং স্বর্গিণাং সুখ প্রমত্ততা লক্ষণং তথৈব সিদ্ধীনা মণিমাদীনাং ঐশ্বর সুখ প্রাপকত্ব লক্ষণং তপসাং বরণীয় বিশেষ প্রাপকত্ব লক্ষণং মহতাং সিদ্ধিমতাং যোগৈশ্বর্য্যাদি লক্ষণং চিচ্ছক্তি মায়াতীতাহ্লাদ সত্তা জ্ঞান স্বরূপা অন্তরঙ্গা শক্তি স্তস্যা নিরুপম নিত্য কল্যাণ গুণঃ তন্ময় পদার্থ সমুদায়াবিষ্করণ লক্ষণং বৈকুণ্ঠস্ত তৎ কার্য্যস্ত তত্তন্ময়ত্ব সর্ব্বোৎকর্ষ লক্ষণং যদ্বীর্য্যং প্রথতে প্রখ্যাতং ভবতি ততোপি জাতি প্রমাণাভ্যাং গহনং বীর্য্যং মাথুরে মণ্ডলে এব দীব্যতি ততোপি তুন্দিলতরং বৃন্দাবনে ষোড়শ

ফলোৎপাদত্ব রূপ যে বীর্য্য, তীর্থ সকলের প্যবনত্ব রূপ যে বীর্য্য, মন্ত্রসকলের দুর্ঘটঘটনা রূপ যে বীর্য্য, তপস্যার বাঞ্ছিত ফলপ্রাপনত্ব রূপ যে বীর্য্য, তথা সেই সেই কর্ম্ম সাধ্য স্বর্গ সকলের ইন্দ্রিয় জনিত সুখ প্রাপকত্ব রূপ যে বীর্য্য, এবং তদ্ভোক্তা স্বর্গবাসিদিগের সুখ প্রমত্ততা রূপ যে বীর্য্য, সেই প্রকার অণিমাদি সিদ্ধি সকলের ঐশ্বর্য্য সুখ প্রাপকত্ব রূপ যে বীর্য্য, সিদ্ধিসম্পন্ন মহৎ ব্যক্তিদিগের যোগৈশ্বর্য্যাদি রূপ যে বীর্য্য, অন্তরঙ্গা চিৎ শক্তির কল্যাণময় যে গুণ তন্ময় পদার্থ সকলের আবি-ষ্করণ রূপ যে বীর্য্য এবং চিৎশক্তির কার্য্য স্বরূপ যে বৈকুণ্ঠ তাহার সেই সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট লক্ষণরূপ যে বীর্য্য,

দীব্যত্তত্র ততোপি তুন্দিলতরং বৃন্দাবনে সুন্দরি॥ ২৯৯॥

চিত্রা। তদো তদো।

নান্দীমুখী। তদো হরিসুপ্ফুল্লে সঅলজনে নিবতন্ত দীব্য কুসুম বরিসং গঅণং পেক্খিঅ ভাণুনন্দীণীএ ভণিদং ভঅবদি ইদো আঅন্তুং পজ্জসুআবি তুম্হ অণামন্তণেন সঙ্কিদ

ক্রোশ মাত্র এব তেন কা বার্ত্তা ব্রহ্মাণ্ড কোট্যাধিপত্যানাং তানি বৃন্দাবনৈক প্রদেশ প্রতীকোপি ব্রহ্মণা দৃষ্টানীতি ভাবঃ॥ ২৯৯॥

ততো হর্ষোৎফুল্লে সকল জনে নিপতদ্দিব্য কুসুমবর্ষং গগণং প্রেক্ষ্য ভানু নন্দিন্যা যমুনয়া ভণিতং। ভগবতি ইত আগন্তুং পর্য্যুৎসুকাপি যুষ্মদনামন্ত্রণেন শঙ্কিত হৃদয়া দিব্য মঞ্জুষিকয়া অনুগতা প্রিয়সখী এষা সরস্বতী অম্বরে বিল

বিখ্যাত আছে, তাহা অপেক্ষা জাতি ও প্রমাণ দ্বারা মথুরামণ্ডলে অধিক রূপে বিরাজ করিতেছে, আবার তাহা অপেক্ষাও অধিকতর ষোড়শক্রোশমাত্র বৃন্দাবনে অবস্থিত আছে, অতএব হে সুন্দরি! কোটি ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্যের কথা কি, তাহা ত বৃন্দাবনের এক প্রদেশে রহিয়াছে॥ ২৯৯॥

চিত্রা। তাহার পর, তাহার পর॥

নান্দীমুখী। তাহার পর লোক সকল হর্ষে প্রফুল্লিত হইলে দিব্য কুসুম বর্ষণকারি গগণ মণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সূর্য্যপুত্রী যমুনা বলিয়াছিলেন, ভগবতি! বিরিঞ্চি পুত্রী সরস্বতী এখানে আগমন করিবার নিমিত্ত অতিশয় উৎসুকা হইয়াও আপনকার আহ্বান ব্যতিরেকে শঙ্কিত

হিঅআ দিব্ব মঞ্জুসিআএ অণুগদা পিঅসহী এসা সরস্সই অম্বরে বিলম্বই তা আআরিঅদু ত্তি বিণ্ণত্তাএ ভঅবদীএ সাদরং আআরি দা বিরিঞ্চিপুত্তী তত্থ পবিসিঅ দিব্বমঞ্জুসিঅং উগ্ঘাড়েন্তী ভণিদুং পউত্তা। ইত্যর্দ্ধোক্তে বৃন্দা নির্ভরোৎসুক্যেন নান্দীমুখী বাচমাচ্ছাদ্য সহর্ষং ৩০০

পাদ্মীং পদ্মভুবঃ স্রজং প্রণয়িণী সৌবর্ণপট্টং শচী
রত্নালঙ্করণং কুবের গৃহিণী ছত্রং প্রচেতঃ প্রিয়া।

ষতে তদাকার্য্যতামিতি বিজ্ঞাপিতয়া ভগবত্যা সাদর মাকারিতা বিরিঞ্চিপুত্রী সরস্বতী তত্র প্রবিশ্য দিব্য মঞ্জুষিকাং উদঘাটয়ন্তী ভণিতুং প্রবৃত্তা ॥ ৩০০ ॥

পদ্মভুবঃ ব্রহ্মণঃ প্রণয়িণী সাবিত্রী সৌবর্ণপট্টং স্বর্ণসিংহাসনং কুবের

চিত্তে আসিতে পারিতেছেন না, তিনি দিব্য মঞ্জুষিকা অর্থাৎ পেটারিকা সহকারে আসিয়া আকাশে বিলম্ব করিতেছেন, অতএব তাঁহাকে আহ্বান করুন, ভানুতনয়া এই কথা নিবেদন করিলে, ভগবতী পৌর্ণমাসী বিরিঞ্চি পুত্রী সরস্বতীকে আহ্বান করিলেন, অনন্তর বাগ্দেবী প্রবেশ করিয়া দিব্য মঞ্জুষিকা উদ্ঘাটন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন॥

কিন্তু সরস্বতীর কথা অর্দ্ধ বলা হইলে বৃন্দা অত্যন্ত হর্ষিত হইয়া নান্দীমুখীর বাক্য নিবারণ করিয়া কহিয়াছিলেন ॥ ৩০০ ॥

ব্রহ্মপত্নী সাবিত্রী পদ্মমালা, ইন্দ্রপত্নী শচী স্বর্ণ সিংহাসন, কুবের গৃহিণী ঋদ্ধি রত্নালঙ্কার, বরুণ প্রিয়া

ছন্দং চামরয়োঃ প্রভঞ্জনবধূঃ স্বাহা দুকূলদ্বয়ং
ধূমোর্ণা মণিদর্পণং সরভসং মৎপাণিনা প্রাহিণোৎ ॥ ৩০১॥

চিত্রা। তদো তদো।

বৃন্দা। ততশ্চ।

স্বর্ব্বাদ্য ধ্বনি ডম্বরে শ্রুতিহরে গম্ভীরয়ত্যম্বরং
গায়ত্যম্বুদ ভাজি তুম্বুরুমুখে গন্ধর্ব্ব বৃন্দে মুদা।
নৃত্যত্যপ্সরসাং গণেচ গগণে রাধাভিষেকোৎসবং
কর্ত্তুং তাঃ সুরসুভ্রুবঃ সরভসং ভব্যাস্তমারেভিরে ॥ ৩০২ ॥

গৃহিণী ঋদ্ধিঃ প্রচেতসো বরুণস্য প্রিয়া গৌরী প্রভঞ্জনবধূঃ শিবা ধূমোর্ণা যমপ্রিয়া নৎপাণিনা প্রাহিণোৎ প্রস্থাপয়ামাস ॥ ৩০১ ॥

অম্বুদভাজি মেঘান্তরিতে ইতি তত্র প্রকটী ভবিতুং পুংসাং তেষামযোগ্যত্বাৎ ॥ ৩০২ ॥

গৌরী ছত্র, পবন পত্নী শিবা চামরদ্বয়, অগ্নি ভার্য্যা স্বাহা বস্ত্রদ্বয়, এবং শমন সহধর্ম্মিণী ধূমোর্ণা মণিদর্পণ কৌতুক সহকারে আমার হস্ত দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ৩০১ ॥

চিত্রা। তাহার পর, তাহার পর ॥

বৃন্দা। তাহার পর শ্রবণ বৃত্তি রোধ কারি স্বর্গবাদ্য ধ্বনি সকল আকাশ মণ্ডলকে গম্ভীর করিলে, তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ মেঘান্তর্ব্বর্ত্তি হইয়া আনন্দসহকারে গান করিতে আরম্ভ করিলে,এবং অপ্সরাগণ গগণে নৃত্য আরম্ভ করিলে, সৌজন্যবতী সেই সকল সুরসুন্দরী আনন্দ সহকারে শ্রীরাধার অভিষেকোৎসব আরম্ভ করিয়াছিলেন ॥ ৩০২ ॥

ইতি নান্দীমুখীমবেক্ষ্য সলজ্জং। ততস্ততঃ॥

নান্দীমুখী। তদো পেক্‌খন্তম্মি সানন্দং। বইন্দণন্দণে ভঅবদীএ নিদেসেন তাহিং ভুঅণ পাঅণ তরঙ্গিণীহিং সঙ্গিণীহিং দেইহিং তুম্হেহিং সহিহিং সদ্ধং পুরডপট্টো-বরি নিবেসিদাএ দিব্বমহোসহিরসামিঅ পুরিদেণ মণি কুম্ভ ণিউরম্বেণ মহাহিসেঅং কুণন্তিহিং বৃন্দাবণরজ্জস্‌স আহিপচ্চং অপ্পিদং॥ ৩০৩॥

চম্পকলতা। সরোমাঞ্চং তদো তদো॥

ততঃ প্রেক্ষমাণে সানন্দং ব্রজেন্দ্রনন্দনে ভগবত্যা নিদেশেন তাভির্ভুবন পাবন তরঙ্গিণীভি র্দেবীভিঃ কর্ত্তৃভির্যুষ্মাভিঃ সখীভিঃ সার্দ্ধং পুরট পট্টোপরি নিবেশিতায়াঃ শ্রীরাধায়া দিব্য মহৌষধি রসামৃত পূরিতেন মণিকুম্ভ নিকুরম্বেন মহাভিষেকং কুর্ব্বতীভি র্বৃন্দাবন রাজ্যস্যাধিপত্যমর্পিতং॥ ৩০৩॥

(এই বলিয়া নান্দীমুখীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক লজ্জার সহিত) তাহার পর তাহার পর॥

নান্দীমুখী। তাহার পর সানন্দ চিত্তে ব্রজেন্দ্র নন্দন দেখিতে থাকিলে, ভগবতীর আজ্ঞায় ঐ সকল ভুবনপাবন তরঙ্গিণী গঙ্গা যমুনা সরস্বতী সঙ্গিনী দেবী সকল কর্ত্তৃক তোমরা যে সখী তোমাদের সহিত স্বর্ণসিংহাসনোপরি শ্রীরাধাকে উপবেশন করাইয়া দিব্য মহৌষধি রসামৃতে মণিকুম্ভ সকল পূর্ণ করিয়া তদ্দারা মহাভিষেক করত বৃন্দাবন রাজ্যের আধিপত্য অর্পণ করিয়াছিলেন॥ ৩০৩॥

চম্পকলতা। (রোমাঞ্চের সহিত) তাহার পর, তাহার পর।

নান্দীমুখী। তদো হত্থং উক্‌খিবিঅ সরস্‌সঈএ সরস্‌সঈ পআসিদা এদং তং সোঅন্ধিঅং দামং জং সিণেহেণ অম্মাএ সাবিত্তিএ পহিদং ত্তি সুণিঅ দেঈ একাণংসা এত্তং গোউলাণন্দস্‌স কণ্ঠে নিক্‌খিত্তং ॥ ৩০৪ ॥

তদো ণম্মসু স্মেরমুহীএ মিহিরদুহিদিআএ বাহরিদং। অম্মহে ধম্মবিস্মারণে কম্মঠদা বন্ধুঅণ সিণেহাণং জেহিং বিঅক্‌খণা অবিআরিঅ পঅট্টেতি ত্তি সমাঅণ্ণিঅ বিঞ্ঝ

ততো হস্তমুৎক্ষিপ্য সরস্বত্যা সরস্বতী প্রকাশিতা। ইদং সৌগন্ধিকং দাম যৎ স্নেহেন অম্বয়া সাবিত্র্যা প্রহিতমিতি শ্রুত্বা দেব্যা একানংশয়া তদ্‌গৃহীত্বা গোকুলানন্দস্য কণ্ঠে নিক্ষিপ্তং ॥ ৩০৪ ॥

ততো নর্ম্মসু স্মেরমুখ্যা মিহিরদুহিত্রা ব্যাহৃতং অহো ধর্ম্মবিস্মরণে কর্ম্মঠতা বন্ধুজন স্নেহানাং যৈঃ স্নেহৈ র্বিচক্ষণা অপি অবিচার্য্য প্রবর্ত্তন্তে।

নান্দীমুখী। অনন্তর হস্তোত্তোলন করিয়া এই সৌগন্ধিক মালা, ইহা আমার জননী সাবিত্রী স্নেহ সহকারে প্রেরণ করিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া দেবকীপুত্রী বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর হস্ত হইতে মালা লইয়া গোকুলানন্দের কণ্ঠদেশে অর্পণ করিলেন ॥ ৩০৪ ॥

তাহার পর পরিহাস হাস্যমুখী যমুনা বলিলেন, কি আশ্চর্য্য! বন্ধুজনের স্নেহ, ধর্ম্মবিস্মরণে অতিশয়পটু, কেন না যে স্নেহ দ্বারা বিচক্ষণ ব্যক্তিরাও অবিচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন ॥

এই কথা শুনিয়া বিন্ধ্যবাসিনী বলিলেন, যমুনে!

বাসিণীএ ভণিদং। জমুণে কা ক্খু তুএ অবিআরা দিট্ঠা পউত্তী। তং সুণিঅ জমুণাএ ভণিদং ॥ ৩০৫ ॥

দেই অহ্ম বহিণীএ রাহিআএ সোগন্ধিঅ মালা কীস তুএ অপ্প ভাদুণো দিণ্ণা ত্তি সুণিঅ বিহসন্তীএ দেঈএ হরিসেণ হরিকণ্ঠাদো চারুহারেণ সদ্ধং উত্তারিঅ তং দিব্ব সোগন্ধিঅমালং পিঅসহী কণ্ঠে ণিক্খিবন্তীএ সংসিদং। অই গেহ্ণ অপ্পণো মালং ত্তি ॥ ৩০৬ ॥

ইতি সমাকর্ণ্য বিন্ধ্যবাসিন্যা ভণিতং। যমুনে কা খলু ত্বয়া অবিচারা দৃষ্টা প্রবৃত্তিঃ তৎ শ্রুত্বা যমুনয়া ভণিতং ॥ ৩০৫ ॥

দেবি অস্মৎ ভগিন্যা রাধিকায়াঃ সৌগন্ধিক মালা কস্মাৎ ত্বয়া আত্ম ভ্রাত্রে দত্তা ইতি বিহসন্ত্যা দেব্যাঃ কণ্ঠাচ্চারুহারেণ সার্দ্ধং উত্তার্য্য তাং দিব্য সৌগন্ধিক মালাং প্রিয়সখী কণ্ঠে নিক্ষিপন্ত্যা শংসিতং। অয়ি গৃহাণ আত্মনো মালামিতি ॥ ৩০৬ ॥

তুমি কি অবিচার প্রবৃত্তি দেখিয়াছ, একথা শুনিয়া যমুনা বলিয়াছিলেন ॥ ৩০৫ ॥

দেবি! আমার প্রিয় ভগিনী শ্রীরাধার সৌগন্ধিক মালা তুমি কেন আপনার ভ্রাতাকে অর্পণ করিয়াছ, এই কথা বলিলে, দেবী বিন্ধ্যবাসিনী হাসিতে হাসিতে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ হইতে মনোহর হারের সহিত দিব্য সৌগন্ধিক মালা অবতরণ করিয়া প্রিয়সখীর কণ্ঠে নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, অয়ি! আপনার মালা গ্রহণ কর ॥ ৩০৬ ॥

কৃষ্ণঃ। স্মিতং করোতি।

বিশাখা। তদো তদো।

নান্দীমুখী। অলং কঠিন হিঅঅ সঙ্গিণা অহ্মাণং ইমিণা হারেণে ত্তি হসন্তীএ হংসপুত্তীএ কোদুএণ রাহিআএ হারো ক্খু হারিণে হরিকণ্ঠে অপ্পিদো ॥ ৩০৭ ॥

ললিতা। তদো একাণংসাএ কংসারিবক্খত্থলাদো গহিদেণ কুরঙ্গণাহিণা রাহিআএ তিলঅং ণিম্মিদং ॥৩০৮॥

ততো হলং কঠিন হৃদয় সঙ্গিনা অস্মাকমনেন হারেণ ইতি হসন্ত্যা হংসপুত্র্যা কৌতুকেন রাধিকায়া হারঃ খলু হারিণি হরিকণ্ঠে অর্পিতঃ। হংসপুত্র্যা যমুনয়া ॥ ৩০৭ ॥

তত একানংশয়া কংসারি বক্ষঃ স্থলাদ্গৃহীতেন কুরঙ্গনাভিনা মৃগমদেন রাধিকায়া স্তিলকং নির্ম্মিতং ॥ ৩০৮ ॥

কৃষ্ণ। ঈষৎ হাস্য করিলেন।

বিশাখা। তাহার পর, তাহার পর।

নান্দীমুখী। তাহার পর, এ হার কঠিন হৃদয়ের সঙ্গ করিয়াছে একারণ ইহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই, এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে সূর্য্যপুত্রী যমুনা সকৌতুকে শ্রীরাধার হার উত্তোলন করিয়া মনোহর হরিকণ্ঠে সমর্পণ করিলেন ॥ ৩০৭ ॥

ললিতা। তাহার পর, বিন্ধ্যবাসিনী কংসারির বক্ষঃস্থল হইতে মৃগমদ উত্তোলন করিয়া শ্রীরাধার তিলক নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন ॥ ৩০৮ ॥

বৃন্দা। সানন্দং ততশ্চ ভগবত্যা সোল্লাসমভ্যধায়ি।
সার্দ্ধং বল্লীবধূভির্বিলসত সুখিনঃ শাখিনো ভূরি ফুল্লা
রঙ্গং ভৃঙ্গৈর্বিহঙ্গাঃ প্রথয়ত পশবঃ প্রৌঢ়িমাবিষ্কুরুধ্বং।
আলীভির্বাহিনীনাং পতিভিরুপচিতা শ্রীমতী রাধিকেয়ং
বৃন্দামুদ্যানপালীং শুচিমিহ সচিবীকৃত্য বঃ শাস্তি রাজ্যং
ইত্যানন্দ নিস্পন্দমভিনীয়॥ ৩০৯॥
জগ্রাহ কুন্দলতিকোৎকলিকা শতানি

সার্দ্ধমিতি নবাধিকারে প্রজানামাশ্বাসনং বাহিনীনাং পতিভিঃ সেনাপতিভিঃ শুচিং সদ্গুণ বদমাত্যং উপধা শুদ্ধে অমাত্যো শুচিঃ উপধা ধর্ম্মাদৌ যৎ পরীক্ষণমিত্যমরঃ॥ ৩০৯॥

উৎকলিকা উদ্গত কলিকা উৎকণ্ঠাচ সুমনা মালতী পত্রাঙ্কুরেণ চিত্রাসতী

বৃন্দা। (সানন্দে) তাহার পর, ভগবতী পৌর্ণমাসী উল্লাসের সহিত বলিয়াছিলেন, অহে বৃক্ষগণ! তোমরা প্রফুল্ল হইয়া পরম সুখে লতাবধূর সহিত বিলাস কর, অহে বিহঙ্গগণ! তোমরা ভৃঙ্গের সহিত রঙ্গ বিস্তার কর, অহে পশুগণ! তোমরা আপনার পরাক্রম প্রকাশ কর, যে হেতু শ্রীরাধা সখীরূপ সেনাপতি সকলে সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া উদ্যানপালিনী বৃন্দাকে বিশুদ্ধ আমাত্য পদে নিযুক্ত করত তোমাদের সম্বন্ধে রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৩০৯॥

(এই বলিলে আনন্দ জাড্য অভিনয় করিয়া) কুন্দলতা শত শত উদ্গত কলিকা ধারণ করিল, মালতী

পত্রাঙ্কুরেণ সুমনা বিররাজ চিত্রা।
স্মেরা বভূব ললিতা নবমালিকাসৌ
ফুল্লাত্র চম্পকলতাচ বিশাখিকাপি॥ ৩১০॥

ললিতা। ণান্দীমুহি তদা দিণিন্দণন্দিণীএ জং ভণিদং ণূণং
তুএ বিস্সুমরিদং।

বিররাজ। পক্ষে চিত্রা সখী সুমনাঃ সুচিত্তা পত্রাঙ্কুরেণ পত্রভঙ্গেন বিররাজ নবমালিকা স্মেরা বিকসিতা বভূব বিশাখিকা বিগলিত শাখাপি চম্পকলতা ফুল্লা বভূব। পক্ষে স্পষ্টং॥ ৩১০॥

নান্দীমুখি তদা দিনেন্দ্র নন্দিন্যা যদ্ভণিতং ন্যূনং ত্বয়া বিস্মৃতং। কথং

পত্রাঙ্কুরে চিত্রিত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল, মনোরমা নবমালিকা বিকশিত হইয়া উঠিল এবং বিগত শাখা হইলেও চম্পকলতা প্রফুল্ল হইতে প্রবৃত্ত হইল।

পক্ষান্তরের অর্থ। কুন্দলতা শত শত উৎকণ্ঠা ধারণ করিলেন, চিত্রা সখী সুচিত্তা পত্রভঙ্গ অর্থাৎ স্তন ও কপোলোপরি তিলক রচনা করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন, নবমালিকাধারিণী ললিতা হাস্যবদনী হইলেন এবং চম্পকলতা সদৃশী বিশাখা হর্ষাতিশয় বিস্তার করিলেন॥ ৩১০॥

ললিতা। নান্দীমুখি! দিনেশনন্দিনী যমুনা যে কথা বলিয়াছেন বোধ করি আপনি তাহা বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন।

নান্দীমুখী। হলা কধং বিস্সুমরিদব্বং জং এদাএ অহ্মাণং অন্তিএ মন্তিদং। অজ্জ পহুদী অপ্‌পণো কীলাবণে ললিদা পহুদিও অহ্ম পিঅসহীও সুহেণ স্বচ্ছন্দং কুসুমাইং ওচিণন্তু ॥ ৩১১ ॥

তং সুনিঅ বিঞ্ঝবাসিণীএ ভণিদং জমুণে তহবি মাহরস্‌স আঅত্তা কুসুমাণং সমিদ্ধি ত্তি ॥ ৩১২ ॥

বৃন্দা। রাধামবেক্ষ্য সোৎসুক্যং ॥

দেব্যা দত্ত বিশেষকা বিরচিতোত্তং সা শনেরম্বয়া

বিস্মর্ত্তব্যং যদেতয়া অস্মাকমন্তিক এব মন্ত্রিতং। অদ্য প্রভৃতি আত্মনঃ ক্রীড়া বনে ললিতা প্রভৃতয়ঃ অস্মৎ প্রিয়সখ্যঃ সুখেন স্বচ্ছন্দঃ কুসুমান্যবচিন্বন্তু ৩১১

তৎশ্রুত্বা বিন্ধ্যবাসিন্যা ভণিতং। যমুনে তদপি মাধবস্যায়ত্তা কুসুমানাং সমৃদ্ধিরিতি। মাধবস্য বসন্তস্য কৃষ্ণস্য চ ॥ ৩১২ ॥

দেব্যা একানংশয়া দত্তং বিশেষকং তিলকং শনে রম্বয়া ছায়য়া তুষ্টু

নান্দীমুখী। ললিতে! তিনি যে আমাদের নিকটে মন্ত্রণা করিয়াছিলেন তাহা কেন বিস্মৃত হইব। তাঁহার মন্ত্রণা এই যে আজি হইতে আমার ক্রীড়া কাননে আমার প্রিয়সখী ললিতা প্রভৃতি সুখ স্বচ্ছন্দে কুসুম চয়ন করুন ॥ ৩১১ ॥

এই কথা শুনিয়া বিন্ধ্যবাসিনী বলিয়া ছিলেন যমুনে! কুসুম গুলিও মাধবের অধীন ॥ ৩১২ ॥

বৃন্দা। (রাধাকে দেখিয়া ঔৎসুক্যের সহিত) সখি! বিন্ধ্য-বাসিনী দেবী তোমাকে যে তিলক দিয়াছিলেন, শনির

ত্বষ্টু নন্দনয়া নিবদ্ধকরবা স্বীয়ালিভি র্মণ্ডিতা।
চঞ্চচ্চামরয়া সখি দ্যুসরিতা সৌর্য্যাচ সংবীজীতা
পুত্র্যা পদ্মভুব স্বমুচ্ছ্রিতমণিচ্ছত্রা ন বিস্মর্য্যসে ॥

রাধা। সলজ্জং বৃন্দে বিরমেহি ॥ ৩১৩ ॥

কৃষ্ণঃ। স্বগতং দৃশমধিক দিদৃক্ষুরপ্যযুঞ্জং
বিবুধ বধূত্রপয়াহমানতাস্যঃ।
হৃদি বরমণিবিম্বিতাং তদেমাং

নন্দনয়া সংজ্ঞয়া সৌর্য্যা যমুনয়া পদ্মভুবঃ পুত্র্যা সরস্বত্যা ॥ ৩১৩ ॥
হৃদি স্বহৃদি বরমণিঃ কৌস্তুভঃ ॥ ৩১৪ ॥

জননী ছায়া তোমার যে চূড়া বন্ধন করিয়াছিলেন, ত্বষ্টা নন্দিনী সংজ্ঞা যে তোমার কবরী বন্ধন করিয়াছিলেন, তোমার সখীগণ তোমাকে যে অলঙ্কৃতা করিয়াছিলেন, সূর্য্যপুত্রী যমুনা তোমাকে যে চামর দ্বারা ব্যজন করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মনন্দিনী সরস্বতী যে তোমার মস্তকে মণিছত্র ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা কেন বিস্মৃত হইব ॥

শ্রীরাধা। (লজ্জার সহিত) বৃন্দে! ক্ষান্ত হও ॥ ৩১৩ ॥

কৃষ্ণ। (মনে মনে) অতিশয় রূপে দেখিতে ইচ্ছা হইলেও দেববধূদিগের লজ্জায় আমি নত বদন হইয়াছিলাম, সুতরাং শ্রীরাধার সে শোভা সন্দর্শনে নয়ন নিয়োগ করিতে পারি নাই, তৎকালীন শ্রীরাধা আমার হৃদয়স্থ কৌস্তুভ মণিতে প্রতিবিম্বিতা হওয়াতে সহসা একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া আমি আনন্দ সংপ্লবে পতিত

সপদি বিলোক্য মুদা স্বগম্ভিবাসং ॥ ৩১৪ ॥

সুবলঃ। অপবার্য্য। অজ্জুন সা কির মহাহিসেঅ খলী রাহিএ উগ্গদ পপমদত্তণেণ উম্মদ রাহি ত্তি জণেহিং উদ্দবুসিজ্জই ॥ ৩১৫ ॥

মধুমঙ্গলঃ। অপবার্য্য পিঅবঅস্‌স সব্বং সুমরন্তে ক্কি ণাসচ্চং পগল্‌ভন্তি গোবিআও ॥ ৩১৬ ॥

রাধা। সাহি বুন্দে গণীঅদু অট্‌ঠু বারিসিয় কাণণকরো ॥৩১৭॥

অর্জ্জুন সা কিল মহাভিষেক স্থলী রাধায়া উদ্দাত প্রমদত্বেন উম্মদ রাধেতি জনৈরুদ্দবুষ্যতে ॥ ৩১৫ ॥

প্রিয়বয়স্য সর্ব্বং স্মরণ স্মি নাসত্যং প্রগল্‌ভন্তে গোপিকাঃ ॥ ৩১৬ ॥

সখি বৃন্দে গণ্যতাং অষ্ট বার্ষিকঃ কানন করঃ। অত্র রাধায়াঃ ব্যক্ত যৌবনে মধ্য কৈশোরাদ্য এবাভিষেক প্রকরণাদবগতঃ। তচ্চ পৌগণ্ড মধ্যে এবায়ং হরির্দিব্যন্ বিরাজত ইতি ভক্তিরসামৃত সিন্ধুক্তেঃ পৌগণ্ড বয়স্যেবাবির্ভূতঃ

হইয়াছিলাম ॥ ৩১৪ ॥

সুবল। (অন্তরাল করিয়া) অর্জ্জুন! সেই মহাভিষেক স্থলী যাহাতে শ্রীরাধার উদ্দাত প্রমদ নিমিত্ত উম্মদ্ রাধা বলিয়া লোকে বলিয়া থাকে ॥ ৩১৫ ॥

মধুমঙ্গল। (অন্তরাল করিয়া) প্রিয়বয়স্য! সকলই স্মরণ আছে, একথা সত্য নহে, ইহা গোপিকাদিগের দম্ভ মাত্র ॥ ৩১৬ ॥

শ্রীরাধা। সখি বৃন্দে! আমার অভিষেকের পর কাননের কর আট বৎসর হইল কি না গণনা কর ॥ ৩১৭ ॥

বৃন্দা। সস্মিতং বৃন্দাবনেশ্বরি বৃন্দশঃ প্রতিস্বিকীর্ধবলা পালয়তামসংখ্যানাং গোসংখ্যানামনন্ত এব কানন করঃ কিং গণনা প্রয়াসেন ॥ ৩১৮

একাদশ সমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলো বসদিতি শ্রীভাগবতোক্ত্যা ব্যবস্থাপিতঞ্চ। ততো হ্যত্রাষ্ট বার্ষিকঃ ইত্যাভিষেকানন্তরমষ্টৌ সংবৎসরা ব্যতিক্রান্তা ইত্যুক্তি ন সংগচ্ছতে তত্র ব্রজপুর বনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেব মিতি। বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতীতি শ্রীমদ্ভাগবতাদ্যুক্তে হ্যপ্রকট প্রকাশ গতৈবেয়ং দানলীলেতি কেচিদাহুঃ। অন্যেতু কদাচিৎ স্বন্দোলিকয়া কর্হিচিন্নৃপ চেষ্টয়েতি দশম প্রমাণিতৈব হিন্দোলন দানলীলা গতাপীত্যাহুঃ। তন্মতে একাদশ সমাব্যাপ্য গূঢ়ার্চ্চিঃ তদনন্তরঞ্চ প্রকটার্চ্চিঃ সন্নাবসদিতি ব্যাখ্যায়া অষ্ট বার্ষিকত্বমুপপাদ্যতে। যদ্বা অভিষেক পূর্ব্বতোপি কেনাপ্যগৃহীত করাণা মেষাং কর গ্রহণমুচিতমিতি তদানীং কৃষ্ণস্যাষ্ট বর্ষবয়স্ত্বা দষ্ট বার্ষিকং ইত্যুক্ত মিতি ॥ ৩১৭ ॥

ধবলা গাঃ প্রাতিস্বিকী প্রত্যেক বল্লব স্বামিকাঃ বৃন্দশঃ শতকোটি সংখ্য প্রমাণেন চারয়তাং গোসংখ্যানাং গোপানাং অসংখ্যানাং সংখ্যাতুমশক্যানাং। তেনৈতে সর্ব্বস্বমেব সংদত্ত্বা কানন করৈরেব মূল্য ভূতৈ র্ভবত্যা ক্রীতা এব কৃষ্ণাদয়ো হভবন্নিতি দ্যোতিতং ॥ ৩১৮ ॥

বৃন্দা। (হাস্যের সহিত) বৃন্দাবনেশ্বরি! এই সকল গোপ প্রত্যেকে শতকোটি সংখ্যা প্রমাণে গোচারণ করিয়া থাকে, গোপগণের অসংখ্যত্ব প্রযুক্ত গণনা হইতে পারে না অতএব কানন কর রূপ মূল্য দ্বারা তোমা কর্ত্তৃক কৃষ্ণাদি গোপ ক্রীত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৩১৮ ॥

ললিতা। বিশাখে বুন্দাবণচক্কবট্টিণী আণবেদি গেহ্ণ হঢেণ পঢমং পডুম্মণ্ণস্স বডুণো মণিমণ্ডণং।

মধুমঙ্গলঃ। অপবার্য্য ভো পিঅবঅস্স ণিচ্চিদং এত্থ সমাহাণং দুক্করং তা পলাঅণং চ্চেঅ অম্হাণং সরণং ॥ ৩১৯ ॥

কৃষ্ণঃ। হংহো গোষ্ঠস্থ ললিতালগুড়তাড়ণ মাশঙ্ক্য মা সংকুচ পুরস্তাদেষ সুদর্শনোস্মি।

বিশাখে বৃন্দাবনচক্রবর্ত্তিনী আজ্ঞাপয়তি গৃহাণ হঠেন প্রথমং পটুম্মন্যস্য বটোর্মণিমণ্ডনং। ভো প্রিয়বয়স্য নিশ্চিতং অত্র সমাধানং দুষ্করং তস্মাৎ পলায়নমেবাস্মাকং শরণং ॥ ৩১৯ ॥

স্বস্থানস্থঃ পরান্ দ্বেষ্টি যঃ স গোষ্ঠস্থ উচ্যতে। জুগুপ্সিত সৌর্য্যতয়া সম্বোধনং সুন্দর্শন শ্চক্রং সুন্দরশ্চ ॥

ললিতা। বিশাখে! বৃন্দাবনেশ্বরী আজ্ঞা করিতেছেন তুমি বল পূর্ব্বক অগ্রে এই পটুম্মন্য ব্রাহ্মণ বালকটার মণিভূষণ কাড়িয়া লাও ॥

মধুমঙ্গল। (অন্তরাল করিয়া) প্রিয়বয়স্য! নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, এ বিষয় সমাধান করা দুষ্কর, অতএব আমাদের পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ ॥ ৩১৯ ॥

কৃষ্ণ। হংহো গোষ্ঠস্থ! অর্থাৎ তুমি স্বস্থানে অবস্থিতি করিয়া পরকে দ্বেষ করিয়া থাক, যাহা হউক, ললিতার লগুড় দেখিয়া সঙ্কোচ করিও না, এই আমি সম্মুখে সুদর্শন রহিয়াছি ॥

রাধা। কৃষ্ণমপাঙ্গেন দরালিঙ্গ্য সুঅল অলং বিলজ্জিদেণ
কাণণকরো উবণীঅদু ॥ ৩২০ ॥

কৃষ্ণঃ। সস্মিতমবেক্ষ্য।

একস্য ত্বং প্রভুরসি স তু দ্বাদশানাং বনানা
মেতচ্চাল্পং নিখিলজতীবর্ত্তিনামেব দেবঃ।
সামন্ত শ্রী স্ত্বমিতি স মহা মন্মথশ্চক্রবর্ত্তী
পথ্যং রাধে শৃণু হঠমমুং মাকৃথা স্তস্য শুল্কে ॥ ৩২১ ॥

বিশাখা। ভো সুঅল এব্বং হোদু তধাবি তস্স উজ্জাণ

সুবল অলং বিলজ্জিতেন কাননকর উপনীয়তাং ॥ ৩২০ ॥
সমস্ত শ্রীস্ত্বস্ত মণ্ডলেশ্বরীত্যর্থঃ ॥ ৩২১ ॥
ভো সুবল এবং ভবতু। তথাপি তস্য উদ্যানচক্রবর্ত্তিনো নিদেশবর্ত্তিনা

শ্রীরাধা। (অপাঙ্গ দ্বারা ঈষৎ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া) সুবল! আর লজ্জার প্রয়োজন নাই, কানন কর আনয়ন কর ॥ ৩২০ ॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিয়া) রাধে! তুমি একটীমাত্র কাননের অধিকারিণী, ঘট্টাধিরাজ দ্বাদশবনের অধীশ্বর, তোমার অল্পদেশে অধিকার, তাঁহার নিখিল জগদ্বর্ত্তি ব্যক্তিদিগের উপর আধিপত্য, এবং তুমি মণ্ডলে-শ্বরী, তিনি মন্মথচক্রবর্ত্তী, অতএব হিত বলিতেছি শ্রবণ কর, তাঁহার শুল্ক বিষয়ে আর হঠ করিও না ॥ ৩২১ ॥

বিশাখা। অহে সুবল! এই প্রকার হউক, তথাপি উদ্যান চক্র

চক্কবট্টিণো নিদেশবট্টিণা তুহ ঘট্টজ্‌ঝক্‌খেণ বুন্দাবণ চক্কবট্টি-
ণীএ অহ্ম পিঅসহীএ কাণণ করো কধং মোঅইদব্বো ।৩২২

সুবলঃ। সাভ্যসূয়ং বিসাহে নিচ্চিদং খট্টারূঢ়াসি জং সমূঢ়
দুম্মদ ঘুম্মিদা তুমং তত্তং ণ জাণন্তী পলবসি ॥ ৩২৩ ॥

বিশাখা। সোৎপ্রাস স্মিতং কিং এত্থ তত্তং কধেহি সুণিস্‌সং
॥ ৩২৪ ॥

সুবলঃ। কিং বিত্থারেণ সংক্‌খিও সারং সুণাহি জো ক্‌খু

তব ঘট্টাধ্যক্ষেণ বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তিন্যা অস্মৎ প্রিয় সখ্যাঃ কাননকরঃ কথং মোচয়িতব্যঃ ॥ ৩২২ ॥

বিশাখে নিশ্চিতং খট্টারূঢ়াসি যৎ সমূঢ় দুর্ম্মদ ঘূর্ণিতা ত্বং তত্ত্বমজানতী প্রলপসি। খট্টারূঢ় শব্দোঽয়ং জুগুপ্সিত গর্ব্ববদ্বাচকঃ। পক্ষে খট্টাং আরূঢ়াসি ঘূর্ণাকুলাসীত্যর্থঃ ॥ ৩২৩ ॥

কিমত্র তত্ত্বং কথয় শ্রোষ্যামি ॥ ৩২৪ ॥

কিং বিস্তরেণ সংক্ষিপ্ত সারং শৃণু যঃ খলু মহামন্মথ চক্রবর্ত্তী স এব

বর্ত্তির আজ্ঞাবাহক ঘট্টাধ্যক্ষ আমাদের বৃন্দাবনচক্রবর্ত্তিনী প্রিয়সখীর কানন কর কি প্রকারে মুক্ত হইবে ? ॥ ৩২২ ॥

সুবল। (অসূয়ার সহিত) বিশাখে ! তুমি নিশ্চয় খট্টারূঢ়া হইয়াছ, যে হেতু দুরন্ত মদে ঘূর্ণিতা হওত তত্ত্ব না-জানিয়া প্রলাপ করিতেছ ॥ ৩২৩ ॥

বিশাখা। (ঈষৎ হাস্যের সহিত বাক্য প্রয়োগ করিয়া) এ বিষয়ে তত্ত্ব কি, বল শ্রবণ করিব ॥ ৩২৪ ॥

সুবল। বিস্তারের প্রয়োজন নাই, সংক্ষেপে সার বলি শ্রবণ কর। যিনি মহামন্মথ চক্রবর্ত্তী তিনিই নিশ্চয় প্রিয়বয়স্য

মহামম্মহো চক্কবট্টী সো ভ্জেব্ব ণিচ্চিদং পিঅবঅস্স রূবেণ বট্টন্তো জাণীয়দু। দোণ্ণং কির পরমাত্থদো ভিণ্ণদাণত্থি ॥ ৩২৫ ॥

অর্জ্জুনঃ। বিসাহে ইদং বি থোয়ং চ্চেঅ তা সুণাহি সো কির অস্সুদঅর সাহম্মো সম্মোহণ মাহুরী ভরণব্বো সব্বো বরিবিরেহন্তো পিঅবঅস্সস্স সঅল গোউলবইত্তণেণ গোইন্দাহিসেঅ মহুসবো কস্স বা গব্বং ণ কখু খব্বেদি ॥ ৩২৬ ॥

নিশ্চিতং প্রিয়বয়স্ত রূপেণ বর্ত্তমানো জ্ঞায়তাং দ্বয়োঃ কিল পরমার্থতো ভিন্নতা নাস্তি। কথা পক্ষে তস্যাতি বিশ্বাসাস্পদত্বাৎ। সিদ্ধান্ত পক্ষে মহামন্মথস্ত তৎ স্বরূপ শক্তি বৃত্তিত্বাৎ ইত্যর্থঃ ॥ ৩২৫ ॥

বিশাখে ইদমপি অল্পমেতৎ তৎ শৃণু স কিল অশ্রুতচর সাধর্ম্মঃ সম্মোহন মাধুরীভর নব্যঃ সর্ব্বোপরি বিরাজমান প্রিয়বয়স্যস্য সকল গোকুলপতিত্বেন গোবিন্দাভিষেক মহোৎসবঃ কস্য বা গর্ব্বং ন খলু খর্ব্বয়তি ॥ ৩২৬ ॥

রূপে বর্ত্তমান আছেন জানিও, স্বরূপতঃ এই দুইয়ের ভিন্নতা নাই অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ দুই একই পদার্থ ॥ ৩২৫ ॥

অর্জ্জুন। বিশাখে। ইহা ত অতি অল্পমাত্র, তিনি নিশ্চয় অশ্রুতচর সাধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সমানধর্ম্মী কাহাকেও শুনা যায় নাই, যিনি সংমোহন মাধুর্য্যভরে নিত্য নূতন এবং সর্ব্বোপরি বিরাজমান, সেই প্রিয়বয়স্যের সমুদায় গোকুলপতিত্বে গোবিন্দাভিষেক কাহার গর্ব্ব না খর্ব্ব করিতেছে ॥ ৩২৬ ॥

মধুমঙ্গলঃ। সোল্লাসং। হন্ত ললিদে সুট্‌ঠু ভণাদি অজ্জুণো জং উঅণি সদাহিং বণং কৃখু এদং কহ্নবণং বণিজ্জই॥

বৃন্দা। নিরধারি পূর্ব্বপরয়োর্ন্যায়বিদগ্ধৈঃ পরবিধির্ব্বলবান্।
রাজনি নবেঽভিষিক্তে পুরাতনে কস্য বা গণনা॥ ৩২৭॥

মধুমঙ্গলঃ। মুঞ্চ বাআলত্তণং অম্হ পিয়বয়স্‌সস্‌স চ্চেঅ কান্তারাহী সদা। অদো করহারীহিং তুম্হেহিং রাঅউল-পুরিসা অম্হে জ্ঝত্তি খণ্ড কুণ্ডলিআহিং সম্মাণিজ্জম্হ॥

ললিতে সুষ্ঠু ভণতি অর্জ্জুনঃ উপনিষদ্ভির্ব্বনং খল্বিদং কৃষ্ণবনং বর্ণ্যতে উপনিষদ্ভির্গোপালতাপনীভিঃ॥ ৩২৭॥

মুঞ্চ বাচালত্বং অস্মৎ প্রিয়বয়স্যস্যৈব কান্তারাধীশতা শ্লেষেণ কান্তা রাধী-

---

মধুমঙ্গল। (উল্লাসের সহিত) ললিতে! অর্জ্জুন ভাল কথা বলিতেছে, যে হেতু গোপালতাপনী প্রভৃতি উপনিষদ্ সকল ইহাকে কৃষ্ণবন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন॥

বৃন্দা। ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, পূর্ব্ব বিধি এবং পর বিধি এই দুইয়ের মধ্যে পর বিধিই বলবান্। অতএব নূতন রাজা অভিষিক্ত হইলে পুরাতনকে কে গণনা করে॥ ৩২৭॥

মধুমঙ্গল। বাচালতা পরিত্যাগ কর, আমাদের প্রিয়বয়স্যই এই কান্তারের অধীশ্বর, অতএব আমরা রাজকুল পুরুষ করপ্রদায়িনী তোমাদিগকে খণ্ডকুণ্ডলিকা অর্থাৎ গুড় বিকৃতি জীলাবীর ন্যায় বোধ করি॥

কৃষ্ণঃ। সখে সুবল শ্যামলমণ্ডপিকাং মণ্ডয়। যদত্র সাম্প্রতং শুল্কদাসিকা প্রবেশনীয়া ॥ ৩২৮ ॥

রাধিকা। হন্ত তক্করচকবট্টি সামন্ত সুঅল মহ পিঅ সহীএ সামলাএ ব্বদবেই সামলমণ্ডবীআ এসা কীস তুম্হেহিং ঘট্ট ঘডণেণ দুসিজ্জই ॥ ৩২৯ ॥

কৃষ্ণঃ। বক্রাণাং চক্রবর্ত্তিনি কৃতং রাধাচক্রস্য চংক্রমণয়া

শতেতি। অত্র করহারীভিঃ রাজকুল পুরুষা বয়ং গণ্ডকুণ্ডলিকাভিঃ সংমন্যামহে ॥ ৩২৮ ॥

হন্ত তস্করচক্রবর্ত্তিসামন্ত সুবল মৎপ্রিয়সখ্যাঃ শ্যামলায়া ব্রতবেদী এষা মণ্ডপিকা কস্মাৎ যুষ্মাভির্ঘট্ট ঘট্টনেন দূষ্যতে ॥ ৩২৯ ॥

চংক্রমণয়া ভ্রমণেন মনোপি ভিন্দতেতি রাধাচক্রবেধ স্তম্ভাতিসুকর ইতি

কৃষ্ণ। সখে সুবল! শ্যামল মণ্ডপিকাকে সুসজ্জিত কর, যে হেতু সম্প্রতি এই স্থানে শুল্কদাসিকা সকলকে প্রবেশ করাণ যাউক অর্থাৎ এই সকল রমণী শুল্ক প্রদান করিল না একারণ ইহারা শুল্কমূল্যে ক্রীতদাসিকা হইয়াছে সুতরাং ইহাদিগকে শ্যামলমণ্ডপিকার মধ্যে অবরোধ করা কর্ত্তব্য ॥ ৩২৮ ॥

শ্রীরাধা। কি আশ্চর্য্য! অহে চোরচক্রবর্ত্তির মন্ত্রিবর সুবল! তোমরা কি কারণে আমার প্রিয়সখী শ্যামলার এই ব্রত বেদী মণ্ডপিকা ঘট্ট ঘটনায় দূষিত করিতেছ॥ ৩২৯ ॥

কৃষ্ণ। অহে বক্রচক্রবর্ত্তিনি! অর্থাৎ কুটিল সকলের অধিশ্বরি! রাধাচক্র ভ্রমণের প্রয়োজন নাই, এই মহামন্মথরাজ

যদেষ তরসা দুল্লক্ষং মনোপি ভিন্দতা ধন্বিনাং মূৰ্দ্ধন্যেন
মহামন্মথেনাধিষ্ঠিতো মহাঘট্টরঙ্গঃ ॥ ৩৩০ ॥

রাধিকা। সংস্কৃতেন।

বক্রস্ত্রিধাত্বমাদৌ মধ্যেচান্তেচ বংশিকারসিক।
কলকৃত জগতীপ্রণয়ো বক্রেশ্বর এব দেবোঽসি ॥ ৩৩১ ॥

কৃষ্ণঃ। কিঞ্চিদ্বিহস্য।

বাচি কচে ভ্রুবি দৃষ্টৌ স্মিতে প্রয়াণেঽবগুণ্ঠে হৃদিচ।

ভাবঃ ॥ ৩৩০ ॥

বংশিকারসিকেত্যনেন বংশীবাদনকাল এব ভঙ্গীত্রয়োপলব্ধেঃ বক্রেশ্বর স্তন্নামা শিবলিঙ্গভেদঃ প্রণয়কর্তৃত্বেন সাধৰ্ম্ম্যং ॥ ৩৩১ ॥

অষ্টাবক্রাগ্নিতামিতি অষ্টাবক্র ঋষি র্বক্রেশ্বরোপাসক এবেতি বন্দে ইতি

ধনুর্দ্ধারির অগ্রগণ্য এবং ইনি শীঘ্র দুল্লক্ষ মনকেও ভেদ করিতে পারেন অতএব এই ঘট্টস্থান ইহাঁরই অধিকারস্থ ॥ ৩৩০ ॥

শ্রীরাধা। (সংস্কৃত ভাষায়) অহে বংশিকারসিক! তোমার আদি মধ্য ও অন্ত এই তিন স্থান বক্র, কলধ্বনি দ্বারা জগতের প্রণয়পাত্র হইয়াছ অতএব তুমিই বক্রেশ্বর দেব॥

পক্ষান্তরের অর্থ। অহে বংশিকারসিক! তুমি যখন বংশীবাদ্য কর তখনই তোমাকে ত্রিভঙ্গ দেখা যায়, অতএব বক্রেশ্বর শিব যেমন জগতের প্রণয়পাত্র, তুমিও তদ্রূপ জগৎপ্রিয় ॥ ৩৩১ ॥

কৃষ্ণ। (কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া) অহে! তোমার বাক্য, কেশ, ভ্রূ, দৃষ্টি, হাস্য, গমন, অবগুণ্ঠন ও হৃদয় এই আট স্থান

ত্থামিত্যষ্টস্থ বক্রামষ্টাবক্রায়িতাং বন্দে ॥ ৩৩২ ॥

চম্পকলতা। অলক্‌খ বঙ্কিমাবি তুমং লক্‌খ বঙ্কিমাসি। তা অপ্‌পণো সমাণ ধম্মিণা জণেণ কীলেহি বিশুদ্ধ ধম্মাণং ইদো জুত্তা গদী ॥

কৃষ্ণঃ। পুণ্যবতি মহাদানং বিনা গতি দুর্ল্লভা ॥ ৩৩৩ ॥

চম্পকলতা। সজ্জ জণাণং সব্বপধীনা গদী পসিদ্ধা ॥ ৩৩৪ ॥

তদ্দিগৈরেব মম বক্রেশ্বরত্বেন মদুপাসকত্বং তব সিদ্ধমিতি ত্বাং প্রতি সাধুবাদঃ ॥ ৩৩২ ॥

অলক্ষ্য বক্রিমাপি ত্বং লক্ষবক্রিমাসি তদাত্মনঃ সমান ধর্ম্মিণা জনেন সহ ক্রীড় বিশুদ্ধ ধর্ম্মাণামস্মাকং ইতো যুক্তা গতিঃ লক্ষবক্রিমা লক্ষ সংখ্যাক বক্রত্ববান্ ॥ ৩৩৩ ॥

সজ্জনানাং সর্ব্বপথীনা গতিঃ প্রসিদ্ধা ॥ ৩৬৪ ॥

বক্র, অতএব তুমি অষ্টাবক্রমুনি সদৃশ তোমাকে প্রণাম করি ॥ ৩৩২ ॥

চম্পকলতা। অহে! তোমার বক্রিমা লক্ষ্য না হইলেও তুমি লক্ষ বক্রিমাশালী অতএব সমানধর্ম্মা জনের সহিত ক্রীড়া কর, আমরা অতি বিশুদ্ধ ধর্ম্মা, আমাদের এ স্থল হইতে গমন করাই উপযুক্ত ॥

কৃষ্ণ। অহে পুণ্যবতি! মহাদান ব্যতিরেক গমন অতি দুর্ল্লভ, অর্থাৎ মহাদান না দিয়া কোন ক্রমেই যাইতে পারিবা না ॥ ৩৩৩ ॥

চম্পকলতা। সজ্জনদিগের সকল পথেই গতি প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৩৩৪ ॥

চিত্রা। পুরিসুত্তম পুণ্ণসিলোওসি তা ধম্ম কম্ম পউত্তাণং অম্হাণং কুল মোক্খণং ॥

কৃষ্ণঃ। চিত্রে বিচিত্রেয়মস্য চক্রবর্ত্তিনঃ প্রক্রিয়া। যত্র ধর্ম্মেণ দুর্ল্লভো মোক্ষঃ কিন্তু কাম প্রয়োগেণ ধ্রুবং লভ্যতে ॥ ৩৩৫ ॥

নান্দীমুখী। সত্থআরাণং মুণীণং বি অবিসম্বাদিণী এসা রীদী জং এদে কামস্স অণন্তরং চ্চেঅ মোক্খং পঢ়ন্তি ধম্মং

পুরুষোত্তম পুণ্যশ্লোকোসি তদ্ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রবৃত্তানামস্মাকং কুরু মোক্ষণং ॥ ৩৩৫

শাস্ত্রকারাণাং মুনীনামপি অবিসম্বাদিনী এষা রীতিঃ যদেতে কামস্যানন্তরমেব মোক্ষং পঠন্তি। ধর্ম্মং কিল দূরতঃ প্রথম কক্ষারোহণে ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষৈশ্চতুর্ব্বর্গ ইতি অতএব মোক্ষং প্রতি কামস্যৈব সাংমুখ্যং ধর্ম্মস্তু ব্যবহিত

চিত্রা। অহে পুরুষোত্তম! তুমি পুণ্যশ্লোক অতএব ধর্ম্ম কর্ম্ম পরায়ণা আমাদিগকে মোচন কর ॥

কৃষ্ণ। চিত্রে! এই মহারাজের বিচিত্র প্রক্রিয়া অর্থাৎ আশ্চর্য্য রীতি, এ রাজ্যে ধর্ম্ম দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় না কিন্তু কাম প্রয়োগ অর্থাৎ কামের অনুষ্ঠান দ্বারা নিশ্চয় মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৩৫ ॥

নান্দীমুখী। শাস্ত্রকার মুনিদিগেরও এই অবিসম্বাদিনী রীতি, যে হেতু কামের পরেই মোক্ষ পাঠ করেন, ধর্ম্মত দূরে আছে, অর্থাৎ মোক্ষ পদে আরোহণ করিতে হইলে আগে ধর্ম্ম, তৎপরে অর্থ, তাহার পর কাম, তদনন্তর মোক্ষ, এ কারণ মোক্ষে এবং কামে পরস্পর সাংমুখ্য

কির দুরদো পঢ়মককৃখারোহণে ॥ ৩৩৬ ॥

কৃষ্ণঃ। স্মিত্বা রাধাং পশ্যন্ হন্ত শুল্কক্রীতি প্রীতিরেব নাথস্য তবাদ্য গতিঃ তদানন্দয় দানীন্দ্রমেন মভীষ্ট সেবয়া ॥ ৩৩৭ ॥

ললিতা। মোহণ ভূরিণা তবোহরেণ চ্চেঅ ঘট্টীপালস্স দাসীত্তণং সিজ্ঝদি এদাএ উণ মহ সহীএ তং দুল্লহং অতবস্সিনী এসা ॥ ৩৩৮ ॥

মেবেতি ভাবঃ ॥ ৩৩৬ ॥

হে শুল্কেন ক্রীত ক্রীতাং করণ পূর্ব্বাদিতি ঙীপ্ ॥ ৩৩৭ ॥

ভূরিণা তপো ভরেণ এব ঘট্টিপালস্য দাসীত্বং সিদ্ধ্যতি এতস্যাঃ পুনর্মম সখ্যা স্তদ্দুর্লভং যৎ অতপস্বিনী এষা পক্ষে অসংতপ্তা অদীনেত্যর্থঃ ॥ ৩৩৮ ॥

আছে, কামের পরেই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৩৬ ॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক শ্রীরাধার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) হে শুল্কক্রীতি! অর্থাৎ তুমি শুল্ক প্রদান করিলা না এ কারণ আমার নিকট শুল্ক মূল্যে ক্রীতা হইয়াছ, তোমার নাথের প্রীতি সম্পাদন ভিন্ন অন্য গতি নাই, অতএব অভীষ্ট সেবা দ্বারা এই দানীন্দ্রকে আনন্দিত কর ॥ ৩৩৭ ॥

ললিতা। মোহন। বহু তপস্যা দ্বারা ঘট্টপালের দাসীত্ব সিদ্ধি হয়, কিন্তু আমার এই প্রিয়সখীর কোন তপস্যা দেখিতেছি না, এ কারণ ইহাঁর পক্ষে ঘট্টপালের দাসীত্ব অতি দুর্লভ ॥ ৩৩৮ ॥

নান্দীমুখী। নিউঞ্জলীলাকুঞ্জরিন্দ ললিদা ভণাদি সোলুক্কি-এণ তুএ চ্চেঅ সেআউলেহিং উবাসণিজ্জা অহ্মসহী জং এসা সঅল জোবমবদী মণ্ডল চক্কবট্টীণী তা ইমিণা বিবরী-দেণ অলং জপ্পিদেণ।

কৃষ্ণঃ। সহর্ষং নান্দীমুখি দুরতিক্রমেয়ং ললিতাকৃতাজ্ঞা তদেব সেবিতু কামঃ প্রথমং হৃদয়ঙ্গমে শাতকুম্ভকুম্ভে পঞ্চশাখাপল্লবমর্পয়ামীতি রাধামাসাদয়তি ॥ ৩৩৯ ॥

ললিতা। স ভ্রূভঙ্গমুপক্রম্য ণাঅরমণ্ণ ঝিল্লহু এসা দে তুল্লীলদা

নিকুঞ্জলীলা কুঞ্জরেন্দ্র ললিতা ভণতি। ভূরিণেত্যাদি বাচা ব্যঞ্জয়তী-ত্যর্থঃ। শৌল্কিকেন ত্বয়ৈব সেবাকুলৈরুপাসনীয়া অস্মৎ সখী যদেষা সকল যৌবনবতী মণ্ডল চক্রবর্ত্তিনী তদনেন বিপরীতেন অলং জল্পিতেন ॥ ৩৩৯ ॥

নাগরম্মন্য ঝিল্লতু বিশ্রাম্যতু এষা তুল্লী লতা বল্লরী ॥ ৩৪০ ॥

নান্দীমুখী। অহে নিকুঞ্জলীলাকুঞ্জরেন্দ্র! ললিতা এই কথা প্রকাশ করিতেছে যে, তুমি শুল্কাধ্যক্ষ হইলেও তোমা কর্ত্তৃক সেবা সমূহ দ্বারা আমাদের প্রিয়সখী উপাসনার পাত্রী, যে হেতু ইনি সকল যুবতিগণের চক্রবর্ত্তিনী অত-এব বিপরীত কথা বলিতেছ কেন? ॥

কৃষ্ণ। (হর্ষের সহিত) নান্দীমুখি! ললিতা যাহা বলিল তাহা কোন ক্রমেই অতিক্রম করিতে পারিব না, আমি শ্রীরাধার সেবা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম, অতএব প্রথমে হৃদয়ঙ্গম সাতকুম্ভ কুম্ভে (স্তনে) পঞ্চশাখাপল্লব সমর্পণ করি, এই বলিয়া শ্রীরাধার নিকটে চলিলেন ॥ ৩৩৯ ॥

ললিতা। (ভ্রূ ভঙ্গের সহিত বলিতে উপক্রম করিয়া)

বল্লরী ॥ ৩৪০ ॥

কৃষ্ণঃ। কৃপণে বিপণায়িতাসৌ স্ববশা ভবত্যা শুল্কেন তদত্র বিক্রীতে করিণি কিমঙ্কুশে বিবাদ ইতি মন্দং মন্দং পদং স্পন্দয়তি ॥ ৩৪১ ॥

ললিতা। কহ্নু অণহিণ্ণো ণাসি ললিদা তুল্লালিচ্চাণং। তা কিন্তি অপ্পণো মহাপ্পং পেক্খাবিদুং পউত্তাসি ॥ ৩৪২ ॥

কৃষ্ণঃ। সুবীরম্মন্যে পশ্য বিক্রমিণাং চক্রবর্ত্তি পুরস্তাদেব

বিপণায়িতা বিক্রীতা স্ববশা স্বাধিনা পক্ষে করিণী। কিমঙ্কুশে ইতি যদীয়ং মহৎ বিক্রীতৈব ততোহস্য স্পর্শে কিং বিপ্রতিপদ্যসে ইতি ভাবঃ ॥৩৪১

অনভিজ্ঞো নাসি ললিতা তুর্ল্লালিত্যানাং তৎ কিমিতি আত্মনো মাহাত্ম্যং প্রেক্ষয়িতুং প্রবৃত্তোসি ॥ ৩৪২ ॥

বিশ্রাণয় দেহি বিশ্রাণনং বিতরণমিত্যমরঃ ॥ ৩৪৩ ॥

অহে নাগরম্মন্য! অর্থাৎ তুমি আপনাকে নাগর বলিয়া মানিতেছ যাহা হউক, এই তুল্লীলতা লতা বিশ্রাম পাউক অর্থাৎ এ রূপ দুষ্ট লীলা প্রকাশ করিও না ॥ ৩৪০

কৃষ্ণ। কৃপণে! তুমি যদি শুল্ক না দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে এই স্বাধীনা শ্রীরাধাকে বিক্রয় করিলা, তবে এ স্থলে করিণী বিক্রয় করিয়া অঙ্কুশ প্রদানে বিবাদ করিতেছ কেন? এই বলিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪১ ॥

ললিতা। কৃষ্ণ! তুমি ত অনভিজ্ঞ নও, আমি তুর্ল্লালিত্ব ব্যক্তিদিগের ললিতা, অতএব কি আপনার মাহাত্ম্য দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছ? ॥ ৩৪২ ॥

কৃষ্ণ। ললিতে! তুমি আপনাকে সুবীর করিয়া মানিতেছ,

চংক্রমীতি। তদলং ক্লীব ভঙ্গকারিণা কৃত্রিম ভুজঙ্গমে নৈবামুনা মুধাটোপে তরঙ্গেণ তূর্ণং বিশ্রাণয় ঘট্ট শুল্কানি ॥ ৩৪৩ ॥

ললিতা। হন্ত ঘট্টীঘণ্টাঘোষণ জই সুলুক্কগ্গহে দীহাগ্গহোসি তদা সঞ্জাওসরে অম্হ দুআরং আঅচ্ছেহি। সুট্‌ঠু ঘণং ঘোলং দাইস্‌সম্হ ॥

ঘট্টী ঘণ্টাঘোষণ যদি শুল্কগ্রহে দীর্ঘাগ্রহোসি তদা সন্ধ্যাবসরে অস্মদ্দ্বার মাগচ্ছ সুষ্ঠু ঘনং তক্রং দাস্যামি। ঘনং ঘোলমিতি সর্ব্বদিন পর্য্যন্ত প্রতি-নিয়তং যাচক কর্ম্মকারাদি জন প্রদানাবশিষ্টতয়া মন্থনী তলস্থমিত্যর্থঃ।

দেখ আমি বিক্রমশালীদিগের চক্রবর্ত্তী সম্মুখে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি, অতএব শক্তিহীন কৃত্রিম সর্পের ন্যায় বৃথা গৌরব তরঙ্গের প্রয়োজন নাই, শীঘ্র ঘট্টশুল্ক প্রদান কর ॥ ৩৪৩ ॥

ললিতা। আর ঘট্টসম্বন্ধীয় ঘণ্টা রবের প্রয়োজন নাই, যদি তোমার শুল্ক গ্রহণে নিতান্ত আগ্রহ হইয়া থাকে, তবে সন্ধ্যার সময় আমাদের দ্বারে উপস্থিত হইও, উত্তম ঘন ঘোল (তক্র) প্রদান করিব অর্থাৎ সমস্ত দিন প্রতি-নিয়ত যাচক এবং কর্ম্মকারকাদি জন সকলকে প্রদান করিয়া মন্থনী তলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা অম্ল প্রযুক্ত অন্যান্য লোকের অগ্রাহ্য হইলেও লবণ মিশ্রিত করিয়া দিব, তাহাতে তোমাদের অতিশয় রুচি জনক হইবে ॥

কৃষ্ণঃ। স্মিতং কৃত্বা নন্দীমুখীমবলোকতে ॥ ৩৪৪ ॥

নান্দীমুখী। ললিদে কামহেণুবিন্দবইণো বল্লবিন্দস্স ঘরে কিং ঘণং ঘোলং বি ণ ত্থি। জং তস্স কিদে তুহ্মাণং ঘরে গন্তব্বং ॥ ৩৪৫ ॥

কৃষ্ণঃ। সুদীর্ঘাক্ষি রাধিকে ফল্গুনি ললিতা প্রলাপারভটী পটলে ত্বং নিবদ্ধ প্রত্যাশা মা খলু শুল্ক নির্যাতনায় বৈমুখ্যমপেক্ষিষ্ঠাঃ। তদেষ সন্নিকৃষ্টঃ রহস্যং বর্ণয়ামীত্যু-রসি পাণিমাধিৎসতি ॥ ৩৪৬ ॥

সন্ধ্যাবসর ইতি তদানীং সর্ব্বজনানুপাদেয়ত্বেপি জাতাম্লাতক তয়া সলবণং তৎ ভবতামতিরোচকং ভবেদেবেতি ভাবঃ ॥ ৩৪৪ ॥

ললিতে কামধেনু বৃন্দপতেঃ সর্ব্ব বল্লবেন্দ্রস্থ গৃহে কিং ঘনং তক্রং নাস্তি যত্তৎ কৃতে যুষ্মাকং গৃহে গন্তব্যং ॥ ৩৪৫ ॥

শুল্ক নির্যাতনায় শুল্কার্পণায় ॥ ৩৪৬ ॥

কৃষ্ণ। ঈষৎ হাস্য করিয়া নান্দীমুখীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪৪ ॥

নান্দীমুখী। ললিতে! শতকোটি কামধেনু পতি গোপ-রাজের গৃহে কি ঘন ঘোল নাই যে তাহার নিমিত্ত তোমাদের ঘরে গমন করিবেন ॥ ৩৪৫ ॥

কৃষ্ণ। হে সুদীর্ঘাক্ষি রাধিকে! তুমি ললিতার লঘু প্রলাপ কুহক সমূহে প্রত্যাশা নিবদ্ধ করত শুল্ক প্রদানে বিমুখ হইয়া অপেক্ষা করিও না। আমি নিকটবর্ত্তী হইয়া রহস্য বর্ণন করি শ্রবণ কর, এই বলিয়া বক্ষঃস্থলে হস্ত প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ৩৪৬ ॥

ললিতা। দুল্লহ ফলে হঠিল্ল ললিদাএ পুরদো ভুঅণ পরাণো গন্ধবাহোবি রাহীএ থণম্বরঞ্চলস্‌স প্‌ফংসণং বি ণ কাদুং পহবেদি। অথ হত্থং নিক্কেবিদুং কিদজ্‌ঝবসাঅস্‌স দে মুদ্ধদা চ্চেঅ পজ্‌ঝবস্‌সদি ॥ ৩৪৭ ॥

কৃষ্ণঃ। কৃষ্ণকুণ্ডলিনশ্চণ্ডি কৃত ঘট্টনয়ানয়া।
ফুৎকৃতি ক্রিয়য়াপ্যস্য ভবিতাসি বিমোহিতা।

ললিতা। সংস্কৃতেন। কৃতং বিভীষিকয়া ॥ ৩৪৮ ॥
যতঃ। বিলসতি সুসিদ্ধমন্ত্রে মণ্ডিতমতি রাহীতুণ্ডিকী

দুর্ল্লভ ফলে হঠিন্‌ ললিতায়াঃ পুরতঃ ভুবনপ্রাণো গন্ধবাহোপি রাধায়া স্তনাম্বরাঞ্চলস্য স্পর্শনমপি ন কর্ত্তুং প্রভবতি। অত্র হস্তং নিক্ষিপ্তুং কৃতাধ্যবসায়স্য তে মুগ্ধতয়ৈব পর্য্যবস্যতি। শ্লেষেণ মুগ্ধতা আনন্দ মূর্চ্ছা ॥ ৩৪৭ ॥

কৃষ্ণকুণ্ডলিনঃ কালসর্পস্য। পক্ষে কৃষ্ণস্য কুণ্ডলধারিণঃ ঘট্টনয়া চালনেন ফুৎকৃতিঃ ফণাগ্র স্পর্শাঘাত পক্ষে চুম্বনং লক্ষ্যতে ॥ ৩৪৮ ॥

ললিতা আহিতুণ্ডিকী ব্যালগ্রাহিণী বিলসতি সুসিদ্ধ মন্ত্রে ব্যুৎপন্না অত-

---

ললিতা। অহে! তুমি দুর্ল্লভ ফলে হঠ করিতেছ, ললিতার অগ্রে জগৎপ্রাণ সমীরণও শ্রীরাধার স্তনাম্বরের অর্থাৎ কঞ্চুলিকার অঞ্চলও স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না, এ স্থলে তুমি যে হস্ত নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, ইহা কেবল তোমার মূঢ়তা প্রকাশ মাত্র ॥ ৩৪৭ ॥

কৃষ্ণ। চণ্ডি! কৃষ্ণ সর্পের চালনায় প্রয়োজন নাই, ইহার ফুৎকৃতি দ্বারা বিমোহিত হইবা ॥

ললিতা। (সংস্কৃত ভাষায়) আর ভয় দেখাইও না ॥ ৩৪৮ ॥
যে হেতু ললিতা আহিতুণ্ডিকী অর্থাৎ ব্যালগ্রাহিণী, ইহার

ললিতা। সুকরং মূর্দ্ধোন্নমনং নজিহ্মগস্যাত্র কৃষ্ণস্য॥

কৃষ্ণঃ। নান্দীমুখি ঘট্টাধিকারিণামভিরূপায়ামপ্যনৃত বৃত্তৌ পরাঙ্মুখী মে দক্ষিণস্য রসনা। পাণিশ্চ হঠচেষ্টায়াং পৃষ্ঠদায়ী তদত্র কিং দূষণ মাসাং রামাণাং বিপ্রতিপত্তৌ॥ ৩৪৯॥

ললিতা। সনর্ম্ম স্মিতং সংস্কৃতেন।

মিথ্যাং জল্পতু তে কথং নু রসনা সাধ্বীসহস্রস্য যা
বিম্বোষ্ঠামৃতসেবনাদঘরিপো পুণ্যা প্রযত্নাদভূৎ।

এব জিহ্মগস্য সর্পস্য পক্ষে কুটিল চর্য্যস্য তব মূর্দ্ধোন্নমনং ফণোৎক্রমণং পক্ষে চুম্বনাদ্যোদ্ধতাং লক্ষ্যতে॥ ৩৪৯॥

রক্ত অনুরাগী নীব্যা বন্ধং মোঢ়ুং ন ক্ষম কৃপালুতয়ৈব যঃ শীঘ্রং তং বন্ধং

সিদ্ধ মন্ত্রে ভাল ব্যুৎপত্তি আছে, এ যখন অগ্রে বিরাজ করিতেছে তখন ক্রূর সর্পের মস্তক উন্নত করা সহজ নহে॥

কৃষ্ণ। নান্দীমুখি! ঘট্টাধিকারিদিগের মিথ্যা কথা বলা স্বভাব সিদ্ধ হইলেও আমি সরল প্রকৃতি, আমার জিহ্বা মিথ্যা কথনে পরাঙ্মুখী এবং হস্তও বল পূর্ব্বক কার্য্য করণে সম্মত নহে; অতএব এ স্থলে এই সকল সুন্দরী দিগের সহিত বিপ্রতিপত্তিতে অর্থাৎ বিরোধে দোষ কি?॥ ৩৪৯॥

ললিতা। (পরিহাসের সহিত ঈষৎ হাস্য করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) হে অঘনাশন! তোমার রসনা যত্ন সহকারে

কস্মাদেষ বলাৎ করোতু চ করঃ সোঢুং ক্ষমঃ সুভ্রুবাং
রক্তঃ সুষ্ঠু ন নীবিবন্ধমপি যঃ কা বান্য বন্ধে কথা ॥
কৃষ্ণঃ। কিঞ্চিদ্বিহস্য। ললিতে সত্যং ভবত্যঃ কৃত পুণ্য পুঞ্জানাং শিরোমণয়ঃ। যাসাং ভাগধেয় সিদ্ধৌষধিনা কৃষ্টা ভগবত্যাঃ পারিপার্শ্বিকা নান্দীমুখীয়ং প্রত্যুপস্থিতা ॥ ৩৫০ ॥
ললিতা। নান্দীমুহি ভঅবদী পাএহিং সাবিদাসি তুরিঅং

সোঢুং ন ক্ষমতে স কথং বলাৎ করিষ্যতীত্যর্থঃ। অন্যবন্ধে কঞ্চুকাদি বন্ধে ॥ ৩৫০ ॥
নান্দীমুখি ভগবতীপাদৈঃ শাপিতাসি ত্বরিতং ইতো দূরীভব প্রেক্ষামহে

সহস্র সহস্র সাধ্বী রমণীর বিম্বাধরের অমৃত পান করিয়া পবিত্র হইয়াছে, সে কেন মিথ্যা কথা কহিবে, এবং তোমার অনুরাগান্বিত যে হস্ত সুন্দরী বৃন্দের নীবিবন্ধনও সহ্য করিতে পারে না সে কি করিয়া বল প্রকাশ করিবে, অতএব অন্য কঞ্চুলিকাদি বন্ধন বিষয়ের কথা আর কি বলিব ॥
কৃষ্ণ। (কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া) ললিতে! সত্যই তোমরা কৃতপুণ্য পুঞ্জ ব্যক্তিদিগের শিরোমণি, তোমাদের অদৃষ্ট রূপ সিদ্ধৌষধি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ভগবতী পৌর্ণমাসীর পরিপার্শ্বিকা (পার্শ্ববর্ত্তিনী) এই নান্দীমুখী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৩৫০ ॥
ললিতা। নান্দীমুখি! ভগবতী পৌর্ণমাসীর পাদ পদ্মের

ইদো দুরীহোহি পেক্‌খহ্ম কিং এসো অহ্মাণং করেদি ॥ ৩৫১ ॥

নান্দীমুখী। ললিদে মহাসংকড়ং এদং তুহ্মাণং জং হঠিল্ল চক্কবট্টিণো হত্থে পড়িদাত্থ। তা এত্থ সময়ে পরিচ্চাও ন কৃখু সিণেহস্‌স অণুরূবো ॥ ৩৫২ ॥

অর্জ্জুনঃ। পিঅবঅস্‌স যাও পগল্‌ভাও সুলুক্কে বিপ্‌প

কিং এব অস্মাকং করোতি ॥ ৩৫১ ॥

ললিতে মহাসঙ্কটং এতদস্মাকং যৎ হঠিল চক্রবর্ত্তিনো হস্তে পতিতাস্থ। তদত্র সময়ে পরিত্যাগো ন খলু স্নেহস্যানুরূপঃ। তেন যদ্যপি ত্বয়া শপথো দত্ত স্তথাপি ময়া ন শক্যতে গন্তুং ধর্ম্মাপেক্ষতোপি স্নেহাপেক্ষায়া লোকে বলবত্বেন দর্শনাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৫২ ॥

প্রিয়বয়স্য যাঃ প্রগল্‌ভা শুল্কে বিপ্রতিপদ্যন্তে তাস্তূর্ণং অস্মৎ পুরত

শপথ, তুমি আর থাকিও না শীঘ্র এখান হইতে দূরীভূত হও, দেখিত এ আমাদের কি করিতে পারে ॥ ৩৫১ ॥

নন্দীমুখী। ললিতে! যখন হঠিলচক্রবর্ত্তির হস্তে পড়িয়াছ তখন এ তোমাদের মহাসঙ্কট, অতএব এ সময়ে তোমাদিগকে পরিত্যাগ করা এ স্নেহের কার্য্য নহে, যদ্যপি তুমি আমাকে যাইবার জন্য শপথ প্রদান করিয়াছ তথাপি আমি পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেছি না, যেহেতু ধর্ম্ম অপেক্ষা স্নেহের বল অধিক ॥ ৩৫২ ॥

অর্জ্জুন। প্রিয়বয়স্য! যে সকল প্রগল্‌ভা অর্থাৎ দাম্ভিকা

ডিবজ্জন্তি তাও তুম্হং অহ্ম পুরদো আণিজ্জন্তু ত্তি
উজ্জাণ চক্কবট্টিনো সাসণং কহং তুএ বিসুমরিদং ॥
কৃষ্ণঃ। হর্ষমভিনীয় সাধু স্মারিতমর্জ্জুনেন। হন্ত ললিতে
সখায়ো মে সখ্যশ্চ তে ঘট্টমেবাধিতিষ্ঠন্তু। ত্বন্তু ময়া
সার্দ্ধমেকাকিনী স্বয়ং প্রস্থায় নিষ্কুট চক্রবর্ত্তিনঃ সুষ্ঠু গোষ্ঠী
গঙ্গাবগাহনেন খেলয় নিজলোচন মিনয়োর্মিথুনং ॥ ৩৫৩
ললিতা। ধর্ম্মধুরীণ তাএ চ্চেঅ কুলঙ্গনাএ অপ্পণো
দোউলং রক্খিদং জাএ পুণ্ণসিলোঅমউলিণা তুএ সদ্ধং

আনীয়ন্তামিতি উদ্যান চক্রবর্ত্তিনঃ শাসনং ত্বয়া কথং বিস্মৃতং ॥ ৩৫৩ ॥
ধর্ম্মধুরীন্ তয়ৈব কুলাঙ্গনয়া আত্মনো দ্বিকুলং রক্ষিতং। যয়া পুণ্যশ্লোক

রমণী গণ শুল্কদিতে বিবাদ করিতেছে, তাহাদিগকে
আমার নিকট আনায়ন কর, উদ্যানচক্রবর্ত্তির এই শাসন
কেন তুমি বিস্মৃত হইতেছ ॥
কৃষ্ণ। (হর্ষ অভিনয় করিয়া) অর্জ্জুন ভাল কথা স্মরণ
করিয়া দিল। অহে ললিতে! আমার সখাগণ এবং
তোমার সখী সকল এই ঘট্টেই অবস্থিতি করুক, তুমি
একাকিনী আমার সহিত উদ্যান চক্রবর্ত্তির নিকট গমন
করিয়া শোভন সভারূপ গঙ্গায় অবগাহন দ্বারা স্বীয় চক্ষু
রূপ মৎস্য দ্বয়কে ক্রীড়া করাও ॥ ৩৫৩ ॥
ললিতা। হে ধর্ম্মভারবাহিন্! তুমি পুণ্যশ্লোকের শিরোমণি,
তোমার সঙ্গে নির্জনে যে কুলাঙ্গনা গমন করিবে, তাহার

একাগিণীএ ণিজ্জণে চলিদং ॥ ৩৫৪ ॥

কৃষ্ণঃ। কিং বানয়া ক্ষেপিষ্ঠে ঘট্টকর্ম্মণি দীর্ঘ সূত্রতা প্রস্তাবনয়া প্রসহ্য তরসা শুল্কমেবাঙ্গী করবাণীতি রাধিকা মনুসাধয়তি ॥ ৩৫৫ ॥

ললিতা। সোল্লুণ্ঠং বিহস্য। হন্ত সোম্ম সুউমার অত্তণো ণেত্তচত্তরে রাধিআ তণুপ্ফংস সাহসিঅদা তুঅম্মি বট্টদি ত্তি সব্বধা ণ পত্তিআএদি এসা ললিদা ত্তি পসিদ্ধা

মৌলিনা ত্বয়া সার্দ্ধং একাকিন্যা নির্জনে চলিতং ॥ ৩৫৪ ॥

কৃষ্ণঃ ক্ষেপিষ্ঠে ক্ষিপ্রতা মে ॥ ৩৫৫ ॥

হন্ত সৌম্য সুকুমার আত্মনো নেত্র চত্বরে রাধিকা তনু স্পর্শ সাহসিকতা ত্বয়ি বর্ত্তত ইতি সর্ব্বথা ন প্রত্যেতি এষা ললিতেতি প্রসিদ্ধানুশাসনা বল্লবী তৎ প্রেক্ষিতুং কৃত কৌতূহলা তিষ্ঠতি সুষ্ঠু বিস্তারয় আত্মনো বিক্রম সর্ব্বস্ব মিতি সর্ব্বমেতদ্বচন ডাম্বর্যং ললিতায়াঃ। এতেনৈবোপাধিনা শ্রীকৃষ্ণ বলাৎ-

---

আপনার দুই কুল রক্ষা হইবে ॥ ৩৫৪ ॥

কৃষ্ণ। ইহা দ্বারাই বা কি কার্য্য হইবে, যেহেতু ঘট্ট কর্ম্ম শীঘ্র সম্পাদন করা উচিত, তাহাতে দীর্ঘ সূত্রতার প্রয়োজন নাই, সত্বর বল পূর্ব্বক শুল্ক গ্রহণ করি, এই বলিয়া শ্রীরাধার অনুসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৫৫ ॥

ললিতা। (উচ্চ হাস্য করিয়া) অহে সুন্দর সুকুমার! স্বীয় নেত্র প্রাঙ্গনে শ্রীরাধার তনু স্পর্শে সাহসিকতা তোমাতে আছে, ইহা সর্ব্বতোভাবে প্রত্যয় হইতেছে না, এই ললিতা প্রসিদ্ধ বিক্রমশালিনী গোপী, অতএব

সিদ্ধাণুসাসণা বল্লবী তা পেক্‌খিদুং কিদ কোদুহলা
চিট্‌ঠাদি সুট্‌ঠু বিআরেহি অপ্পণো বিক্কম সব্বস্সং ॥ ৩৫৬ ॥

কৃষ্ণঃ। কিঞ্চিদ্বিহস্য। নমস্তুভ্যং মহাচণ্ডি চামুণ্ডে নমস্তুভ্যং নূনং মুণ্ডমালাখ্য মাত্মনো মণ্ডনং বিমুচ্য দুর্ব্বারমার সংহারায় গোপিকারূপেণোপস্থিতাসি ॥ ৩৫৭ ॥

বিশাখা। সহি ললিদে বিজয়িণী হোহি।

কারমাশাসানায়াঃ স্বসখ্যাঃ বাম্য রূপ প্রৌঢ়ি রক্ষার্থমেব অন্যথা চিরাদাসন্ন কান্তায়াঃ প্রতিক্ষণ মনুভূত রূপগুণ নর্ম্মোদ্রেকায়াঃ সহসৈবাত্যৌৎসুক্য চুলুকিত ধৈর্য্যপুঞ্জত্বে দাক্ষিণ্যময়ঃ প্রকটএব উন্মাদোপি সংভাব্যেত সচ দান ঘট্ট বিবাদ বচন সমর প্রতিকূল এবেতি ॥ ৩৫৬ ॥

কিঞ্চিদ্বিহস্যেতি প্রায়োঽজ্ঞান সূচক এব হাসঃ সচ যুষ্মৎ সখী চাপল্য প্রকটোত্থাপন পূর্ব্বক তৎ প্রৌঢ়ি ধ্বংসক স্ব বিজয়েচ্ছো মর্ম প্রসভো নাভি প্রেত ইতি তদাজ্ঞাপয়তি চেতি ॥ ৩৫৭ ॥

সখি ললিতে বিজয়িনী ভব। কৃতং সুষ্ঠু সংলাপ বিলসিতং। তদ্দ্বয়ো-

যদি ইহার বিক্রম দেখিতে তোমার অভিলাষ হইয়া থাকে তবে তোমার যত দূর সাধ্য বিক্রম প্রকাশ কর ॥ ৩৫৬ ॥

কৃষ্ণ। (কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া) হে মহাচণ্ডি ! হে চামুণ্ডে ! তোমাকে নমস্কার, তুমি মুণ্ডমালা রূপ প্রসিদ্ধ স্বীয় অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চয় দুর্ব্বার কন্দর্পের সংহার জন্য গোপিকা রূপে অবতীর্ণ হইয়াছ ॥ ৩৫৭ ॥

বিশাখা। সখি ললিতে ! জয় যুক্তা হও।

ললিতা। স্মিতং কৃত্বা স্বগতং। কিদং সুষ্ঠু সংলাব বিলসিদং। তাদোণং অহিট্ঠামিঅ পুরস্স উগ্গাহণে তিত্থং আরম্ভিস্সং ॥ ৩৫৮ ॥

প্রকাশং। বিসাহে তত্থ গদুঅ নিবেদেহি ভঅবদীং অহ্মাণং বাঢ়ং এদং বিড়ম্বণং।

নান্দীমুখী। স্বগতং। এসা ভঅবদী মাহবীমণ্ডবন্তরিদা পেক্খন্তী সব্বং সুণাদি ॥ ৩৫৯ ॥

প্রকাশং। ললিদে ভঅবদী ক্খু গোউলেসরীএ পাসে বট্টদি।

রভীষ্টামৃত পূরস্যাবগাহনে তীর্থমারপ্স্যে ॥ ৩৫৮ ॥

বিশাখে তত্র গত্বা নিবেদয় ভগবতীং অস্মাকং বাঢ়মিদং বিড়ম্বনং এসা ভগবতী মাধবী মণ্ডপান্তরিতা সর্ব্বং শৃণোতি ॥ ৩৫৯ ॥

ললিতে ভগবতী খলু গোকুলেশ্বর্য্যা পার্শ্বে বর্ত্ততে। হলা ললিতে আত্ম-

---

ললিতা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া মনে মনে) আর সুন্দর আলাপ বিলাসে প্রয়োজন নাই, অতএব এই দুই জনের অভিলাষ সাগরে অবগাহন করিবার জন্য সদুপায় সংস্থাপন করি ॥ ৩৫৮ ॥

(প্রকাশ করিয়া) বিশাখে! তুমি ভগবতী পৌর্ণমাসীর নিকট গমন করিয়া আমাদের এই কথা নিবেদন কর ॥

নান্দীমুখী। (মনে মনে) এই ভগবতী মাধবীমণ্ডপের অন্তরালে থাকিয়া সকল কথাই শুনিতেছেন ॥ ৩৫৯ ॥

(প্রকাশ করিয়া) ললিতে! নিশ্চয় বোধ হইতেছে ভগবতী পৌর্ণমাসী গোকুলেশ্বরীর পার্শ্বে অবস্থিত আছেন ॥

রাধিকা। স পরিহাসং বিহস্য জনান্তিকং। হলা ললিদে অপ্‌পণো বিভূয়িট্‌ঠো অহ্মেসু তুহ্ম সিণেহো অজ্জ চ্চেঅ সুট্‌ঠু পচ্চক্‌খীকিদো। জং ঘট্টআলদো জাদং অহ্মাণং জাদণং তত্থ অপ্‌প সমপ্‌পণেণ মোআবিদুং উবক্কমন্তী তুমং ইঙ্গিদেণ লক্‌খিআসি তা ধণ্ণাসি ॥ ৩৬০ ॥

ললিতা। অই সুরব্বদেক্কবিস্‌সুদে অসমবাণী সমরে চ্চেঅ

নোপি ভূয়িষ্ঠো অস্মাসু যুষ্মৎ স্নেহো অদ্যৈব সুষ্ঠু প্রত্যক্ষীকৃতঃ। যৎ ঘট্টপালাৎ জাতাং অস্মাকং যাতনাং তত্র আত্ম সমর্পণেন মোচয়িতুং উপক্রামন্তী ত্বং ইঙ্গিতেন লক্ষ্যসে তৎ ধন্যাসি। ইঙ্গিতেনেতি সহসৈব চণ্ডিম মাস্থর্য্যং তব কারণং অন্যচ্চ দুর্ব্বার মারসংহারায় গোপিকা রূপেণোপস্থিতেতি ত্বাং প্রতি যদৈব কৃষ্ণেনোক্তং তদৈব সহি ললিতে বিজয়িনী হোহীতি বিশাখয়া তত্র মারসংহারে বিজয়যুক্তা ভবেতি ভঙ্গ্যা ত্বয়ি পরিহাস এব ব্যঞ্জিত স্তৎশ্রুত্বা ত্বয়া স্মিতমেব কৃতং নতু তাং প্রতি কিঞ্চিৎ প্রত্যুক্তং ইতি তত্র তবাভিলাসোঽবগত ইতি ॥ ৩৬০ ॥

অয়ি সূর্য্য ব্রতৈক বিশ্রুতে পক্ষে বীরব্রতাখ্যাতে অসমবাণীসমরে এব

শ্রীরাধা। (সপরিহাস হাস্য পূর্ব্বক হস্তাবরণ করিয়া) ললিতে! তোমার আত্ম অপেক্ষাও আমাদের প্রতি অতিশয় স্নেহ, ইহা অদ্য প্রত্যক্ষ হইল, যে হেতু ইঙ্গিতের দ্বারা বোধ হইতেছে তুমি ঘট্টপাল হইতে আমাদের এই উপস্থিত যাতনা মোচন নিমিত্ত আত্ম সমর্পণ করিতেও ইচ্ছা করিতেছ, অতএব তুমিই ধন্যা ॥ ৩৬০ ॥

ললিতা। অয়ি বীর ব্রতাখ্যাতে! তোমার বাক্ যুদ্ধে

সচ্চং কুসলম্হি। তুমং উণ অসমবাণ সমরে। জং পুণো পুণোদিট্ঠ পুরিসআর সোট্ঠব সরাসি তা পসীদ কড়ক্খ জিম্ভাণ বাণেণ ণং মহাবীরমণ্ণং জিম্ভাঅন্তীকখণং এত্থ চিট্ঠ। অম্হে থোঅং অগ্‌গদো গদুঅ পড়িবালম্হ তুমং ॥ ৩৬১ ॥

রাধিকা। সপ্রণয়াভ্যসূয়ং। অবেহি অপ্‌পণো আআরসং গোবণেক্ক দক্‌খে অবেহি। দাণীং চ্চেঅ পেক্‌খিস্‌সং।

সত্যং কুশলাস্মি ত্বং পুনরসমবাণ সমরে যৎ পুনঃ পুন র্দৃষ্ট পুরুষকার সৌষ্ঠব সারাসি তৎ প্রসীদ কটাক্ষ জৃম্ভণবাণেন এনং মহাবীরম্মন্যং জৃম্ভয়ন্তী ক্ষণমত্র তিষ্ঠ বয়মল্পমগ্রতো গত্বা প্রতীক্ষামহে ত্বাং। সূর্য্য ব্রতেতি তব সূর্য্য ব্রতারম্ভস্য কারণং প্রয়োজনং চ সর্ব্বে জানন্ত্যেবেতি ভাবঃ। অসমবাণী বক্রবাগ্বিলাসঃ অসমবাণঃ কন্দর্পশ্চ পুরুষকারঃ পুরুষার্থ সাধকত্বং পুরুষায়িতত্বঞ্চ ॥ ৩৬১ ॥

অপেহি আত্মন আকারসংগোপনৈক দক্ষে অপেহি ইদানীমেব প্রেক্ষিষ্যে ॥৩৬২

বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে সত্য, কিন্তু কন্দর্প যুদ্ধেও তোমার ক্ষমতা সামান্য নহে পুরুষাকার সৌষ্ঠবের সার বিশিষ্টা হইয়াছিলা, অতএব তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক কটাক্ষ রূপ জৃম্ভণবাণ দ্বারা এই বীরাভিমানি ব্যক্তিকে জৃম্ভিত করিয়া ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থিতি কর, আমরা কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া তোমার প্রতীক্ষা করিব ॥ ৩৬১ ॥

শ্রীরাধা। (প্রণয়ের সহিত অসূয়া প্রকাশ করিয়া) অহে! তুমি আপন আকার সংগোপন বিষয়ে দক্ষতা প্রকাশ করিতেছ, যাহা হউক এখান হইতে দূর হও দূর হও, এখনি দেখিতে পাইবা ॥

কৃষ্ণঃ। স্বগতং সংপ্রতি মন্থরিতচণ্ডিমেব সংলক্ষ্যতে ললিতা। প্রকাশং। সাধু সাধু ললিতে সময়াভিজ্ঞাসি। যদদ্য মুধা বিবাদঘটাং বিঘটয্য ঘট্টমধিতিষ্ঠসি॥ ৩৬২॥

ললিতা। ছলকেলিছইল্ল এসো হঠিল্লদা লউড়ীমেত্ত ওট্ট-ম্ভণো বল্লবাণাং গণো বিঅ ণ কখু সারগ্‌গাহিণীণং গণো ॥ ৩৬৩॥

বিশাখা। সংভ্রমমভিনীয়। ললিদে মহাপমাদো মহাপমাদো

ললিতা। কিদিসো এসো।

বিশাখা। অই কলহলোলুহদা বিস্মারিদ ধর্ম্মে বিরমেহি।

ছল কেলিবিদগ্ধ এষ হঠিল্লতা লগুড়ীমাত্রাবষ্টম্ভনো বল্লবানাং গণ ইব ন খলু সারগ্রাহিণীনাং বল্লবীণাং গণঃ॥ ৩৬৩॥

ললিতে মহাপ্রমাদো। মহাপ্রমাদো ললিতা কীদৃশ এষ। বিশাখা অয়ি কলহ লোলুপতা বিস্মাবিত ধর্ম্মে বিরম। তৈর্যাজ্ঞিকৈঃ সংদিশ্য প্রেষিতং

কৃষ্ণ। (মনে মনে) সম্প্রতি ললিতার ক্রোধ যেন মন্দ হইয়াছে দেখিতেছি। (প্রকাশ করিয়া) ললিতে! সাধু সাধু, তুমি সময় জানিতে পারিয়াছ, যেহেতু মিথ্যা বিবাদ ঘটা বিঘটন করিয়া ঘট্টে অবস্থিতি করিতেছ ॥৩৬২

ললিতা। হে ছলক্রীড়া বিদগ্ধ! গোপগণ যেমন হঠ মাত্রাবলম্বী, সারগ্রাহী গোপিকাগণ তদ্রূপ নহে ॥ ৩৬৩॥

বিশাখা। (সংভ্রম অভিনয় করিয়া) ললিতে মহাপ্রমাদ, মহাপ্রমাদ ॥

ললিতা। কীদৃশ প্রমাদ।

বিশখা। অয়ি কলহ লোলুপতা বিস্মারিত ধর্ম্মে! অর্থাৎ

তেহিং জণ্ণিএহিং সংদিসিঅ পেসিদং অম্হাণং জং হ-
বণিজ্জং হেঅঙ্গবীণং হরন্তীহিং তুম্হেহিং কুলকণ্ণআণং
বা দূষণআরিণি কামিজনে দিট্ঠিক্খেবোবি সব্বধা ণ
কাদব্বো। ইতি নাসিকাগ্রে তর্জ্জনীমাধায়। হদ্ধি
হদ্ধি তুএ উণ উম্মত্তাএ মোহেণ মেহিং জেব্ব জপ্পন্তীএ
বহুআলং বঅণং বি সংমীসিদং ॥ ৩৬৪ ॥

ললিতা। বিষাদমভিনীয়। বিসাহে সুট্ঠু কধেসি সব্বং

অস্মাকং যৎ হবনীয়ং হৈয়ঙ্গবীনং হরন্তীভির্যুষ্মাভিঃ কুলাঙ্গনানাং কুলকন্যানাং বা দূষণ কারিণি কামিজনে দৃষ্টিক্ষেপোঽপি সর্ব্বথা ন কর্ত্তব্যঃ। হা ধিক্ হা ধিক্ ত্বয়া পুনরুন্মত্তয়া মোহন মোষমেব জল্পন্ত্যা বহুকালং বচন সংমিশ্রিতং ॥ ৩৬৪ ॥

বিশাখে সুষ্ঠু কথয়সি সর্ব্বং মুগ্ধয়া ময়া বিস্মৃতং তচ্চিন্তয়াত্র কিমপি

তুমি কলহ লালসায় ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াছ, অতএব ক্ষান্ত হও, সেই যাজ্ঞিকগণ আমাদিগকে এই আদেশ করিয়াছেন যে, তোমারা যখন আমাদের হবনীয় ঘৃত আনয়ন করিবা তৎকালীন কুল কামিনীগণের সতীত্ব হারি কোন দুষ্ট কামি জনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিও না। এই বলিয়া নাসাগ্রে তর্জ্জনী অর্পণ পূর্ব্বক, হা ধিক্ হা ধিক্ তুমি উন্মত্ত হইয়া মোহ বশতঃ বহুকাল যাবৎ বৃথা কথা বলিতেছ, এ কারণ তোমার বাক্য সংমিশ্রিত হইয়াছে ॥ ৩৬৪ ॥

ললিতা। (বিষাদ অভিনয় করিয়া) বিশাখে! ভাল কথা

মুদ্ধাএ বিসুমরিদং। তা চিন্তেহি এত্থ কিম্পি ণিক্কিদং।

বৃন্দা। বিহস্য যজ্ঞপুরুষস্য বিষ্ণোরনুস্মরণমেব মুনয়ঃ সর্ব্বাঘবিধ্বংসনং ব্যাহরন্তি ততঃ স্মর্য্যতামসৌ ॥

ললিতা। বিষ্ণু বিষ্ণু ইতি কীর্ত্তয়ন্তী নাসিকামভিস্পৃশ্য কর্ণং স্পৃশতি ॥ ৩৬৫ ॥

কৃষ্ণঃ। সস্মিতং। ললিতে সত্যং বিদূষিতাসি তদত্র তরসা সন্নিধেহি। সদ্য এব দোষাস্পৃষ্টাং করবাণি ভবতীমিত্যনুস্থত্য ভুজাশ্লেষং নাটয়তি ॥ ৩৬৬ ॥

নিষ্কৃতং ॥ ৩৬৫ ॥

দোষৈরস্পৃষ্টাং পক্ষে দোষা ভুজেন স্পৃষ্টাং ॥ ৩৬৬ ॥

বলিতেছ, আমি মুগ্ধা হইয়া সকল বিস্মৃত হইয়াছি, অতএব এবিষয়ে কিছু নিষ্কৃতি আছে কি না চিন্তা কর ॥

বৃন্দা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) মুনিগণ বলিয়া থাকেন যজ্ঞ পুরুষ বিষ্ণুর স্মরণেই সকল পাপ বিধ্বংসন হয়, অতএব ঐ বিষ্ণুকেই স্মরণ কর ॥

ললিতা। বিষ্ণু বিষ্ণু এই নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নাসিকা ও কর্ণ স্পর্শ করিলেন ॥ ৩৬৫ ॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) ললিতে! তুমি সত্যই দূষিতা হইয়াছ, অতএব শীঘ্র আমার নিকটে আইস, তোমাকে এখনি দোষ শূন্য করিব, এই বলিয়া হস্ত প্রসারণ অভিনয় করিলেন ॥ ৩৬৬ ॥

ললিতা। সসাধ্বসমপসৃত্য সনির্ব্বেদমিব হন্ত হন্ত পর কলত্তমিলাবণ বিলাস সাহসিএণ কুলবালিআহং প্ফংসনে দূষিদহ্মি।

রাধিকা। স্মিতং কৃত্বা। ললিদে অহ্ম সঙ্গাদো তুণ্ণং অবেহি জং রদহিণ্ডঅ প্ফংস কলঙ্কিদাসি॥ ৩৬৭॥

ললিতা। অই বিণোদং কুণন্তীএ অলিঅং চ্চেঅ এদং ভণিদং মএ। কুদো মাদিসীএ পইব্বদা সির্হণ্ডিণীএ প্ফংস

হন্ত পরকলত্র স্নাপন বিলাস সাহসিকেন কুলবালিকাহং স্পর্শে দূষিতাস্মি। স্মিতমিতি মদঙ্গ স্পর্শমিতু কাময়ৈবানয়া স্বস্পর্শ পরাভবোপি প্রথমং স্বীকৃত মিত্যভিপ্রায়াৎ। ললিতে অস্মৎ সঙ্গাৎ তূণমপেহি যৎ রতহিণ্ডক স্পর্শ কলঙ্কিতাসি রতহিণ্ডকঃ স্ত্রীচৌরঃ॥ ৩৬৭॥

অয়ি বিনোদং কুর্ব্বত্যা অলিকমেব ইদং ভণিতং ময়া কুতো মাদৃশ্যাঃ

ললিতা। (সভয়ে দূরগমন পূর্ব্বক নির্ব্বেদের সহিতই যেন) অহো! পরস্ত্রীকে দূষিত করিতে সাহস করিও না, আমি কুলবালা আমাকে স্পর্শ করিলে আমি দূষিতা হইব॥

শ্রীরাধা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) ললিতে! তুমি আমাদের নিকট হইতে শীঘ্র প্রস্থান কর, যে হেতু তুমি স্ত্রীচোর কর্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া কলঙ্কিতা হইয়াছ॥ ৩৬৭॥

ললিতা। অয়ি! আমোদ করিতে করিতে একটা অলীক কথা বলিয়াছি, নতুবা আমার মত পতিপরায়ণা ময়ূরীর

মহাসাহসে এসো ভুঅ ভুঅঙ্গমো উত্থাদুং পহ বেদু ॥ ৩৬৮

রাধা। অই অসচ্চ ভাষিণি বিণ্ণাদং বিণ্ণাদং চিট্ঠ চিট্ঠ কিদ
ভুত্থাণাইং তুহ তনুরুহাইং চ্চেঅ সক্খিত্তণং তণ্ণন্তি
॥ ৩৬৯ ॥

ললিতা। রঅণারীঅ সুট্ঠু কুখু হি দম্মি জং তুএ দূষিদং মং
সখীও ণং প্ফংসন্তি। অদো ণ দুঃখং পঞ্চভিঃ সহ ত্তি
ভণিদী। জধা পঅডী হোদি তধা করেহি ॥

পতিব্রতা শিখণ্ডিন্যাঃ স্পর্শ মহাসাহসে এষ ভুজ ভুজঙ্গম উত্থাতুং প্রভবতু ॥৩৬৮

অয়ি অসত্য ভাষিণি বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং তিষ্ঠ তিষ্ঠ। কৃতাভ্যুত্থানানি
তব তনুরুহাণ্যেব সাক্ষিত্বং তন্বন্তি ॥ ৩৬৯ ॥

রতনারীক সুষ্ঠু ক্ষুভিতাস্মি যৎ ত্বয়া বিদূষিতাং মাং সখ্যো ন স্পৃশন্তি।
অতো ন দুঃখং পঞ্চভিঃ সহেতি ভণিতির্যথা প্রকটী ভবতি তথা কুরু ॥ ৩৭০ ॥

নিকট ভুজ ভুজগ কি উত্থান করিতে সমর্থ হয় ? ॥ ৩৬৮ ॥

শ্রীরাধা। অয়ি অসত্যভাষিণি! জানিলাম জানিলাম,
থাক থাক, তোমার হর্ষোৎফুল্ল লোম সকলই সাক্ষ্য
প্রদান করিতেছে ॥ ৩৬৯ ॥

ললিতা। হে রতনারীক! (হে উপপতে) আমি অতিশয়
দুখিত হইলাম, যে হেতু তোমা কর্ত্তৃক দূষিতা হওয়াতে
সখীসকল আমাকে স্পর্শ করিতেছে না। অতএব
"ন দুঃখং পঞ্চভিঃ সহ" অর্থাৎ পাচ জনের সহিত দুঃখ
হয় না, এই বাক্য যাহাতে সপ্রমাণ হইতে পারে সেই
রূপ কর, অর্থাৎ আমাকে যেমন স্পর্শ করিলা তদ্রূপ
সখী সকলকেও স্পর্শ কর ॥

কৃষ্ণঃ। চম্পকলতে পয়োধরোল্লেখি দীর্ঘ শাখো হয়ং তমালঃ। তদেনমালম্ব্য পরিফুল্লা ভব ॥ ৩৭০ ॥

চম্পকলতা। সকম্পং কিঞ্চিদপসৃত্য ছইল্ল পুণো বি ললিদং জেব্ব মিলাণং করেহি। জং ন শয়ানঃ পতত্যধ ত্তি বঅণং সুণীঅদী।

ললিতা অবি ণাম পিঅসহীং বিসাহং কঠিণোরুপঞ্চ সাহোব সোহিদং অইরাদো পেক্‌খিস্‌সং ॥ ৩৭১ ॥

ছবিল পুনরপি ললিতামেব ম্লানাং কুরু। ন শয়ান পতত্যধঃ ইতি বচনং শ্রূয়তে অপি নাম প্রিয়সখীং বিশাখাং কঠিনোরু পঞ্চশাখোপশোভিতাং অচিরাৎ প্রেক্ষিষ্যে। পক্ষে পঞ্চশাখঃ পাণিঃ কঠিনঃ ইতি পুরুষপাণেঃ কাঠিন্যং সল্লক্ষণমেব ॥ ৩৭১ ॥

কৃষ্ণ। চম্পকলতে! এই পয়োধরোল্লেখি অর্থাৎ গগণ স্পার্শি দীর্ঘ শাখা বিশিষ্ট তমালতরু, অতএব ইহাকে অবলম্বন করিয়া প্রফুল্লা হও ॥ ৩৭০ ॥

চম্পকলতা। (কাঁপিতে কাঁপিতে কিঞ্চিৎ দূর বর্ত্তি হইয়া) হে ছবিল! অর্থাৎ ছেবলা, যে ব্যক্তি শয়ন করিয়া থাকে সে কখন নীচে পড়ে না, এই বচন প্রমাণ হেতু, তুমি পুনরায় সেই ললিতাকে দূষিতা কর ॥

ললিতা। বোধ করি তুমি অচির কালের মধ্যে প্রিয় সখী বিশখাকে কঠিন বিশাল পঞ্চশাখায় উপশোভিতা দেখিতে পাইবে, পক্ষে কঠিন বিশাল হস্ত দ্বারা পরিশোভিতা দেখিবে ॥ ৩৭১ ॥

কৃষ্ণঃ। বিশাখিকে তরুণালিঙ্গিতা সুচ্ছায়া ভব তদিত শ্চম্পকলতেব মাভঙ্গমুপযাসীঃ ॥

বিশাখা। তূর্ণমপসর্পন্তী কলঙ্কিনি ললিদে কধং বিদূসয়তি নিল্লজ্জঃ স্বয়ং দুক্টঃ পরানপি ত্তি বঅণ পমাণং কাদুং পউত্তাসি ॥ ৩৭২ ॥

তা সুপ্পঅডং জ্জেবব দে আউদং অলং অলিএণ বিলক্খণ ভাবেণ। দিট্ঠিআ চিন্তাউলাসু অহ্মেসু অতক্কিদং সুলুক্কস্য যোগ্গা কিদাসি তুমং দব্বেণ।

তরুণা বৃক্ষেণ পক্ষে তরুণেন ময়া যূনা। সুচ্ছায়া পক্ষে সুকান্তিঃ ॥ ৩৭২ তৎসুপ্রকটমেব তবাকূতং অলং অলিকেন বিলক্ষণ ভাবেন দিষ্ট্যা চিন্তাকুলাসু অস্মাসু অতর্কিতং শুল্কস্য যোগ্যা কৃতাসি ত্বং দেবেন ॥ ৩৭৩ ॥

কৃষ্ণ। বিশাখে তরু কর্ত্তৃক অলিঙ্গিতা হইয়া সুস্নিগ্ধা হও, কিন্তু চম্পকলতার ন্যায় ভঙ্গদিয়া এস্থান হইতে প্রস্থান করিও না। পক্ষে আমি যে যুবা আমাকে আলিঙ্গন করিয়া সুশোভিতা হও ॥

বিশাখা। (শীঘ্র গমন করিয়া) কলঙ্কিনি ললিতে! কেন আমাকে দূষিত করিতেছ, নিল্লর্জ্জ ব্যক্তি স্বয়ং দুষ্ট হইয়া পরকেও দূষিত করে, তুমি এই বচন প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ ॥ ৩৭২ ॥

যাহা হউক, তোমার অভিপ্রায় সুন্দর রূপে ব্যক্ত হইল, অতএব মিথ্যা অলীক ভাবের আর প্রয়োজন নাই, কি সৌভাগ্যের বিষয় আমরা সকল চিন্তা কুল হইলে দৈব বশতঃ আমাদিগকে শুল্কযোগ্য করিয়াছ ॥

ললিতা। কিঞ্চিদপসৃত্য তং প্রেক্ষ্য দৃগঞ্চলং কুঞ্চয়তি ॥ ৩৭৩ ॥

কৃষ্ণঃ। স্মিত্বা রাধাং দিধীর্ষন্ বিলোলাক্ষি ললিতা লোচন ভঙ্গীবাত্যয়া বাঢ়মান্দোলিত পাণিপল্লবোঽসি তদদ্য নারোপয় সভ্যে ময়ি সাভ্যসূয়ং চক্ষুঃ ॥ ৩৭৪ ॥

রাধা। সসাধ্বসং বিশাখামনুসরন্তী সহি পরিত্তাহি আত্তাণঅং চ্চেঅ। জং রাহাএ মলিম্নে বিসাহা মলিণা ভণীঅদি ॥ ৩৭৫ ॥

সভ্যে ইতি ত্বংসখ্যা যদভিপ্রেতং অনুতিষ্ঠামি তত্তবৈবেতি বিচারয়েতি ভাবঃ ॥ ৩৭৪ ॥

সখি পরিত্রাহি আত্মানমেব যদ্রাধায়া মালিন্যে বিশাখা মালিনা ভণ্যতে রাধা বিশাখয়োরৈক্যাদিতি ললিতায়াং বহিরঙ্গত্বং প্রকটয়ত্যয়তি ॥ ৩৭৫ ॥

ললিতা। (কিঞ্চিদ্দূরবর্ত্তিনী হইয়া) শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করত নেত্রপ্রান্ত কুঞ্চিত করিলেন ॥ ৩৭৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক শ্রীরাধাকে ধরিতে ইচ্ছা করিয়া) হে চঞ্চলাক্ষি! ললিতার নয়ন ভঙ্গিরূপ প্রবল পবনে আমার করপল্লব অত্যন্ত আন্দোলিত হইতেছে অতএব অদ্য সভ্য স্বরূপ আমার প্রতি তুমি আর অসূয়ার সহিত চক্ষুঃ নিক্ষেপ করিও না ॥ ৩৭৪ ॥

শ্রীরাধা। (সভয়ে বিশাখার নিকট গমন পূর্ব্বক) সখি! আপনাকে রক্ষা কর, যে হেতু লোকে বলিয়া থাকে রাধার মালিন্যতায় বিশাখাও মলিনা হইয়াছে ॥ ৩৭৫ ॥

ললিতা। অয়ি গন্ধব্বিএ ধুত্তমৌউলিণা লুদ্ধএণ অণুদ্ধুদা তুমং কিস ণং পঞ্চমুহীং মুঞ্চিঅ এক্কং কুরঙ্গিঅং সরণং গচ্ছসি তামহ অঙ্কং অলঙ্করেহি তুরিঅং সঙ্কাউলো ভবিঅ পলাএদু এসো ॥ ৩৭৬ ॥

রাধিকা। কুতুকেন ভূরিণা ভ্রূভঙ্গেনাধিক্ষিপন্তীব সনর্ম্ম স্মিত

অয়ি গান্ধর্ব্বিকে ধূর্ত্তমৌলিনা লুব্ধকেন অনুদ্রুতা ত্বং কস্মাদেনাং পঞ্চমুখীং ত্যক্ত্বা একা কুরঙ্গিকাং শরণং গচ্ছসি তন্মমাঙ্কং অলঙ্কুরু ত্বরিতং শঙ্কাকুলোভূত্বা পলায়তু এষ গন্ধর্ব্বঃ সরভোরাম স্তমরো গবয়ঃ শশ ইতি গন্ধর্ব্বঃ প্রকৃষ্ট পশু বিশেষঃ তস্য পত্নী গান্ধর্ব্বিকা পক্ষে হে গান্ধর্ব্বিকে লুব্ধকেন মৃগয়ুনা লোভিনাচ। পঞ্চানাং সখীজনানাং মধ্যে মুখ্যাং পঞ্চমুখীং ললিতাং পক্ষে সিংহভার্য্যাং ॥ ৩৭৬ ॥

বিশ্রম্ভো বিশ্বাসঃ ॥ ৩৭৭ ॥

ললিতা। অয়ি গান্ধর্ব্বিকে! ধূর্ত্ত শিরোমণি ব্যাধের অনুগামিনী হইয়া কেন তুমি এই পঞ্চমুখীকে (সিংহিকাকে) পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুরঙ্গিকার শরণাগত হইতেছ, অতএব আইস আমার ক্রোড় অলঙ্কৃত কর, তাহা হইলে এই গন্ধর্ব্ব অর্থাৎ পশু পলায়ন করিবে ॥

পক্ষে। রাধে! তুমি ধূর্ত্ত শিরোমণি লুব্ধ ব্যক্তির অনুগামিনী হইয়া কেন এই পঞ্চ সখীর মধ্যে মুখ্যা পঞ্চমুখী ললিতাকে পরিত্যাগ করিয়া বিশাখা রূপ হরিণীর শরণাগত হইতেছ ॥ ৩৭৬ ॥

শ্রীরাধা। (আনন্দ সহকারে বহু বহু ভ্রূভঙ্গ দ্বারা তিরস্কার

সংস্কৃতেন ॥

বিশ্রম্ভঘাতিনি চিরাদুপরুদ্ধ্য শুদ্ধা

বিশ্রম্ভত স্ত্বমিহ নঃ স্বগৃহাদনৈষীঃ।

লোভাদ্ব্রতং যদি নিজং ব্যধুনোস্তদস্তু

কিং দূষয়স্যপি সতী স্ত্রপসে ন দেবি ॥ ৩৭৭ ॥

ললিতা। হদ্ধি হদ্ধি সহি বুন্দে ভণাহি কধং সুদ্ধা হুবিস্সং ॥

বৃন্দা। ললিতে কৃতমেতয়া চিন্তাচর্য্যয়া নিকুঞ্জ মহাতীর্থে রতিবল্লভ জাগর্য্যা ব্রতে প্রারব্ধে কা তাবদঘস্য সম্ভা-

---

সখি বৃন্দে ভণ কথং শুদ্ধাং ভবিষ্যামি ললিতে পশ্য প্রত্যাসীদতি মধ্যাহ্নে তৎ কথ্যতাং কিয়ান্ শুল্কঃ যুষ্মাকং সম্মতঃ ॥ ৩৭৮ ॥

করিয়াই যেন ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায়) হে বিশ্বাসঘাতিনি! চিরকাল যাবৎ উপরোধ করিয়া বিশ্বাস বশতঃ পরম শুদ্ধ যে আমরা আমাদিগকে স্বীয় গৃহ হইতে তুমি এ স্থলে আনয়ন করিয়াছ, এখন যদি লোভ বশতঃ নিজ ব্রত বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা কর ক্ষতি নাই তাহাই হউক, কিন্তু হে দেবি। তুমি অন্য সতীকে দূষিত করিতেছ ইহাতে কি তোমার লজ্জা হইতেছে না? ॥ ৩৭৭ ॥

ললিতা। হা ধিক্ হা ধিক্, সখি বৃন্দে! বল দেখি কি প্রকারে আমি শুদ্ধা হইব ॥

বৃন্দা। ললিতে। এ চিন্তায় প্রয়োজন নাই, নিকুঞ্জ মহাতীর্থে রতিবল্লভ জাগরণ নামক ব্রত আরম্ভ করিয়াছেন,

বনাপি।

কৃষ্ণঃ। কেলিকুতুহলিতয়া কুতঃ স্ব কর্ম্মণি মন্থরোস্মি যদদ্য শুল্কার্থমুদ্যমঃ খলু সাধীয়ান্॥

নান্দীমুখী। ললিদে পেক্খ পচ্চাসীদদি মজ্ঝণ্ণো তা কধী অদু কেত্তিও সুলুকো তুম্হাণং সম্মদো॥ ৩৭৮॥

ললিতা। হন্ত দাণিন্দ জইবি অম্হাণং পঞ্চপাইয়া চ্চেঅ এত্থ জুত্তা। তহবি তুম্হ মুহং অবেক্খিঅ এসা মণিমুদ্দিআ উবণীদা ইতি চিত্রাঙ্গুলে রাকৃষ্য মুদ্রিকাং পুরস্তা দুপন্যস্যতি॥

হন্ত দানীন্দ্র যদ্যপ্যস্মাকং পঞ্চপাদিকা এবাত্র যুক্তা তদপি যুষ্মন্মুখং অপেক্ষ্য এষা মণিমুদ্রা উপনীতা পাদিকা চত্বারিংশৎ কপর্দ্দিকা॥ ৩৭৯॥

আর পাপের সম্ভাবনা নাই॥

কৃষ্ণ। আর ক্রীড়া কৌতুকে কেন নিজ কার্য্যে নিশ্চেষ্ট হইতেছি, যে হেতু অদ্য শুল্ক গ্রহণের উদ্যমই গুরুতর।

নান্দীমুখী। ললিতে! দেখ মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত, অতএব বল, তোমরা কত শুল্ক দিতে সম্মত॥ ৩৭৮॥

ললিতা। হে দানীন্দ্র! যদিচ আমাদের পঞ্চপাদিকা অর্থাৎ পঞ্চাশ গণ্ডা কড়ি দেওয়া উচিত, তথাপি তোমার মুখ অপেক্ষা করিয়া মণিময় অঙ্গুরী প্রদান করিতেছি, এই বলিয়া চিত্রার অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয়ক আকর্ষণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে রাখিলেন॥

কৃষ্ণঃ। সব্যাজামর্ষং সখে ক্ষিপ্রং ক্ষিপ্যতা মদ্রিমূর্দ্ধনি ক্ষুদ্রেয়ং মুদ্রিকা॥

সুবলঃ। প্রক্ষেপ মুদ্রামভিনীয় মুদ্রিকাং করে সঙ্গোপয়তি ॥ ৩৭৯ ॥

ললিতা। সরোষং। বুন্দে দিট্ঠং তুএ জং দুল্লহা মণিমুদ্দিআ পক্খিত্তা।

নান্দীমুখী। হলা জহ তস্স ণঅ ণিহীণং অহিবইণো কুবেরস্স মহাচিন্তামণি মণীসিদেণ সাদর পসারিদে হত্থে ফুট্ট কপদ্দিআ নিক্খেবো তহ জ্জেব্ব এসো তুম্হ ববহারো ॥ ৩৮০ ॥

বৃন্দে দৃষ্টং ত্বয়া দুর্লভা মণিমুদ্রিকা প্রক্ষিপ্তা যথা তস্য নব নিধীনাং অধিপতেঃ কুবেরস্য মহাচিন্তামণি মনীষিতেন সাদর প্রসারিতে হস্তে ছিদ্র কপর্দ্দিকা নিক্ষেপ স্তথৈবৈষ যুষ্মদ্ব্যবহারঃ ॥ ৩৮০ ॥

কৃষ্ণ। (ছল পূর্ব্বক ক্রোধ প্রকাশ করিয়া) সখে! এই ক্ষুদ্র মুদ্রিকা শীঘ্র পর্ব্বতাগ্রে নিক্ষেপ কর॥

সুবল। (প্রক্ষেপ মুদ্রা অভিনয় করিয়া) অঙ্গুরীয়ক হস্তে সংগোপন করিলেন ॥ ৩৭৯ ॥

ললিতা। (ক্রোধের সহিত) বৃন্দে! তুমি দেখিলা ত, এই দুর্লভ মণিমুদ্রিকা নিক্ষেপ করিল, নবনিধির অধিপতি কুবেরের মহাচিন্তামণির অভিলাষে হস্ত প্রসারিত হইলে তাহাতে ছিদ্র কপর্দ্দিকা নিক্ষেপ যেমন হয় তদ্রূপই তোমাদের ব্যবহার দেখিতেছি ॥ ৩৮০ ॥

ললিতা। স্বগতং। দোণং স্তট্ঠু উক্কণ্ঠিদাণং আসাসণং ভঙ্গীএ করিস্সং। ইতি পরিক্রম্য জনান্তিকং। হলা রাহি অধারিহং দাণং বিণা ভুল্লহং অহ্মাণং ইদো পত্থাণং। তা তুহ কণ্ঠট্ঠিদং হারংচেঅ সুলুক্কী করেহ্ম ইতি বলাদিব হারমুত্তার্য্য সনর্ম্ম স্মিতং॥ ৩৮১॥

উক্কণ্ঠিদে কীস অধিরাসি! এষা ণিসিটঠাত্থা মোত্তি আবলী ভুদী কণ্হং অলং কাডুং চলিদা। তা অহিসার সজ্জা হোহি॥ ৩৮২॥

দ্বয়োরুৎকণ্ঠিতয়োরাশ্বাসং ভঙ্গ্যা করিষ্যে হলা রাধে যথার্থং দানং বিনা দুর্ল্লভং অস্মাকমিতঃ প্রস্থানং তত্তব কণ্ঠস্থিতং হারমেব শুল্কীকুর্ম্মঃ॥ ৩৮১॥

উৎকণ্ঠিতে কস্মাদধীরাসি এষা নিসৃষ্টার্থা মৌক্তিকাবলী দূতী কৃষ্ণং অলং কর্ত্তুং চলিতা। বিন্যস্ত কার্য্যভারা যা দ্বাভ্যামেকতরেণ বা। যুক্ত্যোভৌ ঘটয়েদেষা নিসৃষ্টার্থা নিগদ্যতে। তদভিসারে সজ্জা ভব॥ ৩৮২॥

ললিতা। (মনে মনে) এই উৎকণ্ঠিত জনদ্বয়কে ভঙ্গি দ্বারা আশ্বাস প্রদান করি, (এই বলিয়া প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক হস্তাবরণ করিয়া) হলা রাধে! সত্যই দান ব্যতিরেকে আমাদের এ স্থান হইতে প্রস্থান করা দুর্ল্লভ অতএব তোমার কণ্ঠস্থ হার শুল্কার্থ অর্পণ করি (এই বলিয়া বল প্রকাশ পূর্ব্বকই যেন কণ্ঠ হইতে হার অবতরণ করত পরিহাসের সহিত ঈষৎ হাস্য করিয়া)॥ ৩৮১॥

হে উৎকণ্ঠিতে! কেন অধীরা হইতেছ, এই নিসৃষ্টার্থা মৌক্তিকাবলী দূতী, শ্রীকৃষ্ণকে অলঙ্কৃত করিবার নিমিত্ত চলিল, অতএব অভিসার বিষয়ে সজ্জিতা হও॥ ৩৮২॥

রাধিকা। অয়ি সংভোঅ সংরম্ভিণি অলং ইমিণা দম্ভ গম্ভি-রিমারম্ভেণ। এত্থ বিবাদ মহামহে অদক্খিণা বি তুমং দক্খিণাসি ণিম্মিদা পণএণ সহিহিং॥ ৩৮৩॥

ললিতা। কৃষ্ণমবেক্ষ্য ঘট্টণাহ এসা অণগ্ঘা মোত্তিআবলী মএ উপণিহী কিদা। অদো পদোষে সুবণ্ণোবণএণ পুণো তুঅত্তো মোআবই দব্বা।

কৃষ্ণঃ। সহর্ষং হারমাদায় স্বগতং। সোহয়ং শঙ্খচূড়স্য

অয়ি সংভোগ সংরম্ভিণি অলমনেন দম্ভ গম্ভিরিমারম্ভেন অত্র বিবাদ মহামখে অদক্ষিণাপি ত্বং দক্ষিণা নির্ম্মিতা প্রণয়েন সখীভিঃ॥ ৩৮৩॥

ঘট্টনাথ এষা অনর্ঘা মৌক্তিকাবলী ময়া উপনিধীকৃতা। পুমান্ন্যর্পনিধি র্ন্যাস ইত্যমরঃ। অতঃ প্রদোষে সুবর্ণোপনয়নে পুনস্ত্বত্তো মোচয়িতব্যা সুবর্ণানাং পক্ষে সুবর্ণায়াঃ রাধায়া উপনয়েন॥ ৩৮৪॥

শ্রীরাধা। অয়ি সুরতারম্ভিণি! আর এ প্রকার দম্ভ গম্ভীর কার্য্যের প্রয়োজন নাই, এ বিবাদ রূপ মহাযজ্ঞে তুমি অদক্ষিণা হইয়া সখীগণের সহিত প্রণয় দ্বারা দক্ষিণা নির্ম্মাণ করিতেছ॥ ৩৮৩॥

ললিতা। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) হে ঘট্টনাথ! এই অমূল্য মৌক্তিকমালা তোমার নিকট গচ্ছিত রাখিলাম, পুনরায় সন্ধ্যার সময় তোমাকে সুবর্ণ অর্থাৎ শ্রীরাধাকে অর্পণ করিয়া এই মালা গ্রহণ করিব॥

কৃষ্ণ। (সহর্ষে হার গ্রহণ পূর্ব্বক মনে মনে) সেই এই শঙ্খ চূড়ের চূড়ামণিকে নায়ক অর্থাৎ হারের মধ্যবর্ত্তি করা

চূড়ামণিরেব নায়কীকৃতোঽস্তি যঃ সানুকম্প মার্য্যেণ প্রলম্বারিপুণা রাধিকায়ৈ প্রসাদীকৃতঃ। তদনেন মমাধুনা প্রত্যাশা বীজস্যাঙ্কুরাবস্থতা বিস্তৃতা ইতি হারেণ স্বকণ্ঠং প্রসাধয়তি ॥ ৩৮৪ ॥

রাধিকা। জনান্তিকং। ললিদে পেক্খ ভাঅধেয়ং তবস্সিণীএ মোত্তিআ বলীএ ॥

ললিতা। তুহ থিসেবিঅ উণ রাহে থণ সম্ভুং মোত্তিআবলী সুদ্ধা। হরিণো বিহরই হিঅএ তুহ কহণিজ্জো কহং মহিমা ॥ ৩৮৫ ॥

ললিতে পশ্য ভাগধেয়ং তপস্বিন্যা মৌক্তিকাবল্যাঃ তব নিষেব্য পুনা রাধে স্তন শম্ভুং মৌক্তিকাবলী শুদ্ধা। হরে বিহরতি হৃদয়ে তব কথনীয়ঃ কথং মহিমা ॥ ৩৮৫ ॥

হইয়াছে, এই চূড়ামণিকে প্রলম্বাসুরহন্তা বলদেব অনুকম্পার সহিত শ্রীরাধাকে অর্পণ করিয়াছেন অতএব সম্প্রতি এই মুক্তাবলী আমার প্রত্যাশা বীজের অঙ্কুরাবস্থা উৎপাদন করিয়াছে, এই বলিয়া ঐ হার স্বীয় কণ্ঠে অর্পণ করিলেন ॥ ৩৮৪ ॥

শ্রীরাধা। (হস্তাবরণ করিয়া) ললিতে! তপস্বিনী মৌক্তিকাবলীর ভাগ্য দেখ।

ললিতা। রাধে! তোমার স্তনরূপ শম্ভুকে সেবা করিয়া এই মৌক্তিকাবলী শুদ্ধা হইয়াছে এ কারণ হরির হৃদয়োপরি বিরাজ করিতেছে অতএব এ হারের মহিমা নহে, এ কেবল তোমারই মাহাত্ম্য মাত্র ॥ ৩৮৫ ॥

রাধিকা। কুড়িলে অলং পলাবেণ পেক্খিঅদু ইদোবি পউরং ভঙ্গুরাএ ভমর কলঙ্কিদাএ বণমালাএ সোহগ্গ লীলা ইদং ইতি সংস্কৃতমাশ্রিত্য॥ ৩৮৬॥

বিশুদ্ধাভিঃ সার্দ্ধং ব্রজহরিণনেত্রাভিরনিশং
স্বমদ্ধা বিদ্বেষং কিমিতি বনমালে রচয়সি।
তৃণীকুর্ব্বত্যস্মান্ বপুরঘরিপো রাশিখমিদং
পরিষ্বজ্যাপাদং মহতি হৃদয়ে যা বিহরসি॥ ৩৮৭॥

মধুমঙ্গলঃ। কল্লাণি ললিদে মহাঘট্টবালিন্দো তুম্হেহিং

কুটিলে অলং প্রলাপেন প্রেক্ষ্যতাং ইতোপি প্রচুরং ভঙ্গুরায়া ভ্রমর কলঙ্কিতায়া বনমালায়াঃ সৌভাগ্য লীলাম্বিতমিতি। তস্যা মং সম্বন্ধঃ কোঽস্তীতি বৃথা শ্লাঘয়া মাং পীড়য়সীতি ভাবঃ॥ ৩৮৬॥

বিশুদ্ধেতি মহাভাবোন্মাদেন মাদনো নামায়ং। যদুক্তং অত্রৈর্ষ্যা অযোগ্যোঽপি প্রবলের্ষ্যা বিধায়িতা॥ ৩৮৭॥

কল্যাণি ললিতে মহাঘট্টপালেন্দ্র যুষ্মাভিরানন্দিতঃ তদেষ বুভুক্ষিতঃ

শ্রীরাধা। কুটিলে! প্রলাপের প্রয়োজন নাই, ইহা অপেক্ষাও ভ্রমর কলঙ্কিত ভঙ্গুরা বনমালার প্রচুর সৌভাগ্য লীলা বিলাস দেখ (এই বলিয়া সংস্কৃত ভাষায়)॥ ৩৮৬

হে বনমালে! তুমি কেন নিরন্তর বিশুদ্ধ ব্রজাঙ্গনাদের সহিত সাক্ষাৎ বিদ্বেষ বিধান করিতেছ, আমাদিগকে তৃণ জ্ঞান করিয়া অঘরিপুর মস্তক অবধি চরণ পর্য্যন্ত আলিঙ্গন করত তদীয় বিশাল হৃদয়ে বিহারশীল হইতেছ॥ ৩৮৭॥

আণন্দিদো তা এসো বুহুক্‌খিদো এক্কাএ হেঅঙ্গবীণ
গব্ভাএ গুরুঅ গগ্‌গরাএ কাঅথোবি কাঅথো কিজ্জউ॥৩৮৮
বিশাখা। হংহো লোলুহ মা ক্‌খু এব্বং ভণাহি সত্ততন্তুণো
কির হেঅঙ্গবাণং এদং ॥ ৩৮৯ ॥
মধুমঙ্গলঃ। বিসাহে ধণ্ণাও ক্‌খু জণ্ণিঅ বম্হণীও জাহিং অপ্প

একয়া হৈয়ঙ্গবীন গর্ভয়া গুরুতর গর্গর্যা কায়স্থোপি কায়স্থঃ ক্রিয়তাং।
কায়ে তিষ্ঠতীতি কিন্তু ঘৃত গর্গরীস্থ এব তদ্গত প্রাণত্বাদিতি ভাবঃ। তেন
মৎকায়ে গর্গরীঘৃতং স্থাপয়িত্বা মজ্জীবনমেব স্থাপয়েতি দ্যোতিতং ॥ ৩৮৮ ॥
হে লোলুপ মাবদৈবং তৎ সপ্ততন্তোর্যজ্ঞস্য কিল হৈয়ঙ্গবীনমিদং ॥ ৩৮৯ ॥
বিশাখে ধন্যাঃ খলু যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ্যঃ যাভিঃ আত্ম গৃহস্থাপিত তৎ আঙ্গিরস

মধুমঙ্গল। কল্যাণি ললিতে! তোমরা মহাঘটুপালঙ্কে
শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দিত করিয়াছ, অতএব এ ব্যক্তি ক্ষুধা-
তুর, একটী হৈয়ঙ্গবীন গর্গরী দ্বারা কায়স্থ হইলেও
ইহাকে কায়স্থ কর অর্থাৎ সম্প্রতি ইনি কায়াতে অব-
স্থিতি করিতেছেন না কিন্তু ঘৃত গর্গরীতেই অবস্থিত
আছেন, যে হেতু তদ্গত প্রাণ, অতএব আমার কায়ায়
ঘৃত গর্গরী স্থাপন করিয়া আমার জীবনকেও স্থাপন
কর ॥ ৩৮৮ ॥
বিশাখা। অহে লোলুপ! আর এ কথা বলিও না, এ সপ্ত
তন্তু যজ্ঞীয় ঘৃত ॥ ৩৮৯ ॥
মধুমঙ্গল। বিশাখে! সেই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণীগণকেই ধন্য
বলিতে হয়, যে হেতু তাহারা স্বীয় গৃহের আঙ্গিরস যজ্ঞ

ঘরস্স বি দং অঙ্গারস সত্তং উবেক্‌খিঅ তস্স মিট্ঠণ্ণে-
হিং সব্বে বল্লআ ভুঞ্জাবিদা। তুম্হেহিং উণ পরঘরস্স সত্ত-
তন্তুণো জোগ্গেহিং বি ণঅনীএহিং ণবতন্তুও বি একলো
এসো বি ণ ভুঞ্জাবী অদি॥

কৃষ্ণঃ। ললিতে যদেষ মহাঘট্টেশ্বরস্য মনোপহারায় হারো নিসৃষ্ট স্তদতীব সম্যগনুষ্ঠিতং সাম্প্রতমুদ্যানচক্রবর্ত্তি-নোপ্যাভিষ্ট শুল্কেন সপর্য্যাপর্য্যালোচ্যতাং॥ ২৯০॥

ললিতা। সপ্রণয়রোষং তুএ জাণিঅ পত্তম্মি তা ণ কৃখু

সত্রমুপেক্ষ্য তস্য সুষ্ঠু মিষ্টান্নৈঃ সর্ব্বে বল্লবা ভোজিতাঃ। যুষ্মাভিঃ পুনঃ পর গৃহস্থ সপ্তত‌ন্তো র্যোগৈরপি নবনীতৈ র্নবতন্তুকোপি এক এষোপি ন ভোজ্যতে॥ ২৯০॥

ত্বয়া জ্ঞাত্বা প্রাপ্তাস্মি তস্মান্ন খলু অযুক্তা এষা বিড়ম্বন কদর্থনা ইতি।

উপেক্ষা করিয়া তাহারই উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন দ্বারা সমস্ত গোপগণকে ভোজন করাইয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তোমরা পর গৃহের সপ্ততন্তু যজ্ঞ-যোগ্য নবনীত দ্বারা নবতন্তু (ব্রাহ্মণ) এই এক ব্যক্তিকেও ভোজন করাইতে পারিলা না॥

কৃষ্ণ। ললিতে! এই মহাঘট্টেশ্বর আমাকে যে হার উপ-হার দিয়াছ, তাহা অতি উত্তম হইয়াছে, কিন্তু সম্প্রতি উদ্যানরাজের অভিমত শুল্ক প্রদান করিয়া তাঁহার পূজার অনুষ্ঠান কর॥ ৩৯০॥

ললিতা। (প্রণয় কোপের সহিত) তোমাকে জানিয়াই

অজুত্তা এসা বিড়ম্বণ কদত্থণা ॥ ৩৯১ ॥

নান্দীমুখী। মহাদাণেন্দ অপ্‌পণো অভিমদং দাণং দূঢ়ং কহিজ্জউ। জহ মজ্ঝত্থী ভবিঅ মএ পরিচ্ছিজ্জই ॥

কৃষ্ণঃ। নান্দীমুখি সামাকর্ণ্যতাং ॥ ৩৯২ ॥

বদিতুমধিকমার্য্যা পারিষদ্যা স্তবাগ্রে
কথমুচিতমথেষ্টং কেবলং মে পরার্দ্ধং।

ময়া সমস্ত শুল্কতয়ৈব দত্তোপি হরেস্ত্বয়া স্ববর্ত্তনমাত্রে পর্য্যবসিতঃ কৃতঃ ইতি যথা সুখমেবাচমনদ্য ত্বয়া বিড়ম্বয়িতুং প্রাপ্তেতি ভাবঃ ॥ ৩৯১ ॥

মহাদানীন্দ্র আত্মনোঽভিমতং দানং কথ্যতাং যথা মধ্যস্থা ভূত্বা ময়া পরিচ্ছিদ্যতে ॥ ৩৯২ ॥

আর্য্যায়াঃ পারিষদ্যাঃ পারিষদি সাধ্ব্যা পরিষদোণ্যোঽপি ইতি ণ্যাদিতঃ। পরার্দ্ধং এক দশ সহস্রেত্যাদিনামষ্টাদশ যত্র এক সংখ্যোত্তরাঃ সপ্তদশ বিন্দব

তোমার কাছে আসিয়াছি অতএব এ রূপ বিড়ম্বন করা অযুক্ত নহে অর্থাৎ আমি তোমাকে সমুদায় শুল্ক প্রদান করিলেও তুমি হার গাছটী লইয়া আপনার জীবনোপায় মাত্রে পর্য্যবসান করিয়াছ, অতএব তুমি যথা সুখে আমাকে বিড়ম্বিত করিতে উদ্যত হইয়াছ ॥

নান্দীমুখী। দানীন্দ্র! স্বীয় অভিমত দান কি, প্রকাশ করিয়া বল, আমি মধ্যস্থ হইয়া মীমাংসা করিয়া দিতেছি ॥

কৃষ্ণ। নান্দীমুখি! শ্রবণ করুন ॥ ৩৯২ ॥

আর্য্যা শ্রীরাধার সভাস্থ পরার্দ্ধ পরিমিত সাধ্বী আপনার নিকটে আছে, এ কথা বলা অধিক, এক্ষণে তাহা নাই

ইহ যদি তদভাবং বক্ষি কিং তত্র কুর্য্যাং
ভবতু ময়ি পরার্দ্ধ্যাং ন্যস্য শিষ্টাঃ প্রযান্তু ॥ ৩৯৩ ॥

নান্দীমুখী। রঙ্গিল্ল পুংগব চিত্তা তুহ্ম চিত্তানুবট্টিণী তা এসা চ্চেঅ সুলুক্কাইদা।

কৃষ্ণঃ। হস্তোপকণ্ঠবর্ত্তিনী চিত্রা তদসৌ নাতিদুর্ল্লভা। প্রবিশ্য পৌর্ণমাসী।

পৌর্ণমাসী। নাগর নাগরীমূর্দ্ধাভিষিক্ত যত্র নিবদ্ধ মহাস্পৃহস্তিষ্ঠসি।

শিষ্ঠন্তি। পরার্দ্ধ্যাং পরার্দ্ধ মূল্যাং পক্ষে শ্রেষ্ঠাং রাধাং ন্যস্য উপনিধীকৃত্য নতু পরার্দ্ধ কনক টঙ্কান্ তবৈব প্রয়োজনং সিদ্ধেদিতি ভাবঃ। পূর্ব্বানুপপন্ন-নির্য্যাস ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৯৩ ॥

রঙ্গিল পুঙ্গব চিত্রা তব চিত্তানুবর্ত্তিনী তদেষৈব শুল্কোচিতা। চিত্রেতি পক্ষে কনিষ্ঠত্বাচ্চ সৈব নান্দীমুখ্যা তথা বক্তুং শক্যা নতু ললিতাদ্যাঃ ইতি ভাবঃ ॥ ৩৯৪

আপনি যদি এ রূপ বলেন তাহা হইলে আমি কি করিব, যাহা হউক আপনি শ্রীরাধাকে আমার নিকট গচ্ছিত রাখুন, অবশিষ্ট গুলি চলিয়া যাউক ॥ ৩৯৩ ॥

নান্দীমুখী। হে রঙ্গিল শ্রেষ্ঠ! চিত্রা তোমার চিত্তানুবর্ত্তিনী অর্থাৎ মনোহনুগামিনী অতএব এই চিত্রাই তোমার শুল্কের উপযুক্তা ॥

কৃষ্ণ। চিত্রা হস্তাগ্রবর্ত্তিনী, এ আর দুর্ল্লভা নহে ॥

পৌর্ণমাসী। (প্রবেশ করিয়া) হে নাগর! হে নাগরী রাজ! তুমি যাহার প্রতি মহতী আশা নিবদ্ধ করিয়াছ,

হোদি তাং কিল পরার্দ্ধেনাপি দুল্লর্ভা মনর্ঘামেব জানীহি।

কৃষ্ণঃ। সাপত্রপমভিবাদ্য ভগবতি কেবলং শুল্ক বিত্তানামুপলব্ধয়ে গৃহীতাগ্রহোঽস্মি নতু কাকিনী পাদমূল্যানাং ভবেদ্‌গোপীনাং ॥ ৩৯৪ ॥

রাধিকা। ভঅবদি দিট্ঠিআ বিড়ম্বণম্বু রাসিণো পারং অহ্মেহিং দিট্ঠং। জং সঅং এত্থ তত্ত হোদী সমাআদা ॥

পৌর্ণমাসী। জনান্তিকং ॥ ৩৯৫ ॥

দানীন্দ্রস্য প্রসভমনুরী কৃত্যমানোঙ্কুরাণাং

ভগবতি দিষ্ট্যা বিড়ম্বনাম্বুরাশেঃ পারমস্মাভি দৃষ্টং যৎ স্বয়মত্র তত্র ভবতী সমাগতা ॥ ৩৯৫ ॥

অনুরীকৃতা অনঙ্গীকৃতা মানোঙ্কুরাণাং গর্কোন্নতানাং শাতোদরি হে

তাহাকে লাভ করিতে পরিবে না, নিশ্চয় ইনি অমূল্যা জানিও ॥

কৃষ্ণ। (সলজ্জে প্রণাম করিয়া) ভগবতি! কেবল শুল্ক বিত্ত প্রাপ্তির নিমিত্ত এরূপ আগ্রহ করিতেছি, কিন্তু আপনার পঞ্চবরাটক মূল্য শালিনী গোপীদিগের নিমিত্ত নহে ॥ ৩৯৪ ॥

শ্রীরাধা। ভগবতি! আমরা বিপদ সমুদ্রের পার দেখিতে পাইলাম, যেহেতু স্বয়ং ভগবতী আপনি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৪৯৫ ॥

পৌর্ণমাসী। (হস্তাবরণ করিয়া) হে কৃশোদরি! জগৎ রূপ

দানং বিশ্ব প্রকটমটবী মণ্ডলাখণ্ডলস্য।
সংরব্ধানাং কলহলহরীলুব্ধতা দুর্ম্মুখীনাং
পাতঃ শাতোদরি ন ভবিতাকিং বিড়ম্বাম্বুধৌ বঃ॥ ৩৯৬॥
ললিতা! ভঅবদী পেক্‌খ দুল্লহো হারো অহ্মেহিং দিণ্ণো
তহ্‌বি ণ মুক্কি অহ্মা॥ ৩৯৭॥
পৌর্ণমাসী। ললিতে পশ্য ভবতীনাং কলহ কূট কষায়েণ
পাটলিত চিত্ত দুকূলঃ প্রতিকূল ইব শিখণ্ডচূড় স্তিষ্ঠতি
তদদ্য বিনা প্রিয়োপহার মহার্য্যসংরম্ভ ডম্বরো হংসো

কৃশোদরি॥ ৩৯৬॥

ভগবতি পশ্য দুর্ল্লভো হারোহস্মাভির্দত্ত স্তদপি ন মুচ্যামহে॥ ৩৯৭॥

পাটলিতং শ্বেত রক্তীভূতং। এতচ্চিত্তস্য স্বতঃ শুদ্ধত্বাৎ সংপ্রতি যুষ্মৎ কলহ কটুকৃতত্বাচ্চ শ্বেত রক্তত্বমিত্যর্থঃ। শিখণ্ডচূড়ঃ প্রিয়স্য বস্তুনঃ পক্ষে প্রিয়ায়া উপহারং বিনা অহার্য্যঃ ত্যাজয়িতুমশক্যঃ সংরম্ভ ডম্বরো যস্য সঃ

অটবী মণ্ডলেন্দ্র দানীন্দ্রের বিশ্বপ্রকাশ দান অঙ্গীকার না করিয়া গর্ব্বোন্নত, ক্রুদ্ধ ও কলহকারিণী তোমাদের কি বিড়ম্বনা সমুদ্রে পতন হইবে না॥ ৩৯৬॥

ললিতা! ভগবতি! দেখুন আমরা দুর্ল্লভ হার অর্পণ করিয়াছি তথাপি আমাদিকে মুক্ত করিতেছেন না॥ ৩৯৭

পৌর্ণমাসী। ললিতে! দেখ তোমাদের প্রবল কলহের কষায় বর্ণে পিঞ্ছচূড় শ্রীকৃষ্ণের চিত্তরূপ দুকূল রক্তবর্ণ হওয়ায় প্রতিকূল হইয়াছেন অতএব প্রিয়ার উপহার

মনস্বী ৩৯৮ ॥

নান্দীমুখী। ভঅবদি আণবেদি ইমাণং মজ্ঝে এদং ভারং কা ক্খু বহিস্‌সদি ॥ ৩৯৯ ॥

পৌর্ণমাসী। যা পঞ্চসু সরোজাক্ষী পরমারাধিকা ভবেৎ। ধীরা নৈবাস্য বিজ্ঞেয়া ধুরীণা রাধনে ধুরি ॥

ললিতা। মনাগিব স্মিত্বা রাধিকাং পশ্যন্তী দৃগন্তং কূণয়তি।

মনস্বী ধীরঃ ॥ ৩৯৮ ॥

ভগবতি আজ্ঞাপয় আসাং মধ্যে এতং ভারং কা খলু বক্ষ্যতি বোঢ়ুং পারয়িষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩৯৯ ॥

যা পঞ্চসু মধ্যে পরমারাধিকা পরমারাধন যোগ্যা ভবতীত্যর্থঃ। পক্ষে পরঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রেমময়ঃ মারঃ কন্দর্পস্তেন আরাধিকা তৎসুখোৎ পাদয়িত্রী পক্ষে

ব্যতিরেকে এ ধীর অক্রোধ হইবেন না ॥ ৩৯৮ ॥

নান্দীমুখী। ভগবতি! আজ্ঞা করুন ইহাদের মধ্যে এ ভার বহন করিতে কে পারিবে ॥ ৩৯৯ ॥

পৌর্ণমাসী। এই পাঁচজনের মধ্যে যিনি পদ্মনয়নী পরম আরাধনীয়া এবং ধীরা, এই ভার বহনে তাঁহাকেই অগ্রগণ্যা জানিবা অর্থাৎ এ বিষয়ে শ্রীরাধাই ভার বহনে সমর্থা ॥

ললিতা। (ঈষৎ হাস্য করিয়াই যেন) শ্রীরাধার প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া নেত্র সঙ্কুচিত করিলেন ॥

শ্রীরাধা। (চিন্তা অভিনয় করিয়াই যেন) বৃন্দার কর্ণমূলে

রাধিকা। চিন্তামিব নাটয়ন্তী বৃন্দা কর্ণমূলে লগতি ॥ ৪০০ ॥

বৃন্দা। ভগবতি বেদিমধ্যমেদং নিবেদয়তি। হন্ত বিশ্ব-বেদিনি প্রপঞ্চিত চারু চাতুরী চমৎকৃতিং ললিতামেবাত্র মহাশঙ্কটে নিরটঙ্কয়দালিমণ্ডলং কেবলমসৌ প্রতীক্ষায়া স্তবানুজ্ঞাং প্রতীক্ষমাণা সমক্ষমবতিষ্ঠতে ॥ ৪০১ ॥

ললিতা। স্মিতং কৃত্বা হিঅঅ রঅণস্স বিজঅম্মি সংবুত্তে অলং ইমাত্র হঠরঙ্গ রক্খাএ ॥

পৌর্ণমাসী। নাযুক্তমুক্তং ললিতয়া ॥ ৪০২ ॥

শ্রেষ্ঠা রাধিকা ইতি ॥ ৪০০ ॥

আলিমণ্ডলং কর্তৃ নিরটঙ্কয়ৎ নিরনৈষীৎ অসৌ ললিতা প্রতীক্ষায়াঃ পূজ্যায়াঃ পূজ্য প্রতীক্ষ্য ইত্যমরঃ ॥ ৪০১ ॥

স্মিতমিতি তদনহিত্থা সমুদঘাটনার্থং হৃদয় রত্নস্য বিজয়ে সংবৃত্তে অলমনয়া হঠরঙ্গ রক্ষয়া ॥ ৪০২ ॥

বলিলেন ॥ ৪০০ ॥

বৃন্দা। ভগবতি! বেদিমধ্যা অর্থাৎ শ্রীরাধা এই নিবেদন করিতেছেন যে, হে বিশ্ববেদিনি! যিনি মনোহর চাতুরী চাতুর্য্য চমৎকৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, সেই ললিতাই এই মহাশঙ্কটে শুল্ক রূপে নির্ণীত হইয়াছেন, ইনি পূজ্যতমা, কেবল আপনার অনুজ্ঞা প্রতীক্ষা করিয়া সম্মুখে উপস্থিত আছেন ॥ ৪০১ ॥

ললিতা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) হৃদয় রত্নের জয় হইতে আরম্ভ হইলে, আর বৃথা ছল রঙ্গ রক্ষার প্রয়োজন নাই ॥

পৌর্ণমাসী। ললিতা অযুক্ত কথা বলে নাই ॥ ৪০২ ॥

রাধিকা। কিঞ্চিদুচ্চৈরিব ভঅবদি পসীদ পসীদ ইমস্সিং দুরন্ত ব্বসণে কঠোর ঘট্টিবালহত্থে মা ক্খু কাদরো পইদি দক্খিণো এসো জণো স্সুলুক্কী অদু! ইতি সংস্কৃতেন ॥ ৪০৩ ॥

ভ্রাম্যত্যেষ গিরেঃ কুরঙ্গ কুহরে কৃষ্ণোভুজঙ্গাগ্রণীঃ
স্পৃষ্টো যেন জনঃ প্রযাতি বিষমাং কামপ্যসাধ্যাং দশাং।
নাভদ্রং নচ ভদ্রমাকলয়িতুং শক্তোঽস্মি দৃষ্টিচ্ছটা
মাত্রেণাস্য হতাহমিচ্ছসি কুতঃ প্রক্ষেপ্তুমত্রাপি মাং ॥
ইতি লীলয়া শুষ্কং রুদতী পাদোপকণ্ঠে লুঠতি।

অস্মিন্ দুরন্ত ব্যসনে কঠোর ঘট্টীপাল হস্তে মা খলু কাতরঃ প্রকৃতি দক্ষিণ এষ জনঃ শুল্কাত্বাং ॥ ৪০৩ ॥

ভ্রাম্যতীতি কামপীতি অসাধ্যামিতি দৃষ্টিছটা মাত্রেণেত্যাদিভি স্তদ্বিষয়কঃ স্বপ্রেমৈব ভঙ্গ্যা পক্ষে ব্যঞ্জিতঃ ॥ ৪০৪ ॥

শ্রীরাধা। (কিঞ্চিৎ উচ্চ করিয়াই যেন) ভগবতি! এই দুরন্ত বিপদে ঘট্টপালের হস্তে কাতর না হইয়া সরল এক জনকে শুল্কার্থ প্রদান করুন (এই বলিয়া সংস্কৃত ভাষায়) ॥ ৪০৩ ॥

এই পর্ব্বতের কুরঙ্গ গহ্বরে কৃষ্ণ রূপ ভুজঙ্গ শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ করিতেছে, এ যে জনকে স্পর্শ করে সে অসাধ্য বিষম দশা প্রাপ্ত হয়, আমি ভদ্রাভদ্র কিছুই বিবেচনা করিতে পারিতেছি না, ইহার দৃষ্টিমাত্রে মৃত প্রায় হইয়াছি অতএব এ অবস্থাতেও আমাকে শুল্কার্থে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, এই বলিয়া ছলে শুষ্ক রোদন করিতে করিতে পাদ সমীপে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন॥

পৌর্ণমাসী। ভুজাভ্যামাশ্লিষ্য বৎসে মা রোদনং কৃথাঃ। সর্ব্বমিদং তে শুভোদর্কং ভবিষ্যতি ॥ ৪০৪ ॥

কৃষ্ণঃ। ভগবতি সত্যং ভাগধেয় ভাগস্মি যদত্র সাধীয়সি সময়ে তবোপস্থিতি র্বভূব। ততঃ স্বীকৃত শুল্কমেবাত্মান মবধারয়ামি ॥ ৪০৫ ॥

পৌর্ণমাসী। জনান্তিকং। রামণীয়কনিধে রমণীমণিরেব তবোপকণ্ঠস্থল শোভনী বভূব কিমন্যেন ফল্গুনা শুল্কেন ॥ ৪০৬ ॥

কৃষ্ণঃ। সানন্দ মাত্মগতং। দিষ্ট্যা মদভীষ্টা শুল্কী কৃতা ভগবত্যা রাধিকা। প্রকাশং। ভগবতি সত্যমস্য মেদুর

সাধীয়সি সমীচীনে সময়ে স্বীকৃত শুল্কং প্রাপ্ত শুল্কং ॥ ৪০৫ ॥

রমণ্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ মণিঃ শঙ্খচূড়রত্নং হারনায়কীভূতং শ্লেষেণ স্ত্রীরত্নং রাধৈব ॥ ৪০৬ ॥

মেদুরঃ স্নিগ্ধঃ মহান্ রাগ আরুণ্যং প্রেমাচ তস্য কৌমুদী উদ্ভবেণ করম্বি-

---

পৌর্ণমাসী। (ভুজদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া) এ সমুদায় তোমার উত্তর কালের নিমিত্ত সুখপ্রদ হইবে ॥ ৪০৪ ॥

কৃষ্ণ। ভগবতি! সত্য আমি ভাগ্যবান্ হইলাম, যে হেতু এই সমীচীন সময়ে আপনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অতএব আমাকে প্রাপ্ত শুল্ক অবধারণ করিলাম ॥ ৪০৫ ॥

পৌর্ণমাসী। (হস্তাবরণ করিয়া) রমণীয়নিধির রমণীমণিই তোমার উপকণ্ঠ স্থানের শোভাদায়িনী হইয়াছেন, অন্য শুল্কে প্রয়োজন নাই ॥ ৪০৬ ॥

(আনন্দের সহিত মনে মনে) ভগবতী আমার অভীষ্টরূপা শ্রীরাধাকে শুল্কার্থ নিযুক্ত করিতেছেন, ইহা

মহারাগ কৌমুদী ডম্বর করম্বিতস্য রমণীরত্নস্য লব্ধয়ে ভগবত্যাঃ প্রসাদবীথিমন্তরেণ নান্যা যুক্তিরভিবর্ত্ততে ॥ ৪০৭ ॥

পৌর্ণমাসী। সনর্ম্মস্মিতং। নাগরেন্দ্র ময়া চিন্তামণিরিয়ং প্রস্তুতা ভবতাতু কান্তামণিরবধারিতা ॥ ৪০৮ ॥

কৃষ্ণঃ। সলজ্জ স্মিতং। ভগবতি মদ্গিরামপ্যত্রৈব বিশ্রান্তিঃ। যদেকস্য ললনা ললামস্য সঙ্গমে ভবৎ পারিষদ্যাঃ সাচিব্য বিদ্যা সম্পদেব হেতুরাসীৎ ॥ ৪০৯ ॥

তস্য যুক্তস্য ॥ ৪০৭ ॥

চিন্তামণিঃ হারনায়কী কৃতা নতু রাধারূপেত্যর্থঃ। কান্তামণি কান্তৈব মণিরিত্যর্থঃ ॥ ৪০৮ ॥

অত্রৈব চিন্তামণাবেব রাধৈব চিন্তামণিরিতি ভাবঃ। ললনাসু ভূষণ ভূতায়া রাধায়া ইত্যর্থঃ। পারিষদ্যা নান্দীমুখ্যাঃ ॥ ৪০৯ ॥

অতি সৌভাগ্যের বিষয়। (প্রকাশ করিয়া) ভগবতি! এই স্নিগ্ধ অরুণ কৌমুদী সমূহ যুক্ত রমণীরত্নের প্রাপ্তি পক্ষে আপনার অনুগ্রহ ভিন্ন অন্য যুক্তি নাই ॥ ৪০৭ ॥

পৌর্ণমাসী। (সপরিহাস হাস্য পূর্ব্বক)

নাগরেন্দ্র! আমি ইহাকে চিন্তামণি অর্থাৎ হারের মধ্যগত শ্রেষ্ঠ রত্ন রূপে প্রস্তুত করিয়াছি, রাধা বলিয়াত স্থির করি নাই, তুমি ইহাকে কান্তামণি বলিয়া অবধারণা করিলা ॥ ৪০৮ ॥

কৃষ্ণ। (লজ্জার সহিত ঈষৎ হাস্য করিয়া) ভগবতি! এই পর্য্যন্তই আমার বাক্যের বিরাম হইল। যে হেতু এই স্ত্রী রত্নের প্রাপ্তি বিষয়ে আপনার সভার মন্ত্রি বিদ্যা সম্পত্তিই কারণ হইয়াছে ॥ ৪০৯ ॥

পৌর্ণমাসী। চাতুরী বিদ্যা মহোপাধ্যায় কৃতং বৈলক্ষ্য বৈভবেন। চিন্তামণি লাভ এবাবশ্যং কান্তামণি লাভায় কল্প্যতে ॥ ৪১০ ॥

নহি প্রত্যুষশোভায়ামুপস্থিতায়াং ভানুজায়াঃ শ্রিয়ো বিষ্ণুপদ সেবায়াং ব্যভিচরিষ্ণুতা ঘটতে তত স্তমদ্য পূর্ণোসি ॥ ৪১১ ॥

বৃন্দা। পূর্ণিমায়ামুপস্থিতায়াং কো নাম কলানিধেরপূর্ণতা

বৈলক্ষ্য ভাবেন বিস্মিত বাহুল্যেন। বিলক্ষো বিস্ময়ান্বিত ইত্যমরঃ। চিন্তামণীতি যদৈবাস্যা হারঃ প্রাপ্ত স্তদৈবেয়মেব প্রাপ্তাভূদিতি ভাবঃ ॥ ৪১০ ॥

ভানুজায়াঃ সূর্য্যসম্বন্ধ্যাঃ শ্রিয়ঃ শোভায়াঃ বিষ্ণুপদমাকাশং। পক্ষে ভানুজায়া রাধায়াঃ শ্রিয়ঃ বিষ্ণো স্তব পাদসেবায়াং সংহার নামোঽয়ং সপ্তমমঙ্গং। যদুক্তং। সংহার ইতি তৎ প্রাহুর্যৎ কার্য্যস্য সমাপনমিতি ॥ ৪১১ ॥

কলানিধেশ্চন্দ্রস্য পক্ষে কৃষ্ণস্য ॥ ৪১২ ॥

হে চাতুরী বিদ্যা মহোপাধ্যায়! আর বিস্মিত ভাব প্রকাশ করিও না, চিন্তামণির লাভই অবশ্য কান্তামণি লাভের নিমিত্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ যখন ইহাঁর হার প্রাপ্ত হইয়াছিলে তখনই ইহাঁর প্রাপ্তি সিদ্ধি হইয়াছে॥ ৪১০ ॥

প্রত্যূষের শোভা উপস্থিত হইলে, সূর্য্য সম্বন্ধিনী শোভা কখন আকাশকে সেবা করে না, পক্ষে ভানুজা শ্রীরাধার শোভা, বিষ্ণু যে তুমি তোমার পদ সেবার নিমিত্ত হইবে না, অতএব তুমি পূর্ণ হইয়াছ॥

এই স্থলে নাট্যের যে সপ্তমাঙ্গ সংহার তাহাই প্রদর্শিত হইল, কার্য্য সমাপনের নাম সংহার॥ ৪১১ ॥

বৃন্দা। পূর্ণিমা উপস্থিত হইলে কলানিধি চন্দ্রের পূর্ণতা

বিকাশঃ ॥ ৪১২ ॥

পৌর্ণমাসী। বৃন্দে রাধামনুরুধ্যমানেন বিধুনৈব মাধুরী কৃতেয়ং মাধবীয়া পৌর্ণমাসী ॥

বৃন্দা। তদেনং পূর্ণমেব পূর্ণিমা সমক্ষমুপলক্ষয়তু বিশাখা সখ্যা ॥

পৌর্ণমাসী। বৈদগ্ধী চন্দ্রিকাচন্দ্র গাঢ়মত্র প্রতিভূরভূবং।

রাধাং বিশাখা নক্ষত্রং অনুরাধ্যমানেন চন্দ্রেণৈব মাধবীয়া বৈশাখী তস্যাং বিশাখা নক্ষত্র যোগো ভবেদেবেত্যর্থঃ। পক্ষে বিধুনা কৃষ্ণেন। পূর্ণিমা কর্ত্রী বিশাখৈব সখী তয়া এনং বিধুং উপলক্ষয়তু পক্ষে বিশাখায়াঃ সখ্যা রাধয়া তেন তয়ো রাধামাধবয়ো স্তত্রৈব রহঃ কেলিকুঞ্জে ললিতাদিভিঃ প্রবেশঃ কারিতঃ পৌর্ণমাস্যা বলাদি সূচিতং। ততঃ কচিৎ ক্ষণান্তরং বিরচিত দিব্যা কল্পৌ তাবাগতৌ বিলোক্যাহ বৈদগ্ধীতি ॥ ৪১৩ ॥

প্রকাশ না হইবে কেন? ॥ ৪১২ ॥

পৌর্ণমাসী। বৃন্দে! রাধা অর্থাৎ বিশাখা নক্ষত্রকে অনুরোধ করিয়া বিধু কর্ত্তৃক মাধবী অর্থাৎ বৈশাখী পূর্ণিমা মাধুর্য্যশালিনী হইয়াছে। পক্ষে বিধু শ্রীকৃষ্ণ বিশাখা সখী কর্ত্তৃক অনুরুধ্যমান হইয়া শ্রীরাধা সহযোগে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলেন ॥

বৃন্দা। পূর্ণিমা বিশাখা সখী দ্বারা পূর্ণকে সম্মুখে যোজনা করুন, এই বলিয়া ললিতাদি সখীগণ পৌর্ণমাসীর বলে বলবতী হইয়া শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণকে নিভ

প্রবেশ করাইলেন।

পৌর্ণমাসী কিয়ৎক্ষণ পরে দুইজনে দিব্য বেশভূষা করিয়া সমাগত হইলেন দেখিয়া কহিলেন হে বৈদগ্ধীচন্দ্রিকাচন্দ্র!

স্বায়ং তবাভীষ্টমেব শুল্কমর্পয়িষ্যামি। তদনুমন্যস্ব সাংপ্রতমমূরধ্বরবেদী প্রসাধনায় সাধয়ন্তু॥

কৃষ্ণঃ। সাপত্রপং যথা জ্ঞাপয়তী।

পৌর্ণমাসী। সর্ব্বানন্দ কদম্বমূর্ত্তে যদ্যপি বাঢ়মেতয়া হৃদয়ঙ্গময়া তে লীলয়া কৃতার্থাস্মি। তথাপি কিমপ্যভ্যর্থয়িতুমিচ্ছামি॥

কৃষ্ণঃ। সহর্ষং। ভগবতি শীঘ্রমাজ্ঞাপয় কিং তে ভূয়ঃ প্রিয়ঙ্করবাণীতি॥ ৪১৩॥

পৌর্ণমাসী। নিরবদ্য কেলিমাধুরী সুধাসিন্ধো সাধীয়সি প্রসঙ্গে কৃতাহি প্রার্থনা নিশ্চিতমেব ফলগর্ভিণী ভবে-

সাধীয়সি শ্রেষ্ঠে। বৃন্দারণ্যস্য তদ্বাসিমাত্রস্যাপি সমৃদ্ধে দোঁহদপদং অভীষ্টোবিষয়ঃ ক্রীড়াকটাক্ষদ্যুতিরপি যস্য হে তথাভূত। তর্ষো মনোরথঃ॥ ৪১৪

এ স্থলে উত্তম প্রতিনিধি হইয়াছে, সায়ংকালে তোমার অভীষ্ট শুল্ক প্রদান করিব, অতএব আজ্ঞা কর ইহারা যজ্ঞবেদীর শোভা সম্পাদনার্থ গমন করুক॥

কৃষ্ণ। (লজ্জার সহিত) যে আজ্ঞা॥

পৌর্ণমাসী। হে সর্ব্বানন্দময় মূর্ত্তে! যদ্যপি তোমার এই মনোজ্ঞ বিলাসে কৃতার্থ হইয়াছি, তথাপি কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করি॥

কৃষ্ণ। (হর্ষের সহিত) ভগবতি! শীঘ্র আজ্ঞা করুন, পুনরায় কি প্রিয় কার্য্য সাধন করিব॥ ৪১৩॥

পৌর্ণমাসী। হে অনিন্দ্য কেলিমাধুরী সুধাসিন্ধো! উত্তম প্রসঙ্গে প্রার্থনা করা হইলে, নিশ্চয় তাহা ফল গর্ভিণী হয়, সম্প্রতি এই নিবেদন করিতেছি যে, হে মাধব! সহ-

দিত্যধুনা নিবেদয়ামি ॥

সহচরীকুলসঙ্কুলয়া গুণৈরধিকয়া সহ রাধিকয়ানয়া।
ত্বমিহ নর্ম্ম সুহৃন্মিলিতঃ সদা ঘটয় মাধব ঘট্টবিলাসিতাং ॥

কিঞ্চ।

রাধাকুণ্ডতটী কুটীরবসতি স্ত্যক্ত্বান্যকর্ম্মা জনঃ
সেবামেব সমক্ষমত্র যুবযো র্যঃ কর্ত্তুমুৎকণ্ঠতে।
বৃন্দারণ্য সমৃদ্ধি দোহদপদক্রীড়াকটাক্ষদ্যুতে,
তর্ষাখ্যস্তরুরস্য মাধব ফলী তূর্ণং বিধেয়স্ত্বয়া ॥

কৃষ্ণঃ। সহর্ষাভ্যুপগমং ভগবতি তথাস্তু। তদেহি প্রতি-
স্বিকাভীষ্ট কৃত্যায় প্রযাম ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে ॥ ৪১৪

চরীবৃন্দে পরিমিলিত গুণ প্রবরা এই শ্রীরাধার সহিত তুমি নর্ম্ম সখীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সর্ব্বদা ঘট্ট বিলাস ঘটনা কর ॥

অপর প্রার্থনা এই যে, যে ব্যক্তি অন্য কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাধাকুণ্ডের তটস্থ কুটীর মধ্যে বসতি করিয়া সাক্ষাৎ তোমাদের সেবা বিষয়ে উৎকণ্ঠিত হইবে, হে মাধব! তুমি বৃন্দারণ্যবাসিদিগের অভীষ্ট পূর্ণ-বিষয়ে ক্রীড়া কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া থাক, এ জন্য তাহার মনোরথ তরুকে শীঘ্র ফলশালী রূপে বিধান করিও ॥

কৃষ্ণ। (হর্ষের সহিত অঙ্গীকার পূর্ব্বক) ভগবতি! তাহাই হউক।

অতএব স্ব স্ব কার্য্যের নিমিত্ত আমরা গমন করি, এই বলিয়া সকলে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪১৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীদানকেলি নাম ভাণিকা সমাপ্তা ॥ * ॥

সুমনসঃ পুষ্পাণি সুমনসো ভক্তাশ্চ। তস্য প্রিয়সুহৃদঃ শ্রীরাধা কুণ্ড-বাসিনঃ শ্রীরঘুনাথ দাসস্তেত্যর্থঃ। দানকেলিকলেরন্তে রাধামাধবয়োর্যুগং। কাম লোভ মদাক্রান্তমেকাকারমহং ভজে ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীদানকেলি ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥ * ॥

গোবিন্দস্য কৃপাং বন্দে যস্যোদ্গমন মাত্রতঃ। লীলা স্ফূর্ত্তিঃ সদা ভূয়াদ্রূপেণ সহ মোদতে ॥ * ॥

গ্রথিতা সুমনঃ সুখদা যস্য নিদেশেন ভাণিকা স্রগিয়ং। তস্য মম প্রিয় সুহৃদঃ কুণ্ডতটী ক্ষণমলঙ্কুরুতাং ॥

গতে মনুশতে শাকে চন্দ্র স্বর সমন্বিতে। নন্দীশ্বরে নিবসতা ভাণিকেয়ং বিনির্ম্মিতা ॥ অথ ভাণিকা লক্ষণং ॥ ভাণিকা শ্লক্ষ্ণনেপথ্যা মুখ নির্ব্বহণান্বিতা। ভারতী কৈশিকী বৃত্তি যুতৈকাঙ্ক বিনির্ম্মিতা। উদাত্ত নায়িকামন্দ পুরুষাত্রাঙ্গ সপ্তকং। উপন্যাসোঽথ বিন্যাসো বিরোধঃ সাধ্বসং তথা। সমর্পণং নিবৃত্তিশ্চ সংহারশ্চাপি সপ্তমঃ। উপন্যাস প্রসঙ্গেন ভবেৎ কার্য্যস্য কীর্ত্তনং। নির্ব্বেদ বাক্য ব্যুৎপত্তি র্বিন্যাস ইতি কথ্যতে। ভ্রান্তিনাশো বিরোধঃ স্যান্মিথ্যাখ্যানং তু সাধ্বসং। উপালম্ভবচঃ কোপ পীড়য়েহ সমর্পণং। নিদর্শনস্যোপন্যাসো নিবৃত্তিরিতি কথ্যতে। সংহার ইহ তৎ প্রাহু র্যৎ কার্য্যস্য সমাপনং। শেষং নাটকবজ্জ্ঞেয়ং বুধৈঃ প্রস্তাবনাদিকং। রূপকং দ্বিবিধং পাঠ্যং জ্ঞেয়ঞ্চ তত্র ভাণিকেয়ং গেয়রূপা ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃতানুবাদিতা দানকেলিকৌমুদী সমাপ্তা ॥ * ॥

সন১২৮৮। ২রা আষাঢ়।